ইমাম বুখারী রহ.
এর
ঈমানদীপ্ত জীবনী



মূল | আল্লামা রুহুল্লাহ নকশবন্দী
অনুবাদ | মাওলানা আবদুল্লাহ রেজা ফয়জী

পাকিস্তানের সুনামধন্য লেখক ও গবেষক বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা রুহুল্লাহ্ নকশবন্দী এর বহুল আলোচিত آثار حنیف গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

ইমাম বুখারী রহ.-এর ঈমানদীপ্ত জীবনী



মূল

আল্লামা রুহুল্লাহ্ নক্শবন্দী

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

আল্লামা ড. নূরুল আবছার আ[illegible]হারী দা.বা.

সিনিয়র মুহাদ্দিস ও বিভাগীয় প্রধান

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ,

দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল্লাহ রেজা ফয়জী

সিনিয়র উস্তায: ফাকিরপাড়া মাদরাসা, গাইবান্ধা।

যাকারিয়া লাইব্রেরী

ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মোবা ঃ ০১৯৩৩-০৮২৬৩৬, ০১৭৬৫-০৭২৫৭০

ইমাম বুখারী রহ. এর ঈমানদীপ্ত জীবনী

মূল
আল্লামা রুহুল্লাহ নকশবন্দী,

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়
আল্লামা ড. নূরুল আবছার আযহারী দা.বা.,
সিনিয়র মুহাদ্দিস ও বিভাগীয় প্রধান,
উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ,
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ রেজা ফয়জী
সিনিয়র উস্তাদ: ফকিরপাড়া মাদরাসা, গাইবান্ধা।

প্রকাশক
মাওলানা মিজানুর রহমান
স্বাত্ত্বাধিকারী-জাকারিয়া লাইব্রেরী

স্বত্ত্ব-প্রকাশক কতৃর্ক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০২৩ইং,

শুভেচ্ছা মূল্য: ৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

উপহার

"ইমাম বুখারী রহ.এর ঈমানদীপ্ত জীবনী"

বইখানা,

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের .....

.....

..... কে উপহার স্বরূপ অর্পণ করলাম।

তারিখ : .....

শুভেচ্ছান্তে,

.....

.....

.....

আল ইহসান

আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদগণ! যাঁদের সুনযর আমার জীবনকে করে তুলেছে স্বর্ণের চেয়ে খাঁটি। যাঁদের সহবত আমাকে দান করেছে, সঠিক পথের দিশারী। যাঁদের জীবনাদর্শ আমাকে চিনিয়েছে সুন্নাহ এর প্রকৃত অনুসরণ। তাঁদের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করছি। আর যাঁরা গত হয়েছেন, তাঁদের মাকবারাকে চিরস্থায়ী শান্তির দোয়া করছি। আল্লাহ এ গ্রন্থটি যেন তাঁদের ও আমাদের সকলের জন্য নাজাতের উছিলা হয়। (আমিন)

-অনুবাদক

ইসলামি বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন 👇

https://t.me/islaMic_fdf

কিছুকথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد واله وصحبه اجمعيين اما بعد

'আফতাবে বুখারা' নামক কিতাবটি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী রহ. এর পরিপূর্ণ জীবন-চরিত না হলেও কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ! এটি তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ নির্যাস। গ্রন্থটিতে ইমাম বুখারী রহ. এর পবিত্র জীবনের গুরুত্বপূর্ণ যে দিকগুলি বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তা এ গ্রন্থে একত্র করার প্রয়াস করা হয়েছে। এছাড়াও বুখারা সমরকান্দের ইতিহাস ও ভৌগলিক অবস্থান নিয়েও সাম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীর পরিচিতি হিসেবে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ একেবাই নেই বললেই চলে।

ইমাম বুখারী রহ. এর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সহীহ বুখারীর মর্যাদা, যার কারণে তার শ্রেষ্ঠত্ব, সে সম্পর্কেও কিছু ধারণা দেয়া হয়েছে। যাতে সহীহ বুখারী অধ্যয়নকারী সকল তালিবুল ইলম এর মর্যাদা সম্পর্কে বুঝতে পারে। এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। আর তেমনই এ কথার বিশ্লেষণের প্রয়োজনই নেই যে, ইসলাম দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ উদ্দেশ্যে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেভাবে তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন হিফাযত করছেন। ঠিক সেভাবেই সুন্নাহকেও হিফাযত করছেন।

পবিত্র কোরআনে আজ পর্যন্ত কেউ কোন রদবদল বা পরিবর্তন করতে পারেনি। কারণ শুরু থেকেই তা উম্মতে মুসলিমারা সংরক্ষণ করেছিলেন। আর সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শুরু থেকে তেমন ভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। এ জন্যই সুযোগ সন্ধানীদের প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রিয় বান্দার বানীর প্রতি এমন আচরণ সহ্য করেননি। সুতরাং আল্লাহ সুহবানাহু ওয়া

তায়ালা সময়ে সময়ে এমন মুহাদ্দীস প্রেরণ করেছেন। যারা এমন হাদীসকে পৃথক করে দিয়েছেন, যা লোকদের বানানো ছিল। সেই সাথে তাঁরা সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসকেও আলাদা আলাদা করে দিয়েছেন। যাতে কারো কোন সন্দেহ হতে না পারে।

হাদীস সংরক্ষণের এমন আয়োজনের পরেও যারা এটি উপলব্ধি করতেন যে, সহীহ হাদীস সম্মলিত একটি স্বতন্ত্র ভান্ডার বা গ্রন্থের প্রয়োজন আছে। যাতে মানুষ সহজেই কোন সন্দেহ ছাড়া তার উপর আমল করতে পারে।

অতঃপর এমন একটি গ্রন্থ রচনা আল্লাহর তায়ালা নির্বাচিত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই সৌভাগ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হযরত ইমাম বুখারী রহ.কে নসীব করলেন। আর তিনি এমনই একটি গ্রন্থ রচনা করলেন এবং নাম রাখলেন الجامع الصحيح। এ গ্রন্থটি সমস্ত মুহাদ্দিসীনদের আকাঙ্খা অনুযায়ী হওয়ায় পরবর্তীতে কেউ আর এমন কোন গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হননি। যা উম্মতের জন্য প্রয়োজন ছিল এবং উম্মতের সহীহ হাদীসের ভান্ডারের পিপাসা পূরণে সক্ষম হবে। যদিও পরবর্তীতে এই বিষয়কে লক্ষ্য রেখে আরো কিছু গ্রন্থ রচনা হয়েছে। তবে সবারই মূল এই ভান্ডার বা গ্রন্থই ছিল। যেমন ইমাম মুসলিম রহ. এর সহীহ মুসলিম। এটিও বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের একটি ভান্ডার। তবে ইমাম দারা কুতনী রহ. এর মতে, ইমাম বুখারী রহ.এর দিকেই এর ইহতিয়াজ। যদিও মুহাদ্দীসগণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত।

ইমাম বুখারী রহ. একজন আবেদ, যাহেদ, মর্যাদাবান, দাতা, উদার ও মহানুভব ছিলেন। তাঁর চেহারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীতিসন্ত্রস্ত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসায় আলোকিত থাকত। উম্মাতে মুসলিমা দ্বীনের যে সমস্ত আহকাম সম্পর্কে অবগত তার একটি অংশে ইমাম বুখারী রহ. এর প্রচেষ্টা ও অবদান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমীয় বানীকে পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। আর

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আলোচনা ও নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও বাস্তবতা হল, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, যে কোন মাদরাসায় قال قال رسول الله ﴿ص﴾ এর মাহফিল সাজানো হয়। রব্বে কারীমের রহমতে সেখানেই সহীহ বুখারীর আলোয় আলোকিত হয়। সেই সাথে তাঁর কবরে নূর ও তাজাল্লির বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে।

মোটকথা এই প্রকারের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী রহ. এর সৌভাগ্যে নসীব হল। আর এই হাদীসের খিদমতটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কারণে উর্দু ভাষাভাষীর মানুষদের সহজে ইমাম বুখারী ও তাঁর এই গ্রন্থ সম্পর্কে জানানোর জন্য আমি آفتاب بخارا **(আফতাবে বুখারা)** নামে একটি গ্রন্থ রচনা করলাম।

সবিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন মহান এই মনীষীর জিবনীগ্রন্থকে আমার ও পাঠকদের নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন।

والسلام

মাওলানা রুহুল্লাহ নকশবন্দী উফিয়া আনহু

অনুবাদকের কথা

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتديَ لولا أنْ هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ، رسول الله وخيرته من خلقه، خاتم النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিজগতের সেরা জীব মানুষ হিসেবে এবং দিয়েছেন ভাল-মন্দ বিচার করার জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আর সেই সাথে হাজারো নিয়ামত দ্বারা আমাদের সুসজ্জিত করেছেন। যাতে মানুষ হিসেবে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব উপভোগ করতে পারি। সেই মহান রবের প্রতি জানাই আবারো হাজার কৃতজ্ঞতা ও হাজারো শোকর। কেননা তিনি আমার মত নগন্য বান্দাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ খাদেম সহীহ বুখারীর প্রণেতা ইমাম বুখারী রহ. এর ঈমানদীপ্ত জীবনের উপর লিখিত মহামূল্যবান 'আফতাবে বুখারা' নামক গ্রন্থেটির বঙ্গানুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন।

গ্রন্থটিতে ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনের প্রসিদ্ধ ও বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা অধিকাংশ ঘটনাই তুলে ধরা হয়েছে। যার থেকে আমরা তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণের আন্দায করতে পারি। এই মহান মনীষী হাদীসের যে খিদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন, তা আল্লাহ তায়ালা এভাবে কবুল করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত যার আলোচনা হতে থাকবে। ইনশাল্লাহ

পৃথিবীর যে প্রান্তেই হাদীসের দরস বা আলোচনা হোক, সে প্রান্তেই প্রত্যেকটি মানুষ সহীহ বুখারী ও ইমাম বুখারীকে শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করে থাকেন। এই নিয়ামত ত এমন পূত ও পবিত্র ঈমানদীপ্ত জীবনের অধিকারীরাই পেয়ে থাকেন।

গ্রন্থটির কয়েকটি অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাকে আমরা কারামত হিসেবেও ব্যাখ্যা করতে পারি। তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারী আমাদের সাহাবা রাযি আল্লাহু আনহুমদের কথা স্বরণ করে দেয়। যা আমাদের পথ চলাকে অনেক সহজ করে দেয়।

ইলম অর্জনের আগ্রহ উদ্দীপনা তাঁকে এতোটাই ব্যাকুল করে তুলেছিলেন যে, পৃথিবীর সকল দুঃখ কষ্ট যেন তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। তিনি কেবল একটি হাদীস শ্রবণ করার জন্য শত শত মাইল সফর করতেন। যেন ইলমের জন্যই জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে তিনি হাদীসের ইলম গ্রহণ করেছেন। আবার বর্ণনাও করেছেন যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে। আর এরই নির্যাসে গ্রন্থিত হয়েছে সহীহ বুখারীর মত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব। বিশুদ্ধতায় যার মর্যাদা আল্লাহর কালাম পবিত্র আল কোরআনের পরেই।

গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে, ঐতিহাসিক বুখারা ও সমরকান্দের ইতিহাস, ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনের বাহ্যিক দৃশ্য, সহীহ বুখারীর মাহাত্ম্য, ইমাম বুখারী রহ. এর সহীহ বুখারী রচনার হেতু, বুখারী মুসলিমের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য, ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী মাযহাব, ইমাম বুখারী রহ. এর তারাবীহের নামায ও ইত্যাদি নিয়ে।

এছাড়াও গাইরে মুকাল্লিদ আলিমদের ইমাম বুখারী রহ. এবং সহীহ বুখারীর প্রতি অশোভন আচরণ, সহীহ বুখারী নিয়ে মিথ্যাচার, আপত্তি ও সহীহ বুখারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, তার বিশ্লেষণ ও জবাব। সেই সাথে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়ের তাহকীক অনুবাদকের পক্ষ থেকে টিকা আকায়ে যোগ করা হয়েছে এবং গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্ট হিসেবে ছিয়াছিত্তার ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলন করা হয়েছে।

সঙ্কলিত অংশটি সিহাহ সিত্তার ইমামদের জীবনীর উপর লিখিত বাংলা ও আরবীর ভাষার বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে প্রত্যেকটি বক্তব্য ও উদ্ধৃতি যাচাই-বাছাই পূর্বক উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থে কয়েক জায়গায় একই অধ্যায়ের একই ঘটনা বা আলোচনা পুনরুল্লেখ থাকার কারণে তা অনুবাদ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে লেখকের প্রদত্ত উদ্ধৃতিই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে লেখকের উদ্ধৃতিতে মাকতাবা নিদিষ্ট না থাকার কারণে অনেক সময় মাকতাবা শামেলার (সফটাওয়্যার) উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। মানুষ হিসেবে এই কাজে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। তা পাঠকমহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর প্রয়োজনে আমাকে সতর্ক করবেন।

সবশেষে অনূদিত এই গ্রন্থটির প্রকাশক বন্ধুবর মাওলানা মিজানুর রহমান এর কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তার উৎসাহ ও তাগাদার কারনেই আমার মত নগন্য ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের কিছু খেদমতের প্রচেষ্টার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি তার এই নিরলসভাবে প্রকাশনার খিদমতকে আল্লাহর দরবারে কবুলের প্রার্থনা করি। সেই সাথে গ্রন্থটি আল্লাহর দরবারে কবুলেরও দোয়া করি, তিনি যেন এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের অসীলা বানিয়ে দেন। আল্লাহুম্মা আমিন

-অনুবাদক
২৪/১২/২০২২ইং
বাদ যোহর

সূচীপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায়	
	ঐতিহাসিক বুখারা ও সমরকান্দ	
০১	বুখারা শহরের ভৌগলিক বিবরণ	১৬
০২	বুখারা ও সমরকান্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২০
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	ইমাম বুখারী রহ. এর ঈমানদীপ্ত জীবনী	
০৩	ইমাম বুখারী রহ.	২৭
০৪	নাম ও বংশ পরিচিতি	২৭
০৫	জন্মগ্রহণ	৩১
০৬	গঠন আকৃতি	৩২
০৭	বাল্যকাল	৩২
০৮	ইলম অর্জন	৩৪
০৯	সফরসমূহ	৩৭
১০	বসরা শহরের ঘটনা	৩৮
১১	কুফা সফর	৩৯
১২	বাগদাদ সফর	৪০
১৩	শাম সফর	৪০
১৪	মিসর সফর	৪১
১৫	মক্কা ও মদীনা সফর এবং গ্রন্থ রচনা আরম্ভ	৪২
১৬	সহীহ বুখারীর রচনার হেতু	৪৩
১৭	উৎকর্ষসমূহ	৪৩
১৮	ইমাম বুখারী রহ. এর কেরামত	৫২
১৯	খাদ্যগ্রহণ	৫২
২০	কোরআনের প্রতি আগ্রহ	৫৩
২১	নবী মুহাম্মদ সা. এর চুল মোবারকের বরকত	৫৪
২২	ইমাম বুখারী রহ. এর কবিতা	৫৪
২৩	একটি সন্দেহের নিরসন	৫৫

২৪	দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীরুতা	৫৬
২৫	স্মরণশক্তি	৬০
২৬	কোরআনের জ্ঞানে ইমাম বুখারীর মর্যাদা	৬৬
২৭	দুনিয়া ত্যাগী	৬৭
২৮	ব্যক্তিত্ববোধ	৬৭
২৯	শারীরিক ব্যায়াম/মিতাচার	৬৯
৩০	পরিচ্ছন্নতা	৭০
৩১	সহানুভূতি	৭০
৩২	শিষ্টাচার	৭১
৩৩	সাদাসিদে	৭১
৩৪	পরনিন্দা থেকে বিরত	৭৩
৩৫	হাদীসের প্রতি সম্মান	৭৩
৩৬	সততা, সন্তোষ ও বিনয়	৭৪
৩৭	তপশ্চর্যা	৭৪
৩৮	বদান্যতা	৭৫
৩৯	আত্মদান ও মানবতা	৭৫
৪০	ইবাদত ও সাধনা	৭৬
৪১	ইবাদতের প্রতি উদ্দীপনা	৭৭
৪২	চারিত্রিক মাধুর্য	৮৩
৪৩	জনপ্রিয়তা ও মুসলমানদের লিপ্সা	৮৪
৪৪	শায়েখদের হাদীস সম্পাদনা	৮৬
৪৫	সমসাময়িক মুহাদ্দিসদের স্বীকারোক্তি	৮৭
৪৬	মুহাদ্দিসগণের গৌরবোজ্জল শ্রদ্ধা	৮৮
	তৃতীয় অধ্যায়	
	সংগ্রামী জীবন	
৪৭	পরিক্ষা, ভোগান্তি ও নির্যাতনের শিকার	৯৬
৪৮	প্রথমবার দেশান্তর	৯৭
৪৯	দ্বিতীয়বার দেশান্তর	৯৮

৫০	তৃতীয়বার দেশান্তর	৯৮
৫১	নিজ ভূমিতে ঈমানী পরিক্ষা	১০৭
৫২	মৃত্যু	১১১
৫৩	উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুসংবাদ	১১২
৫৪	কারামত	১১২
৫৫	ইমাম বুখারী রহ.এর কবর জান্নাতের এটি বাগান	১১৩
	চতুর্থ অধ্যায়	
	ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখ ও ছাত্রদের তালিকা এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১৫
৫৬	ইমাম বুখারী রহ.এর উল্লেখযোগ্য শাগীরদ	১১৬
৫৭	ইমাম বুখারী রহ.এর উল্লেখযোগ্য শাগীরদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১৮
৫৮	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ	১১৮
৫৯	ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী	১২০
৬০	ইমাম নাসায়ী	১২১
৬১	ইমাম ফিরাবরী	১২২
৬২	ইমাম দারেমী	১২২
৬৩	যাযরাতুল হাফেয	১২৩
৬৪	ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী	১২৪
৬৫	ইমাম আবু হাতেম রাযী	১২৫
৬৬	ইবরাহীম আল হারবী	১২৬
৬৭	আবু বকর ইবনে আবী আসেম আল হাফেয আল কাবীর	১২৭
৬৮	ইবনে খুযাইমাহ	১২৭
৬৯	আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম ওয়ার্‌রাক	১২৮
৭০	আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল মুহামীলী	১২৮
৭১	আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মা'কাল আন নাসাফী	১২৯
৭২	ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখদের তালিকা	১২৯

পঞ্চম অধ্যায়		
৭৩	ইমাম বুখারী রহ.এর রচনা ও সঙ্কলন	১৪৪
৭৪	আল-জামেউস সহীহ	১৪৭
৭৫	সহীহ বুখারীর নামকরণ	১৪৮
৭৬	সহীহ বুখারী রচনার কারণ	১৫০
৭৭	সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা	১৫৪
৭৮	ইমাম বুখারী রহ.র অভ্যাস ও সহীহ বুখারীর কিছু বৈশিষ্ট্য	১৫৬
৭৯	সহীহ বুখারী প্রণয়নের মহান উদ্দেশ্যে	১৫৭
৮০	সহীহ বুখারীর পরিচ্ছেদ শিরোনামের উপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনা	১৫৯
৮১	ইমাম দারা কুতনী ও অন্যদের সন্দেহ	১৬২
৮২	একটি ভুল বুঝাবুঝির সমাধান	১৭১
৮৩	ইমাম আবু হানিফা থেকে রেওয়ায়েত না গ্রহণের কারণ	১৭৩
৮৪	সহীহ বুখারীর পরিচ্ছেদ শিরোনাম	১৭৪
৮৫	শিরোনাম ব্যতিত পরিচ্ছেদ	১৮৩
৮৬	সহীহ বুখারীর শিরোনামে ইমাম বুখারী রহ. এর কর্মপদ্ধতি ও ইচ্ছা	১৮৬
৮৭	বুখারীতে ছুলাছিয়্যাত রেওয়ায়েত	১৮৭
৮৮	ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্যে	১৮৮
৮৯	বুখারীর শর্তসমূহ	১৮৮
৯০	সহীহ বুখারীর ফযিলত	১৮৯
৯১	হাদীসের কিতাবসমূহের মাঝে সহীহ বুখারীর অবস্থান	১৯১
৯২	সহীহ বুখারীর মকবুলিয়্যাত	১৯৪
৯৩	হাদীস গ্রহণে ইমাম বুখারী রহ. এর শর্ত	১৯৫
৯৪	বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে তুলনা	২০১
৯৫	মুসলিমের উপর বুখারীর প্রাধান্যের কারণ	২০৩
৯৬	কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব সহীহ বুখারী	২০৪
৯৭	বুখারী শরীফের নুসখাসমূহ	২০৭
৯৮	নুসখায়ে ফিরাবরী প্রসিদ্ধ হবার কারণ	২১০

৯৯	ফিরাবরীর নুসখাগুলিতে মতানৈক্যের কারণ	২১০
১০০	ইমাম বুখারী রহ. এর চার ইমাম থেকে হাদীস গ্রহণ	২১১
১০১	সহীহ বুখারীর হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ	২১২
	ছষ্ঠ অধ্যায়	
১০২	ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী সমলক	২২১
১০৩	প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত	২২৭
১০৪	আরো কিছু কথা	২৩০
১০৫	সহীহ বুখারীর ভিত্তিও তাকলীদের উপর	২৩৬
১০৬	ইমাম বুখারী র. ও বুখারীর প্রতি গাইরে মুকাল্লিদের আচরণ	২৩৭
১০৭	বুখারী শরীফে আগুন দাও (নাউযুবিল্লাহ)	২৩৭
১০৮	ওহীদুজ্জামান এর ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি আপত্তি	২৩৮
১০৯	হাকেম ফয়জে আলমের দৃষ্টিতে বুখারী শরীফ	২৩৯
১১০	বুখারী শরীফের প্রতি হাদীসের মিথ্যা সমন্ধ	২৪১
	সপ্তম অধ্যায়	
১১১	এক নজরে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ (১০৬টি)	২৪৭
১১২	দোয়া ও সালাম	২৮৮
	অষ্টম অধ্যায়	
	পরিশিষ্ট	
	এক নযরে ছিহাহ সিত্তার ইমামদের জীবনী	
১১৩	ইমাম মুসলিম	২৯০
১১৪	ইমাম নাসায়ী	৩১১
১১৫	ইমাম আবু দাউদ	৩৩৫
১১৬	ইমাম তিরমিযি	৩৫৩
১১৭	ইমাম ইবনে মাজাহ	৩৬৯
১১৮	ইমাম মালিক ইবনে আনাস	৩৮২
১১৯	ইমাম মুহাম্মদ	৩৯০
১২০	ইমাম ত্বহাবী	৩৯৪

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়
ঐতিহাসিক বুখারা ও সমরকান্দ
বুখারা শহরের ভৌগলিক বিবরণ

বুখারা পশ্চিম উজবেকিস্থানের বোখারা[১] প্রদেশের রাজধানী শহর। এটি জেরফ্শন নদীর তীরে এক মরুদ্যানে, তুর্কমেনিস্থান সীমান্ত থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। স্থানাঙ্কঃ ৩৯°৪৬' উত্তর ৬৪°২৬' পূর্ব। সময়ঃ জিএমটি+৫ঘন্টা।

ইয়াকুত হামুবী 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেন, বুখারা শব্দের উৎপত্তি ও শহরের নামকরণের বিষয়ে আমি অনেক গবেষণা করেছি, তবে আমি সে সম্পর্কে সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। তবে এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, শহরটি অনেক পুরানো ও ঐতিহ্যবাহী। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল, ফলের দীর্ঘ বাগান, সেই সাথে মিষ্টি ও উন্নতমানের ফল উৎপাদনের একটি শহর।

বুখারার উৎপাদিত ফল ফলাদি খাওয়ারিজমের বাজারে বিক্রি হত। বুখারা থেকে খাওয়ারিজম শহরের দুরত্ব ১২ মারহালা। যা অতিক্রম করতে পনের দিনের বেশি সময় লাগে। এই দুই শহরের মধ্যখানে সিগদ শহর অবস্থিত।

'কিতাবুস সুওয়ার' গ্রন্থকার বলেন যে, মা-ওরায়িন-নহর এলাকায় এরচেয়ে সবুজ শ্যামল মনোরম ও চমৎকার শহর আমি আর দেখিনি এবং এর চেয়ে সুন্দর শহরের ব্যাপারে কাউকে বলতেও শুনিনি। আপনারা যখন

---

১ বুখারা নগর উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। বর্তমানে এই নগরটি মধ্য এশিয়ার রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। মা-ওরাউন-নহর এলাকায় একটি প্রধান নগর হিসেবে গণ্য জীহুন নদীর তীরে। ইরানের সমরকান্দ হতে ৩০০ কিলোমিটার দূরে।

অতিউৎসাহে শহরের উপরের অংশে যাবেন, সেখানে সবুজ আর সবুজ দেখতে পাবেন।

মধ্য এশিয়ার যে কয়েকটি শহর ইতিহাসের টুকরো স্মৃতি লালন করে টিকে আছে, তার মধ্যে বুখারা অন্যতম। এ অঞ্চলের ইতিহাসের নানা পালাবদলের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুখারা শহরটি।

প্রাচীন যুগ থেকেই নানা রাজবংশের শাসকদের পছন্দের জায়গা ছিল বুখারা। নানা সময় নানা শাসক তাই এর সৌন্দর্যবর্ধন ও সমবৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছেন। তবে বুখারা সবদিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে মুসলমানদের সময়। এই সময় স্থাপিত মোহনীয় অসংখ্য স্থাপনা এখনো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান।

ঐতিহাসিক সিল্করোডের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হওয়ায় এটি ছিল, সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র। এছাড়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চায় এগিয়ে ছিল বুখারা। সভ্যতায় বুখারার দান নেহায়েত কম নয়। ইতিহাসে বুখারা মুসলমানদের পবিত্র শহর বলে খ্যাত।

বুখারা শহরটি ছোট-বড় মোট ১৪০ টি স্থাপত্য ধারণ করে আছে। ঐতিহ্যবাহী নানা মসজিদ-মাদরাসার অবস্থানের কারণে ইউনেস্কো বুখারাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান) এর মর্যাদা দিয়েছে। এ পর্যায়ে কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপনার সাথে পরিচয় হওয়া যাক।

কালয়ান মিনারঃ বুখারার সবচেয়ে বিখ্যাত স্থাপনা পোই কালয়ান মসজিদ কমপ্লেক্সের একটি মিনার হচ্ছে কালয়ান মিনার। এটি তৈরি করেন, কারাখানিদ শাসক মোহাম্মদ আরসালান খান। রোদে শুকনো ইট দিয়ে তৈরি গোলাকৃতির এই মিনারটি উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে। এর উচ্চতা প্রায় সাড়ে পঁয়তাল্লিশ মিটার। মিনারের অভ্যন্তরে রয়েছে উপরে উঠার জন্য প্যাঁচানো সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গোলাকার গম্বুজ আচ্ছাদিত ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিত মুয়াজ্জিন। যুদ্ধের সময় ওয়াচ টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার হতো এটি। বিশ শতকে অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড

কার্যকর করতে মিনারের উপর থেকে ফেলে দেয়া হতো বলে মিনারটি মৃত্যু টাওয়ার বলেও পরিচিত। এই মিনারটি ইতিহাসে সৌন্দর্য ও মৃত্যু অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে আছে।

আর্ক দূর্গঃ বর্তমান বুখারার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত এই দুর্গটি। মোটামুটি চতুর্ভূজ আকৃতির এই দুর্গ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত। পঞ্চম শতকে এটি নির্মিত হয়। নির্মাণের পর থেকে ১৯২০ সালে রাশিয়ান আগ্রাসনের আগপর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এটি টিকে ছিল। রেড আর্মি বোম মেরে দুর্গের একটা বড় অংশ উড়িয়ে দিলেও আর্কের জৌলুস খুব একটা কমেনি। এখনো আর্ক দেখতে কম আকর্ষণীয় নয়। মজবুত প্রাচীরের ভেতর অবস্থিত শক্তিশালী এই দুর্গকে বলা হয় 'শহরের ভেতরে শহর'।

আর্ক মূলত বুখারার আমিরদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সুদৃশ্য এই স্থাপত্যের প্রবেশ মুখেই রয়েছে একটি জামে মসজিদ। তারপর শুরু হয়েছে কোয়ার্টার।

চার মিনারঃ চার মিনার বুখারার একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। এটি নির্মাণ করেন খলিফা নিয়াজ কুল। তিনি ছিলেন জানিদ রাজবংশের শাসক। মসজিদের নামানুসারে এখানে যথারীতি চারটি মিনার আছে, তবে আযান দেয়ার জন্য মিনার হিসেবে ব্যবহৃত হয় না কোনোটাই। তবে নীল রঙের কাজ করা মিনারগুলো মসজিদের সৌন্দর্য যে বাড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কালান মসজিদঃ কালান মসজিদ বুখারার অন্যতম সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানা যায়, কারাখানিদ শাসনামলে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তবে তা মঙ্গোলদের আক্রমণে ধ্বংস হয়। পরে পঞ্চদশ শতকে এখানে ঐ মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এই মসজিদটি কালান মসজিদ নামে পরিচিত। কালান মসজিদের গঠন মধ্য এশিয়ার আর দশটা মসজিদের মতোই। মসজিদের সামনে রয়েছে চতুর্ভূজাকৃতির আঙিনা।

রয়েছে পিলারনির্মিত গ্যালারি। মসজিদের উপরিভাগে রয়েছে কারুকাজ করা নীল মিনার।

মির-ই-আরব মাদরাসাঃ নান্দনিক এই ভবনটি নির্মিত হয়েছিল ষোল শতকে। শায়বানী শাসকদের ধর্মীয় গুরু শায়খ আবদুল্লাহ ইয়েমেনীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মাদরাসার সাথে। মির-ই-আরব মাদরাসার চোখধাঁধানো নকশায় স্থান পেয়েছে মোজাইকের কাজ, জ্যামিতিক কারুকার্য এবং ক্যালিগ্রাফির পরিমিত ব্যবহার।

লাব-ই-হাউজঃ প্রাচীন বুখারার পানির উৎস ছিল কিছু উন্মুক্ত পুকুর। পানি সহজলভ্য হলেও রোগজীবাণু ছড়ানোর জন্য পুকুরগুলোর কুখ্যাতি ছিল। এজন্য ১৯২০ এর দশকে প্রায় সবগুলো পুকুর ভরাট করে ফেলা হয়। ল্যাব-ই-হাউজ বেঁচে যায় এর তিনপাশে তিনটি মনোহর স্থাপত্য থাকার কল্যাণে। পুকুরটির একপাশে আছে কুকেলদাশ মাদরাসা, নাদির দিওয়ান-বেঘী মাদরাসা ও নাদির দিওয়ান-বেঘী খানকা।

ইসমাঈল সামানি কবরঃ ইসমাঈল সামানি মাজার বুখারার অন্যতম প্রাচীন স্থাপনা। ইসমাঈল সামানি ছিলেন সামানিদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বুখারা[২] ও সমরকান্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বুখারায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ইমাম বুখারী রহ. এর সময় পর্যন্ত বুখারার ইতিহাস।

(১) যিয়াদ ইবনে আবি সুফিয়ান ৪৬ হিজরী মোতাবেক ৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাবী' ইবনে হারেসকে তিনি ইরাক থেকে খুরাসানের দিকে পাঠান। তখন বলখ শহরে ইসলামী পতাকা উড্ডয়ন হয়েছিল। শহরটি মা-ওরায়িন-নহর দক্ষিণ এলাকার জন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা হত। তার সেনাবাহিনী সিগদ শহর থেকে জীহুন সমদ্র উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

(২) এরপর হযরত মুয়াবিয়া রা. ৫০ হিজরী মোতাবেক ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে যিয়াদের ইন্তিকালের পর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বুখারা অভিযানে পাঠান। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রদেশ বায়কান্দ আক্রমণ করেন এবং বিজয় লাভ করেন। এরপর তিনি বুখারা অভিমুখে রওনা করেন। যাতে করে

---

[২] খ্রিস্টীয় ১ম শতকে বুখারা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৮ম শতকে আরবরা জয় করার আগেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে কারাখানীয় ও তাতারেরা শহরটি দখল করে। ১২১৯ সালে চেঙ্গিস খান এসে শহরটি ধুলায় মিশিয়ে দেয়। ১৫৫৫ সালে এটি একটি উজবেক আমীরের রাজধানীতে পরিণত হয়। এরপরই এই আমিরাতটি বিভিন্ন সময় মঙ্গোল, তুর্কি, ও উজবেকেরা শাসন করে। পরে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ করে নেয়। ১৯৯১ সালে এটি স্বাধিন উজবেকিস্থানের অংশে পরিণত হয়। যা আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। (উইকিপিডিয়া)

এছাড়াও ১৭৮৫ সালে মাঙ্গিত আমির শাহ মুরাদের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বুখারা আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালে আমিরাত রুশদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়। রাশিয়া কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সমরকান্দ শহরসহ আমিরাতের অধিকাংশ অঞ্চল একীভূত করে নেয়া হয়। ১৮৭৩ সালে বাকি অংশ রুশ প্রটেক্টরেটে পরিণত হয়।

রেড আর্মি ১৯২০ সালের মার্চে একটি ব্যর্থ আক্রমণ চালায়। তবে একই বছরের সেপ্টেম্বরের আক্রমণে তারা সফল হয়। বলশেভিকরা বুখারা আমিরাত দখল করে বুখারান পিপলস সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন করে। বর্তমানে এই অঞ্চলের অধিকাংশ উজবেকিস্থানের অন্তর্গত। তবে কিছু অংশ তাজকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যেও রয়েছে।

যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় করা সম্ভব হয়। আর সেই কাফেলায় চার হাজারের মত বন্দিও ছিল। ঘটনাটি ৫৩ হিজরী মোতাবেক ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঘটে। বুখারার খাতুন মালেকা এই অভিযান প্রতিরোধের জন্য পার্শ্ববর্তী তুর্কিদের থেকে সাহায্য চান। অতঃপর তারা আরবীদের সাথে যুদ্ধ করে এবং সর্বশেষ উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বুখারা বিজয় করা ব্যতিতই মার্ভে[৩] ফিরে আসতে হয়। অতঃপর খাতুনে মালেকা প্রত্যেক বছর এক লক্ষ দিরহাম জিজিয়া কর প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

(৩) কয়েক বছর অতিক্রম হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী সাঈদ ইবনে উসমানের নেতৃত্বে আবার বুখারা অভিমুখে অভিযানে বের হলে বুখারার মালেকা খাতুন আবারো শান্তিচুক্তির প্রস্তাব করেন এবং সাঈদ ইবনে উসমান জামানত হিসেবে কিছু চাইলে মালেকা খাতুন বুখারায় তার শত্রুদের আশিজন পাঠালেন। এভাবে তিনি শত্রুদের অনিষ্ঠ থেকেও নিরাপত্তা লাভ করলেন সেইসাথে শান্তিচুক্তিও প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন। এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিকতা ছিল। এর কিছু দিন পর সাঈদ ইবনে উসমান মালেকা খাতুনকে বিবাহ করলেন। তাদের পারস্পারিক ভালবাসা এতোটাই গভীর ছিল যে, লোকেরা তাদেরকে উদাহরণ পেশ করতেন এবং কবিতা রচনা করতেন। এরপর তিনি সিগদ ও সমরকান্দ বিজয়ের ইচ্ছা করলেন এবং সিগদ অভিমুখে অভিযান করলেন। তিনি যখন বুখারায় ফিরে আসলেন, সেখানকার অধিবাসীরা মালেকা খাতুনের জামানত হিসেবে রাখা নেতাদের ফেরত চাইলে তিনি অস্বীকার করলেন এবং তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। জনগণ হতাশ হয়ে ইয়াযিদ ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তার ঘরে ঢুকে অতর্কিত হামলা করে তাকে হত্যা করল।

---

[৩] মার্ভ মধ্য এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মরুদ্যান শহর ছিল। এর অবস্থান ছিল, বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের মেরির কাছে ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের পাশে।

(৪) তারপর মুসলিম ইবনে যিয়াদ দ্বিতীয়বার বুখারা সমরকান্দ অভিযানে বের হন। এবার মালেকা খাতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং প্রতিবেশীদের থেকে সাহায্য-সহযোগীতা চাইলেন। অতঃপর মুসলিম ইবনে যিয়াদের সাথে তার বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হল। মুসলিম বাহিনী প্রথমে পিছু হটলেও শেষে তারা বিজয় লাভ করে। মালেকা খাতুন এবারো শান্তিচুক্তি করতে চাইলে মুসলিম ইবনে যিয়াদ তাতে রাজি হয়ে সমস্ত সৈন্য নিয়ে মার্ভে ফেরত আসলেন।

(৫) ৭৬ হিজরীতে কুতায়বা ইবনে মুসলিম হাজ্জাজের হুকুমে অভিযানে বের হন। তিনি মার্ভে সৈন্য জমা করতে থাকেন। অতঃপর তিনি ৭৭ হিজরী মোতাবেক ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে মা-ওরায়িন-নহর দক্ষিণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। যা মুসলমানদের জন্য অনেক লাভজনক প্রমাণিত হয়। সেখান থেকে অনেক গণিমত অর্জন হল। কুতায়বা সেগুলোকে কয়েকটি ছোট ছোট রাজত্বে ভাগ করলেন। যেমন-ওয়ারদান, রামতান, সিগদ, কিশ, নাখশাব, সমরকান্দ। অতঃপর কুতায়বা সৈন্যবাহিনী নিয়ে মার্ভে ফিরে আসলেন। এরপর তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে বুখারা অভিযানে বের হলেন। মুসলমানরা এর পূর্বে তিনবার বুখারা অভিযান করেছিল এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর তারা আবার নিজেদের পুরানো ধর্মে ফিরে যেত। চতুর্থবারের মতো মুসলমান বাহিনী বুখারা বিজয় করল।

(৬) মুসলিম বাহিনী বুখারার প্রশাসক হিসেবে খাদ্দাতকে নিযুক্ত করলেন। যিনি পূর্ব থেকেই সেখানকার প্রশাসক ছিলেন। তবে প্রাশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুলতানের পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হল, যিনি প্রশাসনের কাজে সহযোগিতা করবেন এবং খাদ্দাতের পরে তিনিই প্রশাসক হবেন। তবে কিছু দিনের মধ্যেই সুলতান কর্তৃক নিযোগকৃত ব্যক্তি তার প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিকতায় প্রধান প্রশাসক হিসেবে জায়গা দখল করে নিলেন। এতে খাদ্দাত দুর্বল হয়ে পড়েন। এছাড়াও

তাকে জিজিয়া হিসেবে প্রত্যেক বছর এক লক্ষ দিরহাম সুলতানকে পরিশোধ করতে হত।

(৭) বুখারায় ইসলাম কবুলকারীদের সাথে মুসলিম বাহিনী খুব সুন্দর আচরণ করেন। সেই সাথে কাফেরদের মন পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন এবং যারা ইসলামকে গভীরভাবে মেনে চলতে চান, তাদের আর্থিক সহযোগিতাও করলেন। ৯৪ হিজরীতে মসজিদে কুতায়বা নির্মাণ করা হয়। বুখারার প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ নতুন ধর্মবিশ্বাস সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যাপারে প্রসিদ্ধতা লাভ করেন। কিছু লোক মসজিদ এবং ইসলামের সাথে অন্যায় আচরণ করলে মুসলমানরা তাদের কঠিন শাস্তি দেন। এতে করে বুখারার পরিবেশ শান্ত হয়ে যায়।

(৮) বুখারা বিজয়ের পর কুতায়বা ফারগানা এর দিকে অভিযান পরিচালনা করলেন। পূর্ব তুর্কিস্তানের এলাকা মা'মর তায়তুরুক থেকে কানসূ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী পৌঁছে গেল। কিন্তু মুসলমানদের কাশগর, খাতান এবং তাফানে থিতু হতে অনেক সময় লাগে। এরপর খলিফা ওলীদের ইন্তিকালের পর কুতায়বা মার্ভে ফিরে আসেন এবং নবনির্বাচিত খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা করলেন।

(৯) অতঃপর সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের সময় ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লিব গভর্ণর নির্বাচিত হলেন এবং কুতায়বার বিরুদ্ধে তার বাহিনীতেই বিদ্রোহ শুরু হল। যার নেতৃত্বে ছিল, ওকী ইবনে আসওয়াদ, হাসান ইবনে আইয়াস। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তারা তাঁকে হত্যা করল। এভাবেই একজন ইসলামী মহান নায়কের জীবনের অবসান ঘটল। যিনি মধ্য এশিয়ায় একটি মহান ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বস্তুপুজার পরিবর্তে ইসলামের সৌন্দর্য সবদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ছিলেন।

(১০) পিতার পর যখন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লিবকে তার দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারে জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং তার স্থলে

মাসলামা ইবনে আবদুল মালিককে নিয়োগ দিলেন। উমর ইবনে আবদুল আযিযের মৃত্যুর পর ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লাব বন্দীদশা থেকে পালিয়ে ইরাকের দিকে চলে যান এবং সেখানে সমর্থন লাভে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় ইয়াযিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং পাল্টা শক্তির উত্থান ঘটান। প্রাথমিকভাবে সফল হলেও পরে তিনি মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের সেনাদের কাছে পরাজিত এবং নিহত হন।

(১১) সমরকান্দে তুর্কি শাসন বিস্তার লাভ করে। খালিফা হিশাম একটি বড় সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করে সমরকান্দ অভিযানে প্রেরণ করলেন। খুরাসানের গভর্ণর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ তার ভাই আসাদকে সে বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এরপর খলিফা হিশাম আসরসকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। বাধ্য হয়ে খুরাসানের নতুন গভর্ণর জুনদুব নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি পরাজিত হলেও শেষে তিনি বিজয় লাভ করেন এবং নাসর ইবনে সাইয়্যারকে সমরকান্দের আমির নিযুক্ত করে মার্ভে ফিরে আসেন এবং তিনি সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর তার ভাইকে খুরাসানের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং অল্প কিছু দিন পরে তিনিও মৃত্যুবরণ করলে নাসর ইবনে সাইয়্যারকে খুরাসানের গভর্ণর নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি খুব প্রসিদ্ধ বীর ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় সমরকান্দ শাসন করেন। বনু উমায়্যার সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের শসনামলে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে আবু মুসলিমকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

(১২) খলিফা হারুনুর রশিদ এর শাসনামলের শেষদিকে নসর ইবনে সাইয়্যার এর পৌত্র রাফে ইবনে লাইস খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। খলিফা খুরাসানের আমিরকে নির্দেশ দেন যে, রাফে ইবনে লাইসকে যেন গাধার পিঠে করে শহর ঘোরানো হয় এবং বন্দি করা হয়। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সামর্থ হয়। সমরকান্দবাসীও তাকে বিদ্রোহে সমর্থন দেন।

এতে খলিফা হারুনুর রশিদ সমস্যায় পড়ে যান। এ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তিনি আফ্রিকার কমান্ডার হারসামা ইবনে আ'য়ানকে পাঠান। তবে তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর তিনি খোযাইমা ইবনে হাযেমকে পাঠান তিনিও এ বিশৃঙ্খলা থামাতে ব্যর্থ হন। যার কারণে খলিফা হারুনুর রশিদ সমালোচনার মুখে পড়েন।

(১৩) এদিকে বলখী একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি 'সামান' ব্যক্তিগত কিছু দুশমনের মোকাবেলার জন্য খুরাসানের আমির আসাদ ইবনে আবদুল্লাহ এর সাহায্য চান। খুরাসানের আমির তাকে সাহায্য করলে তিনি অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নূহ, আহমদ, ইয়াইয়া এবং ইলিয়াস নামে চার সন্তানের জনক ছিলেন। খলিফা মামুন খুরাসানের আমিরকে ওসিয়ত করেন যে, তারা অত্যাধিক ভাল মানুষ এবং ওয়াদা পূরণে সচেতন। খলিফা তাদের থেকে রাফের বিদ্রোহের সহযোগীতা নেন এবং সমরকান্দ নূহকে, ফারগান আহমদকে, তাশকান্দ ইয়াহইয়াকে এবং হিরাত ইলিয়াসকে শাসক নিযুক্ত করেন।

নূহ এর মৃত্যুর পর আহমদ সমরকান্দের শাসক হন। তারপর নসর ইবনে আহমদ। অতঃপর ইয়াকুব ইবনে লাইস বিদ্রোহ করলে নরস ইবনে আহমদ সহদোর ভাই ইসমাঈল ইবনে আহমদের সাহায্য নেন এবং বিদ্রোহ দমন করেন। সে সময় লোকদের মুখে মুখে নসর ইবনে আহমদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর দুই ভায়ের মধ্যে মনমালিন্য শুরু হলে ইসমাঈল ইবনে আহমদ ভাইকে বন্দি করেন। চার বছর এভাবে অতিবাহিত হলে ২৭৯ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

অগ্নিপুজকদের শাসনামল থেকেই বুখারা সমস্ত ইলমের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। সবাই শ্রদ্ধার সাথে তা স্বরণ করে। ইসলামী শাসনামলে তা আরো সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। যরফসা সমুদ্রের কিনারে ঘেঁষা এই শহরে জগতবিখ্যাত আলিম উলামা পীর মাশায়েখদের উপস্থিতিতে হয়ে উঠে ইলম ও তাসাউফের নূরানী প্রাণকেন্দ্রে। আজও তাঁদের মাকবারা

সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে মুসলমানদের অন্তরে জায়গা করে নিয়ে আছে।

সেখানে বিখ্যাত আবু হাফস বুখারী (১৫০ হিজরী থেকে ২২৭ হিজরী) যিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ.এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (১৯৪ হিজরী থেকে ২৫৬ হিজরী), আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনা (৩৭০ হিজরী থেকে ৪২৮ হিজরী), বিখ্যাত সুফি সৈয়দ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (৭১৮ হিজরী থেকে ৭৯১ হিজরী) জন্মগ্রহণ করেন।

বুখারার গভর্ণর ইসমাঈল ইবনে আহমদ দ্বীনদার, পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। তার শাসনামলে বুখারায় যে পরিমাণ মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ হয়েছে ইতিহাসে মধ্য এশিয়ার কোন শহরেই তা ছিল না। তিনি বুখারাকে ইলমের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

বুখারা সমরকান্দ ইসলামী হুকুমতের শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তৈমুর লং সমরকান্দ শাসন করেন এবং সেখানেই তার সমাধী রয়েছে। তিনি ছাড়াও হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা. এর ছেলে হযরত কুসাম ইবনে আব্বাস রা. যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনিও সেখানে আরাম করছেন।

হযরত কুসাম ইবনে আব্বাস রা. জিহাদের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে দ্বীন প্রচারের জন্য তিনি সেখানে থেকে যান । শাহ-ই-জিন্দা তাঁর সমাধি বলে বিশ্বাস করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইমাম বুখারী রহ. এর ঈমানদীপ্ত জীবনী
ইমাম বুখারী রহ.

ইমাম বুখারী রহ. পশ্চাদ্বর্তীদের বাসনা ছিলেন, উস্তাদদের ছিলেন অহঙ্কার আর সমসাময়িক আলেমদের জন্য ছিলেন প্রেরণা। তাঁর যুগে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মঈন রহ. এবং আলী ইবনুল মাদীনী রহ. হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতঃপর যখন ইলমে হাদীসের দিগন্তে ইমাম বুখারী রহ. এর সূর্য উদিত হল, তখন সমস্ত মুহাদ্দিসীন তারকার মতো গোপন হয়ে গেলেন। সহীহ মুজাররদ (পরিশুদ্ধ হাদীস বাছাই প্রক্রিয়া) সর্বপ্রথম তিনিই শুরু করেন এবং হাদীস একত্রকরণে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে হাদীস গ্রন্থটি প্রণয়ন শুরু করেন। আর নাম রাখেন সহীহুল বুখারী।

নাম ও বংশ পরিচিতি

আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মহামানব ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন নাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে বারদিযবাহ ইবনে বাযযাবাহ আল জু'ফী আল বুখারী।[৪]

আল্লামা আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৫২ হিজরী) বর্ণনা করেন, 'বারদিযবাহ'[৫] শব্দটির (بـ)

---

[৪] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

[৫] টিকাঃ বারদিযবাহ শব্দের অর্থ কৃষক। তিনি ছিলেন, অগ্নি পুজারী। পারস্য বিজয়ের সময় মুসলমানদের হাতে তিনি বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ বুখারার তৎকালীন গভর্ণর আল ইয়ামান ইবনে আখনাস জু'ফী এর হতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁকে জু'ফী বলা হয়।

বায়ে মুওয়াহহিদা যবরের সাথে (بَ) রায়ে মুহমালা (নুক্তা মুক্ত রা) সাকিনের সাথে। (بْرْ) দালে মুহমালা (নুক্তা মুক্ত দাল) যেরের সাথে। (بِرِ) যায়ে মু'জামা (নুক্তা যুক্ত যা) সাকিনের সাথে। বায়ে মুওয়াহহিদা (এক নুক্তাওয়ালা বা) যবরের সাথে। অতঃপর সর্বশেষ 'হা' (بَهْ)।[৬]

প্রসিদ্ধ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে ইমাম বুখারী রহ. এর পূর্বপুরুষদের নাম বারদিযবাহ পর্যন্তই উল্লেখ রয়েছে। তবে আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী রহ. 'বাযযাবাহ' এর নামও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বারদিযবাহের পিতা 'বাযযাবাহ' বলে উল্লেখ করেন।[৭]

বারদিযবাহ এবং তাঁর পিতা বাযযাবাহের ব্যাপারে ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, বারদিযবাহ শব্দটি ফারসী এবং বুখারী বাসীরা চাষা-ভূষাদের বারদিযবাহ বলে সম্বধোন করতেন। এ সূত্রে বারদিযবাহ একজন কৃষক ছিলেন। ধর্মের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন, অগ্নিপূজারী। তার গোত্রের লোকেরাও অগ্নিপূজারী ছিল এবং তারা অগ্নিপূজা করতেন।[৮]

মুগীরাহ ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত দাদা 'মুগীরাহ' ইসলাম গ্রহণের দ্বারা মর্যাদাবান হন। আল ইয়ামান ইবনে আখনাস জু'ফী আরাবী বংশধর ছিলেন এবং জু'ফী গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। আর জু'ফী ইবনে সাঈদ আল আশিরাহ 'মাযহায' গোত্রের শাখা ছিলো।[৯]

আর ইমাম বুখারী রহ.কে একারণেই জু'ফী বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

---

[৬] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)
[৭] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/২)
[৮] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)
[৯] উমদাতুল কারী (১/১২৪)

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ يَزِيدُ: إِنَّ تَمِيمًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

তামীম আদদারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের হাতে ইসলাম কবুল করেছে, তার ব্যাপারে কি বিধান? তিনি বললেন, ঐ মুসলিম ব্যক্তি তার জীবন ও মরণে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।[১০]

ইবরাহীম ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত দাদা 'ইবরাহীম' সম্পর্কেও ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যেমনটা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

وَأما وَلَده إِبْرَاهِيم بن الْمُغيرَة فَلم نقف على شَيْء من أَخباره

মুগীরার ছেলে ইবরাহীম সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারিনি।[১১]

ইসমাঈল ঃ ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত পিতা আবুল হাসান ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম সিকাহ (বিশ্বস্ত রাবী) মুহাদ্দিসদের স্তরে অন্তর্ভূক্ত। যেমনটি ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর অমর গ্রন্থ 'আস সিকাত' এর মধ্যে তাঁর আলোচনা করেছেন।[১২]

ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত পিতা ইব্রাহীম হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ. এবং হযরত ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সূত্র ধরে তিনি এ দুই মনীষীর শিষ্য ছিলেন।[১৩]

এছাড়াও ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত পিতা ইসমাঈল রহ. কে মুহাদ্দিসীনদের চতুর্থ স্তরে উল্লেখ করেছেন।[১৪]

---

[১০] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং (২৯১৮)

[১১] ফতহুল বারী (১/৪৭৭)

[১২] আস সিকাত লি ইবনে হিব্বান (৮/৯৮)

[১৩] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখযোগ্য "আত তারীখুল কাবির" গ্রন্থে স্বীয় পিতার সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, তিনি হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ এবং ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত পিতা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. এর সাথে সাক্ষাত ও মুসাহাফা অর্থাৎ করমর্দন করেছেন।[১৫]

ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় পিতার সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

رَأَى حَمَّاد بْن زيد صافح ابْن المبارك بكلتا يديه، وسَمِعَ مالِكًا

ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম হাম্মাদ ইবনে যায়েদের রহ. এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইবনে মোবারক রহ. এর সাথে করমর্দন করেন এবং ইমাম মালেক রহ. থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[১৬]

আল্লামা শামসুদ্দীন আয যাহাবী রহ. বর্ণনা করেন,

كان أبو البخاري من العلماء الورعين

ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত পিতা ওলামায়ে মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।[১৭]

তার পরহেজগারী ও খোদাভীতির উপমা এমন ছিল যে, মৃত্যুর পরে তিনি অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। আর সে সম্পদের ব্যাপারে তিনি বলতেন, এ সম্পদের মধ্যে এক তিল পরিমাণ হারামের লেশ নেই।[১৮]

অতঃপর এ হালাল সম্পদের দ্বারাই ইমাম বুখারী রহ. লালিত পালিত হন।

---

[১৪] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)
[১৫] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)
[১৬] তারীখে কাবীর (১/৩৪২)
[১৭] ইরশাদুস সারী (১/৩১)
[১৮] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

জন্মগ্রহণ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

أبو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغيرَة بن بردزبه الْجعْفِيّ ولد يَوْم الْجُمُعَة بعد الصَّلَاة لثلاث عشرَة لَيْلَة خلت من شَوَّال سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة ببخارى

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগিরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল-জু'ফী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল মোতাবেক পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাযের পর বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯]

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া মাদানী (মৃত্যুঃ ১৪০৬ হিজরী) রহ. বর্ণনা করেন,

قال شيخ مشائخنا فى مقدمة البخارى اتفقوا على انه ولد بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال١٩٤ه

শায়খুল মাশায়েখ বুখারীর মুকাদ্দামার মধ্যে এ ব্যাপারে ঐক্যমত উল্লেখ করেন যে, ইমাম বুখারী রহ. ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাস মোতাবেক জুমার দিনে জুমার নামাজের পর জন্মগ্রহণ করেন।[২০]

قال النووي: "اتفق العلماء على أنه ولد بعد صلاة الجمعة، لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومائة

ইমাম নববী রহ. শরহে বুখারীর মধ্যে এ মতের উপর উলামাদের ঐক্যমত নকল করেন।[২১]

---

[১৯] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

[২০] লামেউদ দারারী (২৭ পৃষ্ঠা)

[২১] লামেউদ দারারী (২৭ পৃষ্ঠা)

আল্লামা কাস্তালানী রহ. আল্লামা ইবনে কাসীর নাইলুল আমানীর গ্রন্থকার সাবাই ঐক্যমত্য যে, ইমাম বুখারী রহ. ১৯৪ হিজরীর ১৩ ই শাওয়াল মোতাবেক শুক্রবার দিনে জুমার নামাজের পর জন্ম লাভ করেন।[২২]

এছাড়া আবু ইয়ালী আল খালীলী কিতাবুল ইরশাদের মধ্যে ১২ ই শাওয়াল ১৯৪ হিজরীর কথা উল্লেখ করেছেন।[২৩]

শায়খ যাকারিয়া রহ. বিস্তারিত আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,

فانهم اجمعوا على انه ولد بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة

অতঃপর জমহুর উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম বুখারী রহ. ১৩ তারিখ জুমার নামাযের পর জন্ম লাভ করেন।[২৪]

গঠন আকৃতি

ইমাম বুখারী রহ. ছিপছিপে, হালকা-পাতলা শরীরের অধিকারী ছিলেন। বেশি লম্বা এবং বেঁটে আকৃতির ছিলেন না। গায়ের রং বাদামী বর্ণের ছিল[২৫]।[২৬]

বাল্যকাল

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর বাল্যকাল সম্পর্কে লিখেন,

وَمَات إِسْمَاعِيل وَمُحَمَّد صَغِير فَنَشَأَ فِي حجر أمه

---

[২২] মুকাদ্দামা লামেউদ দারারী (২৮ পৃষ্ঠা)
[২৩] মুকাদ্দামা লামেউদ দারারী (২৮ পৃষ্ঠা)
[২৪] মুকাদ্দামা লামেউদ দারারী (২৮ পৃষ্ঠা)
[২৫] উর্দূ অডিশন
[২৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (১/৪০১)

ইমাম বুখারী রহ. যখন বাল্যকালে উপনীত হন, তখন তার পিতা ইসমাঈল রহ. ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সম্মানিতা মাতার কোলেই লালিত-পালিত হন।[২৭]

বাল্যকালেই ইমাম বুখারী রহ. দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। যার কারণে তাঁর সম্মানিতা মাতা মনোবেদনায় ভুগতে থাকেন এবং অনেক বিপত্তি তাঁকে সহ্য করতে হয়। তাঁর সম্মানিতা মাতা ইবাদাতকারীনী এবং খোদা প্রেমিক বান্দী ছিলেন। তিনি কাতরতা ও একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন।

একরাতে তিনি সায়্যেদিনা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সাক্ষাত লাভ করেন। আর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তোমার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মেহেরবানীতে তোমার প্রিয় পুত্র সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর সকালে তিনি যখন সন্তানকে ডাকলেন, তখন তিনি ইমাম বুখারী রহ.কে দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন।[২৮]

আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী রহ. (মৃত্যুঃ ১৭৭ হিজরী) বলেন, সূর্যের তাপ ও গরমের তীব্রতার কারণে ইমাম বুখারী রহ. এর ইলম অর্জনের জন্য সফরকালীন দ্বিতীয়বার দৃষ্টি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর যখন তিনি খোরাসান গেলেন কেউ একজন তাঁর চুল কেটে তদস্থলে খেতমীর (নীল রং বিশেষ এক প্রকার চুল যা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) প্রলেপ লাগানোর পরামর্শ দিলেন। এতে তাঁর দৃষ্টি দ্বিতীয় বার ফিরে পেলেন।[২৯]

---

[২৭] ফতহুল বারী (১/৪৭৭)

[২৮] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

[২৯] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/৪)

ইলম অর্জন

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেন, ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে, বাল্যকালে মকতবে পড়াশুনার সময়ই আমার হাদীস মুখস্থ করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর।

মকতবের অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে মুহাদ্দিস দাখেলী রহ. সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের হাদীসের দরসে উপস্থিত হওয়া শুরু করেন।[৩০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বাল্যকাল থেকেই ইমাম বুখারী রহ. এর সীমাহীন যোগ্যতা দান করে ছিলেন। ইলম অর্জনের শুরুতেই তাঁর সম্মানিতা মাতা ইমাম বুখারী রহ. কে কোরআন হিফযের উদ্দেশ্যে মকতবে প্রেরণ করেন।

ইমাম বুখারী বলেন,

وَقَالَ الْفربرِي سَمِعت مُحَمَّد بن أبي حَاتِم وراق البُخَارِيّ يَقُول سَمِعت البُخَارِيّ يَقُول أَلهمت حفظ الحَدِيث وَأَنا فِي الْكتاب

মহান আল্লাহ আমার অন্তরে হাদীস মুখস্থের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন, যখন আমি কেবল মকতবে পড়ছিলাম।[৩১]

যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. এর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মোবারক মুখস্থ করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল, সেহেতু তিনি বুখারার মুহাদ্দিসীনদের দরসে উপস্থিত হতে লাগলেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম দাখেলী রহ. এর বরকতপূর্ণ দরসে সে সময়ের বড় বড় মুহাদ্দীসগণ শরিক হয়ে হাদীস শ্রবণ করতেন, ইমাম বুখারী রহ.ও বাল্য বয়সে সে দরসে ধারাবাহিক ভাবে শরীক হতে লাগলেন। আর সে সময় তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে দরসে জায়গা না পেয়ে তিনি দরসের কোনায় বসে বসে হাদীস শ্রবণ করতেন। অল্প অল্প করে আল্লাহ সুবহানাহু

---

[৩০] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

[৩১] ফতহুল বারী (১/৪৭৮)

ওয়া তায়ালাও ইমাম বুখারী রহ. কে হাদীসের সনদের গভীর জ্ঞান দান করতে থাকলেন।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন যে, একদিন আমার উস্তাদ ইমাম দাখেলী রহ. একটি হাদীসের সনদ বর্ণনা করছিলেন, ইমাম বুখারী রহ. দূরে বসে আরয করলেন,

أَبو الزبير لم يرو عَن إِبْرَاهِيم

শায়েখ! আবু যুবাইর ইবরাহীম থেকে কোন রেওয়ায়েত করেননি।

ইমাম দাখেলী রাহ. ইমাম বুখারী রহ.কে নতুন শিখছেন মনে করে ধমক দিলেন। ইমাম বুখারী রহ. আদব এবং গম্ভীর্যের সাথে আরয করলেন,

ارْجع إِلَى الأَصْل إِن كَانَ عنْدك

হযরত! যদি আপনার নিকট তার মূল পাণ্ডুলিপি থাকে, তাহলে সেখানে লক্ষ্য করুন। ইমাম দাখেলী রহ. ঘরে প্রবেশ করে মূল পাণ্ডুলিপি দেখলেন এবং ইমাম বুখারী রহ. এর কথাকেই সত্য বলে জানতে পারলেন। অতঃপর ফিরে এসে বললেন, হে স্নেহের তালিবে ইলম! এবার তুমি সঠিক সনদ বর্ণনা কর।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করলেন,

هُوَ الزبير وَهُوَ بن عدي عَن إِبْرَاهِيم

মুহাদ্দিস দাখেলী রহ. কলম নিয়ে শুদ্ধ করতে করতে বললেন, (صدقت) তুমি সত্য বলেছ।

কোন এক ব্যক্তি ইমাম বুখারী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, উক্ত ঘটনার সময় আপনার বয়স কত ছিল? ইমাম বুখারী উত্তরে বললেন, এগার বছর।[৩২]

---

[৩২] হাদইয়ুস সারী (২২৯ পৃষ্ঠা)

এ বয়সেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ইমাম বুখারী রহ. কে হাদীস এবং তার সনদ সম্পর্কে এমন বিচক্ষণতা ও স্মৃতি শক্তির প্রখরতা দান করেছেন যে, স্বীয় উস্তাদের একটি ছোট ভুলের উপর তাঁকে তিনি সতর্ক করেছেন এবং সঠিকটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা বাইকান্দী রহ. যিনি ইমাম বুখারী রহ. এর সমকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং যামানার ইমাম ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমার দরসে আসত। তখন আমি দিশেহারা হয়ে হাদীস বর্ণনা করতে ভয় পেতাম যে, আমার কোথাও কোন ভুল হয় কি না।[৩৩]

একদা আল্লামা বাইকান্দী রহ. ইমাম বুখারী রহ. কে বললেন, তুমি আমার গ্রন্থাবলী সম্পাদনা কর এবং যে স্থানে ভুল পাও তা সংশোধন কর। তখন কোন এক ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কে এ ছেলে? অর্থাৎ তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লামা বাইকান্দী রহ. এর মত ব্যক্তির গ্রন্থ সংশোধন করতে পারেন এমন ব্যক্তি কে?

আল্লামা বাইকান্দী রহ. বললেন,

فَقَالَ هَذَا الَّذِي لَيْسَ مثله

এ ছেলে এমন, যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।[৩৪]

একদা সালিম ইবনে মুজাহিদ আল্লামা বাইকান্দী রহ. এর দরবারে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, যদি কিছু সময় পূর্বে আগমন করতেন, তাহলে এমন এক বালকের সাথে সাক্ষাত হত, যিনি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছেন।[৩৫]

আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ ছিল।[৩৬]

---

[৩৩] হাদইয়ুস সারী (৬৭৫ পৃষ্ঠা)

[৩৪] ফতহুল বারী (১/৪৮৩)

[৩৫] হাদইয়ুস সারী (১৭৫ পৃষ্ঠা)

[৩৬] মুকাদ্দামা শরহে কাস্তালানী (৩৩ পৃষ্ঠা)

সফরসমূহ

ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জনের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে সফর করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম ওয়াররাকের বর্ণনা মতে ইমাম বুখারী রহ. প্রথম সফর করেন ২১০ হিজরীতে। আর হাদীস শ্রবণ শুরু করেন, ২০৪ অথবা ২০৫ হিজরী থেকে। অল্প বয়সে ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় মাতৃভূমিতে যে কৃতিত্ব ও অনুকম্পা অর্জন করেছেন, তা বিস্ময়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

২১০ হিজরীতে ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় মাতা এবং ভ্রাতার সাথে মক্কা মুয়াজ্জমায় সফর করেন। সে সফরে বড় সহোদর আহমদ ইবনে ইসমাঈলও সাথে ছিলেন। স্বীয় মাতা এবং সহোদর হজ্জ্ব পালন শেষে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন এবং ইমাম বুখারী রহ. মক্কা মুকার্‌রমায় থেকে যান। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও অন্যান্য দ্বীনি ইলম অর্জনের আকাঙ্খা মাতা ও সহোদরের বিচ্ছেদ তাঁকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। অতঃপর তিনি ইলম অর্জনের লক্ষ্যে মক্কা মুকার্‌রমার শায়েখদের দরসে হাজির হওয়া আরম্ভ করলেন।[৩৭]

সে সময়ে মক্কা মুকার্‌রমায় যেসব শায়খদের শিক্ষাকেন্দ্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মানব সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ছিল এবং যাঁদেরকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করা হত, তাঁর মধ্যে (১) ইমাম আবুল ওয়ালিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আযরাকী (মৃত্যুঃ ২২৩ হিজরী)। (২) আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবদির রহমান (মৃত্যুঃ ২১৩ হিজরী)। (৩) আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর আল হুমায়দী (মৃত্যুঃ ২১৯ হিজরী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. মক্কা মুকার্‌রমার পর ২১২ হিজরী সনে মদীনা মুনাওয়ারাহ সফর করেন। সে সময় মদীনা মুনাওয়ারাহ ইলমে নববীর প্রাণকেন্দ্র ছিল। আর এ কারণেই মদীনায় বহু লোকের আনাগোনা হত।

---

[৩৭] তারিখে বাগদাদ (২/৭)

সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর মদীনায় যাঁরা ইলমে নববীর আলো ছড়াচ্ছিল তাঁদের মধ্যে (১) ইব্রাহীম ইবনে মানযার ইবনে মুগীরাহ (মৃত্যুঃ ২৩৬হিজরী) (২) ইব্রাহীম ইবনে হামজা (৩) আবদুল আযিয ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

হেজাজে অবস্থানকালে তিনি মক্কা ও মদীনা ছাড়াও আরো অন্যান্য শহরে গিয়ে শায়েখদের কাছ থেকে ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন।

বসরা শহরের ঘটনা

হেজাজ শহরে ছয় বছর অতিক্রম করার পর তিনি বসরায় সফর করার ইচ্ছা করলেন। সে সময় বসরা ইলম, আদব এবং হাদীস প্রচারের অন্যতম শহর ছিল। ইমাম বুখারী রহ. কুফা শহরে পৌঁছে ইমাম আবু আসেম আন নবীল, সাফওয়ান ইবনে ঈসা, মুহাম্মদ ইবনে আরআর। আবুল ওয়ালিদ তিয়াসী, মুহাম্মদ ইবনে সিনান এবং তাঁদের সমকালীন উলামা থেকে উপকার হাসিল করেন।

যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. কয়েকবার বসরায় সফর করেছেন। সুতরাং এ ঘটনাটি কোন সফরকালে ঘটেছে, তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ইমাম বুখারী রহ. এর সাথী হাশেদ ইবনে ইসমাঈল (মৃতুঃ ২৬১ হিজরী) বর্ণনা করেন, ইলম অর্জনের সময়কালীন একদা ইমাম বুখারী রহ. বসরার মাশায়েখদের নিকট আগমন করলেন। ধারাবাহিকভাবে ষোল দিন তিনি হাদীস শ্রবণ করলেন। অথচ কোন বিষয়ই তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখলেন না। ইমাম সাহেবের সাথীরা বিষয়টি প্রশ্নের উপযোগী মনে করে ইমাম বুখারীকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে ইমাম সাহেব চুপ করে থাকলেন। অতঃপর সাথীরা যখন জোর তাগিদ দিতে লাগলেন, তখন তিনি বললেন, আপনাদের লিখিত হাদীসগুলো নিয়ে আসুন। সাথীরা যখন তাদের সংরক্ষিত হাদীসগুলো নিয়ে আসলেন। তখন ইমাম বুখারী রহ. তাঁর

হাদীস ভাণ্ডার (হিফয) হতে পনের হাজার (১৫০০০) হাদীস মুখস্থ বর্ণনা করে শুনালেন। উপস্থিত মজলিস ইমাম সাহেবের স্মৃতিশক্তি ও উপস্থাপনা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

হাশিদ ইবনে ইসমাঈল রহ. আরো বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনার পর ইমাম সাহেবের সহপাঠিদের অবস্থা এরূপ ছিল যে,

جعلنَا نحكم كتبنَا من حفظه

আমরা নিজেদের লিখাগুলি ইমাম বুখারীর স্মৃতি (হিফয) থেকে শুদ্ধ করে নিতাম।[৩৮]

এ ঘটনা থেকে ইমাম বুখারী রহ. এর স্বরণশক্তির প্রখরতা অনুমান করা যায়। ইলমে হাদীসের এ মহান খিদমত তাঁর স্বরণশক্তির খায়ের ও বরকত থেকেই। এছাড়াও কখনো তিনি বসরার হাদীসগুলি কুফা, শাম, মিশর ও অন্যান্য সফর থেকে ফিরে এসে লিপিবদ্ধ করতেন।

কুফা সফর

পরবর্তীতে তিনি কুফায় কয়েকবার সফর করেন। সেখানে তিনি যাঁদের রেওয়ায়েত অনুসন্ধানের পর নির্ভরযোগ্যতা পেয়েছেন, তাঁদের রেওয়ায়েতই কেবল গ্রহণ করেছেন। ইমাম নববীর বর্ণনা মতে তাঁদের নাম হল, (১) আবদুল্লাহ্ ইবনে মূসা (২) আবু নাঈম (৩) আহমদ ইবনে ইয়াকুব (৪) ইসমাঈল ইবনে আবান (৫) আল হাসান ইবনে রা'বী (৬) খালিদ ইবনে মাখলাদ (৭) সাঈদ ইবনে হাফস (৮) ত্বালাক ইবনে গান্নাম (৯) ওমর ইবনে হাফস (১০) উরওয়াহ (১১) কুবিসাহ ইবনে উকবা (১২) আবু গাসসান। কুফায় এ সমস্ত মাশায়েখ থেকে তিনি ইস্তেফাদা লাভ করেন।

---

[৩৮] ফতহুল বারী (১/৪৭৮)

বাগদাদ সফর

খিলাফতে আব্বাসীর রাজধানী ছিল বাগদাদ। রাষ্ট্র পরিচালনার জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রসারই বাগদাদকে ইলমী প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছে। প্রত্যেক প্রকারের ইলম পিপাসুরা বাগদাদে আগমন করতেন। বাগদাদ ইলমের প্রাণকেন্দ্র ছিল, একথা উপলব্ধি করার জন্য ইমাম বুখারী রহ. এর এ উক্তিই যথার্থ। ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

اتترک الناس والعصرالعلم وتسير الى خراسان

তুমি কি মনুষ্য, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং ইলম ছেড়ে খোরাসানের পথে যাত্রা শুরু করছ?

কারো কারো বর্ণনা মতে তিনি বাগদাদে আঠারো বার সফর করেছিলেন।

শাম সফর

ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জনের লক্ষ্যে শাম দেশেও সফর করেছেন। আর সেখানে তিনি আল্লামা ইউসুফ আল গীরইয়াবী[৩৯]। আবু নসর ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম, আদম ইবনে আবী ইয়াস, আবুল ইয়ামান আল হাকীম

---

[৩৯] মূল গ্রন্থকার আল্লামা ইউসুফ আল গীরইয়াবী নামে শামের যে শায়েখের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিষয়ে তাহকীক করে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি, তা হল, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ওয়াকীদ ইবনে উসমান আল ফিরইয়াবী। তিনি শামের কিসারিয়াতে বসবাস করতেন। সাওরী, মালিক ইবনে মিগওয়াল, ইসরাঈল, আওযায়ী, ওয়ারকা ইবনে উমর থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন এবং ইমাম বুখারী রহ. তাঁর থেকে সহীহ বুখারীর কয়েক জায়গাতে রেওয়ায়েত করেন। সহীহ বুখারীর রিজালদের উপর রচিত আল হিদায়া ওয়াল ইরশাদ গ্রন্থের ২/৬৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে,

مُحَمَّد بن يُوسُف بن وَاقد أَبُو عبد الله الْفرْيَابِيّ سكن قيسارية من الشَّام سمع الثَّوْريّ وَمَالك بن مغول وَإِسْرَائِيل وَالْأَوْزَاعِيّ وورقاء بن عمر رَوَى عَنهُ البُخَارِيّ فِي (الْعلم) وَغير مَوضِع وَرَوَى عَن إِسْحَاق غير مَنْسُوب عَنهُ فِي (الصَّلَاة) مَاتَ فِي شهر ربيع الأول سنة ٢١٢هـ

ইবনে নাফে এবং হাইওয়াহ ইবনে শুরায়হ এর মতো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের নিকট হতে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করেন।

মিসর সফর

মিসর সফরে তিনি উসমান ইবনে সালেহ, সাঈদ ইবনে আবি মারইম, আহমদ সালেহ, ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকীর এর মতো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের নিকট হতে ইলমী পিপাসা নিবারণ করেন।

এ সফরগুলি ছাড়াও তিনি আরব উপদ্বীপে গিয়েও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। আর সেখানে আহমদ ইবনে আব্দুল মালেক আল হারানী, আহমদ ইবনে ইয়াজিদ আল হারানী থেকে ইলমী ইসতেফাদা হাসিল করেন।

'খারাসান' হতে আলী ইবনে হাসান ইবনে শাকীক, আবদান, মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল থেকে। 'বলখ' হতে মাক্কী ইবনে ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবনে আবান, ইয়াহইয়া ইবনে মুসা এবং কুতাইবা থেকে। 'হেরাত' হতে আহমদ ইবনে আবিল ওয়ালিদ আল-হানাফী থেকে। 'নিশাপুর' হতে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, বিশর ইবনুল হাকীম, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং মুহাম্মদ ইবনে রাফী থেকে। 'রাই' হতে ইব্রাহীম ইবনে মুসা থেকে। 'ওয়াসেত' হতে হাসসান ইবনে হাসসান, সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহর মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীসের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও বুখারার মেহমানখানাগুলি, সমরকান্দ এবং তাশকান্দ ইত্যাদি তো ইমাম বুখারীর নিজ ঘরের মতোই ছিল।

ইমাম বুখারী রহ. এর স্বীয় সফর সংশ্লিষ্ট বিবরণ এরূপ ছিল,

قَالَ سهل بن السّري قَالَ البُخَارِيّ دخلت إِلَى الشَّام ومصر والجزيرة مرَّتَيْنِ وَإِلَى الْبَصْرَة أَربع مَرَّات وأقمت بالحجاز سِتَّة أَعْوَام وَلَا أحصي كم دخلت إِلَى الْكُوفَة وبغداد مَعَ الْمُحدثين

সাহল ইবনে সারী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, আমি শাম, মিসর এবং জাজীরাহ দুইবার সফর করি এবং বসরাতে চারবার। হেজাজে আট বছর অবস্থান করে ইলম অর্জন করি। আর সেই সাথে কুফা এবং বাগদাদও কয়েকবার সফর করি।[৪০]

খতিবে বাগদাদ ইমাম বুখারী রহ. এর সফরের বর্ণনা করেন,

رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار، وكتب بخراسان، والجبال، ومدن العراق كلها، وبالحجاز، والشام، ومصر

ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত শহরের মুহাদ্দিসদের নিকট সফর করেন খোরাসান, জাবালে খোরাসান এবং ইরাকের সমস্ত শহরেও সফর করেন। সেই সাথে হিযায, শাম ও মিসরে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। আবার বাগদাদেও কয়েকবার সফর করেন।[৪১]

মক্কা ও মদীনা সফর এবং গ্রন্থ রচনা আরম্ভ

আঠারো বছর বয়সে ইমাম বুখারী রহ. মাতা এবং সহোদর আহমদ ইবনে ইসমাঈলের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র হারামাইন উপস্থিত হন। হজ্জ পালন শেষে মাতা এবং ভাই মাতৃভূমিতে ফিরে এলেও ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনায় থেকে যান। আর সে সময়ে তিনি "قضايا الصحابة والتابعين" শিরোনামে একটি কিতাব রচনা করেন। অতঃপর তিনি চাঁদের আলোয় রওযায়ে আতহারের পাশে বসে প্রসিদ্ধ "التاريخ الكبير" গ্রন্থটি রচনা করেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমি 'তারিখে কবীর' গ্রন্থে যতজন রাবীর নাম উল্লেখ করেছি প্রত্যেক জনের

---

[৪০] ফতহুল বারী (১/৪৭৮)

[৪১] তারীখে বাগদাদ (২/৬)

সমন্ধে কোন না কোন ঘটনা আমার জানা আছে। কিন্তু গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সে সমস্ত ঘটনাগুলি উল্লেখ করিনি।

'তারিখে কবীর' গ্রন্থটি রচনার পরেই তা নকলের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরয়াবী রহ. বর্ণনা করেন, আমি যখন 'তারিখে কবীর' গ্রন্থ নকল করি, তখন ইমাম বুখারী রহ. এর বয়স এমন ছিল যে, তাঁর দাঁড়ি পর্যন্ত বের হয়নি।[৪২]

সহীহ বুখারীর রচনার হেতু

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগমন করতে দেখলাম। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং হাতপাখা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাতাস করতে লাগলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা হতে মাছি দূর করতে থাকলাম। এ স্বপ্ন একজন স্বপ্নব্যাখ্যাকারীর নিকটে বললাম। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় আমাকে বললেন যে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমীয়বানী (হাদীস) হতে মিথ্যা বানোয়াটকে দূরীভূত করবে। এ ঘটনা এবং স্বপ্ন সহীহ বুখারী রচনার অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪৩]

উৎকর্ষসমূহ

এ মহীয়ান, সম্মানিত, মর্যাদাবান ইমামের জীবন জন্মলগ্ন হতে মৃত্যু পর্যন্ত আশ্চর্য, অদ্ভুত, দুর্বোধ্য ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। যেন এ মহান খেদমতের জন্যই তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

---

[৪২] ইরশাদুস সারী (১/৩২)

[৪৩] এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইনশাল্লাহ (অনুবাদক)

তাঁর এ চরম উৎকর্ষকে যদি কেরামত দ্বারা অভিব্যক্তি করা হয়, তাহলে যথার্থই বলা হবে। তাঁর উৎকর্ষগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল,

উৎকর্ষ এক. বাল্যকালে যে বয়সে বাচ্চারা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে সময় তিনি মাত্র এগার বছর বয়সে মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৪৪]

উৎকর্ষ দুই. ইমাম বুখারী রহ. নিজে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক হাজার মুহাদ্দিস থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪৫]

উৎকর্ষ তিন. ১৮ বছর বয়সে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ী রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আজমাইনদের ফতোয়া এবং সামাধানগুলি একত্র করা শুরু করেন।

উৎকর্ষ চার. আর সে সময় তিনি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ "তারীখে কাবীর" (আট খণ্ডে রচিত) যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারকে চাঁদের আলোতে বসে রচনা করেন।

উৎকর্ষ পাঁচ. যিনি শুধু শ্রবণের মধ্যদিয়েই হাদীসকে হেফাজত করতেন। আমরা তো শ্রবণের পর লিপিবদ্ধ ব্যতিরেখে স্বরণ রাখতে পারি না। অথচ দশ বছরের বাচ্চার এ বিস্ময়কর স্বরণশক্তি সমকালীন মানুষদের জন্য আশ্চর্য্যের কারণ ছিল।

উৎকর্ষ ছয়. বাল্যকালের ঘটনা, একদা সালিম ইবনে মুজাহিদ আল্লামা বাইকান্দী রহ. এর দরবারে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, যদি কিছু সময় পূর্বে আগমন করতেন, তাহলে এমন বালকের সাথে সাক্ষাত হত, যিনি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর সন্ধানে বের হলাম এবং তাঁর সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছ? উত্তরে ইমাম বুখারী রহ. বললেন, সত্তর হাজার থেকেও বেশি হাদীস আমার হিফয

---

৪৪ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/৫৫৫)

৪৫ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/৫৫৫)

আছে। এমনকি সেসব হাদীসের সাহাবী রাবী, তাবেয়ী রাবীদের জন্ম, মৃত্যু এবং তাদের আবাসস্থল সম্পর্কেও আমি বর্ণনা করতে পারব।[৪৬]

উৎকর্ষ সাত. কয়েকবার তাঁর বিস্ময়কর স্বরণশক্তির প্রকাশও হয়েছে। একদা তিনি বাগদাদে আগমন করলেন। বাগদাদের সমকালীন মুহাদ্দীসরা জানতে পারলেন, একজন ব্যক্তি লক্ষ হাদীসের হাফেয বলে দাবী করছেন। অতঃপর আলোচনার জন্য একটি বৈঠক প্রস্তত করা হল। সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল যে, ইমাম বুখারী রহ. কে পরীক্ষা করা হবে। এছাড়াও দশজন মুহাদ্দিস হাদীসের সনদ এবং মতন উল্টা-পাল্টা করে ইমাম সাহেবের সামনে পেশ করবেন বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অতঃপর পরীক্ষা গ্রহণের মজলিস শুরু হল, এক মুহাদ্দীস ইমাম বুখারী রহ.এর সামনে একটি হাদীসের সনদ ও মতন উল্টো করে সাজিয়ে পাঠ করলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. এ মতন সম্পর্কে বললে, لا اعرفه অর্থাৎ এ হাদীস এভাবে আমার কাছে পরিচিত নয়। এভাবে দশটি হাদীসকে পেশ করা হল এবং প্রত্যেক হাদীসের পর ইমাম বুখারী রহ. لا اعرفه অর্থাৎ এ হাদীসগুলো এ মতন ও সনদে আমার কাছে পরিচিত নয় বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রথম ব্যক্তির মতোই দশটি হাদীসকে পরিবর্তন করে পাঠ করলেন। এভাবে দশজন একশতটি হাদীস পেশ করলেন এবং ইমাম বুখারী প্রত্যেকটি হাদীস শ্রবণ করে ঐ একই উত্তর দিতে লাগলেন।

অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. প্রথম হাদীস ভুল বর্ণনাকারীর দিকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, আপনি হাদীসটি এভাবে পাঠ করেছেন। অথচ হাদীসটির বর্ণনা এমন এবং হাদীসটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এরপর চতুর্থ এভাবে দশজন মুহাদ্দীসের একশত হাদীসের পর্যালোচনা করলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও মুহাদ্দীসগণ তাঁর উপস্থিত

---

[৪৬] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/৫)

স্বরণশক্তি এবং বিস্ময়কর মেধা দেখে তাঁর মেধার স্বীকৃতি প্রদানকারী ও সমর্থনকারী হয়ে গেলেন।[৪৭]

উৎকর্ষ আট. মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়াই বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, আমার এক লক্ষ হাদীসে সহীহ এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ মুখস্থ আছে।[৪৮]

উৎকর্ষ নয়. মুহাম্মদ ইবনে হাতিম ও নজম ইবনে ফুযাইল স্বপ্নে দেখেন যে, জনাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা মোবারক হতে বের হয়ে চলতে লাগলেন এবং তারপরে ইমাম বুখারী রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদচিহ্নে পা রেখে রেখে হাটতে লাগলেন।[৪৯]

উৎকর্ষ দশ. সহীহ বুখারীর রচনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মহত্ত্ব ও বুখারীর ফযিলত হল, ইমাম বুখারী রহ. ছয় লক্ষ সংরক্ষিত হাদীস ভান্ডার হতে সহীহ হাদীসের নির্বাচন এভাবে করেছেন যে, প্রত্যেকটি হাদীস নিজের মাপকাঠি দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর আদব ও মর্যাদার পরিচিতি পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করা। যার কল্পনা ইতিপূর্বে কারো ধারণায় আসা অসম্ভব ছিল।

ইমাম বুখারী নিজেই বর্ণনা করেন,

مَا وضعت فِي كتاب الصَّحِيح حَدِيثا إِلَّا اغْتَسَلت قبل ذَلِك وَصليت رَكْعَتَيْنِ

আমি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে যখন কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম, তখন তার পূর্বে গোসল করতাম এবং দু'রাকাত নামাজ আদায় করতাম।[৫০]

ইমাম বুখারী রহ. আরো বলেন,

---

৪৭ ফতহুল বারী মুকাদ্দামা (১/৪৮৬)

৪৮ ফতহুল বারী মুকাদ্দামা (১/৪৮৭)

৪৯ ফতহুল বারী মুকাদ্দাম (১/৪৮৯)

৫০ ফতহুল বারী (১/৪৮৯)

مَا أدخلت فِيهِ حَدِيثا حَتَّى استخرت الله تَعَالَى وَصليت رَكْعَتَيْنِ وتيقنت صِحَّته

ইসতিখারার পর যখন হাদীসের শুদ্ধতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন হয়, তখনই তা সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করি।[৫১]

আর ইমাম বুখারী রহ. এ আমল ১৬ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে করেন। কেননা তাঁর এ কিতাব রচনা করতে ১৬ বছর লাগে। কিতাব রচনার কাজ পরিসমাপ্তি হলে তা আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন প্রমূখ (যাঁরা সমসাময়িক হাদীস বিশারদ এবং ইমাম ছিলেন) তাঁদের খেদমতে পেশ করলেন। তাঁরা সবাই তাঁর এ অভিনব রচনায় আনন্দ প্রকাশ করলেন।

শুদ্ধতা এবং সনদের দিক থেকে গ্রন্থটি এ মর্যাদা অর্জন করল যে, أصح الْكتب بعد كتاب الله الْعَزِيز (কুরআনের পর সবচেয়ে আস্থাভাজন গ্রন্থ) বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ অভিব্যক্তির প্রতি উলামায়ে সলফ এবং খলফ ঐক্যমত ব্যক্ত করেন।

আবু যায়িদ মারওয়াযী রহ.কে রুকন এবং মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেন যে, আর কতদিন পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ীর কিতাব দরস দিতে থাকবে? আমার কিতাব অধ্যয়ন কর এবং দরস দাও। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কিতাব কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার কিতাব جَامع مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل (মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের জামে)।[৫২]

উৎকর্ষ এগার. আল্লামা সুবকী আশ-শাফেয়ী বর্ণনা করেন,

وَأما الْجَامِع الصَّحِيح وَكَونه ملْجأ للمعضلات ومجربا لقَضَاء الْحَوَائِج فَأمر مَشْهُور

---

[৫১] ফতহুল বারী (১/৪৮৯)

[৫২] ফতহুল বারী (১/৪৮৯)

বুখারী শরীফ মুশকিল সমাধানে এবং প্রয়োজন পূরুণার্থে উপকারী উপকরণ। অতঃপর সেটি প্রসিদ্ধ।[৫৩]

উৎকর্ষ বার. ইমাম বুখারী রহ. এর হাদীস প্রেম ছাড়াও কোরআনের প্রতি আসক্তি ও আগ্রহ ছিল। রমযান শরীফে তাঁর সাথী এবং ছাত্ররা একত্রিত হত। অতঃপর তিনি তারাবীহের নামাযে প্রত্যেক রাকাতে বিশ বিশটি করে আয়াত তেলাওয়াত করতেন। আর সাহরীতে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন এবং প্রত্যেক তিন দিন পর পর একটি খতম শেষ করতেন। আর সেই সাথে প্রতিদিন সকাল হতে ইফতার পর্যন্ত এক খতম পূর্ণ করতেন।[৫৪]

উৎকর্ষ তের. একবার ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর নিকটে আগমন করলেন। অতঃপর তিনি ইমাম বুখারী রহ.এর পবিত্র পেশানীতে চুম্বন করলেন এবং এ শব্দাবলী দ্বারা তাঁর মর্যাদা ও মহত্বের অনুমোদন করলেন,

سَمِعت أَبَا حَامِد أَحْمد بن حمدون يَقُول سَمِعت مُسلم بن الْحجَّاج وَجَاء إِلَى مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البخارى فَقبل مَا بَين عَيْنَيْهِ وَقَالَ دعنى حَتَّى أقبل رجليك يَا أستاذ الأستاذين ومسند الْمُحدثين وَيَا طَبِيب الحَدِيث فى علله

পেশানীতে চুম্বন করার পর বলতে লাগলেন, আমাকে আপনার পবিত্র পা দু'টি চুম্বনের সুযোগ দান করুন, হে শিক্ষককূল শিরমণি! মুহাদ্দীসগণের সম্রাট এবং হাদীসের ব্যাধির অভিজ্ঞ চিকিৎসক[৫৫]।[৫৬]

---

[৫৩] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/২৩৪)

[৫৪] তাবাকাত (২/৯)

[৫৫] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/২২৪)

[৫৬] ঘটনাটি ইবনে আসাকির তারীখে দামেশক ৫২/৬৮, খতিবে বাগদাদী তারিখে বাগদাদ ১৩/১০৩, ইমাম নববী তাহযিবুল আসমা ওয়াল লোগাত ১/৭০, ইবনে কাসীর আল বিদায়া

ওয়ান নিহায়া ১৪/৫৩১ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তবে ইমাম বুখারী রহ. পদচুম্বনের অনুমতি দিয়েছিলেন কি না সে বিষয়ে কোন মতামত পাওয়া যায় না।

এছাড়াও দেখা-সাক্ষাত এবং বড়দের সম্মান করার সুন্নতি পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। কদমবুচি করার দ্বারা শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে দু'টি খারাবী লাজেম আসে। ১. গাইরুল্লাহের সামনে মাথাকে অবনত করা হয়। যা হারাম। ২. বিধর্মী রুসম পালন করা হয়। বিধর্মীদের আদর্শ অনুসরণ করাও হারাম।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! তুমি গৃহে পরিবার পরিজনের কক্ষে প্রবেশকালে সালাম করবে। এতে তোমার এবং তোমার গৃহের সকলের জন্য কল্যাণ হবে। -সুনানে তিরমিযি (৩৮৭২)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ المَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. মদীনায় আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। হযরত যায়েদ রা. এসে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় করা নাড়ালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে গেলেন খালি গায়েই। আল্লাহর কসম আমি এর আগে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খালি গায়ে দেখিনি। তারপর তার সাথে মুআনাকা করলেন এবং চুমু খেলেন। -সুনানে তিরমিযি (২৭৩২)

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত,

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন দু'জন মুসলিমের মাঝে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তারপর তারা পরস্পর মুসাফাহা করে, তাহলে তারা পরস্পর হতে পৃথক হওয়ার আগেই তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সুনানে তিরমিযি (২৭২৭)

হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। -সুনানে আবু দাউদ (৪০৩১)

হযরত আমর বিন শুয়াইব তার পিতা সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন,

উৎকর্ষ চৌদ্দ. ইমাম বুখারী রহ. এর মৃত্যুর ঘটনাটিও অনেক মাহাত্ম্য ও অলৌকিকপূর্ণ ছিল। ইমাম বুখারী রহ. এর যখন বুখারার প্রশাসকের সাথে মতবিরোধ হল। তখন তিনি সমরকান্দে তাশরীফ নিলেন এবং খরতঙ্গ নামক গ্রামে নিকটাত্মীয়দের কাছে অবস্থান করলেন। আব্দুল কুদ্দুস সমরকান্দী বর্ণনা করেন যে, এক রাতে তাহাজ্জুতের নামাজ আদায়ের পর বিনয় ও কাতরতার সাথে আল্লাহ নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে প্রভু তোমার প্রসস্ত জমিন সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর তুমি আমাকে তোমার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ দাও। অতঃপর এ দোয়ার এক মাস পরে ইমাম বুখারী রহ. ইহলোক ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁকে খরতঙ্গেই সমাধিস্থ করা হয়।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রেখে চলবে, সে আমাদের দলে নয়। তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করো না। ইয়াহুদীরা সালাম করে আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা আর খৃস্টানরা সালাম করে হাতের তালুর ইশারা দ্বারা। সুনানে তিরমিযি (২৬৯৫)

হযরত আনাস বিন মালিক রা. বর্ণিত,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ نَعَمْ

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো যদি তার ভাই বা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তবে সে কি তার অভিবাদন এর জন্য মাথা ঝুকাবে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, তাহলে তাকে লেপ্টে ধরবে এবং চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। তাহলে কি তার হাত ধরবে এবং মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সুনানে তিরমিযি (২৭২৮)

একদল আলিম বলেছেন, সম্মানার্থে পদচুম্বন ও কদমবুচি জায়েয আছে। কিন্তু তারা সাথে সাথে শর্তারোপ করে দিয়েছেন যে, যেন চুমু খেতে গিয়ে রুকুর সুরত বা সিজদার সুরত না হয়ে যায়। যদি রুকু বা সেজদার সুরত হয়ে যায়, তাহলে তা জায়েয হবে না। -আল মুজতাবা (৪/২০৫০), আল মুহীতুল বুরহানী (৮/১১৮), ফাতাওয়া আলমগীরী (৫/৩৬৯),

ফকিহ্ ও মুহাক্কিকীনদের মতে, তা জায়েয হবে না। কারণ বর্তমান প্রচলিত কদমবুচিতে রুকু বা সিজদার সুরত হওয়া স্পষ্ট। এছাড়াও এটি বিধর্মীদের প্রতীক।

সুতরাং আমরা দ্বিতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়ে নাজায়েয বলি।

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আদম আত তাওয়াবিসী রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি এক রাতে স্বপ্নে জনাব সায়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন অবস্থায় সাক্ষাত লাভ করলাম যে, তিনি সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুমদের নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অতঃপর আমি সালাম করলাম তিনি জবাব দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কার জন্য অপেক্ষা করছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল এর জন্য অপেক্ষা করছি। এ ঘটনার কিছুদিন পর এ মর্মে সংবাদ আসল যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন। অতঃপর আমি হিসেব করে দেখলাম যে, সেই স্বপ্নের রাতেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[৫৭]

উৎকর্ষ পনের. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পূর্বে ইমাম বুখারী রহ. দীর্ঘ সময় ধরে দোয়ায় রত ছিলেন। অতঃপর তিনি শয়ন করলে তার পবিত্র আত্মা বিদায় নেন। মৃত্যুর পর তাঁর শরীর হতে অনেক ঘাম বের হয়েছিল।

তিনি অসীয়ত করেছিলেন যে, যেন তিন কাপড় দ্বারা তাঁকে কাফন দেয়া হয়। অতঃপর যখন তাঁকে কাফন দেয়ার পর জানাজা নামাজ শেষে কবরে রাখা হল, তখন তাঁর কবর থেকে মেশকের চেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ বের হতে থাকল। আর তা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হল। লোকেরা তাঁর কবর হতে মাটি সংগ্রহ করে, তা হতে তাবাররুক হাসিল করতে লাগল। এমনকি মানুষের উদ্দীপনা দেখে জাল/নেট দ্বারা কবরকে সংরক্ষণ করা হল। ইবনে হাজার আসকালনী রহ. ভাষায়,

فلما ادرحناه فى اكفانه وصلينا عليه وضعناه فى حضرقه فاح من تراب قبره رائحة طيبة لالمسک و دامت اياما وجعل الناس يختلفون الى القبر اياما ياخذون من ترابه الى ان جعلنا عليه خشبا مشبكا

[৫৭] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/২৩২)

মহান আল্লাহ তায়ালা এ সম্মানিত মহান বুযুর্গের খেদমত অর্থাৎ হাদীস সংরক্ষণ এবং নাম কিয়ামত পর্যন্ত আলোকিত রাখবেন।

ইমাম বুখারী রহ. এর কেরামত

ইমাম বুখারী রহ. এর কাতেব আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. মেহমানদের জন্য একটি গাভী যবেহ করলেন। অতঃপর যখন রান্নার কাজ শেষ হল এবং মেহমানদের খানার জন্য ডাকা হল, তখন দেখা গেল হিসেবের চেয়ে অতিরিক্ত মেহমান উপস্থিত হয়েছে, যা ধারণা ছিল না। আমি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফিরাবরী হতে তিন দিরহাম দিয়ে রুটি নিয়ে এসেছিলাম। আর সে সময় এক দিরহাম দিয়ে পাঁচ মন রুটি পাওয়া যেত। অতঃপর এ রুটিগুলি মেহমানদের সামনে বিছিয়ে দিলাম এবং সবাই তৃপ্তি সহকারে খানা খেলেন। অবশেষে দেখা গেল অনেক রুটি অবশিষ্ট আছে।

খাদ্যগ্রহণ

ইমাম বুখারী রহ. এর হাদীস লেখক আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, তিনি অল্প পরিমাণ খানা গ্রহণ করতেন। তলবে ইলমদের সাথে নমর, ভদ্র ব্যবহার করতেন। বর্ণনাতীত দান-সাদকাহ করতেন।

আবুল হাসান ইউসুফ ইবনে আবু যর বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, একদা ইমাম বুখারী রহ. রোগাক্রান্ত হলে ডাক্তার তার প্রস্রাব পরিক্ষা করলেন। অতঃপর ডাক্তার বললেন, তার প্রস্রাব ইহুদীদের পাদ্রীদের প্রস্রাবের মত। কেননা তিনি সালন অর্থাৎ তরকারি খেতেন না। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি চল্লিশ বছর যাবত তরকারি খাননি।

লোকেরা তাঁর ঔষধের কথা জিজ্ঞাস করলে ডাক্তার বললেন, তরকারি খাওয়াই এ রোগের ঔষধ। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. বিষয়টি জানতে পারলে তরকারি খাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি বড় বড় শায়েখ এবং আহলে ইলমগণ অনুরোধ জানালে তিনি কেবল রুটির সাথে চিনি খেতে স্বীকৃতি জানালেন।[৫৮]

কোরআনের প্রতি আগ্রহ

মুকসিম ইবনে সা'আদ রহ. বর্ণনা করেন, রমজান মাসের শুরু রাত্রিতে ইমাম বুখারী রহ. এর দরবারে ছাত্র, মুহিব্বীন, সাথীরা জমা হতেন এবং ইমাম বুখারী রহ. তারাবীর নামাজে আমাদের ইমামতি করতেন। অতঃপর প্রত্যেক রাকাতে বিশটি করে আয়াত তেলাওয়াত করতেন। এভাবে তারাবীতেই তিনি কোরআন খতম করতেন। তাহাজ্জুতের নামাজে এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন এবং প্রত্যেক তিনদিনে এক খতম পাঠ করতেন। আবার দিনের বেলা ইফতারের পূর্বে একটি খতম শেষ করতেন এবং বলতেন প্রত্যেক খতমের পর দোয়া কবুল হয়।[৫৯]

ইমাম বুখারী রহ. এর কাতিব আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেব তাহাজ্জুতের নামায তের রাকাত আদায় করতেন এবং শেষে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করতেন।[৬০]

---

[৫৮] ফতহুল বারী (১/৪৮১)

[৫৯] ফতহুল বারী (১/৪৮১)

[৬০] ফতহুল বারী (১/৪৮১)

নবী মুহাম্মদ সা. এর চুল মোবারকের বরকত

ইমাম বুখারী রহ. এর কাতেব বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি পবিত্র চুল ছিল। যা তিনি নিজ পরিধেয় সম্মানের সাথে রাখতেন।

ইমাম বুখারী রহ. এর কবিতা

হাকেম রহ. স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম বুখারী রহ. এর কবিতা উল্লেখ করেন,

اغتنم فى الفراغ فضل ركوع * فعسى ان يكون موتك بغتة

كم صحيح رأيت من غير سقم * ذهبت نفسه الصحيحة فلتة

অবসর সময়ে রুকু এবং সিজদাহের ফজিলতকে মূল্যবান মনে কর। কেননা এও হতে পারে যে, আকস্মিক মৃত্যু এসে যেতে পারে। অনেক সুস্থ ও শক্তিবান ব্যক্তি যাদের কোন রোগ ব্যাধি নেই, তাদেরকেও মৃত্যু অস্বাদিত করেছে।[৬১]

ইমাম বুখারী রহ. যখন হাফেয আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দারেমী রহ. এর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করলেন,

ان عشت تفجع بالأحبه كلهم * وبقاء نفسک لاابالك افجح

তুমি যদি জীবিত থাকতে, তাহলে সমস্ত প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ তোমার তিক্ত লাগে। আর তোমার অনুপস্থিতি তো সে তিক্ততা সবচেয়ে বেশি।[৬২]

এ কবিতাও ইমাম বুখারী পাঠ করেন,

مثل البهائم لاترى اجالها * حتى تساق الى المجاز تنحر

---

[৬১] হাদইয়ুস সারী (৪৮১ পৃষ্ঠা)

[৬২] হাদইয়ুস সারী (৪৮১)

চতুষ্পদ জন্তুর মতো যার মৃত্যুর কোন খবর নেই। তারা এমন করছে যেন তাদেরকে জবেহ করার জন্য জবেহের স্থানে নেয়া হবে না।

خالق الناس بخلق واسع * لا تكن كلبا على الناس تهر

মানুষের সাথে প্রশস্ত মনে আচার ব্যবহার কর। যে কুকুর ঘেঁউ ঘেঁউ করে তার মতো হয়ো না।

আল্লামা সুবকী রহ. এ কবিতাগুলি আত-তাবাকাতুশ শাফেয়ী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬৩]

একটি সন্দেহের নিরসন

উলামায়ে মুহাদ্দীসদের লক্ষ হাদিস মুখস্তের ও রেওয়ায়েতের বিষয়ে এ কথার সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, হাদীসের বড় বড় কিতাব যেমন কানযুল উম্মাল, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জামেউল উসূল, মাযমাউয যাওয়ায়েদ ইত্যাদি গ্রন্থের সমস্ত হাদীস গণনা করলে বিশ থেকে পঁচিশ হাজারের বেশি হাদীসের সংখ্যা হবে না। এমনকি মাওযু হাদীসগুলিকেও একত্র করলে অর্ধ লাখের বেশি হয় না। তাহলে একলক্ষ, দুইলক্ষ, ছয়লক্ষ হাদীস মুখস্ত ও রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য কি? আর সে হাদীসগুলি কোথায় লিপিবদ্ধ রয়েছে?

উত্তর ঃ উসূলে হাদীস শাস্ত্রে এ কথা সর্বজন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে, হাদীসের তুরক ও রেওয়ায়েত পরিবর্তন হওয়ার কারণে হাদীসের গণনা বৃদ্ধি পায়। যদিও হাদীসের শব্দাবলী একই রকম হয়। একই হাদীস হাজার জন উস্তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করার দ্বারা তা হাজার হাদীস বলে পরিগণিত হয়। সে ভাবে রেওয়ায়েতকারী সাহাবীর সংখ্যা পরিবর্তন হওয়ায় হাদীসের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। আর এদিকে লক্ষ্য রেখেই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় লক্ষ হাদীস বলা প্রচলিত হয়। আর প্রসিদ্ধ অভিমত হল,

---

[৬৩] বিস্তারিত সীরাতুল বুখারী (১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা)

ولامشاحة فى الاصطلاح অর্থাৎ পরিভাষায় দ্বিমত করার কোন সুযোগ নেই।

দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীরুতা

ইমাম বুখারী রহ. এর দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে আলোচনা মুহাদ্দীসগণ ইতিহাসের ও হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চরম বাস্তবতা তো এই, যখন ইলম অর্জন কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তখন তা দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীরুতার কারণ হয়ে যায়।

ইমাম বুখারী রহ. এর পিতা সম্পর্কে এ কথা প্রচলন আছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, আমার সম্পদে বিন্দু পরিমাণ হারামের স্পর্শ নেই।[৬৪]

এ কথা প্রকাশমান যে, ইমাম বুখারী রহ. এর লালন-পালন হালাল এবং পবিত্র সম্পদ দ্বারা হয়েছিল। সুতরাং তার দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীরুতার অবস্থান কোথায় হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও তার বাল্যকালে হাদীসের প্রতি অদম্য আগ্রহ যেন সোনায় সোহাগা হয়ে যায়। মাকসাম ইবনে সা'আদ রহ. বর্ণনা করেন, যখন রমজান মাস এসে যেত। তখন তার ছাত্র, সাথী ও বন্ধুরা সবাই এসে একত্রিত হত। অতঃপর তিনি তারাবীহের নামাজে এভাবে ইমামতী করতেন যে, প্রত্যেক রাকাতে বিশটি করে আয়াত তেলাওয়াত করতেন। আর এভাবে রমজানে একটি খতম পড়াতেন। আর তাহাজ্জুতের নামাজে অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করতেন। যা প্রত্যেক তিন দিনে একটি খতম হতো। তিনি বলতেন, প্রত্যেক খতমের পর দোয়া কবুল হয়। আরো বর্ণিত আছে, তিনি সহীহ বুখারীতে প্রত্যেকটি হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন।

---

[৬৪] ফতহুল বারী মুকাদ্দামা (৪৭৯)

ইমাম বুখারী রহ. এর তীরান্দাজী শখ ছিল। একদা তিনি তীর নিক্ষেপ করছিলেন, হঠাৎ সেটি মালিকানাধীন একটি সাঁকোতে গিয়ে লাগল এবং সেটির সাধারণ একটু ক্ষতি হল। ইমাম বুখারী রহ. সাঁকোতে বিদ্ধ সে তীর নিজে উঠালেন এবং আবু জাফর নামে একজন সাথীকে সাঁকোর মালিকের কাছে পাঠালেন। অতঃপর সাঁকো মালিককে ঘটনাটি জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর খোদাভীরুতা দেখে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন, আমার সমস্ত সম্পদ তাঁর নামে উৎসর্গ করছি। অতঃপর যখন ইমাম বুখারী রহ. কে এই বিষয়টি জানানো হল, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। সেই সাথে তিনি তিনশত দিরহাম সদকা করলেন।[৬৫]

একদা ইমাম বুখারী রহ. এর স্বীয় শিষ্য আবু মা'শার আয যারীর হতে তিনি ক্ষমা চাইলে আয যারীর বললেন, কি কারণে আপনি এমন করছেন? ইমাম বুখারী রহ. বললেন, একদা আমি হাদীস বর্ণনা করছিলাম। আর তুমি তা শ্রবণ করে আনন্দে নাচানাচী করছিলে। আর তখন তোমার মাথা ও হাত নড়ছিল। এ অবস্থা দেখে আমি তোমার উপর হেসেছিলাম। অতঃপর যারীর বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক আমি পূর্বেই আপনাকে ক্ষমা করেছি।[৬৬]

ফতহুল বারীসহ কয়েকটি কিতাবে এ ঘটনা উল্লেখ রয়েছে যে, একদা ইমাম বুখারী কিছু পূণ্য বিক্রয় করার মনস্থির করলেন। এক লোক পাঁচ হাজার মুনাফায় তা ক্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। ইমাম বুখারী রহ. বললেন, আমি চিন্তা করে আগামীকাল আপনাকে জানাব। অতঃপর একদল লোক এসে উক্ত পূণ্য দশ হাজার মুনাফায় তা ক্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। ইমাম বুখারী রহ. বললেন, আমি গত রাতে তা একদল লোককে দেয়ার ইচ্ছে করেছি। অতঃপর তিনি পাঁচ হাজার মুনাফায় তা দিয়ে দিলেন। আর

---

[৬৫] হাদইয়ুস সারী (৪৮০ পৃষ্ঠা)

[৬৬] ফতহুল বারী (১/৪৮০)

বললেন, পাঁচ হাজার মুদ্রার জন্য আমি আমার নিয়ত পরিবর্তন করতে পারব না।[৬৭]

ইমাম কিরমানী রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারীকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় অনেক সম্পদ দান করেছেন। তার পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রেও অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তা আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। কখনো তিনি দুইটি অথবা তিনটি বাদাম খেয়ে পুরো দিন অতিবাহিত করে দিতেন। শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. সিয়ারু আলামীন নুবালার বরাতে বলেন,

كان قليل الاكل جدا مفردا فى الجور وقال كان يقنع كل ليوم بلوزتين او ثلاث

ইমাম বুখারী রহ. কখনো কোন বাদশা হতে উপকৃত হবার চেষ্টা করেননি। যদিও তার সুযোগ তিনি বারবার পেয়েছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. এর শাগীরদ ইমাম বুখারী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যখন তিনি আদম ইবনে আইয়াসের খেদমতে হাজির হলেন। তখন খরচের জন্য তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। এমন কি তাঁকে দুই দিন শাক-সবজি খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। তৃতীয় দিন একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে ইমাম বুখারীকে দিনারের থলি দিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, তাকে তিনি কোন দিনই দেখেননি।।

ইমাম বুখারী রহ. এর শাগীরদ ইমাম সাহেব সম্পর্কে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী বলতেন, যেদিন থেকে গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমি জানলাম, সে দিন হতে আমি কারো গীবত করিনি। আর আমার আল্লাহ হতে এ বিশ্বাস আছে যে, তিনি এ ব্যাপারে আমার হিসাব গ্রহণ করবেন না।[৬৮]

একদা ইমাম বুখারী রহ. অসুস্থ হলে পরিক্ষার জন্য তার প্রস্রাব ডাক্তারকে দেখানো হলো। ডাক্তার বললেন, তিনি তরকারী খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিষয়টি স্বীকার

---

[৬৭] ফতহুল বারী মুকাদ্দামা (১/৪৮০)

[৬৮] সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (২/৪৩৯)

করে বলেন যে, আমি চল্লিশ বছর যাবত তরকারি গ্রহণ করি না। এরপর ডাক্তার হতে পথ্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর ঔষধই হলো তরকারি খাওয়া। অতঃপর ইমাম সাহেবকে তা খাওয়ার জন্য বলা হলে তিনি তরকারি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে আহলে ইলম এবং মুহাদ্দিসদের অনুরোধে তরকারি খেতে শুরু করলেন।[৬৯]

ইমাম বুখারী রহ. এর ইবাদতের একাগ্রতা সম্পর্কে এ ঘটনা কয়েকটি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। একদা তিনি যোহরের নামাজ শেষে নফল নামাজে মশগুল হলেন। নফল নামাজ শেষে তিনি তার জামা উঠিয়ে সাথীদের বললেন, দেখ তো আমার জামার নিচে কিছু আছে কি না? সাথীরা তার জামা উচিয়ে নিতেই নিচ হতে একটি ভ্রমর বের হতে দেখলেন। যা তার শরীরের সত্তর জায়গায় দংশনের চিহ্ন এঁকেছে। এতে তার শরীর স্ফীত হয়েছে। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন নামাজকে ছেড়ে দিলেন না? ইমাম বুখারী রহ. উত্তরে বললেন, আমি যে সূরা তেলাওয়াত করছিলাম, তা শেষ করার ইচ্ছা হচ্ছিল না।[৭০]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আমি দু'বার আমার প্রভুর কাছে দোয়া করার সাথে সাথে তা কবুল হয়। যাতে আমার ধারণা হল যে, আমার আমলের প্রতিদান কি দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছি। অতঃপর আমি দুনিয়াবী জিনিস চাওয়া থেকে বিরত থাকলাম।[৭১]

একদা ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জনের সূত্রধরে সমুদ্র সফরে বের হলেন। সে সফরে ইমাম বুখারী রহ. এর কাছে এক হাজার আশরাফী ছিল। সফরকালে এক ব্যক্তি ইমাম বুখারীর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অমায়িক আচার ব্যবহার করলেন। অতঃপর কথায় কথায় ইমাম বুখারী রহ. তার আশরাফীর ব্যাপারে তাকে বললেন। অতঃপর একদিন সকালে লোকটি

---

[৬৯] ফতহুল বারী (১/৪৮১)

[৭০] সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১৩/৪৩৯)

[৭১] সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১৩/৪৩৯)

হা-হুলুস্তুল শুরু করল। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাস করলে সে বলল, আমার কাছে এক হাজার আশরাফীর একটি থলি ছিল। আজ তা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অতঃপর থলেটি অনুসন্ধান করার জন্য প্রত্যেক আরোহীকে পৃথক করা হল। ইমাম বুখারী রহ. বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে ফেললেন এবং নিজের উপার্জিত সেই এক হাজার আশরাফীর থলি সাগরে ফেলে দিলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. এর কাছেও অনুসন্ধান হল। অবশেষে যখন কারো নিকট সে থলেটি পাওয়া গেল না, তখন জাহাজ আরোহীরা বিষয়টি নিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে লজ্জা দিল। অতঃপর সফর শেষে যখন সে ব্যক্তি ইমাম বুখারী রহ. কে নির্জনে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে থলির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে ইমাম বুখারী রহ. বললেন, থলিটি আমি সাগরে ফেলে দিয়েছি। কেননা আমি আমার সমস্ত জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার প্রসারের কাজে ব্যয় করেছি। যদি আমার ধার্মিকতা, দ্বীনদারী ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে আমি এ চুরির অপবাদ থেকে কিভাবে মুক্তি পাব। ইমদাদুল বারী, ফজলুল বারী (মুকাদ্দামা)[৭২]

আল্লামা কিরমানী রহ. বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ তায়ালা ইমাম বুখারী রহ.কে বর্ণনাতীত ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। তিনি পিতার উত্তরাধিকারী সূত্রে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তিনি তার সবটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।

স্মরণশক্তি

কারো স্মরণশক্তি দৃঢ় হওয়া আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নেয়ামত। মুহাদ্দিসীনদেরকে ঐ নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা সীমাহীনভাবে দান করেন। আর ইমাম বুখারী রহ. যেহেতু মুহাদ্দিসীনদের ইমাম ছিলেন, সেহেতু সে নিয়ামতের মূল অংশটি আল্লাহ তায়ালা তাঁকেই দান

[৭২] কাশফুল বারী মুকাদ্দামা (১৩২ পৃষ্ঠা)

করেছিলেন। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলোর কয়েকটি কিতাবে ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে এ ঘটনাটি উল্লেখ রয়েছে। যা থেকে ইমাম বুখারী রহ. এর স্মৃতিশক্তির প্রখরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে আদী রহ. বর্ণনা করেন যে, একদা ইমাম বুখারী রহ. বাগদাদ সফরে গেলেন। বাগদাদের মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী রহ.এর স্মরণশক্তি পরিক্ষা কারার জন্য একটি মজলিস আহবান করলেন এবং দশজন মুহাদ্দিস একশটি হাদীসের মতন ও সনদকে উল্টোভাবে সাজিয়ে ইমাম বুখারী রহ.এর সামনে পাঠ করলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. প্রত্যেকটি হাদীস পাঠের পর একই উত্তর দিতে লাগলেন যে, হাদীসটি এভাবে আমার কাছে পরিচিত নয়। অবশেষে যখন মুহাদ্দিসগণ বললেন, হাদীসগুলি কিভাবে আপনার কাছে পরিচিত? ইমাম বুখারী রহ. তখন প্রত্যেকটি হাদীসই তাদের মত উল্টো করে পাঠ করে তাদের ভুল জায়গাগুলি শুদ্ধ করে দিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করলেন। আর এ ঘটনায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূর হয়ে ইমাম বুখারী রহ.এর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন।[৭৩]

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী রহ. এর হাদীসের জবাব দেয়াটা আমাকে আশ্চর্য করেনি। কেননা তিনি হাদীসের হাফেয ছিলেন; বরং সে সব প্রশ্ন যা উল্টোভাবে তার কাছে পাঠ করা হয়েছিল, মাত্র একবার তিনি শ্রবণ করেই ধারাবাহিক ভাবে তা উল্লেখ করাটা আমাকে আশ্চর্য করেছে। কেননা প্রশ্নকারী তো মাত্র একবারই তা পাঠ করেছিলেন।[৭৪]

ইমাম আবু বকর আল কুলুযানী বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. যে কিতাব একবার পড়তেন, সে কিতাবের সমস্ত হাদীস তার হিফয হয়ে যেত।[৭৫]

---

[৭৩] ফতহুল বারী মুকাদ্দামা (১/৪৮৬)

[৭৪] তারীখে বাগদাদ (২/২০) তাহযীবুল কামাল (১৬৮) তাবাকাতুশ শাফীয়াতুল কুবরা (২/২১৮) সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১২/৪০৪)

[৭৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৩/৪১৬)

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন যে, আমার সহীহ এক লক্ষ এবং গায়রে সহীহ দুই লক্ষ হাদীস হিফয আছে।[৭৬]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, ইমাম বুখারী রহ. একদা রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন যে, তার কিতাবে কতগুলি হাদীস উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি গণনা করে বললেন, প্রায় দুই লক্ষ।[৭৭]

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, আমি এক বৈঠকে শুধু নামাজের সম্বন্ধে দশ হাজার হাদীস বর্ণনা করতে পারব।[৭৮]

ইমাম বুখারী রহ. একদা বসরা সফরে গেলেন। অতঃপর যখন তিনি বসরা জামে মসজিদে নিজের নামাজ শেষ করলেন, তখন বসরাবাসী একটি হাদীসের মজলিস কায়েমের জন্য আবেদন জানালেন। ইমাম বুখারী রহ. বললেন, আমি তোমাদের ঐ হাদীসগুলি বর্ণনা করব যা তোমাদের সংরক্ষণে নেই। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. হাদীসের সনদসহ বর্ণনা শুরু করলেন এবং সনদ সম্পর্কে বলতে লাগলেন যে, তোমাদের নিকট এ হাদীসটি অমুক রাবী বর্ণনা করেন আর এ হাদীসটি আমি তোমাদের শহরের অমুক রাবীকে বর্ণনা করতে শুনেছি।[৭৯]

ইমাম বুখারী রহ. আরো বর্ণনা করেন, আমি একবার বলখ শহরে সফরে গেলাম। অতঃপর বলখ শহরের মুহাদ্দিসগণ আমার সনদের সাথে তাদের সনদ যুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অতঃপর আমি আমার এক হাজার উস্তাদ থেকে এক হাজার হাদীস বর্ণনা করলাম। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনা করেন যে, এক রেওয়ায়েত দ্বারা ইমাম বুখারীর দুই কোটি হাদীস মুখস্থের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮০]

---

[৭৬] তাবাকাতুল হানাবিলা (১/২৭৫) তারীখে বাগদাদ (২/২৫) তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/২১৮)

[৭৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৩/৪১৬)

[৭৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৩/৪১৬)

[৭৯] তারীখে বাগদাদ (২/১৬) সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪০৯)

[৮০] মুকাদ্দামা ফতহুল বারী (৪৮৭ পৃষ্ঠা)

হাশিদ ইবনে ইসমাঈল রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জন সময়কালে মুহাদ্দিসদের দরসে বসে শুধু হাদীস শ্রবণ করতেন কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করতেন না। এতে সাথীরা ইমাম বুখারী রহ. কে উপহাস করে বলতেন যে, তুমি শুধু সময় নষ্ট করছ। সাথীদের এ উপহাসে বিরক্ত হয়ে ইমাম বুখারী রহ. বললেন যে, তোমাদের নিকট কতগুলি হাদীস লিপিবদ্ধ আছে? সাথীরা তাদের লিপিবদ্ধ হাদীসের সংখ্যা জানালে ইমাম বুখারী রহ. তার চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদীস মুখস্থ বর্ণনা করলেন। এ ঘটনার পর থেকে সাথীরা ইমাম বুখারী রহ. থেকে তাদের লিপিবদ্ধ হাদীসগুলি সংশোধন করে নিতেন।[৮১]

ইনসাইক্লো পিডিয়া লিখকরাও ইমাম বুখারী রহ. এর প্রশংসায় বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর স্মরণশক্তি ও উপস্থিত জ্ঞান-প্রজ্ঞার পরিমাণ ও প্রখরতা এমন ছিল যে, সমকালীন মুহাদ্দিসদের কাছেও তা অলৌকিক বলে মনে হত।[৮২]

সালিম ইবনে মুজাহিদ বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী রহ. আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আমি যে সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ী হতে হাদীস বর্ণনা করেছি। তাদের প্রত্যেকেরই জীবন বৃত্তান্ত, জন্ম-মৃত্যু, আবাসভূমি, জন্মভূমি সম্পর্কে আমার জানা আছে। আর তিনি এও বর্ণনা করেন যে, আমি হাদীসের পরিশুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যতক্ষণ না পূর্ণ আস্থা অর্জন করতাম, ততক্ষণ হাদীস গ্রহণের লক্ষ্যে বসে থাকতাম। অতঃপর বিষয়টি পরিষ্কার হলে তা গ্রহণ করতাম।

হাশিদ ইবনে ইসমাঈল বলেন, ইমাম বুখারী হাদীস শ্রবণের জন্য আমার পরিচিত মুহাদ্দিসদের নিকট যেতেন। কিন্তু তাঁর কাছে হাদীস লিখার জন্য দোয়াত-কলম থাকত না। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে একবার জিজ্ঞাস করলে ষোল দিন পর তিনি এর জবাবে বললেন, আপনাদের এমন প্রশ্নে আমি

---

[৮১] হাদউয়ুস সারী (৪৮৬ পৃষ্ঠা)

[৮২] ইনসাইক্লো পিডিয়া অফ ইসলাম (৪/৭৭৫)

বিরক্ত হয়ে গেছি। সুতরাং আপনাদের লিখিত হাদীসগুলি আমার সাথে মিলিয়ে নিন। অতঃপর তিনি সমস্ত হাদীস সনদসহ মুখস্থ বর্ণনা শুরু করলেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, আমরা সে সময় পর্যন্ত পনের হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তিনি সবগুলিই মুখস্থ বর্ণনা করলেন।

একদা ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. জুমার নামাজের খুতবায় একটি হাদীসের সনদ ভুল পাঠ করলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. তাঁকে সে সমন্ধে অবগত করলে তিনি তা গ্রহণ করে নিলেন।

আহমদ ইবনে হামদুন বর্ণনা করেন, কোন এক জানাযায় আমি শরীক হয়ে ইমাম বুখারীকে দেখেছিলাম যে, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহালী তাকে আসমাউল রিজাল এবং ইল্লতে হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। আর ইমাম বুখারী রহ. ধারাবাহিকভাবে তার উত্তর দিচ্ছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে আযহার সাযিস্তানী রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম বুখারী রহ. এর সাথে সুলাইমান ইবনে হরব রহ. এর খেদমতে হাদীস শ্রবণের জন্য উপস্থিত হলাম। অতঃপর একজন সাথী আরয করলেন যে, ইমাম বুখারী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন না কেন? আমি তাকে বললাম, যদি তোমার কোন হাদীস বাদ থেকে থাকে তাহলে তা ইমাম বুখারীর নিকট থেকে লিপিবদ্ধ করে নাও।

মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা ফিরয়াবী রহ. দরবারে বসা ছিলাম। অতঃপর ফিরয়াবী একটি হাদীসের সনদ বর্ণনা করলেন,

حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي عُرْوَة عَن أبي الْخطاب عَن أبي حَمْزَة

আলোচ্য সনদে সুফিয়ান ছাড়া সমস্ত রাবীর কুনিয়াত অর্থাৎ উপনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর ফিরয়াবী রাবীদের আসল নাম জিজ্ঞাস করলে সমস্ত মজলিস স্তব্ধ হয়ে যায়। অতঃপর সবাই ইমাম বুখারী রহ. এর দিকে তাকালেন এবং সাথে সাথে ইমাম বুখারী রহ. নাম বলতে শুরু করলেন, আবু উরওয়াহের আসল নাম মা'মার ইবনে রাশিদ, আবুল

খাত্তাবের নাম কাতাদাহ ইবনে দুয়ামাহ এবং আবু হামজাহ এর প্রকৃত নাম আনাস ইবনে মালেক। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. এর এই পাণ্ডিত্য দেখে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।[৮৩]

ইমাম বুখারী রহ.এর বিচার, কল্পনাশক্তি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব, বিখ্যাত হওয়ার বিষয়টি সমালোচকরাও স্বীকার করেছেন। ইমাম ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেন, পৃথিবীতে ইমাম বুখারী রহ. এর মতো খোদাভীরু, বিচক্ষণ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয়টি দেখেনি। যেন তিনি সমকালীন উমরে ফারুক রাযি আল্লাহু তায়ালা আনহু।[৮৪]

আর এ কারণেই আমরা অবলোকন করেছি যে, ইমাম বুখারী রহ. 'কিতাবুল হিবাহ' শিরোনামে পাঁচশত হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর যেখানে ইমাম ওকী ও আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. এর গ্রন্থে এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে দুই, তিন, পাঁচ, ছয়টি হাদীসের বেশি উল্লেখ নেই। আর এ পরিমাণ স্মরণশক্তি দেখেই ইমাম আহমদ ইবনে হামদুন রহ. বলেন, কোন এক জানাযায় মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইমাম বুখারীকে আসমা ও ইলাল সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন আর তিনি এভাবে জবাব দিচ্ছিলেন যে,

يمر فِيهِ مثل السهْم كَأَنَّهُ يقْرَأ قل هُوَ الله أحد

এরূপ ধারাবাহিক ও আস্থার সাথে যেন তিনি قل هو الله অর্থাৎ সূরা এখলাছ পাঠ করছেন।[৮৫]

আর এ রকম অনেক ঘটনায় ইমাম বুখারী রহ. এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটেছে। যা সমকালীন সময়ে দৃষ্টান্তহীন ছিল। আর আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন,

---

[৮৩] ফতহুল বারী (১/৪৭৮)

[৮৪] হাদইয়ুস সারী (৪৮২ পৃষ্ঠা)

[৮৫] ফতহুল বারী (১/৪৮৮)

ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

এটা আল্লাহর কৃপা। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।[৮৬]

কোরআনের জ্ঞানে ইমাম বুখারীর মর্যাদা

ইমাম দারেমী রহ. থেকে একটি রেওয়ায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল এবং বলা হল, ইমাম বুখারী এটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম দরেমী রহ. উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমাদের থেকে অধিকতর বিচক্ষণ এবং উত্তম ব্যক্তি। আর মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবান দ্বারা যেই বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেছেন, তা তিনি যথাযথভাবে বুঝেছেন এবং দিল-মন, কান ও মস্তিষ্ককে একত্র করে কোরআন তেলোওয়াত করেছেন। আর তার দৃষ্টান্তের উপর গবেষণা করেছেন এবং হালাল-হারামের ইলম অর্জন করেছেন।[৮৭]

ইমাম বুখারী রহ. এর কাতেব মুহাম্মদ ইবনে আবু হাতিম বর্ণনা করেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, আমার এরূপ বিষয়ে জ্ঞান নেই, যা প্রয়োজনীয় এবং কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। আমি বললাম তা কি সম্ভব? ইমাম বুখারী উত্তরে বললেন, হ্যাঁ।

বর্ণনাকারী বলেন, কোরআনের সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করা। তার আয়াত সমূহকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং তার গভীরতায় পৌঁছা। ইমাম বুখারী রহ. এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

---

[৮৬] সূরা জুমুআ (৪)

[৮৭] ফতহুল বারী মুকাদ্দামা (৪৮৫ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া ত্যাগী

ইমাম বুখারী রহ. এর সম্মানিত পিতা বুযুর্গ, খোদাভীরু ও আল্লাহর আশেক বান্দা ছিলেন। সুতরাং এরূপ পিতার সন্তান কেমন ঈমানদার ও খোদাভীরু হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইমাম বুখারী রহ. কোন সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না; বরং তিনি উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। যেমনটি আবু সাঈদ বকর ইবনে মুনির বর্ণনা করেন, একদা ইমাম বুখারী কিছু মাল বিক্রয়ের ইচ্ছা করলেন। অতঃপর এক ব্যবসায়ী দল সে সম্পদের মূল্য পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করতে চাইলেন। ইমাম বুখারী তাদের কাছে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত দিলেন না। অথচ তা তাদের নিকটই বিক্রয়ের জন্য টান অনুভব করলেন। আর এ কারণেই যখন অন্য এক ব্যবসায়ী দল তা দশ হাজার মূল্যে তা ক্রয়ের কথা জানালেন, তখন ইমাম বুখারী তাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন,

لَا أحب أَن أنقض نيتي

আমি আমার নিয়্যাত পরিবর্তন পছন্দ করছি না।[৮৮]

তার এমন খোদাভীরুতা, দ্বীনদারী পরহেজগারী ও ব্যক্তিত্ববোধের কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একনিষ্ঠ ও প্রকৃত উত্তরসূরীতে পরিণত হয়েছেন।

ব্যক্তিত্ববোধ

ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনে এমন কতক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে, যা অনেক বড় বড় মহামানবদের জীবনীও এসব বৈশিষ্ট্য থেকে ফাঁকা ছিল। তার চারিত্রিক গুণাবলী মধ্যে অতি লজ্জাশীলতা, ধৈর্য্যশীলতা, আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন, স্বল্পে তুষ্ট, প্রফুল্লতা, আময়িকতা, জাগ্রত,

[৮৮] তারীখে বাগদাদ (২/৩২২)

সচেতনাতা ছিল অন্যতম। আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করাকে তিনি কল্পনাও করতেন না। আর এ মহৎগুণের কারণেই তাঁকে দেশান্তর হতে হয়েছে। আর যখন ইমাম বুখারী রহ. এর জ্ঞানের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির সংবাদ আশপাশ ছড়িয়ে গেল। তখন বুখারার আমীর উমারাগণ তাদের বাচ্চাদের বিশেষভাবে শিক্ষাদানে জন্য ইমাম বুখারীকে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন রাজপ্রাসাদে এসে তাদের বাচ্চাদের বিশেষ তালিম দান করেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. তাদের প্রতিউত্তরে বললেন,

أَنَا لاَ أُذِلُّ العِلْمَ وَلاَ أَحْمِلُهُ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَاجَةٌ فَاحضُرْ فِي مَسْجِدِي أَوْ فِي دَارِي

আমি দরজায় দরজায় গিয়ে ইলমের অবমূল্যায়ন করতে পারব না। যদি কারো ইলমের পিপাসা থাকে তাহলে সে আমার মসজিদে অর্থাৎ দরসে অথবা আমার ঘরে হাজির হবে।[৮৯]

বুখারার আমীরগণ তাঁর এই আপসহীন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে শহর ত্যাগের নির্দেশ দেয়। অবশেষে ইমাম বুখারী রহ. ইলমের অমর্যাদা থেকে নিজেকে দেশান্তর করাকে বেশি পছন্দ করলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,

مَا استصغرت نَفسِي عِنْد أحد إِلَّا عِنْد عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ

আলী ইবনে মাদীনী ছাড়া আমি কারো নিকট নিজেকে ছোট অনুভব করিনি।[৯০]

ইমাম বুখারী রহ. ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ কোন কাজকে সমর্থন করতেন না। আর এ কারণেই তার দরবারে আমীর ও প্রশাসকরা আনাগোনা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। আর তিনি বাদশাহদের তাঁর কাছে আনাগোনাকে এ পরিমাণ ঘৃণা করতেন যে, সেটি যেন তার চারিত্রিক

---

[৮৯] তারিখে বাগদাদ (২/৩৩)

[৯০] তারিখে বাগদাদ (২/১৭)

গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি কখনোই আমীর বা বাদশাহদের কাছে নমনীয় ভূমিকায় উপস্থিত হওয়াকে পছন্দ করতেন না। এ সূত্র ধরেই একদা তিনি কাউকে মুদারাবা ভিত্তিক (শ্রম ও মালের অংশীদার ভিত্তিক ব্যবসা) কিছু সম্পদ দিয়েছিল। অতঃপর সে ব্যক্তি পঁচিশ হাজার দিরহাম খিয়ানত করে মূলধনকে ফেরত দিল। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. কে বাদশাহর দরবারে নালিশের মধ্য দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বলা হলে তিনি বললেন,

وَلَنْ أبيع ديني بدنياي

আমি আমার দ্বীনকে দুনিয়ার বিপরীতে নষ্ট করব না।

অবশেষে তিনি দশ দিরহাম মাসিক উসূলের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করলেন।[৯১]

শারীরিক ব্যায়াম/মিতাচার

শারীরিক ব্যায়াম যেহেতু মানবজীবনে অতি আবাশ্যকীয় কাজ, সেহেতু ইমাম বুখারীও রহ. নিজের শারীরিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন মতো শারীরিক ব্যায়াম করতেন। বিশেষ করে ঘোড়া দৌড়ানো এবং তিরান্দাজীর মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. এমন আগ্রহী ছিলেন, এ সমন্ধে মুহাম্মাদ ইবনে আবী হাতেম বলেন,

فَمَا أعلم أَنِّي رَأَيْته فِي طول مَا صحبته أَخطَأ سَهْمه الهدف إِلَّا مرَّتَيْنِ بل كَانَ يُصِيب فِي كل ذَلِك وَلَا يسْبق

আমি ইমাম বুখারী রহ. এর সংস্পর্শে থেকে একথা জানতে পেরেছি যে, কেবল দুইবার ছাড়া তার তীর কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।[৯২]

---

[৯১] ফতহুল বারী (১/৪৭৯)

[৯২] ফতহুল বারী (১/৪৮০)

একথা বলা যেতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. তীরান্দাজীতে এ রকম প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ ছিলেন যে, কোন তীর নষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে বারবার লক্ষ্যভেদ করতেন।

পরিচ্ছন্নতা

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিল। এ কারনে ইমাম বুখারী রহ.ও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার যথাযথ খেয়াল রাখতেন। এটি বাস্তবতা যে, নিজের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চেয়ে মসজিদ ইত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বেশি মনযোগী হওয়া অলী আল্লাহদের বৈশিষ্ট্য। ইমাম বুখারী রহ. তো সাধারণ জীবন-যাপন ও ইলমী মশগুলে থাকতেন। এরপরেও তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি এতোটাই লক্ষ্য রাখতেন যে, বিছানায় এক টুকরো খড়কুটো পড়ে থাকাকেও সহ্য করতেন না।

একদা এক ব্যক্তি মধ্যদরসে তার দাড়ি থেকে এক টুকরো খড় বের করে মসজিদে ফেললেন। অতঃপর ইমাম বোখারী রহ. খড়টি খুঁজে বের করে মসজিদের বাহিরে ফেলে দিলেন। রাবী বলেন যে, যে বস্তু থেকে নিজের দাড়িকে পরিষ্কার করেছে, সে ছোট্ট বস্তুকে মসজিদে ফেলে রাখাকে তিনি সহ্য করেননি।[৯৩]

সহানুভূতি

ইবাদাতের সাথে সম্পর্ক রেখে যে সিফাতে আলিয়া তথা মহৎ গুণের প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম হল, সহানুভূতি। ইমাম বুখারী রহ.ও এ মহান গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন। একদা এক ভৃত্য অসচেতনতায় ঘরের মধ্যে পা পিছলে পড়ে গেলে ইমাম বুখারী রহ. কেবল এটুকু বলে তিরষ্কার

---

[৯৩] তারীখে বাগদাদ (২/১৩)

করলেন, 'তুমি কেমন করে চলো!' অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. মনকে এ তিরষ্কারপূর্ণ সতর্কবনীর প্রভাব এভাবে আক্রান্ত করল যে, তিনি ভৃত্যকে মুক্ত করে দিলেন। অর্থাৎ ভাবাবেগের কারণে এ ছোট বাক্যটিও স্বীয় আভিজাত্যের বহির্ভূত মনে করলেন।

শিষ্টাচার

মানবজীবনে এ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত না থাকলে মানুষ কখনো উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে না। আর ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনে এ বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে ছিল। একবার ইমাম বুখারী রহ. আবু মা'শার যারীর রহ. কে কোরআন তেলোয়াত করতে শুনলেন, যিনি অন্ধ ছিলেন। তাকে অন্ধের মতো কাজ করতে দেখে ইমাম বুখারী রহ. হেসে ফেললেন। এ অনাকাঙ্খিত হাসিটিও ইমাম বুখারী রহ. সমুচিত মনে করলেন না। অতঃপর তিনি তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।[৯৪]

সাদাসিদে

ইমাম বুখারী রহ. জীবন দাম্ভিকতাহীন একেবারেই সাদাসিদে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন। নিজের কাজের জন্য কাউকেও কষ্ট দেয়া উচিত মনে করতেন না।

মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতীম রাহ. বলেন, একদা আমি ইমাম বুখারী রহ. এর সাথে রাত্রি যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। অতঃপর রাত্রিবেলায় আমি ইমাম বুখারী রহ. কে পনের থেকে বিশবার বিছানা থেকে উঠে বাতি জালিয়ে হাদীসের কিতাবগুলোতে প্রয়োজনীয় হাদীসগুলো চিহ্নিত করতে দেখলাম। অতঃপর আমি বললাম, হুজুর! বাতি জালাতে ও হাদীসের

---

[৯৪] তারীখে বাগদাদ (১/২৫)

কিতাবগুলো বহন করতে আমাকে কেন ডাকলেন না? ইমাম বুখারী রহ. অকৃতিমভাবে বললেন,

أَنْت شَاب فَلَا أحب أَن أفسد عَلَيْك نومك

তুমি যুবক ছেলে, আমি তোমার ঘুম নষ্ট করতে চাইনি।[৯৫]

ইবনে আবী হাতীম রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. ছাত্র বয়সে ইলমে হাদীস অর্জনের লক্ষ্যে আদম ইবনে আবী আইয়াশ রহ. এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছে করলেন। অতঃপর সফরকালে খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে গেলে মানবিক কারণে কাউকে না জানিয়ে কয়েক দিন যাবত ঘাস ও পাতা খেয়ে অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর আল্লাহর এক বান্দা এসে কিছু দিনার হাদিয়া দিলে ইমাম বুখারী রহ. তা কবুল করলেন। এমনকি তিনি জানতেও পারলেন না লোকটি কে ছিলেন।[৯৬]

একদা তিনি কয়েকদিন হাদীসের দরসে অনুপস্থিত থাকায় খবর নিয়ে জানা গেল, তিনি ইলম অর্জনের লক্ষ্যে নিজের মানবিক প্রয়োজনে কাপড় বিক্রি করে দিয়েছেন।[৯৭]

একবার তিনি মুসাফিরখানা নির্মাণের লক্ষ্যে মিস্ত্রিকে ইট এবং ইট গাঁথার মসলা প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। অতঃপর যখন তাকে এমন কষ্টের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হল, তখন তিনি উদাসীন্যভাবে বললেন, এটিই আমার জন্য উপকারী। অতঃপর তিনি আবার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে নববী নির্মাণে, গাযওয়ায়ে আহযাবের সুন্নাত পালন লক্ষ্যে উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে থাকলেন।[৯৮]

---

[৯৫] তারীখে বাগদাদ (২/৩২২)

[৯৬] হাদইয়ুস সারী (৪৮০ পৃষ্ঠা)

[৯৭] তারীখে বাগদাদ (২/১৩)

[৯৮] ইমাম বুখারী রহ. (৮০ পৃষ্ঠা)

পরনিন্দা থেকে বিরত

ইমাম বুখারী রহ. পরনিন্দা থেকে বিরত থাকতেন। এ সমন্ধে তিনি বলেন,

مَا اغتبت أحدا قطّ مُنْذُ علمت أَن الْغَيْبَة حرَام

যখন থেকে আমি জানতে পারলাম পরনিন্দা করা হারাম, তখন থেকে আমি আর পরনিন্দা করিনি।[৯৯]

তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন আমার কোন দুশমন তথা বাদী থাকবে না। ইবনে আবী হাতীম রহ. বললেন, তারীখের ব্যাপারে লোকেরা আপনার উপর নাখোশ, কারণ তাতে পরনিন্দা আছে। ইমাম বুখারী রহ. বললেন,

إِنَّمَا روينَا ذَلِك رِوَايَة وَلم نَقله من عِنْد أَنْفُسنَا

তারীখে যা কিছু আছে মুতাকাদ্দীমীনদের মতামত, আমার নিজ থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করিনি।[১০০]

হাদীসের প্রতি সম্মান

ইমাম বুখারী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তিনি প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করতেন। অতঃপর অযু করে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করতেন। তিনি বলেন,

مَا وضعت فِي كتاب الصَّحِيح حَدِيثا إِلَّا اغْتَسَلت قبل ذَلِك وَصليت رَكْعَتَيْنِ

আমি 'কিতাবুস সহীহ'তে এমন কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি, যার পূর্বে গোসল ও দুই রাকাআত নামাজ আদায় করিনি।[১০১]

---

[৯৯] ফতহুল বারী (১/৪৮০)

[১০০] হাদইয়ুস সারী (৪৮০ পৃষ্ঠা)

[১০১] ফতহুল বারী (১/৪৮৯)

সততা, সন্তোষ ও বিনয়

ইমাম বুখারী রহ. এর স্বভাব ও প্রকৃতি খুবই সাদাসিদা ও পরিশ্রমী ছিল। নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করতেন। ধন-সম্পদ ও মর্যদা থাকা সত্ত্বেও খাদেম বা ভৃত্যের দ্বারা কাজ করাতেন না। মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, যখন আমি ইমাম বুখারী রহ. এর সাথে সফরে যেতাম, তখন তিনি সবাইকে এক ঘরে আরাম করার জন্য বলতেন। আর তিনি নির্জন কামরাতে অবস্থান করতেন এবং হাদীস অধ্যয়নে মশগুল থাকতেন। কোন কাজেই কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না।

ইমাম বুখারী রহ. নিজের জীবনদশায় কখনো সাধারণ আলিম-উলামাদের মতো কোন বাদশা বা আমীরের বদান্যতা গ্রহণ করার চেষ্টাও করেননি। কয়েকবার এ প্রকার সম্মান ও বদান্যতার সুযোগ আসা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। স্বীয় পিতার মিরাসসূত্রে যেটুকু সম্পদ পেয়েছেন, তার প্রতিই তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন এবং তার থেকে অর্জিত সম্পদ দ্বারাই জীবন-যাপন করেছেন।[১০২]

তপশ্চর্যা

আস্বাদনী পৃথিবীর ভোগ-বিলাস থেকে ইমাম বুখারী রহ. অনেক দূরে ছিলেন। ইলমে হাদীসের মশগুলতায় অনেক সময় শুকনো রুটি এমন কি শুকনো ঘাস খেয়েও জীবন অতিবাহিত করেছেন। অনেক দিন কেবল এক বা দুটি বাদাম খেয়েও কাটিয়ে দিয়েছেন।

---

[১০২] হাদইয়ুস সারী (৪৮১ পৃষ্ঠা)

বদান্যতা

ইমাম বুখারী রহ. সম্পদের দিক থেকে যতনা ধনী ছিলেন, তার চেয়ে আত্মীকভাবে বেশি ধনী ছিলেন। কখনো কখনো তিনি একসাথে তিনশত দিরহাম সদকা করে দিতেন। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. এর মাসিক উপার্জন পাঁচশত দিরহাম ছিল। তিনি পুরোটাই তালিবে ইলমদের জন্য খরচ করে ফেলতেন।

আত্মদান ও মানবতা

ইমাম বুখারী রহ. ব্যক্তি জীবন দরিদ্রতার মধ্যে কাটিয়ে দিতেন, কিন্তু তার বদান্যতা ছিল ঈর্ষাণীয়। আল্লামা মোল্লা আলী ইবনে সুলতান আল কারী রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. কয়েকদিন পর্যন্ত না খেয়ে অথবা একটি বাদাম খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু নিজের পাঁচশত দিরহাম অনায়াসে তোলাবা, মুহাদ্দিসীন, ফকির ও মিসকিনদের জন্য খরচ করে ফেলতেন।[১০৩]

ইমাম বুখারী রহ.আত্মদান ও মানবতার এমন নযীর ছিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আস সীয়ারুফী বলেন, একদা ইমাম বুখারী রহ. এর পাশে দিয়ে তার ভৃত্য যাচ্ছিল। অতঃপর দোয়াতের সাথে পা লেগে কালী চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। ইমাম বুখারী রহ. তাকে বললেন, তুমি দেখে চলতে পারো না ? উত্তরে ভৃত্য বললেন, চলাচলের রাস্তা থাকলে তো দেখে চলতে পারি। অর্থাৎ চারিদিকে কিতাব ছড়িয়ে থাকার দরুন রাস্তা না থাকায় তার চলাচলে অসুবিধে হচ্ছিল। ইমাম বুখারী রহ. ভৃত্যের জবাব শুনে বললেন, যাও আমি তোমাকে অযাদ করে দিলাম। কেউ একজন বললেন, হে আল্লাহর বান্দা ! সে আপনার আত্ম মর্যাদায় আঘাত করেছে

---

[১০৩] মিরকাতুল মাফাতিহ (১/১৫)

এবং আপনাকে নাখোশ করেছে আর আপনি তাকে আযাদ করে দিলেন ? ইমাম বুখারী রহ. বললেন,

فقد أرضيت نَفسِي بِمَا فعلت

আমি তাকে আযাদ করার মধ্যদিয়ে নিজে প্রশান্তি লাভ করেছি।[১০৪]

ইবাদত ও সাধনা

ইমাম বুখারী রহ. ইবাদাত করতে, রাত্রি জাগরণ করতে এবং বেশি বেশি নফল নামায আদায় করতে এবং নফল রোজা পালন করতে ভাল বাসতেন। রমযান মাসে তিনি প্রতিদিন এক খতম করে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং প্রতিদিনই অর্ধরাত্রে উঠে দশপারা করে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। সেই সাথে তারাবীহের নামাজেও এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন।

আবু বকর ইবনে মুনীর রহ. বর্ণনা করেন, একদা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল নামায আদায় করছিলেন। অতঃপর নামায় শেষ করে নিজের জামা উঠিয়ে শাগীরদকে বললেন, আমার জামার নীচে কী আছে দেখ? অতঃপর শাগীরদ দেখলেন, তার জামার নিচে একটি ভিমরুল জায়গায় জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ইবনে মুনীর রহ. ইমাম বুখারী রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে যখন প্রথমবার ভিমরুল দংশন করল, তখন কেন আপনি নামায ছেড়ে দিলেন না? ইমাম বুখারী রহ. জবাবে বললেন, আমি কোরআনের যে আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করছিলাম, তাতে এতোটাই স্বাদ ও উদ্দীপনা অনুভব করছিলাম যে, অন্য কোন কষ্ট অনুভব করা সম্ভবই ছিল না।[১০৫]

---

[১০৪] হাদইয়ুস সারী (৬৭২ পৃষ্ঠা)

[১০৫] তারীখে বাগদাদ (২/১২)

ইমাম বুখারী রহ. যখন নামায আদায় করতেন, তখন তিনি নামাজে এভাবে মনোনিবেশ করতেন যে, তিনি দুনিয়ার সকল বিষয় থেকে গাফেল থাকতেন। সুতরাং ইবাদতের প্রতি তার খুশু-খুজু, তন্ময়তা ও নিবিষ্টচিত্তা অনুমান করা আমাদের সাধারণের জন্য অসম্ভব।

হযরত মাকসাম ইবনে সাআদ রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. রমযানের প্রথম রাত্রিতে সাথীদের ডাকতেন এবং নামাযের মধ্যে প্রতি রাকআতে বিশটি করে আয়াত তেলাওয়াত করতেন। আর এভাবেই তিনি পুরো রমযানে এক খতম কোরআন তিলাওয়াত করতেন। সেই সাথে সাহরীর সময়ে তিনি কোরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তিনদিনে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এছাড়াও রমযানের প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর কোরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন ইফতারির সময়ে দেখা যেত যে, তিনি এক খতম কোরআন শেষ করে ফেলেছেন। কোরআন তেলাওয়াত যেহেতু অন্যতম একটি ইবাদত, তাই তিনি বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং বলতেন, খতমে কোরআনের পর যে দোয়া করা হয় আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেন।[১০৬]

ইবাদতের প্রতি উদ্দীপনা

ইমাম বুখারী রহ. সমন্ধে যতো বেশিই প্রশংসা করি না কেন, তা বেশি করা হবে এমন না। তিনি তো প্রত্যেক কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণরূপে অনুসরণ করতেন। এছাড়াও তিনি সর্বদায় শেষ রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। আর রমযান মাসে তা আরো গুরুত্বসহ বেশি বেশি আদায় করতেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে বলেন,

---

[১০৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/২৬)

كَانَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يجْتَمع إِلَيْهِ أَصْحَابه فيصلى بهم وَيقْرَأ فِي كل رَكْعَة عشْرين آيَة وَكَذَلِكَ إِلَى أَن يخْتم الْقُرْآن وَكَانَ يقْرَأ فِي السحر مَا بَين النّصْف إِلَى الثُّلُث من الْقُرْآن فيختم عِنْد السحر فِي كل ثَلَاث لَيَال وَكَانَ يخْتم بِالنَّهَارِ فِي كل يَوْم ختمة وَيكون خَتمه عِنْد الْإِفْطَار كل لَيْلَة وَيَقُول عِنْد كل ختمة دَعْوَة مستجابة

ইমাম বুখারী রহ. এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন রমযানের প্রথম রাত্রি আসতো, তখন তাঁর দরবারে যারা সমবেত হতেন, তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি প্রতি রাকাআতে বিশটি করে আয়াত পাঠের মধ্যদিয়ে নামায আদায় করতেন। এভাবে তিনি পুরো রমযানে কোরআন খতম করতেন[১০৭]। সেই সাথে সাহরীর সময়ও অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি পরিমাণ

---

[১০৭] (১) ইমাম বুখারী রহ. প্রতি রাকাআতে বিশটি করে আয়াত পড়তেন।

(২) আর এভাবে তিনি পবিত্র কোরআন খতম করতেন। এবার এই বর্ণনা অনুযায়ী হিসাব করা যাক। মাস যদি ৩০ দিনে হয়, আর তিনি যদি ৮ রাকাআত পড়েন তাহলে হিসাব দাঁড়ায়,

তিনি প্রতিদিন পড়েন, (৮× ২০)=১৬০ আয়াত।

৩০দিনে পড়েন (৩০×১৬০)=৪৮০০ আয়াত।

আমরা জানি পবিত্র কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি। তাহলে ৮ রাকাআত করে তারাবীহ পড়লে ৪৮০০টি আয়াত পড়া সম্ভব। বাকি ১৮৬৬টি আয়াত পাঠ না করে তিনি কিভাবে পবিত্র কোরআন খতম করতেন? অথচ ৮ রাকাআত তারাবীহ পড়ে কস্মিনকালেও পবিত্র কোরআন খতম করা সম্ভব নয়। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হয়, ইমাম বুখারী রহ. স্বয়ং নিজেও ৮ রাকাআত তারাবীহ পড়েননি।

এছাড়াও ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থ তারিখুল কাবীর এর ৯/২৩৪ নম্বর হাদীসে তারাবীহ এর বিশ রাকাআতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন,

أَبُو الخضيب قَالَ يحي بْن مُوسَى قَالَ نا جَعْفَر بْن عون سَمِعَ أبا الخضيب الجعفِي كَانَ سويد بْن غفلة يؤمنا فِي رمضان عشرين ركعة.

হযরত আবু খুদাইব রহ. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত সুয়াইদ রা. সব সময় ২০ রাকাআত তারাবীহ নামাজ পড়তেন। -তারীখুল কাবীর (৯/২৮) কিতাবুল কুনা, হাদীস (২৩৪)

কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এভাবে তিনি সাহরীর সময়ে তিন রাতে কোরআন খতম করতেন। এছাড়াও তিনি পুরো দিন কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং প্রতিদিন একবার খতম করতেন এবং বলতেন, প্রত্যেক খতমে দোয়া কবুল হয়।[১০৮]

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় সামনে আসে। **প্রথমতঃ** ইমাম বুখারী রহ. রমযানুল মোবারকে তারাবীহের নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের মধ্যে পার্থক্য আছে। দু'টি এক নামায নয়; বরং আলাদা নামায[১০৯]। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ তথা আহলে হাদীস

---

[১০৮] হাদইয়ুস সারী (৪৮১ পৃষ্ঠা)

[১০৯] মূল গ্রন্থের আলোচনা ও বর্ণনানীতিতে ঠিক রাখতে এখানে কোন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি সুমচিত মনে করছি না। তারপরেও বিষয়টি যেহেতু অনেক আলোচিত ও আমাদের আমলের সাথে জড়িত, এজন্য কেবল সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা রাঃ এর একটি হাদীস নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ইনশাল্লাহ

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ تَنَامُ عَيْنِي وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাস করলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায কেমন ছিল? হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও অন্যান্য মাসে রাতে এগারো রাকাআতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন। এ চার রাকাআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর আরো চার রাকাআত পড়তেন। এ চার রাকাআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিন রাকাআত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতির সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না। -সহীহ বুখারী (৩৫৬৯)

গাইরে মুকাল্লিদ হযরতরা এ হাদীসটি দ্বারা তারাবীহ আট রাকাত হওয়ার শক্তিশালী দলিল পেশ করেন। কিন্তু আসলে এ হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবীহ সম্পর্কে নয়। কেউ

এটিকে তারাবীহের হাদীস বললে ভুল করবে। কারণ এ ব্যাপারে দেখার বিষয় হল, (১) এ হাদীসে সেই নামাজের কথা বলা হয়েছে, যা রমজান ও রমজান ছাড়া অন্য সময়ে পড়া হতো, এমন নামাজের কথা বলা হয়েছে। অথচ তারাবীহের নামাজ কেবল রমজান মাসেই পড়া হয়, অন্য সময় পড়া হয় না।

পক্ষান্তরে তাহাজ্জুদ রমজান এবং অন্য সময় পড়া হয়। সুতরাং এটি তাহাজ্জুদের হাদীস।

(২) এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে, সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে একাকী পড়তেন। অথচ তারাবীহ জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করা হয়।

পক্ষান্তরে তাহাজ্জুদ ঘরে একাকী আদায় করা হয়।

(৩) এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। পরে ঘুম থেকে উঠে বিতির পড়তেন। অথচ তারাবীহের নামায শেষে বিতির পড়া হয়। তাছাড়া এখানে যে বিতিরের কথা বলা হয়েছে, তা তিনি একাকী পড়তেন। অথচ তারাবীহের বিতির জামাতের সাথে পড়া হয়।

(৪) এই নামায চার রাকাআত, চার রাকাআত ও তিন রাকাআত পড়া হয়েছিল। অথচ তারাবীহ দুই রাকাত করে পড়া হয়।

(৫) এই নামায যদি তারাবীর হত, তাহলে ফকীহগণের কেই না কেউ এগারো রাকাআতের মত পোষণ করতেন। অথচ তাদের কেউই অনুরূপ মত পোষণ করেননি। এতে পরিষ্করভাবে বুঝে আসে যে, তারা কেউই এই হাদীসটিকে তারাবীর ক্ষেত্রে মনে করেননি। অথচ ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন,

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ

ফকীহগণ অনুরূপ বলেছেন। আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তাঁরাই অধিক জ্ঞাত। তিরমিযি শরীফ (৩/৩০৬)

(৬) মুহাদ্দীসগণও এই হাদীসকে তারাবীহের ক্ষেত্রে নয়, তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেই মনে করতেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইমাম মালেক, আবদুর রায্যাক, দারেমী, আবু আওয়ানা ও ইবনে খুযাইমা রহ. প্রমূখ সকলেই এই হাদীসকে তাহাজ্জুদ অধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন। তারাবী বা কিয়ামে রমাযান অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি।

এমনকি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী রহ. 'কিয়ামুল লাইল' গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب عدد الركعات التى يقوم بها الامام للناس فى رمضان

রমযানে লোকদের নিয়ে ইমাম যে নামায পড়াবেন, তার রাকাআত সংখ্যা।

উক্ত অনুচ্ছেদে তিনি তারাবীর রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে অনেক সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত আয়েশা রা. এর এ হাদীস উচ্চমানের সহীহ হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখ করা তো দূরের কথা, এর প্রতি কোন ইশারা ইঙ্গিতও করেননি। এতে বুঝা যায়, তাঁর গবেষণায়ও এই হাদীস তারাবীহ সম্পর্কে নয়; বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শুধু ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীস তারাবী ও তাহাজ্জুদ উভয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর নীতি সকলেরই জানা। তিনি সামান্য সম্পর্কের কারণেই হাদীস পুনরুল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও বুঝিয়ে থাকতে পারনে যে, রমযানে তারাবীহ পড়া

হযরতরা ইমাম বুখারী রহ. এর এই আমল বিরোধী। এ বিষয়ে তাদের উগ্র হঠকারি মতামত এই যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদা আলাদা নামায নয়; বরং একই নামায। যেমন- গায়রে মুকাল্লিদদের শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী লিখেন, কিছু লোক তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদা আলাদা নামায মনে করেন, তবে এটি সঠিক নয়। কেননা এ সমন্ধে কোন দলীলই হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় না।[১১০]

হলেও শেষে তাহাজ্জুদও পড়ে নেয়া উচিত। ইমাম বুখারী রহ. নিজেও তারাবী পড়ে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। ফতহুল বারীর মুকাদ্দিমা (৬৪৫ পৃষ্ঠা)

(৭) এই হাদীস তারাবীহ সম্পর্কে হলে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বিশ রাকাআত পড়া আদৌ সম্ভব ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর সুন্নাত ও আদর্শের প্রতি তাঁদের চেয়ে অধিক মহব্বত আর কারো হতে পারে না।

(৮) খোদ আয়েশা রা.ও মনে করতেন না এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে। অন্যথায় তাঁর চোখের সামনে ৪০ বছর মসজিদে নববীতে তাঁরই হুজরার পাশে এভাবে সুন্নাতের পরিপন্থি কাজ করা হবে, আর তিনি প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকবেন, তা হতে পারে না।

(৯) এ হাদীস তারাবী সম্পর্কে হলে গাইরে মুকাল্লিদ আল্লামা শাওকানী সাহেব ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব কেন বলবেন, তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই?

শাওকানী বলেছেন,

فَقَصْرُ الصَّلَاةِ الْمُسَمَّاةِ بِالتَّرَاوِيحِ عَلَى عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، وَتَخْصِيصُهَا بِقِرَاءَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَمْ يَرِدْ بِهِ سُنَّةٌ

তারাবীর নামাযকে বিশেষ সংখ্যায় ও বিশেষ কেরাআতে আবদ্ধ করার ব্যাপারে কোন হাদীস আসেনি। নায়লুল আওতার (৩/৬৬)

নওয়াব খান সাহেব বলেন,

ان الصلاة التراويح سنة باصلها ثبت انه عليه السلام صلاها فى ليالى ثم ترك شفقة على الامة

ان لاتجب على العامة او يحسبها واجبة ولم يات تعيين العدد فى الروايات الصحيحة المرفوعة

তারাবী মূলত সুন্নাত। এ কথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক রাত এটি পড়েছিলেন। অতঃপর উম্মাতের প্রতি দয়াপবশ হয়ে তিনি এটি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, সাধারণের উপর এটি ফরয হয়ে যায় কি না, কিংবা তারাই এটিকে ফরয মনে করে বসে কি না। তবে এর নিদিষ্ট সংখ্যা কোন সহীহ মারফূ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আল ইনতিকাদুর রাযীহ (৬১ পৃষ্ঠা)

এসব থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের নিকটও আলোচ্য হাদীসটি তারাবী সম্পর্কে নয়; বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

[১১০] রাসূল সাঃ কী নামায (৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেন, শুদ্ধ মতামত তো এটিই যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, সালাতুল লাইল একই নামায।[১১১]

হাকীম সাদেক শিয়ালকুঠি সাহেব লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের তারাবীহের নামায বিতিরসহ পড়িয়েছেন এবং এর পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই তাহাজ্জুদ পড়েননি ও বিতিরও পড়েননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রমযান মাসের কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুত), কিয়ামু রামাযান (তারাবীহ) দ্বারা পরিবর্তন হয়েছে। অর্থৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাহাজ্জুদ এবং বিতির গায়রে রমযানে (রমযান ছাড়া অন্য মাসে) ঘুম থেকে উঠে শেষ রাতে পড়তেন, রমযান মাসে তিনি সেই তাহাজ্জুদ ও বিতির তারাবীহ নামে ঘুমের পূর্বে এশার নামাযের পর পড়ে নিতেন।[১১২]

প্রায় সমস্ত গায়রে মুকাল্লিদীনদের মতামত ও রায় এমনই, যা ইমাম বুখারী রহ. এর মতামত, রায় ও আমলের সম্পূর্ণ বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসে দিনের বেলায় পুরো কোরআন খতম করতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট তিনদিনের কম সময়ে কোরআন খতম করা যায়েজ আছে। যেমন তিনি সহীহ বুখারীতে ২/৭৫৫ একটি বাব কায়েম করে এর প্রমাণ দিয়েছেন। অথচ গায়রে মুকাল্লিদ উলামারা এর কঠোর বিরোধী। তাদের মত হল, তিন দিনের কম সময়ে কোরআন খতম করা মাকরুহ ও খেলাফে আদব। যেমন- আল্লামা অহীদুজ্জামান লিখেন, ভাল উপায় হল, কোরআনের তরজমা বুঝে বুঝে চল্লিশ দিনে অথবা সাতদিনে অথবা তিনদিনে খতম করবে। এর থেকে কম সময়ে কোরআন খতম করা আমাদের আহলে

---

[১১১] তাইসীরুল বারী (২/৭৭)

[১১২] সালাতুর রাসূল (৩৮০ পৃষ্ঠা)

হাদীস মাকরুহ বলেছেন। সেই সাথে আদব ও সম্মানের বিরোধীও হয়।[১১৩]

তিনি অন্যত্রে লিখেন, তিন দিনের কম সময়ে কোরআন খতম করা মাকরুহ।[১১৪]

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইমাম আবু হানীফা রহ. পুরো বছর তাহাজ্জুদের নামাযে প্রতিদিনই এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এ বিষয়ের উপর গায়রে মুকাল্লিদীন বিদ্রুপ করে বলেন, এটি হাদীস বিরোধী। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. এর বেলায় তারা কিছুই বলেন না। যদিও ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও ইমাম বুখারী রহ.এর রায় ও আমল একই, তবে তাদের পার্থক্য করার কারণ কী? এই প্রশ্নটিই পাঠক মহলের কাছে রাখলাম।

চারিত্রিক মাধুর্য

ইমাম বুখারী রহ. এর চরিত্র ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। তিনি সভ্য, ভদ্র, দয়ার্দ্র ও সহনশীল ছিলেন। তাকওয়া ও পরহেজগারীতে তার কোন উপমা ছিল না। হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ রহ. বলেন, তিনি সল্পভাষী ছিলেন, অন্য লোকের নিকট যা আছে তার প্রতি ঈর্ষা ও লোভ করতেন না এবং অন্যদের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতেন না। তার পূর্ণ আত্মনিয়োগ ছিল জ্ঞানের প্রতি ও হাদীস গবেষণার প্রতি।[১১৫]

ইমাম বুখারী রহ. কখনো তার সাথে কৃত অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। ইমাম বুখারী রহ. নিশাপুরে অবস্থান কালে 'কুরআন মাখলুক নয়' না বলার কারনে ইমাম বুখারী রহ. এর শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী নিশাপুরকে তাঁর বিপক্ষে রণাঙ্গন তৈরি করলেন। সেই

---

[১১৩] তাইসীরুল বারী (৩/১৩১)

[১১৪] তাইসীরুল বারী (৬/৫৩৫)

[১১৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৪৮)

সাথে ইমাম বুখারী রহ. এর দরসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। পরে নিশাপুরের প্রশাসক তাঁকে নিশাপুর ত্যাগে বাধ্য করলেন। এ ঘটনায় ইমাম মুসলিম রহ. এ পরিমাণ রাগানিত্ব হলেন যে, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে এমলাকৃত (শ্রুত লিপি) সমস্ত হাদীস একটি বাণ্ডিল বানিয়ে তার কাছে ফেরত পাঠালেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. নিজে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া এর হাদীসকে পরিত্যাগ করেননি। এমনকি সহীহ্ বুখারীতেও তার রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে তিনি তার পুরো নাম উল্লেখ করেননি; বরং তিনি তার দাদার নাম মুহাম্মদ ইবনে খালিদ এর দিকে লক্ষ্য করে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ লিখেছেন অথবা কেবল "মুহাম্মদ" লিখেছেন। কেউ এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি আমার উপর "যরাহ" করতেন। আর যদি আমি পরিষ্কারভাবে তার পুরো নাম উল্লেখ করতাম, তাহলে নিদিষ্ট হয়ে যেতেন। আর মানুষেরা মনে করতেন, আমার 'যরাহ' কারীর আমি 'তা'দিল' করছি। আর এতে করে আমার 'সাদাকাত' ও 'আদালাত' প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেত। আর তার প্রভাব আমার রেওয়ায়ের উপর পড়ত।

জনপ্রিয়তা ও মুসলমানদের লিপ্সা

ইমাম বুখারী রহ. এর জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা, তাকওয়া ও পরহেজগারীর উদাহরণ জনমনে এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে, তিনি যেখানে তাশরীফ নিতেন, হাজার হাজার লোকের সমাগম হতো। তিনি যখন ইলমে হাদীসে পরিপূর্ণতা লাভ করে জন্মভূমিতে ফিরে আসার ইচ্ছে পোষণ করলেন, তখন বুখারার আধিবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শহরের বাহিরে প্রায় তিন মাইল পর্যন্ত মানুষ জমায়েত হয়েছিল। শহরে ও গ্রামের এমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, যারা সে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. কে মাহাত্ম্যপূর্ণভাবে শহরে গ্রহণ করা হলো।

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, যখন তিনি নিশাপুর আগমন করলেন, তখন তার অধিবাসীরা শহর থেকে দুই-তিন মাইল সামনে গিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ইমাম মুসলিম বলেন, এমন মাহাত্মপূর্ণভাবে আমি শহরবাসীদের কোন বাদশাহ বা সাহেবে ইলমকে অভ্যর্থনা জানাতে দেখিনি।[১১৬]

ইউসুফ ইবনে মুসা মারওয়াযী রহ. বর্ণনা করেন, একদা আমি বসরার জামে মসজিদে অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ঘোষক এ ঘোষণা করছিল যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী এখানে অবস্থান করছেন। অতঃপর আমি বের হয়ে সল্প বয়েসী এক তরুণকে নামায আদায় করতে দেখলাম। তার নামায শেষ হলে শতশত লোক তাকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। কিছু সময় পর ঘোষক আবারো ঘোষণা করতে শুরু করল যে, শহরবাসীর অনুরোধে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী আগামীকাল হাদীস বর্ণনা করবেন। অতঃপর সকাল থেকেই মুতাকাল্লিমীন, মুহাদ্দীসীন, হুফ্ফায ও আলিমদের জামাত সমবেত হতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ সমবেত হল। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. মিব্বারে উপনীত হলেন এবং বললেন, আমি আপনাদের নিকট কেবল সে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করবো, যে হাদীসগুলো বসরাবাসীদের কাছে নেই। অতঃপর তিনি শুরু করলেন,

حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رواد الْعَتَكِي ببلدكم قَالَ حَدثنِي أَبِي عَن شُعْبَة عَن مَنْصُور وَغَيره عَن سَالم بن أَبِي الْجَعْد عَن أنس بن مَالك أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ

[১১৬] আল ফাওয়ায়েদুদ দারারী

হাদীসটি বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, হে বসরাবাসী! এ হাদীসটি আপনাদের নিকট 'মুনসুর' মাধ্যমে পৌঁছায়নি; বরং অন্য সনদে পৌঁছেছে। আমি আপনাদের কাছে বিজয়ী হওয়ার জন্য এ হাদীসটি বর্ণনা করিনি; বরং ইলমে হাদীসের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য। ইউসুফ ইবনে মুসা মারওয়াযী রহ. বলেন, এভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন এই সনদে এই হাদীসটি আপনাদের কাছে পৌঁছেনি; বরং অন্য সনদে আপনাদের কাছে পৌঁছেছে।[১১৭]

শায়েখদের হাদীস সম্পাদনা

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে সালাম আল-বাইকান্দী রহ. ইমাম বুখারী রহ. কে বললেন,

أنظر فِي كتبي فَمَا وجدت فِيهَا من خطأ فَاضْرب عَلَيْهِ

আপনি আমার কিতাবটি দেখুন। অতঃপর সেখানে কোন ভুল পেলে তা গোলাকার করে চিহ্নিত করুন।[১১৮]

ইমাম বুখারী রহ. দেখলেন এবং যে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. মনোতুষ্টি করলেন, সেটি সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে সালাম নিজে رضى الفتى 'পছন্দ করেছেন' লিখলেন আর যে হাদীসটি ইমাম বুখারী জঈফ বললেন, তাতে তিনি لم يرض الفتى 'অপছন্দ করেছেন' লিখলেন।

তেমনই ইমাম বুখারী রহ. এর শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ. তানীসী বলেন,

أنظر فِي كتبي وَأَخْبرنِي بِمَا فِيهَا من السقط

---

[১১৭] ফতহুল বারী (১/৪৮৭)

[১১৮] ফতহুল বারী (১/৪৮৩)

আপনি আমার কিতাবটি দেখুন এবং আমাকে বাদ পড়া বিষয় সম্পর্কে অবগত করুন।[১১৯]

এছাড়াও ইসমাঈল ইবনে আবী আওইয়াস রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. আমার কিতাবকে যে সুক্ষ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন অন্য কেউ এভাবে করেনি। তিনি আরো বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলেছি, আপনি আমার কিতাবটি যথাসম্ভব দেখুন। আমি আপনার প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। এছাড়াও তিনি তার হাদীসের মধ্যে যে হাদীসটি ইমাম বুখারী পছন্দ করতেন, তাতে তিনি লিখতেন,

هَذِه الْأَحَادِيث انتخبها مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أبي أويس

ইসমাঈল ইবনে আবী আওয়াসের হাদীস থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল এই হাদীসটি নির্বাচিত করেছেন।[১২০]

সমসাময়িক মুহাদ্দিসীনের স্বীকারোক্তি

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনা করেন, যদি ইমাম বুখারী রহ. এর প্রশংসায় মুতাআখ্খিরীনদের মতামত নকল করা হয়, তাহলে কাগজ ও কালী সম্ভবত শেষ হয়ে যাবে। সমকালীন সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, একদা উমর ইবনে যারারাহ রহ. ও মুহাম্মাদ ইবনে রা'ফে রহ. ইলালে হাদীস সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের সমাধানের পর যখন মজলিস ত্যাগ করছিলেন, তখন তিনি উপস্থিত সমাবেশের দিকে মুখ ফিরে বললেন,

أبوعبد الله فَإِنَّهُ أفقه منا وَأعلم وَأبْصر

আবু আবদুল্লাহ[১২১] আমাদের সকলের চেয়ে ফকীহ, জ্ঞানী ও গবেষক।[১২২]

---

[১১৯] ফতহুল বারী (১/৪৮৩)

[১২০] তারীখে বাগদাদ (২/২৪)

[১২১] আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী রহ এর কুনিয়াত ছিল।

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. বলেন, 'তিনি আমার থেকে উত্তম গবেষক'। অথচ সে সময় ইমাম বুখারী রহ. যুবক ছিলেন। ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন, সনদ ও ইলালের মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. চেয়ে উত্তম আমি কাউকে পাইনি। ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ মর্মে সাক্ষ্য দেন যে,

أشهد أنه لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مثلك

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই।[১২৩]

ইবনে খুজাইমাহ রহ. বর্ণনা করেন, এ পৃথিবীতে আমি ইমাম বুখারী রহ. থেকে হাদীসের উত্তম আলিম দেখিনি।[১২৪]

মুহাদ্দিসীনগণের গৌরবোজ্জল শ্রদ্ধা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীন যদি সপ্তর্ষি মন্ডলস্থ সুরাইয়া সেতারায় থাকত, তবুও পারস্য দেশের একজন লোক তা নিয়ে আসত। অথবা বলেন, পারস্যের লোকদের মধ্যে একজন লোক তা নিয়ে আসত।[১২৫]

---

[১২২] ফতহুল বারী (১/৪৮৪)

[১২৩] ফতহুল বারী (১/৪৮৫)

[১২৪] আত তাহযীব (১/৭০)

[১২৫] সহীহ মুসলিম (২৫৪৬)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর দিকে ইশারা করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন, তিনি হলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ.।[১২৬]

আল্লামা তাকী উসমানী বলেন, এ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানীফা রহ.। তবে কেউ কেউ ইমাম বুখারী রহ. এর কথাও উল্লেখ করেছেন।[১২৭]

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ মুহাদ্দীস কুতায়বা ইবনে সাঈদ সাকাফী রহ. বলেন,

جالست الْفُقَهَاء والزهاد والعباد فَمَا رَأَيْت مُنْذُ عقلت مثل مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَهُوَ فِي زَمَانه كعمر فِي الصَّحَابَة

আমি আবেদ, যাহেদ ও ফকীহদের সাথে অনেক উঠা-বসা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের মতো আর কাউকে দেখিনি, তিনি তার সময়ে এতোটাই প্রসিদ্ধ ছিলেন, যেমনভাবে সাহাবীদের মধ্যে হযরত উমর রা. ছিলেন।[১২৮]

তিনি আরো বলেন,

لَو كَانَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فِي الصَّحَابَة لَكَانَ آيَة

ইমাম বুখারী রহ. যদি সাহবীদের সময়ে আগমন ঘটতো, তাহলে তিনি একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতেন।[১২৯]

ইমাম বুখারী রহ. যখন বসরায় আগমন করলেন, তখন সেখানকার প্রখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দীস মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. বলেন,

---

[১২৬] ফয়জুল বারী (৪/২৪৫)
[১২৭] ফতহুল মুলহীম (৫/৩২৩)
[১২৮] হাদইয়ুস সারী (৬৭৪ পৃষ্ঠা)
[১২৯] সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১২/৪৩১)

قدم الْيَوْم سيد الْفُقَهَاء

আজ ফকীহকুল সম্রাট আমাদের মাঝে আগমন করেছেন।[১৩০]

ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রাহ. বলেন,

لَو كَانَ فِي زمن الْحسن بن أبي الْحسن الْبَصْرِيّ لاحتاج إِلَيْهِ لمعرفته بِالْحَدِيثِ وفقهه

ইমাম বুখারী রাহ. এর আগমন যদি হাসান বসরী রহ. এর যামানায় হতো, তাহলে হাসান বসরী রহ.ও ইমাম বুখারী রহ. থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের অজানা ইলম অবশ্যই গ্রহণ করতেন।[১৩১]

রাযা ইবনে রাযা রহ. বলেন,

هُوَ آيَة من آيَات الله تمشي على ظهر الأَرْض

ইমাম বুখারী রহ. হচ্ছেন, আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর অন্যতম একটি নিদর্শন, যা জলন্ত অবস্থায় পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।[১৩২]

তিনি আরো বলেন,

فضل مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل على الْعلمَاء كفضل الرِّجَال على النِّسَاء

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের মর্যাদা সাধারণ আলিমদের উপর তেমন, যেমন নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা।[১৩৩]

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ রহ. বলেন,

مَا تَحت أَدِيم السَّمَاء أعلم بِالْحَدِيثِ من مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

---

[১৩০] তাহযীবুত তাহযীব (৭/৪৩)

[১৩১] ফতহুল বারী (১/৪৮৩)

[১৩২] হাদইয়ুস সারী (৬৭৬ পৃষ্ঠা)

[১৩৩] হাদইয়ুস সারী (৬৭৬ পৃষ্ঠা)

আসমানের নীচে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রহ. অপেক্ষা হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞানী ও অধিক সংরক্ষণকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।[১৩৪]

ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছেন,

أشهد أنه لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مثلك

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই।[১৩৫]

মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম রাহ, বলেন,

رَأَيْت البُخَارِيّ فِي الْمَنَام خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمشي فَكلما رفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدمه وضع أَبُو عبد الله قدمه فِي ذَلِك الْموضع

আমি স্বপ্নে দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছু পিছু ইমাম বুখারী রহ. চলছেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে পা মোবারক ফেলছেন, ঠিক সেখানেই ইমাম বুখারী রহ.ও পা ফেলছেন।[১৩৬]

ঘটনাটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে, ইমাম বুখারী রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন।

মাহমুদ ইবনে নযর শাফেয়ী রহ. বলেন, আমি বসরা, শাম, পবিত্র হেজায ও কুফাসহ বহুবিদ শহরে মুহাদ্দিসীনদের দরবারে সফর করেছি। তাদের সবাই ইমাম বুখারী রহ. এর প্রশংসা করেছেন এবং তাকে সর্বদায় নিজেদের থেকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন।[১৩৭]

---

[১৩৪] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/৭০১)

[১৩৫] ফতহুল বারী (১/৪৮৫)

[১৩৬] তারীখে বাগদাদ (২/১০)

[১৩৭] তাহযীবুত তাহযীব (৭/৪৫)

মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম রহ. বর্ণনা করেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে জাফর আল বাইকান্দী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, যদি আমার জীবন থেকে কিছু বছর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে দেয়া যেতো, তাহলে আমি তাই করতাম। কেননা আমার মৃত্যু মানে একজন সাধারণ মানুষের মৃত্যু। আর তাঁর মৃত্যু মানেই ইলমের মৃত্যু।[১৩৮]

হাফেযুল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদ দারেমী রহ. বলেন,

قد رَأَيْت الْعلمَاء بالحرمين والحجاز وَالشَّام وَالْعراق فَمَا رَأَيْت فيهم أجمع من مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

আমি মক্কা, মদীনা, হেজায, সিরিয়া ও ইরাকে অসংখ্য আলেমদের সাথে সাক্ষাত করেছি, কিন্তু ইমাম বুখারীর মতো অন্য কাউকে দেখিনি।[১৩৯]

তিনি আরো বলেন,

هُوَ أعلمنَا وأفقهنا وأكثرنا طلبا

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী, ফকীহ, হাদীস অন্বেষী ও অধিক মনোযোগী গবেষক।[১৪০]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন,

مَا أخرجت خُرَاسَان مثل مُحَمَّدبن إِسْمَاعِيل

খুরাসানে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল এর মতো অন্য কোন ব্যক্তি জন্ম নেয়নি।[১৪১]

আমর ইবনে আলী আল ফাল্লাস রহ. বলেন,

---

[১৩৮] সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১২/৪৩১)

[১৩৯] হাদইয়ুস সারী (৬৭৭ পৃষ্ঠা)

[১৪০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/২২-২৩)

[১৪১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/২৩)

حَدِيث لَا يعرفهُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل لَيْسَ بِحَدِيث

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল অবগত নেই, এমন কোন হাদীস থাকতেই পারে না।[১৪২]

ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আদ দাওরাকী রহ. বলেন,

مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل فقيه هذه الأمة

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল হচ্ছেন এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ফকীহ।[১৪৩]

আবু হাতীম আর রাযী রহ. বলেন,

يقدم عليكم رجل من أهل خراسان لن يخرج منها أحفظ منه ولا قدم العراق أعلم منه

খোরাসানের অধিবাসীদের থেকে তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভব ঘটেছে, যার সমকক্ষ হাফিযুল হাদীস খোরাসানে আর জন্ম নেয়নি এবং তার থেকে অধিক জ্ঞনী ইরাকে শুভাগমন করেনি।[১৪৪]

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী রহ. বলেন,

محمد بن يحيي يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم كأنه يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

আমি কোনো কোনো সময় ইমাম বুখারী রহ. কে হাদীসের সনদে বর্ণিত রাবীদের নাম, উপনাম, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, তখন তীর যেমন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়, তেমনি ইমাম বুখারী রহ. ধারাবাহিকভাবে সনদসহ হাদীস বলে যেতেন, যেন তিনি {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' সূরাটি একদমে পাঠ করে যাচ্ছেন।[১৪৫]

---

১৪২ তারীখে বাগদাদ (২/১৮)

১৪৩ তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল (২৪/৪৫৭)

১৪৪ তারীখে বাগদাদ (২/৩৪০)

১৪৫ তারীখে বাগদাদ (২/৩৪০)

আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জু'ফী আল মুসনাদী রহ. বলেন,

محمد بن إسماعيل إمام فمن لم يجعله إماما فاتهمه

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. হল, একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। যে তাকে এ স্বীকৃতি দিল না, সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো।[১৪৬]

হাফেয মূসা ইবনে হারুন রহ. বলেন, সৌরজগতের সমস্ত মুসলিম সমাজ একত্রিত হয়ে সমবেত চেষ্টা করলেও ইমাম বুখারী রহ. এর মতো একজন আলিম বের করতে পারবে না।[১৪৭]

হুসাইন ইবনে হুরাইস রহ. বলেন,

لَا أعلم أَنِّي رَأَيْت مثل مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل كَأَنَّهُ لم يخلق إِلَّا للْحَدِيث

ইমাম বুখারী রহ. এর মতো অপর একজন খ্যাতি সম্পন্ন হাফিযুল হাদীস আছে কিনা, তা আমার জানা নেই। মনে হয় তিনি যেন একমাত্র হাদীসের খেদমতের জন্যই সৃষ্টি হয়েছেন।[১৪৮]

কুতাইবা রহঃ থেকে নেশা অবস্থায় তালাকের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, এমতাবস্থায় ইমাম বুখারী রহ. সে মজলিসে উপস্থিত হলেন। অতঃপর কুতাইবা রহ. প্রশ্নকারীকে লক্ষ্য করে বললে,

هَذَا أَحْمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَعلي بن الْمَدِينِيّ قد ساقهم الله إِلَيْك وَأَشَارَ إِلَى الْبُخَارِيّ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিকট ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আলী ইবনে মাদীনীকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছেই

---

[১৪৬] তারীখে বাগদাদ (২/৩৪০)

[১৪৭] ইমাম বুখারী (৩৬ পৃষ্ঠা)

[১৪৮] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)

বিষয়টি জেনে নাও। একথা বলে তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।[১৪৯]

তিনি আরো বলেন,

فَمَا رَأَيْت مُنْذُ عقلت مثل مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

আমার নিকটে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে হাজারো লোক হাদীস শ্রবণের জন্য আসেন। তবে আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের মতো কাউকে দেখিনি।[১৫০]

আহমদ ইবনে ইসহাক বলেন,

من أَرَادَ أَن ينظر إِلَى فَقِيه بِحقِّهِ وَصدقه فَلْينْظر إِلَى مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

যদি কোন ব্যক্তি একজন প্রকৃত বিজ্ঞ ও সুদক্ষ ফকীহকে দেখতে চায়, সে যেন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে দেখে।[১৫১]

আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ আল-আবালী রহ. বলেন,

لَوَدِدْت أَنِّي كنت شَعْرَة فِي جَسَد مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

হায় আফসোস ! আমি যদি ইমাম বুখারী রহ. এর শরীরের একটি পশম হিসাবে বিদ্যামান থাকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম।[১৫২]

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারীর প্রশংসায় পূর্ববর্তী যুগের উলামা মাশায়েখের উক্তিসমূহ যদি উদ্ধৃত করা হয়, তাহলে কাগজ শেষ হয়ে যাবে এবং আয়ু নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তবুও তার প্রশংসা শেষ হবে না। এ যেন এক অতল সাগর বিশেষ।

---

[১৪৯] হাদইয়ুস সারী (৪৮২ পৃষ্ঠা)
[১৫০] হাদইয়ুস সারী (৪৮২ পৃষ্ঠা)
[১৫১] হাদইয়ুস সারী (৬৬৯ পৃষ্ঠা)
[১৫২] ফতহুল বারী (১/৪৮৫)

তৃতীয় অধ্যায়
সংগ্রামী জীবন
পরিক্ষা, ভোগান্তি ও নির্যাতনের শিকার

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بِالعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

হযরত মাসআব ইবনে সা'দ রা. হতে তার বাবার সূত্র থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরিক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন, নবীদের বিপদের পরিক্ষা। তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরিক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরিক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক, তার পরিক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহলে সে মোতাবেক পরিক্ষা করা হয়। অতএব বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না।[১৫৩]

[১৫৩] তিরমিযি শরীফ (২৩৯৮)

প্রথমবার দেশান্তর

ইমাম বুখারী রহ. বাগদাদ সফর থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া দিতে লাগলেন। সমকালীন বুখারার প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হাফস কাবীর রহ., যিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর শিষ্য ছিলেন, ইমাম বুখারী রহ.কে ফতোয়া দানে বিরত থাকতে বললেন। অথচ তিনি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন না। যখন ইমাম বুখারী রহ.কে দুগ্ধদানের মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, দু'টি বাচ্চা যদি একই বকরী অথবা একই গাভীর স্তন থেকে দুধ পান করে, তাহলে হুরমতে রিজাআত (তথা একই মহিলা থেকে দু'জন বাচ্চার দুধ পানের কারণে বিবাহ হারাম হওয়া) প্রমাণিত হবে কি না। তিনি হুরমতের ফতোয়া দিলে জনসাধারণের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইমাম বুখারী রহ.কে নিজ মাতৃভূমিকে বিদায় জানাতে হয়।

যদিও ঘটনাটি অনেক গ্রহণযোগ্য আলিমগণ তাদের গ্রন্থে[১৫৪] বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারপরেও এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা এটিই স্বাভাবিক। কারণ দ্বীন সম্পর্কে সামান্য ইল্‌ম অর্জনকারী একজন সাধারণ আলিমও এমন ফতোয়া দিবেন না। সেক্ষেত্রে মাত্র ষোল বছর বয়সে ওকী ইবনে যারাহ ও ইবনে মুবারক রহ. এর গ্রন্থের হাফেজ ইমাম বুখারী রহ. এর মতো একজন গ্রহণযোগ্য যুগশ্রেষ্ঠ মহান ফকীহ, মুহাদ্দীস

---

[১৫৪] ঘটনাটি ইমাম সারাখসী রহ. মাবসূত গ্রন্থে এবং মহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ জাওয়াহিরুল মুজিয়্যাহ গ্রন্থের ১/৬৭, ইনায়া শরহে হেদায়া, কেফায়া শরহে হেদায়া ও ফতহুল কাদীর ২/৩২০ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, কেবল হানাফী ইমামরাই সমালোচনার জন্য এ ঘটনাটি ইমাম বুখারী রহ. এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত করছেন। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা ঘটনাটি মালিকী মাযহাবের কাযী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ রহ.ও তারীখুল খামীস ২/৩৪২ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এমনকি শাফেয়ী মাযহারে অনুসারী আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ.ও এটি বর্ণনা করেছেন। আল খাইরাতুল হিসান (৭০)। এছাড়াও দারাসাতুল লাবীব (৩০৪) আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাহ (১৮) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

ও মুফাস্‌সীর কিভাবে এ ভুল ফতোয়া দিতে পারেন! আর এ কারণেই বর্ণনাটি সন্দেহযুক্ত।

দ্বিতীয়বার দেশান্তর

ইমাম বুখারী রহ. যখন ঈমান মাখলুক বলে ফতোয়া দিলেন, তখনো তাঁকে মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে হয়েছে। হানাফী আকাবিরদের মধ্যে হতে আবু বকর ইবনে হামেদ রহ., আবু হাফস আয যাহেদ রহ., শায়খ আবু বকর আল ইসমাঈলী রহ. ঈমান মাখলুক নয় এবং ঈমানকে মাখলুক বলে স্বীকারকারী কাফের এমন একটি আবেদনপত্রে দস্তখত করেছিলেন। যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. ঈমানকে মাখলুক বলে অভিমত দিয়েছিলেন। সেহেতু তাঁকে কাফের বলে অভিহিত করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ফুসূলুল ইমাদিয়্যাহ গ্রন্থকার এর উল্লেখ করেন।[১৫৫]

ঈমান মাখলুক কি না এ মাসআলাটিতে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফী আলিমদের অন্য জামাত বলেন, ঈমান মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী রহ. ও মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী রহ. সহ অন্যান্য আলিমরা হানাফী দ্বিতীয় জামাআতটির সাথে সহমত দিয়েছেন।[১৫৬]

তৃতীয়বার দেশান্তর
নিজভূমিতে ঈমানী পরিক্ষা

ইমাম বুখারী রহ. যখন ২৫০ হিজরী সনে নিশাপুর আগমন করলেন, তখন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী রহ. ঘোষণা করলেন যে, আগামীকাল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আগমন করছেন, আমরা সকলে

---

[১৫৫] দিরাসাতুল লাবীব (৩০৪, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

[১৫৬] কাশফুল বারী (১/১৪৭)

তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবো। ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, সে সময় ইমাম বুখারী রহ.কে যে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, তা কখনো কোন প্রশাসক, ওলী এবং আলিমকে জানানো হয়নি। সে সময় লোকেরা দুই-তিন মানযিল এগিয়ে গিয়ে ইমাম বুখারী রহ.কে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি নিশাপুরে বসবাস শুরু করলেন।

ইমাম আয যুহলী রহ. নিজের ছাত্র ও ভক্তদের ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট গিয়ে হাদীস শোনার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করলেন। তবে ইমাম বুখারী রহ.কে ইলমুল কালাম (ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা) শাস্ত্রের বিষয়ে প্রশ্ন করতে বারণ করে দিলেন। তবে কথায় আছে, মানুষকে যে কাজে বারণ করা হয়, তারা সে কাজের প্রতিই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অতঃপর একজন ব্যক্তি পূর্ণ মজলিসে ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট কোরআনের শব্দের ব্যাপার তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে না চাইলেও, প্রশ্নকারী বারবার অনুরোধ করায় উত্তরে তিনি বললেন,

الْقُرْآن كَلَام الله غير مَخْلُوق وأفعال الْعباد مخلوقة والامتحان بِدعَة

কুরআন আল্লাহর কিতাব, সেটা মাখলুক নয় এবং বান্দার কাজ মাখলুক। আর কাউকে পরিক্ষায় ফেলে দেয়া বিদআত।

কিছু মানুষ একথা বলেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী রহ. প্রথমে ইমাম বুখারী রহ. থেকে হাদীস শ্রবণের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্ত যখন ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়তে লাগল, তখন তিনি তা অপছন্দ করলেন এবং ইমাম বুখারী রহ. থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাদইয়ুস সারী (৪৯০ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী রহ. এর এই বক্তব্য সাধারণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করল। লোকেরা বলতে লাগল, ইমাম বুখারী বলেন, لفظى بالقران مخلوق। এই বক্তব্য যখন ইমাম যুহলী রহ. এর কাছে পৌঁছালো তখন তিনি ঘোষণা করলেন,

الْقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ مِنْ جَمِيْعِ جِهَاتِهِ، وَحَيْثُ تُصُرِّفَ، فَمَنْ لزمَ هَذَا اسْتغنَى عَنِ اللَّفْظِ وَعمَّا سِوَاهُ مِنَ الكَلاَمِ فِي القُرْآنِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ القُرْآنَ مَخْلُوْقٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَخَرَجَ عَنِ الإِيْمَانِ، وَبَانتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَجُعِلَ مَالُهُ فَيْئاً بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِهِم، وَمَنْ وَقَفَ، فَقَالَ: لاَ أَقُوْلُ مَخْلُوْق وَلاَ غَيْر مَخْلُوْق، فَقَدْ ضَاهَى الكُفْرَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ، فَهَذَا مُبْتَدِعٌ، لاَ يُجَالَسْ وَلاَ يُكَلَّمْ.وَمِنْ ذهبَ بَعْدَ هَذَا إِلَى مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ فَاتَّهِمُوهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مذهَبِهِ[১৫৭]

তিনি আরো বললেন,

أَلاَ مَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنَا

যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা সৃষ্ট শব্দকে মাখলুক বলে, সে যেন আমার মজলিসে উপস্থিত না হয়।[১৫৮]

এই ঘোষণার পর ইমাম মুসলিম রহ. নিজের চাদর দ্বারা ভালকরে মাথা ঢেকে ফেললেন এবং ইমাম যুহলী রহ. এর দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে পিছনে আহমদ ইবনে সালামা রহ.ও চলে গেলেন। ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম যুহলী রহ. থেকে যা কিছু হাদীস লিখেছিলেন, তা তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন।[১৫৯]

হাকিম আরো বর্ণনা করেন, যখন ইমাম মুসলিম রহ. ও আহমদ ইবনে সালামা রহ. ইমাম যুহলী রহ এর মজলিস থেকে চলে আসেন, তখন

---

[১৫৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৫৫)

[১৫৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৬০)

[১৫৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৬০)

যুহলী রহ. আরো বলেছেন, এ ব্যক্তি (ইমাম বুখারী) এ শহরে থাকতে পারে না।

قَالَ الذهلي لَا يساكنني هَذَا الرجل فِي الْبَلَد[১৬০]

এরপর আহমদ ইবনে সালামা রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী গোটা খোরাসানে বিশেষতঃ এই নিশাপুরে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। আমাদের কারো সাহস নেই, এ বিষয়ে যুহলীর সাথে কথা বলার। আপনি কি চিন্তা করেছেন? ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় দাড়ি মুষ্ঠিতে ধরে বললেন,

وأفوض أَمْرِي إِلَى الله إِن الله بَصِير بالعباد اللَّهُمَّ إِنَّك تعلم أَنِّي لم أرد الْمقَام بنيسابور أشرا وَلَا بطرا وَلَا طلبا للرياسة وَإِنَّمَا أَبَت عَليّ نَفسِي الرُّجُوع إِلَى الوطن لغَلَبَة الْمُخَالفين

আমি আমার সকল ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পন করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছেন। হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমার ইচ্ছে এমন নয় যে, নিশাপুরে অবস্থানের মাধ্যমে নিজের বড়ত্ব ও বুযুর্গী প্রকাশ ও নেতৃত্ব অর্জন করার; বরং আমি নিজ ভূমিতে ফিরে যেতে অস্বীকৃতী জানিয়ে ছিলাম, শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হওয়ার কারণে।[১৬১]

আহমদ ইবনে সালামাকে বলেন, আহমদ! আমি আগামীকাল সকালেই এখান থেকে চলে যাব। এরপর তিনি নিশাপুর থেকে বিদায় নেন।[১৬২]

শায়খুল হাদীস মাওলানা সলীমুল্লাহ সাহেব রহ. বলেন, এখানে দু'টি বিষয়ে তাহকীক প্রয়োজন। **প্রথমতঃ** ইমাম বুখারী রহ. কখনো لفظى بالقران مخلوق (কুরআন দ্বারা সৃষ্ট শব্দ মাখলুক) বলেছেন কি না?

---

[১৬০] হাদইয়ুস সারী (৪৯১ পৃষ্ঠা)

[১৬১] ফতহুল বারী (১/৪৯১)

[১৬২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৫৯)

ইমাম বুখারী রহ. থেকে لفظى بالقران কথাটি কোথাও উল্লেখ নেই। তারীখে বাগদাদসহ আরো কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ. এই বক্তব্যের সমন্ধ নিজের দিকে আরোপিত বলে উল্লেখ করেছেন। তা তিনি কখনোই বলেননি।

গুনজার তারিখে বুখারাতে নিজের সনদে আবু আমর আহমদ ইবনে নসর আন নিশাপুরী আল খাফ্ফাফ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা আমরা ইসহাক ইবনে কুরাশী এর মজলিসে ছিলাম। আমাদের সাথে মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়াযীও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর আলোচনা চলতে লাগলো। মুহাম্মদ ইবনে নসর বললেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন,

مَنْ زَعَمَ أَنِّي قُلْتُ: لَفْظِي بِالْقُرْآن مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَذَّابٌ، فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ

যে ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চয় আমি বলেছি, لَفْظِي بِالْقُرْآن مَخْلُوْقٌ সে মিথ্যাবাদী। কখনোই আমি তা বলিনি।

খাফ্ফাফ বললেন, লোকদের মাঝে এ কথা তো ব্যাপক প্রসিদ্ধ। উত্তরে মুহাম্মদ ইবনে নসর বললেন,

لَيْسَ إِلاَّ مَا أَقُوْلُ

সত্য সেটিই যা আমি বলেছি।[১৬৩]

আবু আমর খাফ্ফাফ বলেন, আমি ইমাম বুখারীর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি হাদীস নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি হাস্যউজ্জল হলে, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ! এখানে কিছু লোক আপনার ব্যাপারে এমন এমন কথা বলে। জবাবে ইমাম বুখারী রহ বললেন,

---

[১৬৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা (১২/৪৫৭)

يَا أَبَا عَمْرٍو، احْفَظ مَا أَقُوْلُ لَكَ: مَنْ زَعَمَ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُوْرَ وَقُومس وَالرَّيِّ وَهَمَذَان وَحلوَانَ وَبَغْدَادَ وَالكُوْفَةِ وَالبَصْرَةِ وَمَكَّةَ وَالمَدِيْنَةِ أَنِّي قُلْتُ لَفْظِي بِالقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ كَذَّابٌ، فَإِنِّي لَمْ أَقُلْهُ إِلاَّ أَنِّي قُلْتُ أَفْعَالُ العِبَادِ مَخْلُوْقَةٌ

হে আবু আমর! তোমাকে বলছি, স্বরণ রাখ, নিশাপুর, কৌমিস,[১৬৪] আররায়,[১৬৫] হামাদান,[১৬৬] হালওয়ান,[১৬৭] বাগদাদ, কুফা, বসরা, মক্কা এবং মদীনার অধিবাসীদের যে ব্যক্তি আমার প্রতি এ অপবাদ আরোপ করে যে, আমি বলেছি, لفظى بالقران مخلوق (কুরআন দ্বারা সৃষ্ট শব্দ মাখলুক) সে মিথ্যাবাদী। নিশ্চয় আমি তা বলিনি; বরং আমি বান্দার কাজকে মাখলুক বলেছি।[১৬৮]

দ্বিতীয়তঃ মাসআলা এবং তার তাহকীক। আহলে হকের সলফ এবং খলফ সকলেই একমত যে, কোরআন আল্লাহর কলাম, কদীম এবং গাইরে মাখলুক। মাসআলার তাহকীকের পূর্বে একটি বিষয় জানা দরকার যে, হুসাইন ইবনে আলী কারাবীসী, আবদুল্লাহ ইবনে কিলাব, আবু সাউর, দাউদ ইবনে আলী যাহীরী রহ. لفظى بالقران مخلوق বক্তব্যের প্রবক্তা।[১৬৯]

হুসাইন ইবনে আলী কারাবীসী রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর প্রিয় বন্ধুদের একজন ছিলেন। কিন্তু হুসাইন ইবনে কারাবীসী রহ. এর এমন বক্তব্য প্রচার হওয়ার পর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর সাথে বৈরী সম্পর্ক হয়ে যায় এবং পরস্পর একে অন্যের বিপরীদ কাজ করতে লাগলেন।[১৭০]

---

[১৬৪] কৌমিস ইরানের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম। যেটি এখন সেমনান প্রদেশে অবস্থিত।

[১৬৫] আররায় ইরানের রাজধানী তেহরানের একটি উল্লেখ যোগ্য শহর।

[১৬৬] হামাদান ইরানের ৩০টি প্রদেশের একটি। হামাদান এই প্রদেশের রাজধানী।

[১৬৭] হলওয়ান এটিও ইরানের হরমুজগান প্রদেশের একটি গ্রাম।

[১৬৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৫৭) হাদইয়ুস সারী (৪৯১ পৃষ্ঠা)

[১৬৯] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস (২২৬ পৃষ্ঠা)

[১৭০] কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস (২২৬ পৃষ্ঠা)

যখন কারাবীসী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর আপত্তির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন,

ما ندرى ايش نعمل بهذا الفتى؟ ان قلنا مخلوق قال بدعة وان قلنا غير مخلوق قال بدعة -

আমরা জানি না এই ছেলেটির সাথে কি করা উচিৎ? আমরা যদি বলি কোরআন মাখলুক তাহলে তিনি বলেন, তা বিদআত। আর যদি বলি, মাখলুক নয় তাহলেও তিনি বলেন, তা বিদআদ।[১৭১]

মাসআলার তাহকীকঃ এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোরআন আল্লাহর কালাম, কদীম এবং গাইরে মাখলুক। তবে তেলাওয়াত কারীর শব্দ ও তেলাওয়াত নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তেলাওয়াত (تلاوت) ও মাতলু (متلو) দুটি কি এক জিনিস নাকি আলাদা? কেউ কেউ দু'টি ভিন্ন বলে মত দিয়েছেন। তারা বলেন যে, তিলাওয়াত (تلاوت) হল, কারী (পাঠকের) ফেল (কাজ)। আর মাতলু (متلو) (পঠিত) হল, আল্লাহর কালাম। তবে কেউ কেউ এ বিষয়টিতে মতামত দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. দু'টিকে এক বলেছেন।[১৭২]

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. কেবল এ কারনে এটি বলতেন যে, যাতে করে কেউ এ বক্তব্য গ্রহণ না করে, তেলাওয়াত কারী (পাঠক) এর ফেল (কাজ) এবং মাতলু (পঠিত) আল্লাহর কালাম। যেহেতু মাতলু (পঠিত) এর অস্তিত্ব কারী (পাঠকের) তেলাওয়াতের উপর ভিত্তি করে হয়। এ জন্য কোরআন মাখলুক। নতুবা তিনি (لفظى بالقران مخلوق) এ বক্তব্যের উপর আপত্তি আনতেন না।

---

[১৭১] তাহযীবুত তাহযীব ২/৩৬১

[১৭২] শরহু উসূলী ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতী ওয়াল জামাআতী (২/৩৫৫)

তেমনিভাবে (لفظى بالقران غير مخلوق) এ বক্তব্যের উপর আপত্তি আনতেন না।[১৭৩]

এখন ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর মসলক এক হয়ে গেল। কেননা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর নিকট যদি লফয (শব্দ) ও মালফুয (উচ্চারিত) এবং তেলাওয়াত (পাঠ) ও মাতলু (পঠিত) এক না হত, তাহলে তিনি (لفظى بالقران غير مخلوق) বক্তব্যে আপত্তি তুলতেন না।

এখন প্রশ্ন হল, ইমাম বুখারী রহ. এই ইখতিলাফ কেন করলেন এবং তাঁর মতবিরোধ কেন এতো প্রসিদ্ধ হল?

এই প্রশ্নের উত্তর হল, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. সে সময় কাদরিয়া, জাহমিয়া এবং মুতাযিলা ফিরকার মোকাবেলা করছিলেন। যারা কোরআনকে মাখলুক বলে অভিহিত করে এবং বিভিন্ন তা'বীর করে কোরআন মাখলুক হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. لفظى بالقران مخلوق এ বক্তব্যে উপর এ কারণে আপত্তি তোলেন যে, জাহমিয়ারা لفظى بالقران مخلوق এ কথা দ্বারা নিজেদের মসলকের প্রচার করবেন। আর বলেন যে, لفظى بالقران مخلوق আর القران بلفظى مخلوق একই কথা। প্রথম বাক্যে মধ্যে مخلوق এর হামল لفظى এর উপর। আর দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে مخلوق এর হামল القران এর উপর।

অন্যদিকে ইমাম বুখারী রহ. এর মোকাবেলা ইমাম আহমদ রহ. এর মসলক সম্পর্কে পরিপূর্ণ না জানা কিছু অনুসারীদের সাথে। যাদের ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর মসলক সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল না এবং

---

[১৭৩] শরহু উসূলী ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতী ওয়াল জামাআতী (২/৩৫৫)

খলকে কোরআন মাসআলায় এ পরিমাণ বাড়াবাড়ি করতেন যে, যে কালি দ্বারা কোরআন লিখা হয়, যে কাগজে কোরআন ছাপা হয়, কোরআন লিখার পর এবং ছাপানোর পর সে কালি ও কাগজকেও তারা কদীম বলেন এবং সে আওয়াজ যা তেলাওয়াতকারীর গলা ও মুখ থেকে বের হয়, তাকেও কাদীম বলেন। অথচ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর ছাত্র, সাথী এবং উলামায়ে কেরাম কেউ এমন কথা বলেননি। এ কথা বাস্তব যে, লফয এবং আওয়াজ কিভাবে এক হতে পারে?

লফয এক জিনিস আওয়াজ আলাদা জিনিস। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. থেকেও এমন বর্ণিত হয়েছে যে, তা কোরআন নয়। সেটি মানুষের ফেল (কাজ) এবং মাখলুক। হাদীসে বর্ণিত আছে, زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ তোমাদের সুন্দর আওয়ায দ্বারা কোরআনকে সুসজ্জিত কর।[১৭৪]

এটি প্রকাশ্য যে, যদি কোন ব্যক্তি কারো থেকে কোন রেওয়ায়েত নকল করেন, তাহলে هذا لفظه অথবা هذا معناه কিন্তু هذا صوته কেউ বলে না। এখান থেকেও লফয (لفظ) এবং সওত (صوت) এর মাঝে পার্থক্যের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। লফয (لفظ) দ্বারা প্রথম বক্তার দিকে সমন্ধ করা হয়, সওত (صوت) দ্বারা প্রথম বক্তার দিকে সমন্ধ করা হয় না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. লফয (لفظ) সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছেন, তা তিনি সওত (صوت) এর ক্ষেত্রে করেননি। যাতে করে কেউ লফযি মাখলুক (لفظی مخلوق) বলে অথবা এমন কোন শব্দ বলে খলকে কোরআনের প্রচার না করতে পারে।[১৭৫]

---

[১৭৪] সুনানে নাসায়ী (১০১৬)

[১৭৫] মুকাদ্দামা কাশফুল বারীর (১/১৪৯)

নিজ ভূমিতে ঈমানী পরিক্ষা

ইমাম বুখারী রহ. যখন নিশাপুর ছেড়ে বুখারায় তাশরীফ নিলেন, তখন বুখারাবাসী ইমাম বুখারী রহ.কে আনন্দের সাথে অতি উৎসাহে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং সম্মানজনক অভ্যর্থনা জানালেন। অতঃপর সেখানে ইমাম বুখারী রাহ. হাদীসের দরস শুরু করলেন। লোকেরা অতি উৎসাহে সে দরসে উপস্থিত হতে লাগলেন।

বুখারার প্রশাসক খালিক ইবনে আহমদ আয যুহলী হাদীস ও ইতিহাস জানার মানসে ইমাম বুখারী রহ.কে রাজপ্রাসাদে এসে তাকে হাদীস ও ইতিহাস পাঠদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. বললেন, আমি ইলমকে মানুষের দরজায় গিয়ে বিতরণ করে তার অসম্মান করতে পারবো না। আপনি যদি একান্তই ইলম অর্জন করতে চান, তাহলে আমার মসজিদে এসে তা অর্জন করুন। আর যদি এটি আপনার ভালো না লাগে, তাহলে আপনার ক্ষমতাবলে আমাকে হাদীসের পাঠদানে বাধা দিন। যাতে আমি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজের অপারগতা পেশ করতে পারি। কেননা আমি ইলমকে গোপন করতে পারবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে ব্যক্তি জানা ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করল, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।[১৭৬]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে বুখারার প্রশাসক ইমাম বুখারী রাহ.কে রাজপ্রসাদে এসে তার সন্তানদেরকে হাদীস ও ইতিহাসের পাঠদানের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আর ইমাম বুখারী রাহ. তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। অতঃপর বুখারার প্রশাসক কিছু অসৎ ব্যক্তির সহযোগিতায় ইমাম বুখারী রহ. এর মতামতের সমালোচনা করতে লাগলো

[১৭৬] সুনানে আবু দাউদ (৩৬৫৮)

যার ফলে লোকদের মাঝে মতবিরোধ ও অসন্তোষ দেখা দিল। যার ফলশ্রুতিতে বুখারার প্রশাসক ইমাম বুখারী রহ.কে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। অতঃপর ইমাম বুখারী রহ. বুখারা ত্যাগ করার সময় বদদোয়া করলেন। এক মাসেরও কম সময়ে খলীফাতুল মুসলিমীন সেই প্রশাসকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং তাকে প্রত্যাহার করলেন। আর সেই সাথে শাস্তি হিসেবে গাধার পিঠে বসিয়ে শহরে ঘোরানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাকে বন্দি করলেন।[১৭৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে দুশমনি করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।[১৭৮]

এরপর সমরকান্দবাসী ইমাম বুখারী রহ.কে তাদের নিকট আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সেখানের লোকেরাও মতভেদের শিকার হল। অতঃপর তিনি বাধ্য হয়ে মামারবাড়ি খরতঙ্গে অবস্থান নিলেন। যা বুখারা থেকে অল্প দূরেই অবস্থিত। অতঃপর রমযানুল মোবারক সেখানেই কাটালেন। রমযানের শেষের দিকে সমরকান্দবাসী মতবিরোধ ভুলে একমত হয়ে ইমাম বুখারী রহ.কে সমরকান্দে আহ্বান জানালেন এবং তিনি তা গ্রহণও করলেন।

গালিব ইবনে যিবরীল আস সমরকান্দী, যিনি ইমাম বুখারী রহ.কে সমরকান্দে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে সমরকান্দ সফরের পূর্বে প্রত্যেক রাতের তাহাজ্জুতে এই দোয়া করতে শুনেছি।

---

[১৭৭] হাদইয়ুস সারী (৪৯৩ পৃষ্ঠা)

[১৭৮] সহীহ বুখারী (৬৫০২)

اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عليَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، فَاقبضنِي إِلَيْكَ

হে আমার প্রতিপালক, আপনার এই পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও আমার জন্য তা সঙ্কোচিত হয়ে গেছে। অতএব আমাকে আপনার কাছে উঠিয়ে নিন[১৭৯]।[১৮০]

---

[১৭৯] হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ করা হয়েছে। তারপরেও ইমাম বুখারী রহ. فَاقبضنِي إِلَيْكَ বলে কেন মৃত্যু কামনা করলেন?

উত্তরে বলা যায় যে, **প্রথমতঃ** পার্থিব বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ ও না জায়েজ। যা হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। তবে অপারগ হলে কিভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইতে হবে তাও হাদিসে বর্ণিত রয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তাহলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়। সহিহ বুখারী (৫৬৭১)

দ্বিতীয়তঃ কিছু কারণে মৃত্যু কামনা করা জায়েজ আছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হল, পরকালীন মুসিবতের কারণে অথবা দ্বীনি ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক রাত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমার স্বপ্নে আসলেন।

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

এবং আরো বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি যখন নামাজ আদায় করবে, তখন বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ করার, খারাপ কাজ ত্যাগ করার এবং গরীব লোকদের ভালবাসার মনোকামনা চাই। তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরিক্ষায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছে কর, তখন আমাকে এ ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার নিকট উঠিয়ে নাও।

সুনানে তিরমিযি (৩২৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقلة المَال أقل لِلْحسابِ

আদম সন্তানরা দু'টি জিনিসকে অপছন্দ করে। প্রথমটি হল, মৃত্যু। আর মুমিনদের নিকট ফিতনার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম। আর দ্বিতীয়টি হল, সম্পদের সল্পতা। আর অল্প সম্পদ হিসাব দানের জন্য সহজ।

মুসনাদে আহমদ (২৩৬২৫)

ইবনে রজব রহ. বলেন, এ ধরণের মৃত্যু কামনাকে অধিকাংশ আলিম জায়েজ বলেন।

সলফে সালেহীন থেকে মৃত্যু কামনার বিষয়টি এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেননা তারা সকলেই ফিতনার অশঙ্কায় এমন দোয়া করেছিলেন।

مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ.

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাঃ থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি (মক্কার অনতিদূরে) আবতাহ নামক স্থানে তাঁর উট বসালেন। আর এদিকে কতগুলো পাথর একত্র করলেন। তার উপর একখানা চাদর রেখে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর আকাশের দিকে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার অনেক বয়স হয়েছে, শক্তি হ্রাস পেয়েছে, শাসন বিস্তৃত হয়েছে। অতঃপর আমাকে আপনার সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিন। যাতে আমার দ্বারা আপনার কোন আদেশ অমান্য না হয়ে যায় এবং আপনার ইবাদতে অনিচ্ছা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। মুয়াত্তা মালিক (৬৩১/৩০৪৪)

তৃতীয়তঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রাস্তায় শহীদী মৃত্যু কামনা। আর শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করা শুধু বৈধ নয়; বরং উত্তম। হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন। যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়। সহীহ মুসলিম (১৯০৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ حَمُولَةً، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ

মৃত্যু

বর্ণিত আছে, সমরকান্দবাসী ইমাম বুখারীকে নেয়ার জন্য বাহন পাঠিয়েছিলেন এবং ইমাম বুখারী রহ.ও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় যাত্রা শুরু করতে পারেননি। এমতাবস্থায় তার শরীর মোবারক থেকে অস্বাভাবিক ঘাম ঝরছিলো। যার কারণে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। অতঃপর ২৫৬ হিজরী সন ১ম শাওয়াল মোতাবেক ১৩ আগষ্ট ৮৭০ ইংরেজী, পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন, তের দিন কম ৬৬ বছর বয়সে এই মহান মনীষী নশ্বর জগত ছেড়ে অবিনশ্বর জগত পানে চলে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন।[১৮১]

ইমাম বুখারী রহ. এর কথামতোই তাঁকে জামা ও পাগড়ী ছাড়াই কাফন দেয়া হয়। তবে দাফনের জায়গা নিয়ে মতবিরোধ দেখা গেল। কেউ কেউ সমরকান্দে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাফন করতে চাইলেন। কেউ আবার সেখানেই দাফন করতে চাইলেন। অবশেষে ঈদুল ফিতিরের দিন যোহরের নামাজের পর খরতঙ্গেই দাফন করা হল। এভাবেই এই পৃথিবীর উজ্জল নক্ষত্র, হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম, পৃথিবীর ইলমের পৃষ্টপোষক মাটির নিচে গোপন হয়ে গেলেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না হত, তাহলে আমি কোন যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতাম না। তারা কোন বাহন পায় না, আর আমিও তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারি না। আর আমার জন্য কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পিছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো। অতঃপর আমাকে আবার জীবিত করা হবে এবং আবারো শহীদ হয়ে যাবো। অতঃপর আমাকে আবারো জীবিত করা হবে এবং আবারো শহীদ হয়ে যাবো। সহীহ বুখারী (২৯৭৫) আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে হওয়ার আকাঙ্খা করেছেন। এটি কেবল আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ারই ফজিলত হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

[১৮০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৬৬)

[১৮১] তাবাকাতে হানাবিলা (১/২৭৮)

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুসংবাদ

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আদম আত তাওয়াবিসী রহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের একটি জামাআত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি তার উত্তর দিলেন। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জানালেন, আমরা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর জন্য অপেক্ষা করছি। কিছুদিন পর যখন ইমাম বুখারী রহ.এর মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে পৌঁছালো, তখন জানতে পারলাম যে, তাঁর মৃত্যুটি ঠিক সেই সময় হয়েছে, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।[১৮২]

কারামত

ইমাম বুখারী রহ.কে কবরে দাফনের পর, কবর থেকে মিশক আম্বরের সুঘ্রাণ আসতে থাকে। আশ্চর্যভাবে লোকেরা তাঁর কবরের মাটি সংগ্রহ করতে লাগলো। কবরে মানুষের মাত্রাতিক্ত সমাগমের কারণে রক্ষী নিয়োগ করা হলো। এর পরেও যখন লোক সমাগম নিয়ন্ত্রন করা যাচ্ছিল না, তখন কবরকে হিফাযতের জন্য বাঁশের খাচি বানিয়ে কবরকে হিফাযত করা হল। ইমাম বুখারী রহ.এর মৃত্যুর পর এমন কারামত প্রকাশের কারণে তাঁর বিরুদ্ধীবাদীরা ইমাম বুখারী রহ. প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে অনুশোচনা করতে লাগলো।[১৮৩]

---

[১৮২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৬৪)

[১৮৩] হাদইয়ুস সারী (৪৯৩ পৃষ্ঠা) সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১২/৪৬৭)

ইমাম বুখারী রহ.এর কবর জান্নাতের একটি বাগান

একটি হাদীসের মর্মার্থ এমন যে, কবর হল, জান্নাতের একটি বাগান হবে নয়তো জাহান্নামের গহ্বর হবে। শায়খুত তাফসীর, সুলতানুল আরেফীন আল্লামা লাহোরী রহ. বলতেন, যদি অন্তরচক্ষু প্রসারিত হয়, তাহলে কবরের পাশে গেলেই বুঝে আসে কোনটি জান্নাতের বাগান আর কোনটি জাহান্নামের গহ্বর।

ইমাম বুখারী রহ.কে যখন দাফন করা হচ্ছিল, তখন তার কবরে সুগন্ধি দিয়ে ভরপুর ছিলো। যেন কবর দুনিয়াবাসীকে সাক্ষি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এ কবর জান্নাতেরই এটি বাগান। কখনো কখনো জান্নাতের এ সুঘ্রণ এতোটাই প্রবল হয়ে উঠে যে, বরযখের পর্দা ভেদ করে দুনিয়াতে ছড়াতে থাকে। ইমাম বুখারী রহ.এর বেলায়ও তাই ঘটেছিলো। তা অনুভব করেই মানুষ বলতে লাগলো এটি যেন জান্নাতেরই একটি বাগান। আর এ সুঘ্রণ পৃথিবীর কোন সুঘ্রণের সাথেই তো মেলে না।[১৮৪]

ইমাম যাহাবী লিখেন যে, আবু আলী গাস্সানী রহ. বলেছেন যে, ৪৬৪ হিজরী সনের কথা, সে সময় আবুল ফাতাহ সমরকান্দী বালনাসিয়ায় আমাদের কাছে তাশরীফ নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, একরবার সমরকান্দে অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। লোকেরা বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না।

অতঃপর একজন নেককার ব্যক্তি সমরকান্দের প্রশাসককে পরামর্শ দিলেন যে, আমরা সকলে খরতঙ্গে গিয়ে ইমাম বুখারী রহ.এর কবরের পাশে ইসতিসকার সালাত আদায় করি এবং খরতঙ্গে বৃষ্টির জন্য দোয়া করি।

শহরের প্রশাসক পরামর্শটি গ্রহণ করলেন এবং সে অনুযায়ী কাজও করলেন। অতঃপর দেখা গেল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন বৃষ্টি

---

[১৮৪] খুতুবাতে সফদর (১/৩৯)

দান করলেন। যার কারণে সমরকান্দের অধিবাসীরা সাত দিনেও খরতঙ্গ থেকে সমরকান্দে ফিরতে পারলেন না। যদিও খরতঙ্গ থেকে সমরকান্দের দূরত্ব মাত্র তিন মাইল ছিলো।[১৮৫]

[১৮৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪৬৯)

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখ ও ছাত্রদের তালিকা এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ ও ছাত্রদের সংখ্যা অগণিত। ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি এক হাজার আশি জন ব্যক্তি থেকে হাদীসে নবুবী সংগ্রহ করি। যার প্রত্যেকেই মুহাদ্দীস ছিলেন।[১৮৬]

ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখদের তালিকা লম্বা হলেও তিনি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আলী ইবনে মাদীনী থেকেই বেশি উপকৃত হয়ে ছিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখদের পাঁচটি স্তর নির্ণয় করেছেন। **প্রথম স্তরঃ** যে সকল শায়খ যাঁরা সেকাহ তাবেয়ীদের নিকট হতে হদীস গ্রহণ করেছেন। যেমন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রহ. ও আবু আসেম আন নাবীল রহ., মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুসা রহ. প্রমূখ।

দ্বিতীয় স্তরঃ তাবে তাবিঈনের এমন জামাত যারা কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত তাবেয়ী থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। যেমন, আদম ইবনে আয়াস রহ., আবু মিসহার রহ., সাঈদ ইবনে আবু মারিয়ম রহ. প্রমূখ।

তৃতীয় স্তরঃ যারা কিবারে অর্থাৎ প্রবীন তাবে তাবেঈন হতে হদীস সংগ্রহ করেছেন। তবে তাবেয়ীদের সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়নি। যেমন, কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ., আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ., সুলাইমান ইবনে হারব রহ. প্রমূখ। এ জামআত ছিলেন ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখদের মধ্যবর্তী জামআত। মূলতঃ ইমাম বুখারী রহ. এ পর্যায়ের শিক্ষক সংখ্যাই বেশি এবং তাঁর জীবনে অতিমাত্রায় প্রভাব বিস্তারকারী।

---

[১৮৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২য় খণ্ড)

চতুর্থ স্তরঃ সমসময়িক শায়েখ ও সাথী বন্ধু-বান্ধব বা সামান্য প্রবীণ। যেমন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী রহ., আবু হাতেম রাযী রহ. আবদ ইবনে হুমাইদ রহ., আহমদ ইবনে নসর রহ. প্রমূখ।

পঞ্চম স্তরঃ সমকালীন শায়েখদের মধ্য হতে যাঁরা ইমাম বুখারী রহ. এর থেকে হাদীস শুনতেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ আমলী রহ. হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ কাব্বানী রহ. ও আরো অনেকে। কখনো কখনো তাঁদের থেকেও ইমাম বুখারী রহ. হাদীস গ্রহণ করতেন। ছাত্রদের তালিকাভূক্ত শায়েখদের থেকে ইমাম বুখারী রহ.এর হাদীস গ্রহণ যেন ইমাম ওয়াকী রহ. সে বক্তব্যের উপর আমল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাদ্দীস হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বড়দের, সমদের ও ছোটদের থেকে উপকৃত না হবে।[১৮৭]

ইমাম বুখারী রহ.এর উল্লেখযোগ্য শাগীরদগণ

ইমাম বুখারী রহ.এর শাগীরদের তালিকাও অনেক লম্বা। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফিরাবরী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর থেকে নব্বই হাজারেরও অধিক ছাত্র জামে সহীহ (সহীহ বুখারী) শ্রবণ করেছেন।[১৮৮]

ইমাম বুখারী রহ. এর দরস ব্যাপক ছিল। পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে তাঁর দরসে ছাত্ররা উপস্থিত হতেন। কখনো তিনি মসজিদে আবার কখনো তিনি নিজগৃহে দরস দিতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শাগীরদরা হলেন, হাফেয আবু ঈসা তিরমির্যী রহ., আবু আবদুর রহমান নাসায়ী রহ., মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ রহ.সহ আরো অনেকে। যাঁদেরকে হাদীসের রুকনে সিত্তার উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ বলা হয়।[১৮৯]

---

[১৮৭] হাদইয়ুস সারী (৪৮০ পৃষ্ঠা) তাহযীবুয তাহযীব (৮/১৫০)

[১৮৮] ইরশাদুস সারী (৩৩ পৃষ্ঠা)

[১৮৯] তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত (৭৩ পৃষ্ঠা)

আবু যুরআহ রহ., আবু হাতেম রহ., ইবনে খুযাইমাহ রহ., মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী রহ., আবু আবদুল্লাহ আল ফিরাবরী রহ.সহ আরো অনেকে ইমাম বুখারী রহ এর উল্লেখযোগ্য শাগীরদ ছিলেন। যাঁরা পরবর্তীকালে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস হিসেবে হাদীসে নবুবীর খেদমাত করেছেন।[১৯০]

ইমামুল মুহাদ্দীসীন ইমাম বুখারী রহ.এর দরস ছিল, হাদীস, ফিকাহ, তারীখ, তাফসীর, সনদ ও রাবীদের জীবনী গবেষণাগার। আর সেখানে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে ইলম পিপাসুরা উপস্থিত হতেন। এমন একটি দরসের ছাত্র সংখ্যা নির্ণয় করা বাস্তবেই কষ্টসাধ্য বাপ্যার।

[১৯০] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২য় খণ্ড)

ইমাম বুখারী রহ.এর উল্লেখযোগ্য শাগীরদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ

(মৃত্যু-২৬১হিঃ)

ইমাম মুসলিম রহ.এর পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা, ফিকহী যোগ্যতা উল্লেখযোগ্য ছিল। ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ.কে এতোটাই ভালো বাসতেন যে, তিনি ইমাম বুখারী রহ.কে ইমামুল মুহাদ্দীসীন বলে সম্মোধন করতেন। আবার কখনো কখনো তিনি ইমাম বুখারী রহ.এর কপালে চুম্মুন করে বলতেন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন যে, আমি আপনার পদযুগল চুম্মুন করি[১৯১]। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী রহ. থেকে যখন ইমাম বুখারী রহ.এর প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির ঘটনা জানতে পারলেন। আর সে সময় পুরো শহর ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও ইমাম মুসলিম রহ. মাসআলার গভীরে পৌঁছে ইমাম বুখারী রহ.এর সাথেই থাকলেন।[১৯২]

এছাড়াও তিনি ইমাম যুহলী থেকে তিনি যতগুলি বর্ণনা লিখেছিলেন, সবগুলি উটের উপর রেখে ফেরত পাঠালেন।

নাম- মুসলিম, উপনাম- আবুল হুসাইন, উপাধি-আসাকির উদ্দীন, ২০২ হিজরী সনে তিনি খোরাসানের[১৯৩] নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ ইবনে কুশায আল কুশাইরী। ইমাম মুসলিম রহ.এর সিলসিলা নসব যেহেতু কুশাইরী গোত্র

---

[১৯১] أَبُو حَامِد الْأَعْمَش يَقُول سَمِعت مُسلم بن الْحجَّاج وَجَاء إِلَى مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقبل بَين عَيْنَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي حَتَّى أقبل رجليك يَا أستاذ الأستاذين وَسيد الْمُحدثين وطبيب الحَدِيث فِي علله (ফতহুল বারী ১/৪৮৮)

এ সমন্ধে ৮ নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (অনুবাদক)

[১৯২] ফতহুল বারী (১/৪৯০)

[১৯৩] বর্তমান ইরাক।

থেকে, সেহেতু ইমাম মুসলিম রহ.কে কুশাইরীও বলা হয়। তিনি আরব বংশজাত ছিলেন। তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান নিশাপুর। শৈশবকাল হতেই তিনি হাদীস শিক্ষায় অত্মনিয়োগ করেন।

হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম জাহানের সবগুলি কেন্দ্রেই তিনি গমন করেন। বিশেষকরে ইরাক, হিজায, শাম, মিশর অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও মুহাদ্দীসদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তবে তিনি বাগদাদ কয়েকবার গমণ করেন এবং সেখানে হাদীসের পাঠদানও করেন। তিনি সর্বশেষ ২৫৯হিজরী সনে বাগদাদ গিয়ে ছিলেন।

ইমাম মুসলিম রহ. সর্বপ্রথম ২১৮/৮১৩ হিজরী সনে হাদীসের দরসে বসতে শুরু করেন। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী রহ., আহমদ ইবনে হাম্মল রহ., ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা আল কানাবী রহ., ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. ছাড়াও আরো অনেকের কাছ থেকে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন।

ইমাম মুসলিম ছিলেন উলূমে হাদীসের এক বিশাল সাগর। বিশ্বের সকল হাদীস বিশারদ তাঁকে এ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁর যুগের বড় বড় মুহাদ্দীসগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত শাগীরদদের মধ্যে ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ., আবু ঈসা তিরমিযী রহ., আবু বকর ইবনে খুযাইমাহ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে ছঈদ রহ. আবু আওয়ানা রহ. ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

২৫ শে রজব, রোববার দিন মোতাবেক ২৬১ হিজরী সনে নিশাপুরের নাসিরাবাদ শহরে ৫৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী

(মৃত্যু-২৭৯হিঃ)

ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম বুখারী রহ.এর খুবই ঘনিষ্ট ছিলেন। অনেকের মতে ইমাম তিরমিযি রহ. এর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই ইমাম বুখারী রহ.এর হাদীসের পাঠদানে কাটিয়েছেন। কোন কোন মুহাদ্দীস তাঁকে ইমাম বুখারী রহ.এর খলিফা বলেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ.এর হাদীসের পাণ্ডিত্য ছিল জগতবিখ্যাত।

নাম-মুহাম্মদ, তাঁর উপনাম ছিল, আবু ঈসা, বংশ তালিকা হল, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মুসা ইবনে যাহ্হাক আস সুলামি, আল জারির, আল বুগী, আত তিরমিযি। ইমাম তিরমিযির দাদা মারওয়াযি বংশের ছিলেন। তবে কিছু কারণে তিনি তিরমিয শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। ইমাম তিরমিযি রহ. এর বংশ তালিকা বনী সালিমে গিয়ে সংযুক্ত হয়। যারা বনী গায়লানের একটি শাখা ছিল। তাঁর পিতার নাম ঈসা এবং তাঁর উপনামও আবু ঈসা।

তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের শাসনামলে ২০৯ হিজরী সনে উজবেকিস্থানের তিরমিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বিশ বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি উল্লেখযোগ্য ইমাম বুখারী রহ., ইমাম মুসলিম রহ., ইমাম আবু দাউদ রহ., কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ., আলী ইবনে হাজার রহ., মুহাম্মদ ইবনে বাশশার রহ., থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বসরা, কুফা, খুরাসান, হিযাযসহ আরো বেশ কিছু শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র গমন করেন। তাঁর শাগরিদদের তালিকাও বেশ বড়।

কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন, তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আল্লাহ ভীরুতার কারণে তাঁর চোখ হতে অনবরত পানি বের হতো। যার কারণে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়ে ছিলেন। আবার এ কারণে অনেকে তাঁকে জন্মান্ধও বলতেন। তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর

উল্লেখযোগ্য লিখনীর মধ্যে জামে তিরমিযি ও শামায়েলে তিরমিযি জগত বিখ্যাত।

ইমাম নাসায়ী

(মৃত্যু-৩০৩হিঃ)

হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল স্তম্ভ সিয়াহ সিত্তার মধ্যে অন্যতম ইমাম নাসায়ী রহ. এর সুনানে নাসায়ী। ইমাম নাসায়ী রহ. এ প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থটি পৃথিবীর সকল দরসের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত। তিনি ২১৫ হিজরী সনে খুরাসানের উল্লেখযোগ্য নাসা[১৯৪] শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নাম আহমদ, উপনাম আবু আবদুর রহমান, তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন, ইমাম নাসায়ী হিসেবে। বংশ তালিকা হল, আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে বাহার ইবনে সিনান ইবনে দীনার। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ শহরের শেষ করেন। এরপর পনের বছর বয়সে তিনি ২৩০ হিজরী সনে মাতৃভূমি ছেড়ে ইমাম কুতাইবা রহ. এর নিকট গমন করেন। এরপর হিযায, শাম, মিসর ইত্যাদি শহরে ভ্রমন করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীসীনদের কাছ থেকে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মিসরে স্থায়ী হাদীসের পাঠদানে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে, তিনি মিসর থেকেই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। তিনি একজন সেকাহ রাবী ছিলেন। সবসময় তাঁর চেহারা ও মুখে আনন্দের ফুলঝুরি থাকতো। তিনি ৩০৩ হিজরী সনে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

---

[১৯৪] নাসা বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের শাসনাধীন।

ইমাম ফিরাবরী

(মৃত্যু-৩৩১হিঃ)

ইমাম ফিরাবরী রহ. প্রথম ব্যক্তি যিনি ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী রহ. থেকে সহীহ বুখারী বর্ণনা করেছেন।

নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মাতার ইবনে সালেহ ইবনে বাশার আল ফিরাবরী। ২৩১ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো প্রসিদ্ধ। তাঁর কাছ থেকে বুখারী শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে ভিড় জমাতেন। সহীহ বুখারীতে কতক জয়গায় ক্বলা আল ফিরাবরী (ফিরাবরী বলেছেন) উল্লেখ আছে। আর এ কথা যে বিষয়ে উল্লেখ আছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. ইমাম ফিরাবরী রহ. থেকে উপকৃত হয়েছেন। অথবা সহীহ বুখারীর এ অংশটি অন্য কোন মাধ্যমে ইমাম ফিরাবরী পেয়ে ছিলেন। যা তিনি ইমাম বুখারী রহ. থেকে শুনেননি। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম দারেমী

(মৃত্যু-২৫৫হিঃ)

দারেমী শব্দটি দারেম ইবনে মালেকের দিকে সম্পর্কিত। যিনি বনী তামীমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইমাম দারেমী ইমাম বুখারী রহ.এর প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ইমাম বুখারী রহ. এতোটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে মাথা নিচু করে ফেলে ছিলেন এবং চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছিল। তিনি এভাবে অনেকক্ষণ শোক পালন করলেন। এ ঘটনা থেকেই ইমাম দারেমীর প্রতি ইমাম বুখারী রহ.এর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ পায়।

ইমাম দারেমী রহ. ১৮১ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবু মুহাম্মদ। তাঁর বংশ তালিকা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ফযল ইবনে বাহরাম ইবনে আবদুস সামাদ আত তামীমী আত দারেমী।

উলূমে ইসলামীয়্যাহর বড় বড় প্রাণকেন্দ্রে তিনি ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে হিযায, মিসর, খুরাসান, ইরাক উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকদের তালিকায় ইমাম বুখারী রহ. ছাড়াও ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ., নযর ইবনে শামিল রহ. ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের তালিকাও অনেক বড়। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী রহ., আবু দাউদ রহ., আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. ছিলেন উল্লেখযোগ্য। সহীহ মুসলিম ও জামে তিরমিযিতেও ইমাম দারেমী রহ.এর রেওয়ায়েত উল্লেখ আছে। তিনি ২৫৫ হিজরী সনে ইহলৌকিক জগত ত্যাগ করেন।

যাযারাতুল হাফেয

মৃত্যু-২৯৩হিঃ)

সালেহ ইবনে যাযারাহ ২০৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি দরসের সময় কোন কিতাব সামনে রাখতেন না। তারপরও একটি শব্দ ভুল হতো না। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ., সাঈদ ইবনে সুলায়মান রহ. ও আবু নাসর তাম্মার রহ. এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীসদের সহচার্যে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ২৬৬ হিজরী সনে বুখারায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তৎকালীন বুখারার আমীর পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে অনেক সম্মান করতেন ও ভালবাসতেন। ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।

তিনি খোশমেজাজী ছিলেন। ইমাম আয যুহলী তাঁর মুসতাকিল আলোচনা লিখেছেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ.এর সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হওয়া

সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ. এর দরসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ২৯৩ হিজরী সনে পরলৌকিক জগতে সফর করেন।

ফকীহ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী

(মৃত্যু-২৯৪হিঃ)

তিনি ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমামুল মুহাদ্দিসীন বুখারী রহ. ছাড়াও তিনি ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ., ইয়াযিদ ইবনে সালেহ রহ., হিশাম ইবনে আম্মার রহ., সাদাকাহ ইবনে আল ফযল রহ. থেকে ইলমী ফায়দা অর্জন করেন।

ফিকহী ইলমের সাথে সাথে সাহাবীদের বক্তব্য ও মাযহাব এবং তাবেয়ীদের সমন্বয়কারী ছিলেন। যখন কোন মজলিসে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.কে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হতো আর যদি সেখানে মুহাম্মদ ইবনে নসর উপস্থিত থাকতেন, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী তাঁর ফিকহী পাণ্ডিত্যের ও সাহাবীদের বক্তব্যের সমন্বয়কারী হওয়ার কারণে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী রহ. দিকে প্রশ্নকারীকে ইশারা করতেন।

হাফিয আয যাহাবী রহ. মুহাম্মদ ইবনে নসর ও ইবনে খুযাইমা রহ.এর তালিবে ইলমের সময়কালের একটি ঘটনা বর্ণনা করন।

মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে নসর, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক খুযাইমা, মুহাম্মদ ইবনে হারুন আর রুমানী ইলম অর্জনের লক্ষ্যে মিসরের একটি স্থানে একত্র হয়েছিলেন। সকলের খরচের টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল যার ফলে সকলে ক্ষুধার্ত থাকতে লাগলেন। যখন ক্ষুধার জ্বালা অসহনীয় হয়ে গেল এবং অন্যের সহযোগিতা বা দান গ্রহণ প্রয়োজন হলো, তখন সকলে পরামর্শে বসলেন। যেহেতু হাদীসে সুওয়াল (ভিক্ষা বা অন্যের কাছে দান চাওয়া) করার ব্যাপারে নিষেধ আছে। তাই সকলেই

একে অন্যকে সুওয়াল করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। অতঃপর বিষয়টি লটারীর দিকে গড়ালো এবং লটারীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা রহ.এর নাম আসলো। তিনি অপারগ হয়ে বললেন, আমাকে অযু করে দুই রাকাআত নামাযের সুযোগ দিতে হবে। অতঃপর তিনি নামায পড়তে লাগলেন। এমতাবস্থায় একজন লোক এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন। সকলে উপস্থিত হলে জানতে পারলেন তিনি শহরের প্রসাশকের বিশেষ লোক। তার উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী কে? লোকেরা যখন মুহাম্মদ ইবনে নসরকে দেখিয়ে দিলেন, তখন তিনি তাঁকে পঞ্চাশটি আশরাফির একটি থলি বের করে দিলেন। অতঃপর এভাবে সকলের নাম নিলেন এবং সবাইকে খরচের জন্য একটি করে থলি দিলেন। তারপর বললেন, আমাদের আমীর ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আমাকে বললেন, আমি এখনি স্বপ্নে দেখলাম যে, মুহাম্মদরা অসহনীয় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ইলম অর্জন করছেন। অতঃপর তিনি এই হাদিয়া আপনাদের জন্য পাঠিয়েছেন এবং কসম দিয়েছেন এটি শেষ হলে যেন আপনারা কাউকে পাঠিয়ে দেন।

২৯৪ হিজরী সনে সমরকান্দে মুহাম্মদ ইবনে নসর রহ. মৃত্যুবরণ করেন। (তাযকিরাতুল হুফফায)

ইমাম আবু হাতেম রাযী

(মৃত্যু-২৭৭হিঃ)

ইমাম রাযী রহ.কে জরাহ ওয়াত তা'দিলের গ্রহণযোগ্য বড় ইমাম হিসেবে গণনা করা হয়। তিনি ১৯০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস গ্রহণের জন্য সর্বদায় পায়ে হেঁটে সফর করতেন। তিনি

নিজে বর্ণনা করেন যে, আমি এক সফরে এক হাজার ফরসখ[১৯৫] পর্যন্ত পায়ে হেঁটে চলার গণনা করেছি। তারপর গণনা ছেড়ে দেই। তিনি বাহরাইন থেকে মিসর, মিসর থেকে রামেলা, রামেলা থেকে তুরতুস এসব জায়গায় পায়ে হেঁটে সফর করেছেন।

বসরায় গিয়ে একবার খরচের টাকা শেষ হয়ে গেলে তিনি তাঁর কাপড় বিক্রি করে দিলেন। এ টাকাও শেষ হয়ে গেলে তিনি কয়েক দিন অভূক্ত থাকলেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর সময়কালে বড় মুহাদ্দীস হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ.এর তাহকীক ও গবেষণা দেখে নিজেই এসে ইমাম বুখারী রহ. থেকে ইলমী ফায়দা অর্জন করেন। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

ইবরাহীম আল হরবী

(মৃত্যু-২৮৫হিঃ)

ইবরাহীম আল হরবী রহ.কে ইলমে লোগাত, আদব, নাহু ও ফিকহের ইমাম বলা হয় । খতীবে বাগদাদ বর্ণনা করেন, তাঁকে লোগাত ও নাহুর ইমাম মানা হয়। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে কখনো তাঁর দরসগাহকে শূণ্য দেখিনি। তিনি অত্যন্ত স্বাধিনচেতা মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো বাদশা বা সুলতানের হাদীয়া-তোহফার প্রতি সমান্যতম আগ্রহ দেখাননি। তাঁর স্বাধিনচেতা মানসিকতাও তাঁকে ইলমী তাহকীক ও গবেষণা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

সমকালীন মুসলিম খলিফা তাঁকে এক হাজার দিরহাম হাদিয়া পাঠালে তিনি তা ফেরত দিলেন। অতঃপর খলিফা অনুরোধের সাথে দ্বিতীবার পাঠালেন, এবারো তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

---

[১৯৫] এক ফরসখ সমান তিন মাইল। আর এক হাজার ফরসখ সমান তিন হাজার মাইল। অতঃপর এক কিলোমিটার সমান ০.৬২১৩৭১ মাইল। সুতরাং তিন হাজার মাইল সমান ৪৮২৮.০৩১ কিলোমিটার।

২৮৫ হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ.এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইলমী ফায়দা হাসিল করেন।

আবু বকর ইবনে আবী আসেম আল হাফেয আল কাবীর

(মৃত্যু-২৮৭হিঃ)

তিনি পঞ্চাশ হাজার হাদীস মুখে বর্ণনা করতেন। স্পেনে কিছুদিন তিনি কাযী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৮০ হিজরী সন তাঁর জন্ম সাল মনে করা হয়। তিনি ২৮৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। আবু মূসা মাদানী রহ. তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ.এর দরসে হাজির হয়ে ইলমী ইসতিফাদাহ গ্রহণ করেছেন।

ইবনে খুযাইমাহ

(মৃত্যু-৩১১হিঃ)

ইমাম যাহাবী রহ. তাঁকে ইমামুল আইম্মাহ ও শায়খুল ইসলাম উপাধি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইবনে খুযাইমা হাদীস ও ফিকহের পরিপূরক ছিলেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে বলেন, তিনি একশত চোয়াল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, আমি ইবনে খুযাইমার মতো হাদীস শাস্ত্রে এমন আলিম আর দেখিনি।

ইবনে খুযাইমাহ রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর পদ্ধতিতে হাদীস নির্বাচন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যা সহীহ ইবনে খুযাইমা নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে সহীহ ইবনে খুযাইমাহ এবং সহীহ বুখারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমনটি সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে থাকে।

তিনি মেহমানদারী অনেক পছন্দ করতেন। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হয়েও তিনি ইমাম বুখারী রহ এর দরসে উপস্থিত হতেন এবং ইলমী ইস্তিফাদা হাসিল করতেন।

হাফিয আয-যাহাবী রহ. তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে ইমাম বুখারী রহ.এর ছাত্রদের তালিকায় পঞ্চম স্তরে ইবনে খুযাইমাহ রহ.এর নাম উল্লেখ করেন।

তিনি ২২৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বংশ তালিকা আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ ইবনে আল মুগীরাহ ইবনে বকর আস সালামী আন নিশাপুরী।

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম আল ওয়ার্‌রাক আন নাহবী[১৯৬]

তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর বিশেষ ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইমাম ফিরাবরী রহ. বুখারী শরীফের কয়েক জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখ করেন। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম বুখারী শরীফ ও ইমাম বুখারী রহ.এর বিশেষ কাতেব (হরফ বিন্যাসকারী) ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরাবরী রহ. হাদীসের যে অংশগুলো ইমাম বুখারী রহ. থেকে সরাসরি শুনেননি। তা তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম ওয়াররাক থেকে গ্রহণ করতেন। আর এ জন্যই বুখারী শরীফের কিছু জায়গাতে তাঁর নাম এসেছে।

আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল মাহামীলী (মৃত্যু-৩৩০হিঃ)

২৩৬ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছর বয়স থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করতে থাকেন। শায়েখদের মধ্যে ইমাম বুখারী রহ., আহমদ ইবনে মিকদাম আযলী রহ. ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমকালীন সকল মুহাদ্দিসীনই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। ইমাম দারে কুতনী রহ.,

[১৯৬] তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সন সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। -অনুবাদক

তাবরানী রহ., আবু বকর ইবনুল মুকরী রহ. এর মত মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর ছাত্রদের তালিকায় ছিলেন। তাঁর একটি ইলমী মজলিসে দশ হাজার ছাত্র জমা হতেন। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ. থেকে সহীহ বুখারী রেওয়ায়েত করেন।

আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মাকাল আন নাসাফী

(মৃত্যুঃ ২৯৫ হিজরী)

মাগরিবের (পশ্চিমা) দেশগুলিতে তাঁর সনদেই সহীহ বুখারী রেওয়ায়েত করা হয়। তিনি ইমাম বুখারী রহ.এর বিশেষ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ., যুবারাহ ইবনে মুগাল্লিস রহ., হিশাম ইবনে আম্মার রহ. আবু কুরাইব রহ. এবং আহমদ ইবনে মানী রহ. সহ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আলী ইবনে ইবরাহীম আত তাগ্‌গামী রহ., খালাফ ইবনে মুহাম্মদ আল খাইয়্যাম রহ., আবদুল মুমিন ইবনে খলফ রহ., মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রহ. এবং তাঁর ছেলে সাঈদ ইবনে ইবরাহীম রহ. ছিলেন উল্লেখ যোগ্য। তিনি একজন মুজতাহিদ ফকীহ ছিলেন।

ইমাম বুখারী রহ.এর শায়েখদের তালিকা

ইমাম বুখারী রহ. যে সমস্ত মহান মনীষী শায়খদের থেকে সহীহ বুখারীর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তারই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে আলোচনা করা হবে। মুহাদ্দিসীনে কিরামদের মতামত এই যে, সহীহ বুখারীর রাবীদের যরাহ তা'দিলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুতরাং বুখারীর রাবী হওয়া সিকাহ ও আদিল প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

১. আহমদ ইবনে আবী বকর আল কাসেম ইবনুল হাদীস। (যিনি ইমাম মালেক রহ.এর ছাত্র ছিলেন)

২. আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনুল হুসাইন রহ.

৩. আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে যুনাইদিব আবুল হাসান আত তিরমিযি রহ.

৪. আহমদ ইবনে হাফস ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

৫. আহমদ ইবনে সাঈদ সাখার রহ.

৬. আহমদ ইবনুল হাজ্জাজ আয যুহলী আল মারওয়াযী রহ.

৭. আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে সাঈদ আর রবাতী রহ.

৮. আহমদ ইবনে সিনান ইবনে আসাদ ইবনে হিব্বান আল ওয়াসাতী আল কাত্তান রহ.

৯. আহমদ ইবনে শাবীব ইবনে সাঈদ আল হাবাতী রহ.

১০. আহমদ ইবনে সালেহ রহ.

১১. আহমদ ইবনুস সাব্বাহ আন নুহাশালী রহ.

১২. আহমদ ইবনে আবু তৈয়ব আল মারওয়াযী রহ.

১৩. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আইয়ূব আল হানাফী রহ.

১৪. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

১৫. আহমদ ইবনে আবদুল মালেক রহ.

১৬. আহমদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ রহ.

১৭. আহমদ ইবনে আসেম রহ.

১৮. আহমদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ রহ.

১৯. আহমদ ইবনে উসমান রহ.

২০. আহমদ ইবনে ওমর আল হিমিয়ারী রহ.

২১. আহমদ ইবনে ঈসা ইবনে হাস্‌সান রহ.

২২. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ শাব্বুওয়াইহ রহ.

২৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল বায্‌যায়ূ রহ.

২৪. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ শায়বানী রহ.
২৫. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা আল মারওয়াযী রহ.
২৬. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মক্কী রহ.
২৭. আহমদ ইবনে আল মিকদাম রহ.
২৮. আহমদ ইবনে নাছর রহ.
২৯. আহমদ ইবনে ইয়াকুব আল মাসউদী রহ.
৩০. আহমদ ইবনে ইউনূস রহ.
৩১. ইবরাহীম ইবনুল হারেস রহ.
৩২. ইবরাহীম ইবনে হামযা রহ.
৩৩. ইবরাহীম ইবনুল মানযির রহ.
৩৪. ইবরাহীম ইবনে মূসা রহ.
৩৫. ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ রহ.
৩৬. আদম ইবনে আবু ইয়াস রহ.
৩৭. আযহার ইবনে জামিল রহ.
৩৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ.
৩৯. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ.
৪০. ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ রহ.
৪১. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ.
৪২. ইসহাক ইবনে শাহীন রহ.
৪৩. ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রহ.
৪৪. ইসহাক ইবনে মানসুর রহ.
৪৫. ইসমাঈল ইবনে আবান রহ.
৪৬. ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম রহ.
৪৭. ইসমাঈল ইবনুল খালিল রহ.

৪৮. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

৪৯. আসবাগ ইবনুল ফারায রহ.

৫০. উমায়্যা ইবনে বিসতাম রহ.

৫১. আইয়ূব ইবনে সুলাইমান রহ.

৫২. বদল ইবনুল মুহাব্বার রহ.

৫৩. বিশর ইবনে আদম আয যারীর রহ.

৫৪. বিশর ইবনুল হাকীম রহ.

৫৫. বিশর ইবনে উবাইস রহ.

৫৬. বিশর ইবনুল খালিদ রহ.

৫৭. বিশর ইবনে মুহাম্মদ রহ.

৫৮. বুবু ইবনে আসরাম রহ.

৫৯. বায়ান ইবনে উমার আল বুখারী রহ.

৬০. সাবেত ইবনে মুহাম্মদ রহ.[১৯৭]

৬১. জুমআহ ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

৬২. হামেদ ইবনে ওমর রহ.

৬৩. হিব্বান ইবনে মূসা রহ.

৬৪. হাজ্জায ইবনে মিনহাল রহ.

৬৫. হারামীয়্যা ইবনে হাফস রহ.

৬৬. হাস্‌সান ইবনে হাস্‌সান রহ.

৬৭. হাস্‌সান ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

৬৮. আল হাসান ইবনে বিশর রহ.

৬৯. হাসান ইবনে খলফ রহ.

৭০. আল হাসান ইবনে রাবী রহ.

---

[১৯৭] যিনি সুফিয়ান সাওরী রহ.এর ছাত্র ছিলেন ।

৭১. আল হাসান ইবনে শুযা' রহ.

৭২. আল হাসান ইবনুস সাব্বহ রহ.

৭৩. আল হাসান ইবনে আবদুল আযীয রহ.

৭৪. হাসান ইবনে আলী রহ.

৭৫. আল হাসান ইবনে ওমর রহ.

৭৬. আল হাসান ইবনে ঈসা রহ.

৭৭. আল হাসান ইবনে মুহাম্মদ রহ.

৭৮. হাসান ইবনে মুদরিক রহ.

৭৯. হুসাইন ইবনে হারীস রহ.

৮০. হুসাইন ইবনে ঈসা রহ.

৮১. আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ রহ.

৮২. আল হুসাইন ইবনে মানসুর রহ.

৮৩. আল হাকাম ইবনে মূসা রহ.

৮৪. হাফস ইবনে উমার রহ.

৮৫. আবুল ইয়ামান ইবনে নাফে' রহ.

৮৬. হুমাইদ ইবনে জানজুবিয়্যাহ রহ.

৮৭. হাইওয়াহ ইবনে শুরাইহ রহ.

৮৮. খালিদ ইবনে খাল্লী রহ.

৮৯. খালিদ ইবনে মাখলাদ রহ.[১৯৮]

৯০. খালিদ ইবনে ইয়াযিদ রহ.

৯১. খালিদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

৯২. খলফ ইবনে খালিদ রহ.

৯৩. খালিফা ইবনে খাইয়্যাত রহ.

---

[১৯৮] যিনি মালেক বিন আনাস রহ.এর ছাত্র ছিলেন।

৯৪. দাউদ ইবনে শাবীব রহ.

৯৫. রাবী' ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

৯৬. রাওহা ইবনে আবদিল মু'মিন রহ.

৯৭. যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

৯৮. যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ.

৯৯. যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে উমর রহ.

১০০. জুহাইর ইবনে হারব রহ.

১০১. যিয়াদ ইবনে আইয়ূব রহ.

১০২. যিয়াদ ইবনে ইয়াহইয়া যিয়াদ রহ.

১০৩. যায়েদ ইবনে আখযাম রহ.

১০৪. সুরাইজ ইবনুন নূ'মান রহ.

১০৫. সাআদ ইবনে হাফস রহ.

১০৬. সাঈদ ইবনে আবী মারিয়ম রহ.

১০৭. সাঈদ ইবনে রাবী' রহ.

১০৮. সাঈদ ইবনে সুলাইমান রহ.

১০৯. সাঈদ ইবনে শুরাহবীল রহ.

১১০. সাঈদ ইবনে ঈসা রহ.

১১১. সাঈদ ইবনে কাছীর রহ.

১১২. সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ রহ.

১১৩. সাঈদ ইবনুল নযর রহ.

১১৪. সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

১১৫. সুলাইমান ইবনে হরব রহ.

১১৬. সুলাইমান ইবনে দাউদ রহ.[১৯৯]

---

[১৯৯] যিনি মালেক বিন আনাস রহ.এর ছাত্র ছিলেন।

১১৭. সুলাইমান ইবনে আবদির রাহমান রহ.

১১৮. সিদান ইবনে মাযারিব রহ.

১১৯. সাহল ইবনে বাক্কার রহ.

১২০. শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ রহ.

১২১. শিহাব ইবনে আব্বাদ রহ.

১২২. সাদাকাহ ইবনুল ফযল রহ.

১২৩. আস ছালতু ইবনে মুহাম্মদ রহ.

১২৪. আয যাহ্হাক ইবনে মাখলাদ রহ.

১২৫. ত্বলাক ইবনে গান্নাম রহ.

১২৬. আবুন নু'মান আরীম রহ.

১২৭. আছেম ইবনে আলী রহ.

১২৮. উবাদা ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

১২৯. আবদুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ রহ.

১৩০. আব্বাস ইবনে হুসাইন রহ.

১৩১. আব্বাস ইবনে আবদিল কুতাম রহ.[২০০]

১৩২. আব্বাস ইবনুল ওলীদ রহ.

১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবী শায়বা রহ.

১৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবিল ক্বাযী রহ.

১৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ রহ.

১৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে রিযা রহ.

১৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রহ.

১৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ রহ.

১৩৯. আবদুল্লাহ ইবনুল ওহাব রহ.

---

[২০০] সহীহ বুখারীতে এই নামে কোন রাবীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। (অনুবাদক)

১৪০. আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ রহ.

১৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উসমান রহ.

১৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রহ.

১৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ.

১৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আসমা রহ.

১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

১৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা রহ.

১৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ রহ.[২০১]

১৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুনির রহ.

১৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ.

১৫০. আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম রহ.

১৫১. আবদুর রহমান ইবনে বাশর রহ.

১৫২. আবদুস সালাম ইবনে মুতাহ্হার রহ.

১৫৩. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল মালেক রহ.

১৫৪. আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক রহ.

১৫৫. আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস রহ.

১৫৬. আবদুর রাহীম ইবনে আবদুর রহমান রহ.

১৫৭. আবদুল আযিয ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

১৫৮. আবদুল গাফ্ফার ইবনে দাউদ রহ.

১৫৯. আবদুল কুদ্দুস ইবনে মুহাম্মদ রহ.

১৬০. আবদুল কুদ্দুস ইবনুল হাজ্জাজ রহ.

১৬১. আবদুল মুতায়াল ইবনে তালিব রহ.

১৬২. উবায়দা ইবনে ইসমাঈল রহ.

---

[২০১] যিনি ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফা রহ. এর ছাত্র ছিলেন।

১৬৩. উবায়দা ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

১৬৪. উবায়দা ইবনে সাঈদ রহ.

১৬৫. উবায়দা ইবনে মূসা রহ.

১৬৬. উসমান ইবনে আবী শায়বা রহ.

১৬৭. উসমান ইবনে সালেহ রহ.

১৬৮. উসমান ইবনুল হায়সামা রহ.

১৬৯. ইসাম ইবনে খালিদ রহ.

১৭০. আফ্ফান ইবনে মুসলিম রহ.

১৭১. আলী ইবনে ইবরাহীম রহ.

১৭২. আলী ইবনে আবী হাশেম রহ.

১৭৩. আলী ইবনুল জায়াদ রহ.

১৭৪. আলী ইবনুল হুসাইন রহ.

১৭৫. আলী ইবনে হাসান রহ.

১৭৬. আলী ইবনুল হাকাম রহ.

১৭৭. আলী ইবনে হাফস রহ.

১৭৮. আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

১৭৯. আলী ইবনুল মাদীনী রহ.

১৮০. আলী ইবনে নাছির রহ.

১৮১. আলী ইবনে আয়্যাশ রহ.

১৮২. আলী ইবনুল হায়সামা রহ.

১৮৩. ওমর ইবনে হাফস রহ.

১৮৪. ওমর ইবনে মুহাম্মদ রহ.

১৮৫. ইমরান ইবনে মাইসারা রহ.

১৮৬. আমর ইবনে খালিদ রহ.

১৮৭. আমর ইবনুর রাবী' রহ.

১৮৮. আমর ইবনে যারারাহ রহ.

১৮৯. আমর ইবনে আসেম রহ.

১৯০. আমর ইবনে আব্বাস রহ.

১৯১. আমর ইবনে আলী রহ.

১৯২. আমর ইবনে ঈসা রহ.

১৯৩. আমর ইবনে আউন রহ.

১৯৪. আমর ইবনে মুহাম্মদ রহ.

১৯৫. আমর ইবনে মাযরুক রহ.

১৯৬. আইয়্যাশ ইবনুল ওয়ালীদ রহ.

১৯৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর রহ.

১৯৮. আলী ইবনে হাজার রহ.

১৯৯. আলী ইবনে মুসলিম রহ.

২০০. আব্বদ ইবনে ইয়াকুব রহ.

২০১. ফারাদাহ ইবনে আবীল মাগযা' রহ.

২০২. ফযল ইবনে সাহল রহ.

২০৩. আবু নাঈম রহ.

২০৪. আল ফযল ইবনে ইয়াকুব রহ.

২০৫. আবু কামেল ফুযাইল ইবনে হুসাইন রহ.

২০৬. কুবীসাহ ইবনে উকবাহ রহ.

২০৭. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ.

২০৮. কায়স ইবনে হাফস রহ.

২০৯. মুহাম্মদ ইবনে আবান রহ.

২১০. মুহাম্মদ ইবনে আবী গালেব রহ.

২১১. মুহাম্মদ ইবনে আবান ইবনে উযীর রহ.

২১২. মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর রহ.

২১৩. মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস রহ.

২১৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ.

২১৫. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুনসুর রহ.

২১৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ.

২১৭. মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর রহ.

২১৮. মুহাম্মদ ইবনে জ'ফর ইবনে আবী মুওয়াসাহ রহ.

২১৯. মুহাম্মদ ইবনে হাতিম রহ.

২২০. মুহাম্মদ ইবনে হারব আন নাসাফী রহ.

২২১. মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন রহ.

২২২. মুহাম্মদ ইবনুল হিকাম রহ.

২২৩. মুহাম্মদ ইবনে খালিদ রহ.

২২৪. মুহাম্মদ ইবনে রাফে' রহ.

২২৫. মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ রহ.

২২৬. মুহাম্মদ ইবনে সাবেক রহ.

২২৭. মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ রহ.

২২৮. মুহাম্মদ ইবনে সালাম রহ.

২২৯. মুহাম্মদ ইবনে সিনান রহ.

২৩০. মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ রহ.

২৩১. মুহাম্মদ ইবনুল সালত রহ.

২৩২. মুহাম্মদ ইবনুল সালত ইবনুল হাজ্জাজ রহ.

২৩৩. মুহাম্মদ ইবনে উবাদা রহ.

২৩৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

২৩৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মুসান্না রহ.

২৩৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.

২৩৭. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহ.

২৩৮. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমার রহ.

২৩৯. মুহাম্মদ ইবনে অবদুর রহীম রহ.

২৪০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযিয রহ.

২৪১. মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ রহ.

২৪২. মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ আল কুরেশী রহ.

২৪৩. মুহাম্মদ ইবনে উসমান রহ.

২৪৪. মুহাম্মদ ইবনে আর'আরা রহ.

২৪৫. মুহাম্মদ ইবনে আল আলায়ী রহ.

২৪৬. মুহাম্মদ ইবনে উমর রহ.

২৪৭. মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে জাবালাহ রহ.

২৪৮. মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে বকর রহ.

২৪৯. মুহাম্মদ ইবনে উকবা রহ.

২৫০. মুহাম্মদ ইবনে ঈসা রহ.

২৫১. মুহাম্মদ ইবনে ওযাইয রহ.[২০২]

২৫২. মাহমুদ ইবনে গায়লান রহ.

২৫৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর রহ.

---

[২০২] এই নামে বুখারীতে কোন রাবীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে মুহাম্মদ ইবনে ওযায়য ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ইবনে খালিদ ইবনে আকীল ইবনে খালিদ আল আইলী রহ. তিনি তাঁর চাচাতো ভাই সালামা ইবনে রূহ, সুলাইমান ইবনে সালামাহ আল খারাইরী, ইয়াকুব ইবনে যাহদাম ইবনে হারেস থেকে বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে ছিয়াহ সিত্তার ইমাম ইমাম নাসায়ী, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন। তাঁরা ছাড়াও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল হাকিম, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারাহ ছাড়াও আরো অনেকে। তবে তিনি বুখারীর রাবী নয়। তাহযিবুত তাহযিব (৯/৩৪৪)

২৫৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না রহ.

২৫৫. মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব রহ.

২৫৬. মুহাম্মদ ইবনে মিসকিন রহ.

২৫৭. মুহাম্মদ ইবনে মা'মার রহ.

২৫৮. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ.

২৫৯. মুহাম্মদ ইবনে মূসা রহ.

২৬০. মুহম্মদ ইবনে মিহরান রহ.

২৬১. মুহাম্মদ ইবনুন নযর রহ.

২৬২. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

২৬৩. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ রহ.

২৬৪. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল আযিয রহ.

২৬৫. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রহ.

২৬৬. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ওয়াকিদ রহ.

২৬৭. মালেক ইবনে ইসমাঈল রহ.

২৬৮. মার্‌রার ইবনে হাম্মুবিয়্যাহ রহ.

২৬৯. মুসাদ্দাদ ইবনে মাসারহাদ রহ.

২৭০. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ.

২৭১. মাতার ইবনুল ফযল রহ.

২৭২. মাতার ইবনে আবদুল্লাহ রহ.[২০৩]

---

[২০৩] এই নামে সহীহ বুখারীতে কোন রাবীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে উসমান ইবনে মাতার ইবনে আবদুল্লাহ নামে একজন রাবী আছেন। যিনি উসমান ইবনে মাতার আশ শায়বানী নামে পরিচিত। কুনিয়াত আবু আলী, আবুল ফযল। তিনি মিসরী ও শায়বানী ছিলেন। তিনি সাবেত আলবানী, আল হাসান ইবনে আবী জাফর আল জিফরী, ইবনে আবী যীব, সাখরা ইবনে জুয়াইরিয়া সহ আরো অনেকের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে মুঈন থেকে আবী শায়বা বলেন, তিনি জয়ীফ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুল মাদানী বলেন, জয়ীফ জিদ্দান ছিলেন ও আবু যারআ রাযী বলেন, তিনি জয়ীফ ছিলেন। তাহযিবুত তাহযিব (৭/১৫৪)

২৭৩. মুয়ায ইবনে আসাদ রহ.

২৭৪. মুয়ায ইবনে ফাযালা রহ.

২৭৫. মুয়াবিয়া ইবনে উমর রহ.

২৭৬. মুয়াল্লা ইবনে আসাদ রহ.

২৭৭. মুকাদ্দাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

২৭৮. মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ.

২৭৯. মুনযির ইবনুল ওয়ালিদ রহ.

২৮০. মূসা ইবনে ইসমাঈল রহ.

২৮১. মূসা ইবনে হিযাম রহ.

২৮২. মুয়াম্মাল ইবনে হিশাম রহ.

২৮৩. নাসর ইবনে আলী রহ.

২৮৪. নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ রহ.

২৮৫. আবুল ওয়ালীদ রহ.

২৮৬. আল হায়শামা ইবনে খারিয়াহ রহ.

২৮৭. হিশাম ইবনে আম্মার রহ.

২৮৮. হুদবাহ ইবনে খালিদ রহ.

২৮৯. ইয়াহইয়া ইবনে বিশর রহ.

২৯০. ইয়াহইয়া ইবনে হাম্মাদ রহ.

২৯১. ইয়াহইয়া ইবনে জাফর রহ.

২৯২. ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান রহ.

২৯৩. ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ রহ.

২৯৪. ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ রহ.

এছাড়াও আবু দাউদ সিজিস্তানী, ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, তিনি জয়ীফ ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন, তিনি জয়ীফ ছিলেন, হাদীস লিখতেন না।

২৯৫. ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ রহ.

২৯৬. ইয়াহইয়া ইবনে কাযাআ রহ.

২৯৭. ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আস সাকান রহ.

২৯৮. ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ.

২৯৯. ইয়াহইয়া ইবনে মূসা রহ.

৩০০. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা রহ.

৩০১. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ.

৩০২. ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ রহ.

৩০৩. ইয়াসারা ইবনে সাফওয়ান রহ.

৩০৪. ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম রহ.

৩০৫. ইউসুফ ইবনে বুহলুল রহ.

৩০৬. ইউসুফ ইবনে আদ্দী রহ.

৩০৭. ইউসুফ ইবনে ঈসা রহ.

৩০৮. ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ রহ.

৩০৯. ইউসুফ ইবনে মূসা রহ.

৩১০. ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব রহ.

পঞ্চম অধ্যায়

ইমাম বুখারী রহ.এর রচনা ও সংকলন

ইমাম বুখারী রহ. ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে অনেকগুলিই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে সর্বত্র অধিক সমাদৃত, খ্যাতি সম্পন্ন, মর্যাদাবান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য গ্রন্থ হচ্ছে, "আল জামেউস সহীহ আল বুখারী"। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পরেই সহীহ বুখারী অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়াতে আর নেই।

সব মিলে তিনি চব্বিশটি গ্রন্থ রচনা করেন।

(এক) قضايا الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ (কাযায়া আস সাহাবাতি ওয়াত তাবেঈন) এটি ইমাম বুখারী রহ.এর সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ। সেখানে সাহাবী রাযি. ও তাবেয়ীদের রহ. ফতোয়া ও ফায়সালা আলোচনা করা হয়েছে।

(দুই) التَّارِيخ الْكَبِير (আত তারীখুল কাবীর) এ দু'টি কিতাব তিনি মদিনাতুল মুনুওয়ারাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাওযাতুল আতহারের কাছে বসে চাঁদের আলোতে রচনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, এ গ্রন্থে যাঁদের নাম আলোচিত হয়েছে, প্রত্যেকের বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত আমার জানা আছে। কিন্তু তিনি গ্রন্থাকৃতি লম্বা/বড় হবে জন্য তা আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. যখন তিনি তারীখে কাবীর দেখেছেন, তখন তিনি আমীর আবদুল্লাহ ইবনে তাহির খোরাসানী এর কাছে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, আমি কি আপনাকে কিছু আশ্চর্য দেখাবো? অতঃপর তিনি তাকে তারীখে কারীর দেখালেন। আমীর আবদুল্লাহ ইবনে তাহির খোরাসানী তা দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। তিনি গ্রন্থটিতে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও মুহাদ্দীসদের জীবনীকে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

(তিন) الْأَدَب الْمُفْرد (আল আদাবুল মুফরাদ) এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলির এক অনবদ্য সংকলন।

(চার) التَّفْسِير الْكَبِير (আত-তাফসীরুল কাবীর)[২০৪]।

(পাঁচ) الْجَامِع الْكَبِير (আল-জামেউল কাবীর)।

(ছয়) أسامي الصَّحَابَة (উসামাস সাহাবা)। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম রচনাই ইমাম বুখারী রহ.এর।

(সাত) الْمَبْسوط (আল মাবসূত)[২০৫]।

(আট) الجامع الصغير (আল জামেউস সাগীর)।

(নয়) بر الْوَالِدين (বির্‌রুল ওয়ালিদাঈন)।

(দশ) كتاب الكنى (কিতাবুল কুনা) মুহাদ্দীসদের উপনাম সম্পর্কে।

(এগারো) التَّارِيخ الصَّغِير (আত-তারিখুস সগীর)। এ গ্রন্থটি ইমাম বুখারী রহ. সন ভিত্তিক করে সাজিয়েছেন। যে বছর যে সব উলামায়ে কিরাম ইন্তিকাল করেছেন, তাদের জীবনী আগে আলোচনা করেছেন। তার পরের সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। এভাবে সন ভিত্তিক জীবনী আলোচনা করেছেন।

---

[২০৪] কিতাবটি পাওয়া যায় না। ইমাম বুখারী রহ. এর ছাত্র ইমাম ফিরাবরী গ্রন্থটি রচনার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও হাজী খলীফা গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেন। ফতহুল বারী (১/৪৯০), কাশফুয যুনুন আন উসামীল কুতুব ওয়াল ফুনুন (২/৪৪৩)

[২০৫] গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। এটি ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী রচনার পূর্বে এটি রচনা করে ছিলেন। তিনি গ্রন্থটির শিরোনাম কায়েম করে সেগুলোর অধিনে হাদীসও জমা করেছিলেন। তবে তিনি কেবল সহীহ হাদীস জমা করার প্রতি অগ্রহী হোন এবং সহীহ বুখারীর কাজ শুরু করেন। আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে তাহের আল মিকদিসী গ্রন্থটির কথা বলেন।

তালিকুত তালীক আলা সহীহিল বুখারী (৫/৪২০)

(বার) التاريخ الْأَوْسَط (আত তারিখুল আওসাত) ।

(তের) كِتَاب الوحْدَان (কিতাবুল ওয়াহদান) । এ গ্রন্থে কেবল সে সমস্ত সাহাবা রযি.দের আলোচনা করা হয়েছে, যাঁদের থেকে কেবলমাত্র একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।[২০৬]

(চৌদ্দ) كِتَابُ الهِبَةِ (কিতাবুল হিবাহ)[২০৭] । এ গ্রন্থে পাঁচশতটি হাদীস রয়েছে ।

(পনের) كتاب الضعفاءالصغير (কিতাবুয-যুয়াফা আস সাগীর) ।

(ষোল) المسند الكبير (আল-মুসনাদুল কাবীর)[২০৮] ।

(সতের) كتاب الاشربة (কিতাবুল আশরিবাহ) ।

(আঠার) كتاب الفوائد (কিতাবুল ফাওয়ায়েদ)[২০৯] ।

(উনিশ) كتاب الرقاق (কিতাবুর-রিকাক) ।

(বিশ) الْقِرَاءَة خلف الإِمَام (আল-কিরাআতু খালফাল ইমাম) ।

(একুশ) رفع اليدين (রফউল ইয়াদাইন) ।

(বাইশ) خلق أَفعَال الْعباد (খালকু আফ'আলিল ইবাদ) ।

(তেইশ) كتاب العلل (কিতাবুল ইলাল)[২১০] ।

---

[২০৬] ফতহুল বারী (১/৪৯২)

[২০৭] গ্রন্থটি পাওয়া যায় না । মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতেম ওয়াররাক গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন । সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৪১০)

[২০৮] গ্রন্থটি পাওয়া যায় না । গ্রন্থটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. এর ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফিরাবরী রহ. তথ্য দেন । কাশফুয যুনুন (২/৬৮৪)

[২০৯] গ্রন্থটি পাওয়া যায় না । তবে এটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি রহ. তাঁর সুনানে উল্লেখ করেছেন । (৬/৯৭)

আল-জামেউস[২১১] সহীহ্

নিদিষ্টভাবে একথা জানা নেই যে, ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী রচনার কাজ কখন শুরু করেছিলেন এবং তা শেষ করেছিলেন। তবে এ কথার প্রমাণ আছে যে, যখন ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর রচনা কাজ শেষ করেন, তখন তিনি তাঁর শায়েখদের মধ্যে হতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

---

[২১০] গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। আবুল কাসেম ইবনে মানদাহ রহ. এটির কথা উল্লেখ করেন। ফতহুল বারী (১/৪৯২)

[২১১] জামে বলা হল, এমন হাদীসের গ্রন্থকে, যে গ্রন্থে আট ধরনের শিরোনামে হাদীসসমূহ বিন্যস্ত হয়। **(১) আকাইদ (বিশ্বাস)**ঃ আকাইদ বলতে ঐ সকল হাদীসসমূহকে বুঝায়, যেগুলো ঈমান ও ইতিকাদ বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(২) আহকাম (শরীয়তের আদেশ-নিষেধ)ঃ আহকাম বলতে শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহকে বুঝায়। যা ফিকহী এর ধারাবাহিকভাবে হাদীসসমূহ বিন্যস্ত থাকে।

(৩) রিকাক(দয়া-সহানুভূতি/আত্মশুদ্ধি)ঃ রিকাক বলতে এমন হাদীসমূহকে বুঝায়, যে গুলো দ্বারা মানুষের মন দুনিয়ার আসক্তি হ্রাস পেয়ে আখেরাত মূখী হয়।

(৪) আদব (শিষ্টাচার ও নিয়ম পদ্ধতি)ঃ এ অধ্যায়ে সাধারণত ভদ্রতা ও মার্জিত জীবন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়। যেমন- আচার-আচরণ, চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, ভ্রমণের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি।

(৫) তাফসীর (কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)ঃ এ অধ্যায়ে ঐশী বাণী আল কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

(৬) সিয়ার ও তারীখ (রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জীবন চরিত)ঃ এ অধ্যায়ে ওহীলব্ধ জ্ঞানের ধারক-বাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণাঙ্গ জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন দিকের হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে তাঁর জীবন চরিতের বিভিন্ন যুদ্ধ ও ঘটনাবলী উপস্থাপন করা হয়।

(৭) ফিতান ও আশরাত (বিশৃঙ্খলা ও কিয়ামতের আলামত)ঃ এ অধ্যায়ে কিয়ামত সংক্রান্ত এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যত বাণীসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

(৮) মানাকিব (সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা)ঃ এ অধ্যায়ে সাহাবায়ে কেরামসহ বিভিন্ন মান-মার্যাদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সর্ব প্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহঃ। ইমাম নববী রহ. বলেন, সহীহ হাদীস সম্মলিত নিখুঁত ও একনিষ্টভাবে প্রথম জামি রচনা করেন, ইমাম বুখারী রহ.। আর সহীহ ও হাসান সম্বলিত জামি গ্রন্থ রচনা করেন, ইমাম তিরমিযি রহ.। আস-সিহাহুস সিত্তাহ্ এর মধ্যে দু'টি গ্রন্থই জামি এর অন্তর্ভূক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই এটি জামির অন্তর্ভূক্ত নয়।

ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনকার্ম ও হাদীস সংকলনে তাঁর কর্ম পদ্ধতি (বাংলা, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা)

রহ (মৃত্যুঃ ২৪১ হিজরী), আলী ইবনুল মাদীনী (মৃত্যুঃ ২৩৪ হিজরী), ইবনে মুঈন (মৃত্যুঃ ২৩৩ হিজরী) এর নিকট অভিমত জানতে তা পেশ করে ছিলেন।

সর্বপ্রথম ইবনে মুঈন রহ. ইন্তিকাল করেন ২৩৩ হিজরী সনে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী রচনার কাজ ২৩৩ হিজরী সনে শেষ করেছিলেন। যদিও তারপরে কিছু কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ করেছেন।[২১২]

সহীহ বুখারীর রচনার কাজ তিনি দীর্ঘ ষোল বছরে শেষ করেন। ইমাম বুখারী রহ. নিজে বর্ণনা করেন,

صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة

আমার সহীহ বুখারী রচনা করতে ষোল বছর সময় লেগেছে।[২১৩]

সুতরাং এ হিসাব মতে সহীহ বুখারীর রচনা শুরুর সন ২১৭ হিজরী ধরা হবে। যখন ইমাম বুখারী রহ. এর বয়স মাত্র তেইশ বছর ছিল।[২১৪]

সহীহ বুখারীর নামকরণ

হাদীস বিশারদগণের নিকট সংক্ষিপ্তভাবে কিতাবটি সহীহুল বুখারী বা 'আল জামী' নামে পরিচিত হলেও ইমাম বুখারী স্বয়ং নিজে গ্রন্থটির পূর্ণ নামকরণ করেছেন এভাবেঃ

اَلْجَامِع الصَّحِيح الْمسند من حَدِيث رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسننه وأيامه

---

[২১২] লামে' (৩৭ পৃষ্ঠা)

[২১৩] ওফাইয়াতুল আ'ইয়ান (২/৩৩৫)

[২১৪] লামে' (পৃষ্ঠা ৬২)

আল-জামীঃ এমন সংকলন যার মধ্যে হাদীস শাস্ত্রের আটটি অধ্যায় থাকবে এবং সহীহ বুখারীতে এই আটটি অধ্যায় রয়েছে। আর এ কারণে এটিকে জামী বলা হয়।

আস-সহীহঃ[২১৫] এ কিতাবের সমস্ত হাদীস সহীহ। ইমাম বুখারী রহ. এতে বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী এতে কোন রেওয়ায়েত দুর্বল নেই।

আল-মুসনাদ[২১৬]**ঃ** মুসনাদ বলার কারণ হল, এর হাদীসগুলো মুত্তাসিল সনদে মারফু' আকারে বর্ণিত। যে সব আছার ইত্যাদি বর্ণিত আছে, সেগুলো অধিনস্থ এবং শিরোনামে আছে। শব্দটি গুরুত্বের জন্য এসেছে।

সুন্নাতীহীঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

আইয়্যামিহীঃ শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ইমাম বুখারী রহ. যুদ্ধসমূহের ও জাহেলিয়্যাত যুগের এমন কিছু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জীবনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

---

[২১৫] সহীহ শব্দটি একবচন, বহুবচন হল, সিহাহ। এর আভিধানিক অর্থ হল, বিশুদ্ধ, ত্রুটিমুক্ত, নির্ভুল, যথার্থ, সত্য, সঠিক, সুস্থ। -আল-কাউসার অভিধান (৩২৬)

যে হাদীস নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং দোষ-ত্রুটি ও রোগ থেকে মুক্ত তাই সহীহ।

পরিভাষায় সহীহ বলা হয়, যে হাদীসের সনদের ধারা অক্ষুন্ন ও সর্বস্তরে একজন বর্ণনাকারী থাকে, বর্ণনাকারীগণ সবাই পূর্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী হন, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বর্ণনা অপর বিশ্বস্ত ব্যক্তির বর্ণনার পরিপন্থী হয় না এবং হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার পথে কোন প্রকার গুপ্ত কারণ বা প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকে না এরূপ হাদীসকে সহীহ বলা হয়।

[২১৬] مسند কর্মবাচক বিশেষ্য। অর্থঃ সম্পৃক্ত বা মিলিত বস্তু। মুসনাদ বলা হয়, যার সনদ রাবী থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মিলিত এবং কোথাও কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। মুসনাদের দু'টি শর্তঃ (এক) মুসনাদের জন্য হাদীসটি মারফু তথা হাদীসের মূল বক্তব্যে (মতন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হওয়া জরুরী। (দুই) সনদ মুত্তাসিল হওয়া জরুরী।

সহীহ বুখারী রচনার কারণ

সহীহ বুখারী রচনার কারণ কী ছিলো, তা নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। **এক,** ইমাম বুখারী রহ. এর জীবনী থেকে জানা যায় যে, শুধু দশ বছর বয়স থেকে তাঁর হাদীসে নববী মুখস্থ করার অসীম আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য তিনি বিভিন্ন দেশের সহস্রাধিক মাশায়েখ ও বড় বড় ইমাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে ইমাম বুখারী রহ. এর নিকটে ছয় লক্ষ হাদীসের বিশাল ভান্ডার জমা হয়ে যায়। ৩ লাখ মুখস্থ আর তিন লাখ পাণ্ডুলিপিতে। অতঃপর তাঁর মনে বারবার আসতে লাগলো যে, সহীহ হাদীসগুলিকে একত্র করে প্রত্যেক বিষয়ে তা সন্নিবেশিত করতে পারলে উম্মাতের অনেক ফায়দা হবে। আর এর ভিত্তিতেই তিনি সহীহ বুখারীর সংকলনের কাজ শুরু করেন।

দুই, ইমাম বুখারী রহ.এর তৎকালীন শায়েখ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ একদা ছাত্রদের মজলিসে এ আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন যে,

لَو جمعتم كتابا مُخْتَصرا لصحيح سُنَّةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যদি তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনান দিয়ে একটি সহীহ বিশুদ্ধ গ্রন্থ সন্নিবেশিত করতে!

ঘটনাক্রমে ইমাম বুখারী রহ. সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর মনে বিষয়টি গেঁথে গেল এবং সহীহ হাদীস জমা করার কাজ শুরু করে দিলেন।[২১৭]

তিন, ইমাম বুখারী রহ. একদা স্বপ্নে দেখলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে দাঁড়িয়ে পাখা দ্বারা বাতাস করছিলেন আর পবিত্র দেহ থেকে মাছি উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী বিশেষজ্ঞরা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে মিথ্যা ও অভিযোগগুলো দূর

---

[২১৭] সিয়ারু আ'লামীন নুবালা (১২/৪০১)

করবেন। অর্থাৎ হাদীসের ভান্ডার থেকে জাল ও দূর্বল হাদীসগুলো ছেঁটে বের করে দিবেন। অতঃপর তিনি এ ব্যাখ্যা পাওয়ার পর সহীহ বুখারী রচনার কাজ শুরু করলেন।

চার, হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

من صنف على الْأَبْوَاب وعَلى المسانيد مَعًا كَأبي بكر بن أبي شيبَة فَلَمَّا رَأْي البُخَارِيّ رَضِي الله عَنهُ هَذِه التصانيف وَرَوَاهَا وانتشق رياها واستجلى محياها وجدهَا بِحَسب الْوَضع جَامِعَة بَين مَا يدْخل تَحت التَّصْحِيح والتحسين وَالْكثير مِنْهَا يَشْمَلهُ التَّضْعِيف فَلَا يُقَال لغثه سمين فحرك همته لجمع الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي لَا يرتاب فِيهِ أَمِين وقوى عزمه على ذَلِك

অধিকাংশ হাদীস বিশারদ যখন সনদ আকারে হাদীস সংকলন করতেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধ্যায় ও সনদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, আবু বকর ইবনে আবী শায়বা রহ.। ইমাম বুখারী রহ. এ সকল সংকলন, বর্ণনাধারা, লিখন ও বিন্যাস পদ্ধতি অবলোকন করেন। তখন তিনি দেখতে পান, ঐ সমস্ত কিতাবে সহীহ ও হাসান হাদীস একই স্তরে বিন্যাস্ত এবং পাশাপাশি অনেক যঈফ হাদীসও বিদ্যমান। তখন ইমাম বুখারী রহ. এর মনে দৃঢ়তার সাথে সাড়া দিল যে, এমন হাদীসের গ্রন্থকে মহামূল্যবান বলা যায় না। ফলে তিনি সহীহ হাদীস সংকলন কাজে আত্মনিয়োগ ও সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।[২১৮]

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী কোথায় বসে রচনা করেছেন তা নিয়ে দুই ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রওযায়ে আতহার অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাওযা মোবারকের পাশে বসে সংকলন করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হল, হাতিমে বসে তা সংকলন করেছেন। এখন

---

[২১৮] হাদইয়ুস সারী (৭ পৃষ্ঠা)

একটি প্রশ্ন আসে যে, মক্কা-মদীনায় তিনি তো ষোল বছর অবস্থান করেননি; বরং সর্বোচ্চ চার বছর অবস্থান করেছেন। তাহলে তা কিভাবে সম্ভব হয়? তার জবাব এই যে, তিনি রওযায়ে আতহারে বসেই সমস্ত অধ্যায়কে সন্নিবেশিত করেছেন। এরপর যখন যে হাদীস পেয়েছেন, তাকে সে অধ্যায়ে জমা করেছেন। এরপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাওযার পশে বসে করেছে নাকি মক্কায় হাতিমে কা'বায় বসে করেছেন। কারণ দুটি স্থানের দূরত্ব অনেক বেশি। উত্তর এই যে, তিনি খসড়া প্রস্তুতকরণের কাজ হাতিমে বসে করেছেন আর চুড়ান্তকরণের কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাওযার পাশে বসে চাঁদের আলোতে করেছেন।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. বলেন,

كَانَ يصنف فِيهِ بِمَكَّة وَالْمَدِينَة وَالْبَصْرَة وبخارى فَإِنَّهُ مكث فِيهِ سِتّ عشرَة سنة وَفِي تَارِيخ نيسابور للْحَاكِم عَن أبي عَمْرو إِسْمَاعِيل ثَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ يَقُول أَقمت بِالْبَصْرَةِ خمس سِنِين معي كتبي أصنف وأحج كل سنة وأرجع من مَكَّة إِلَى الْبَصْرَة قَالَ وَأَنا أَرْجُو أَن الله تَعَالَى يُبَارك للْمُسلمين فِي هَذِه المصنفات

ইমাম বুখারী রহ. মক্কা, মদীনা, বসরা এবং বুখারা নগরীতে গ্রন্থটির সংকলনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। কেননা তিনি দীর্ঘ ষোল বছর এ মহান কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। অতঃপর আল্লামা আইনী রহ. মুহাম্মদ ইবনে আলী রহ. এর বর্ণনা উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি আমার জামী গ্রন্থটি নিয়ে বসরায় পাঁচ বছর থেকেছি এবং গ্রন্থ সংকলনের কাজ করেছি। প্রতি বছর হজ্ব শেষে মক্কা থেকে বসরায় ফিরে আসতাম। ইমাম বুখারী রহ. আরো বলেন, আমি মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট আশা-প্রত্যাশা করি,

তিনি যেন আমার এ সহীহ গ্রন্থটির মধ্যে মুসলমানদের জন্য বিশেষ কল্যাণ ও বরকত রাখেন।[২১৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

أَنه ابْتَدَأَ تصنيفه وترتيبه وأبوابه فِي الْمَسْجِد الْحَرَام ثمَّ كَانَ يخرج الْأَحَادِيث بعد ذَلِك فِي بَلَده وَغَيرهَا

وَلَا يُنَافِي هَذَا أَيْضا مَا تقدم لِأَنَّهُ يحمل على أَنه فِي الأول كتبه فِي المسودة وَهنا حوله من المسودة إِلَى المبيضة

ইমাম বুখারী রহ. প্রথমে মসজিদুল হারামে বসে তাঁর সহীহ গ্রন্থ সংকলনের সূচনা, বিন্যাস এবং অধ্যায়সমূহ সাজিয়েছেন। অতঃপর স্বদেশ বুখারা ও অন্যান্য স্থানে সফর করে হাদীস সংকলন করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী আরো বলেন, প্রথম বর্ণনার সাথে দ্বিতীয় বর্ণনার কোন বিরোধ নেই। কেননা হতে পারে, প্রথমে সেখানে পাণ্ডুলিপি সংকলন করেন, তারপর বর্ণিত স্থানসমূহে (রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাওযা মোবারক ও মেম্বরের মধ্যস্থলে) গিয়ে গোসল নামায ও ইস্তিখারা করে নিশ্চিত হয়ে হাদীসের চূড়ান্ত রূপ দান করেন।[২২০]

ইমাম ফিরাবরী রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. আমাকে বলেছেন যে, আমি সহীহ বুখারীর প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করতাম, দুই রাকাআত নামায আদায় করতাম। এরপর এস্তিখারা করে মনোতুষ্টির পর তা আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ করতাম। আর আমি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে সহীহ বুখারী সংকলন করেছি।

---

[২১৯] ওমদাতুল কারী (১/০৫)

[২২০] ফতহুল বারী (১/৪৮৯)

হযরত শায়খুল হিন্দ বর্ণনা করেন, সহীহ্ বুখারীর সংকলনের সময়কাল ষোল বছরই তিনি রোযা রাখেন। আর এই রোয়ার বিষয়টি তিনি কাউকে জানতে দিতেন না।[২২১]

সহীহ বুখারীর হাদীস সংখ্যা

হিসাব নিকাশের দিক থেকে সহীহ্ বুখারীর হাদীস সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম বুখারী রহ. মূলত ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই ও গবেষণা করে সহীহ্ বুখারীতে পুনরুল্লেখ, মুয়াল্লিকাত, মুতাবিআতসহ সর্বমোট ৯০৮২টি হাদীস বর্ণনা করেন। পুনরুল্লেখ ব্যতীত ২৭৬১টি হাদীস সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে।

ইমাম নববী রহ. ও হাফিয ইবনুস সালাহ রহ. এর মতে বুখারী শরীফের হাদীস সংখ্যা ৭২৭৫টি এবং পুনরুল্লেখ ব্যাতিত ৪০০০টি। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনী রহ. তিনটি জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, প্রথমত ফতহুল বারীর ভূমিকায়। যা এইমাত্র আলোচনা করা হল। কিন্তু তার দ্বারা হাদীস সংখ্যা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ফতহুল বারী মিসরী ছাপা ১/৮২ পৃষ্ঠায়। তৃতীয়তঃ ফতহুল বারীর উপসংহারে। শেষের দুই জায়গার বর্ণনা মতে বুখারী শরীফের হাদীস সংখ্যা মুয়াল্লিকাত, মুতাবিআত ছাড়া ২৫১৩ টি। মুকাদ্দামা কিস্তালানীতে (যেটিতে মুকাদ্দামা ফতহুল বারীর নির্যাস রয়েছে) বর্ণিত আছে, বুখারীর হাদীস সংখ্যা ১২৬০০টি। যে সংখ্যাকে আল্লামা শাহ্ আনোয়ার কাশ্মিরী রহ. প্রাধান্য দেন।[২২২]

সহীহ্ বুখারীতে সংকলিত হাদীসের সংখ্যা নিরূপণে উল্লিখিত মতপার্থক্যের কারণ এই যে, ইমাম বুখারী রহ. এই গ্রন্থ দীর্ঘ ষোল বছর কঠিন পরিশ্রম, ত্যাগ ও সাধনার বিনিময়ে সংকলন করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে গ্রন্থটি

---

[২২১] ফযলুল বারী (১/৬১)

[২২২] ফযলুল বারী (১/৭১)

সংকলন হলেও পরবর্তিকালে এতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের কাজ অব্যাহত থাকে। ফলে হাদীস সংখ্যার মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সংকলনের প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা ইমাম বুখারী রহ. থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা হাদীস শ্রবণ করেছেন, উভয়ের বর্ণনার মধ্যে হাদীসের সংখ্যার তারতম্য দেখা দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রবণকারীর নিকট প্রথম পর্যায়ে শ্রবণকারীর তুলনায় ও নতুন সংযোজিত হাদীসের সংখ্যা পৌঁছালে উক্ত তারতম্যের প্রবণতা দেখা দেয়।[২২৩]

মূলতঃ ইমাম বুখারী রহ. থেকে তাঁর হাদীস গ্রন্থ শ্রবণ করেছেন শত-সহস্র লোক। কিন্তু যাঁদের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার ঘটেছে তাঁরা প্রধানত চারজন। এক, ইবরাহীম ইবনে মাকাল ইবনে হাজ্জাজ আন-নাসাফী রহ.। দুই, হাম্মাদ ইবনে শাকের আন-নাসাফী রহ.। তিন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী রহ.। চার, আবু তালহা মনসুর ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাবী রহ.।

ইমাম বুখারী রহ. এর উল্লিখিত চারজন শিষ্য থেকে পরবর্তিকালে অনেকেই এ বিশুদ্ধ কিতাবটি শুনেছেন। বুখারী শরীফের সর্বপ্রধান বর্ণনাকারী আল্লামা ফিরাবরী রহ. সরাসরি ইমাম বুখারী থেকে দু'বার (প্রথমবার ২৪৮ হিজরীতে ফিরাবরী নামক স্থানে। আর দ্বিতীয়বার ২৫২ হিজরীতে বুখারায়) শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট সংরক্ষিত এ গ্রন্থের কপিতে হাম্মাদ ইবনে শাকের রহ.এর কপি থেকে ২০০টি হাদীস বেশি রয়েছে এবং ইবরাহীম ইবনে মাকাল রহ. এর সংরক্ষিত কপি থেকে ৩০০টি হাদীস বেশি রয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সহীহ বুখারীতে ক্রমশ হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রথম পর্যয়ের ছাত্রদের তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়ের ছাত্রদের নিকট সংরক্ষিত কপিতে হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় এ পার্থক্য দেখা দেয়।

---

[২২৩] হাদইয়ুস সারী (৬৫৩ পৃষ্ঠা)

মোটকথা হল, মুসনাদ হাদীস হল-৭৩৯৭টি, তা'লীক সংখ্যা হল-১৩৪১টি, মুতাবী সংখ্যা হল-৩৪৪টি।

ইমাম বুখারী রহ. এর অভ্যাস ও বুখারী শরীফের কিছু বৈশিষ্ট্য

(১) হযরত গাঙ্গুহী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে কোন কারণে রচনাকার্য স্থগিত করলে, তিনি পুনরায় শুরু করার সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ দ্বারা লিখা শুরু করতেন। যার কারণে এ গ্রন্থের মাঝে মাঝে তাসমিয়ার উল্লেখ দেখা যায়।

(২) ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে حُكِيَ, رُوِيَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লামা ইমাম নববী রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এ ধরণের শব্দ দুর্বল তালিকাতের[২২৪] ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

(৩) ইমাম বুখারী রহ. তাঁর গ্রন্থে কিছু কিছু স্থানে قَالَ فُلَان বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস বিশারদগণের মতে, ইমাম বুখারী এ ধরনের শব্দ কেবল সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, যেখানে হাদীস সংকলন ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর মানহাজের শর্তানুযায়ী হাদীস বর্ণিত হয়নি।

(৪) ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে অধ্যায় শেষ করার পূর্বে তার ইঙ্গিত দিতেন। অর্থাৎ তিনি কোন অধ্যায় শেষ করার পূর্বে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করতেন, যাতে করে বুঝা যেত যে, তিনি এ অধ্যায় শেষ করছেন। যেমন, بَدْءُ الوَحْيِ অধ্যায়ের শেষে فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ শব্দটি।

---

[২২৪] তালিকাত হল, সনদের প্রথম দিকে রাবীর নাম বাদ পড়লে। অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ গেলে তাকে মুয়াল্লাক বলে। আর এরূপ হওয়াকেই তালিকাত বলে।

(৫) ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল অথবা ঘটনাকে নিদিষ্ট করে অধ্যায় শিরোনাম করেছেন। অর্থাৎ হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল অথবা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য তা শিরোনাম করেছেন। যেমন,

كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ, كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ, كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ

(৬) কখনো কখনো কোন এক রাবীর হাদীস নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত সহীহ ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে। অতঃপর সে সময়ের পরে তার রেওয়াতেগুলো দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। যেমন মারওয়ান ইবনে হাকীমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তার হাকিম (বিচারক) হওয়ার পূর্বের রেওয়ায়েতগুলো গ্রহণযোগ্য এবং হাকীম হওয়ার পরে তার আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। এ রকম সমস্যাকে ইমাম বুখারী রহ. খুব গুরুত্বে সাথে বিবেচনা করে কেবল তার পূর্বে হাদীসগুলো গ্রহণের অনুমতি দেন।

(৭) সহীহ বুখারীর শুরুর হাদীসের সাথে সর্বশেষ হাদীসের সুপ্ত সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. স্বীয় শায়েখের বক্তব্য বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর শুরুতে إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। আর সর্বশেষ কিতাবুত তাওহীদের سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। দুনো হাদীসের মাঝে গভীর সম্পর্ক হল, আমলের গ্রহণযোগ্যতা পরিছন্ন এবং একনিষ্ঠ নিয়তের মধ্যমেই হয়।

সহীহ বুখারী প্রণয়নের মহান উদ্দেশ্যে

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, সহীহ বুখারী পুরোটাই যেন বিশুদ্ধতাকে আবশ্যক করে রেখেছে। সেখানে কেবল সহীহ হাদীস নিয়ে আসা হয়েছে। যেমনটি তার নাম থেকেই বুঝা যায়।

ইমাম বুখারী রহ. বিশুদ্ধ হাদীস সন্নিবেশ করার পাশাপাশি আরো এমন কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ঘটিয়েছেন, যা এ গ্রন্থের মর্যাদাকে আরো অধিক উন্নত করেছে এবং তাঁর সহীহ গ্রন্থের কল্যাণকর ও গ্রহনীয়তার দিককে চমৎকার ও অভিনব করে তুলেছে। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে হাদীসের মতন থেকে বহু জ্ঞান ও ফিকহী বিষয়াবলী আহরণ করে বিভিন্ন বাবের শুরুতে সেগুলি সংযোজন করেছেন।

তেমনইভাবে তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াতের হুকুমের প্রতি পরিপূর্ণ মননিবেশ করেছেন এবং সেখান থেকে তিনি নান্দনিক ও বিরল অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যাতে কোরআনের ব্যাখ্যা বুঝা আরো সহজ হয়।

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর আসল উদ্দেশ্যে ছিল, হাদীসের সমুদ্র থেকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসকে নির্ণয় করা এবং সেখান থেকে ফিকহ, সীরাত ও তাফসীর উদ্‌ঘাটন করা। তিনি হাদীস গ্রহণের যে শর্তারোপ করেছেন, তা তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন।[২২৫]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী রহ.এর সহীহ বুখারীতে উদ্দেশ্যে ছিল, ইস্তিমবাত বা শরীয়তের হুকুম আহকাম উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি নির্ণয় করা। যার কারণে এ কথা বলা হয় যে, فِقْهُ الْبُخَارِيِّ فِي تَرَاجِمِهِ ইমাম বুখারী রহ.এর জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি-চাতুর্য তাঁর গ্রন্থের পরিচ্ছেদ শিরোনামে লুকিয়ে রয়েছে।[২২৬]

মূলত ইমাম বুখারী রহ. সহীহ হাদীস সংকলনের পর তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন যে, হাদীস অধ্যয়নের সাথে লোকজন যেন এর ভাবার্থ ও নির্দেশিত বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ও উপকৃত হতে পারে, সে জন্য

---

[২২৫] হুজ্জাতুল্লাহিল বালীগা (১/১৫)

[২২৬] লামে' (২৪ পৃষ্ঠা)

তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস্ত করে (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম অলঙ্কৃত করেছেন। যেহেতু দ্বীন ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর শরীয়তের হুকুম-আহকামের পরিসীমা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী রহ.এর সংকলিত হাদীস সংখ্যা খুবই সীমিত। আর সীমিত সংখ্যক হাদীস দ্বারা দ্বীন ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার হুকুম আহকামের পরিসীমা দলীল-প্রমাণ দ্বারা উস্থাপন করা কম কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সংকলিত হাদীসগুলো দ্বারা শরীয়তের আহকামের অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর স্বীয় গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রনয়ন করেছেন।

সহীহ বুখারীর পরিচ্ছেদ শিরোনামের উপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনা

সহীহ বুখারীর অধ্যায়ের শিরোনামই সহীহ বুখারীর একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। যা দুর্বোধ্য ও সূক্ষ্ম সামায়েলের উপর হওয়ার করণে অন্যান্য হাদীসের কিতাবগুলো থেকে আলাদা।

আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী রহ. বলেন, সবচেয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচ্ছেদ শিরোনাম সহীহ বুখারীর। এরপর সুনানে নাসায়ীর। এমনটি মনে হয়, যেন ইমাম নাসায়ী পরিচ্ছেদ শিরোনামের ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ.এর অনুসরণ করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো ইশারা ও ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান করেছেন। ফলে বুখারী অধ্যয়নে تَرْجَمَةُ الْبَابِ এ বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উলামায়ে কেরামের জন্য সমস্যা হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধান করতে মুহাদ্দীস, ফকীহ ও অন্যান্য আলিমগণের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এতে যেন

লুকায়িত রহস্য রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ এর "ترجمة" বা শিরোনামের এই রহস্য ভেদ করতে প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান-বিবেকের তুণ থেকে তীর নিক্ষেপ করতে কোন কসুর করেননি। তবুও বিজ্ঞ আলেমগণের ধারণায় আজও কারো নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষস্থল ভেদেপুরোপুরি সামর্থ্য হয়নি। পরবর্তী মনীষীগণ এ লুকায়িত রত্ন যথাযথ উদ্ধারে গবেষণার মাধ্যমে সর্বশক্তি ও শ্রম ব্যয় করতে থাকেন। রচনা করতে থাকেন কিতাব।

এই বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল,

(এক)

المتوارى على تراجم ابواب البخارى

শায়েখ আল্লামা নাসির উদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, পরিচিতঃ ইবনুল মুনায়্যির আল ইসকেন্দারী রহ.। তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তেমনিভাবে তাঁর ভাই যয়নুদ্দীন আলী ইবনে মুনসুর। তিনিও ইবনুল মুনায়্যির নামে পরিচিত। তিনিও সহীহ বুখারীর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। যা থেকে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা আইনী অনেক উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতে যার বক্তব্য বেশি বেশি উল্লেখ করেছেন।

(দুই)

ترجمان التراجم

শায়েখ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ আল ফিহরী আস সীবতী রহ.। যিনি ইবনে রুশদ নামে পরিচিত। মৃত্যুঃ ৭২১ হিজরীতে। তিনি এ বিষয়ের উপর 'তারজুমানুত তারাজিম' নামক গ্রন্থটি শুরু করে কিতাবুস সিয়াম পর্যন্ত আলোচনা করে তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

(তিন)

فك الاعراض المبهمة فى الجمع بين الحديث والترجمة

শায়েখ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুনসুর ইবনে হামামাহ আল মাগরুবী আল সিজিলমাসী রহ.। মৃত্যুর সাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

(চার)

تعليق المصابيح على ابوب الجامع الصحيح

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আল্লামা শাহ্ আবদুল আযিয মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. 'বুসতানুল মুহাদ্দীসীন' কিতাবের উল্লেখ করেন। যা শায়েখ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ইবনে উমর রহ. রচনা করেন। কিন্তু আমাদেরম দেশে এ সমস্ত কিতাবের কোনটিরই প্রচলন নেই।

(পাঁচ)

شرح تراجم ابواب البخارى

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. এ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. প্রথমে পনেরটি উসূলে তারাজিম বর্ণনা করেন। এরপর তিনি 'কালামে আবওয়াব' এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

(ছয়)

الابواب والتراجم

শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দলবী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন। এছাড়া সহীহ বুখারী তরজমাতুল আবওয়াবের উপর আরো[২২৭] অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

ইমাম দারা কুতনী ও অন্যদের সন্দেহ

সহীহ বুখারীর যে রেওয়ায়েতগুলোর প্রতি ইমাম দারা কুতনী রাহ.সহ অন্যান্যরা যে আপত্তি তুলেছেন, তার সংখ্যা একশো দশটির মত। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী তাঁর বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. পরিপূর্ণভাবে জবাব দেয়ার পর বলেন, আল-হামদুলিল্লাহ! অধিকাংশ আপত্তির পরিপূর্ণ ও সঠিক জবাব দেয়া হয়েছে। কিছু সম্ভব্য জবাবও দেয়া হয়েছে। কিছু

২২৭

(১) شرح مناسبات تراجم البخارى

আবুল হাসান জয়নুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুনসুর

(২) مناسبات على تراجم البخارى

ইবনে জামাআ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সায়াদুল্লাহ আল হামবী

(৩) تراجم البخارى الموسوم مناسبات ابواب صحيح البخارى لبعضها بعضا

বদরুদ্দীন বুলকীনী আবু হাফস উমর ইবনে রাসলান আল মিসরী

(৪) ارار المعانى الغامضة فى تتابع البخارى بالمعارضة

শায়েখ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুনসুর ইবনে হামামাহ আল মাগরুবী আল সিজিলমাসী রহ.

(৫) الدرارى فى ترتيب ابواب البخارى

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল কারাফী রহ.

(৬) شرح تراجم البخارى

মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্দলবী রহ.

জায়গায় শক্তভাবেও বলা হয়েছে। সুতরাং যখন কোন সৃজনশীল অন্তর গভীরভাবে এ জবাবগুলো পর্যবেক্ষণ করবে, তখন রচয়িতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

আর এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, উলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা তাঁর সৃজনশীলতাকে অন্যান্য সকল হাদীসের কিতাব থেকে অনন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, তা তার যথাযথ প্রাপ্য ছিল।

আপত্তিকারীদের আপত্তির মানদন্ড ছিল খুবই সাধারণ এবং তা ছিল জমহুর উলামাদের মতের বিরোধী। সুতরাং তারতম্য সমন্বয় করার সময় সহীহাইনই প্রধান্য পেয়েছে।[২২৮]

তিনি আরো বলেন,

يَنْبَغِي لكل منصف أَن يعلم أَن تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه

প্রত্যেক সৃজনশীল অন্তরের মানুষের এ কথা বুঝা উচিত যে, ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থে যে সমস্ত রাবী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর নিকটে সে সমস্ত রাবীর আদেল ও সহীহুল হিফয হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে।[২২৯]

এ জন্য জমহুর উলামা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে সহীহাইন বলেছেন। তারপরেও এমন একটি বিশদ কিতাবে ছোট খাঁটো ভুল বা তাসামু থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এতে তাকে শ্রেষ্ঠ হওয়া থেকে বিরত রাখে না।

তবে কিছু জায়গাতে ইমাম বুখারী রহ.এর তাসামু[২৩০] হয়েছে। যা বুখারী অধ্যায়নকারী প্রত্যেক ছাত্রকে জানতে হবে। আর এর বিস্তারিত আলোচনা লামেউদ দারারী গ্রন্থে রয়েছে।

---

২২৮ লামেউদ দারারী (৬ পৃষ্ঠা)

২২৯ ফতহুল বারী (১/৩৮৪)

[২৩০] ইমাম বুখারী রহ. এর নিজের সমস্ত জ্ঞানগত ও শাস্ত্রগত পূর্ণাঙ্গতা সত্ত্বেও একজন মানুষ ছিলেন। এ জন্য সহীহ বুখারী সংকলনে তাঁর থেকে ভুল-বিস্মৃতি পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। যাঁরা মানে করেন, সহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীসই সহীহ এবং সূত্র ও মূলপাঠের বিবরণ ইমাম বুখারী রহ. থেকে ভুল হয়নি, তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। যথার্থ হল, সহীহ বুখারীতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। সহীহ বুখারীতেও এরূপ অনেক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যারা কাদরিয়া, জাহমিয়া, শিয়া, নাসিবী ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী। তাছাড়া বুখারী শরীফে এমন রাবীও আছেন, যারা মুনকারুল হাদীস এবং ওয়াহামী (ভুলের শিকার)। এসব বিস্তারিত বিবরণ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদইয়ুস সারী মুকাদ্দামায়ে ফতহুল বারীতে দিয়েছেন। পৃষ্ঠা ৩৮৪-৪৫৬

ইমাম বুখারী রহ. এর উপর যেসব প্রশ্ন ও সমালোচনা হয়েছে, সেগুলো প্রতিহত করতে গিয়ে স্বীয় পূর্ণ ফিকহী ও ইলমী মেধা খরচ করে বলতে হল, প্রত্যেক নিপূন তেজী ঘোড়াও হোঁচট খায়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর নিম্নোক্ত মূল্যবান বানীটির উদ্ধৃতি দেন,

وقال ابنُ مَعِين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ إنما أعجب ممن يحدث فيصيب

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ. বলেছেন, কেউ হাদীস বর্ণনায় ভুল-বিচ্যুতির শিকার হলে এতে আমার কোন তাজ্জব নেই। আমার তো বিস্ময় হয়, ভুল না করলে। লিসানুল মিযান (১/১৭)

কিন্তু বুখারীর সমালোচিত রাবীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, এসব রাবীদের ব্যাপারে অন্যরা সমালোচনা করেছেন। যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. এর নিকট সেগুলো প্রমাণিত নয়, এ জন্য তিনি সে সব বর্ণনাকারীর হাদীস স্বীয় সহীহ বুখারীতে নিয়েছেন।

কিন্তু এর কি উত্তর, সহীহ বুখারীতে এরূপ বর্ণনাকারীর সংখ্যাও অনেক, যাদের সমালোচনা স্বয়ং ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থাবলীতে করেছেন। যেমন, (এক) بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ এর অধীনে ইমাম বুখারী রহ. সূত্র সহকারে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ»

এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, আতা ইবনে আবু মাইমূনা। তার সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুয যুয়াফা'ইস সাগীর এর ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখেন,

عَطاء بن اَبِي مَيْمُونَة أَبُو معَاذ مولى أنس وَقَالَ يزِيد بن هَارُون مولى عمرَان بن حُصَيْن وَكَانَ يرى الْقدر

আবু মুয়াজ আতা ইবনে আবু মাইমূনা ছিলেন, হযরত আনাস রা. এর গোলাম। ইয়াজিদ ইবনে হারুন বলেছেন, তিনি ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর গোলাম ছিলেন। তিনি কাদরিয়া ফিরকার আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

এ জন্য হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার সম্পর্কে বলেন,

وَقَالَ البُخَارِيّ وَغير وَاحِد كَانَ يرى الْقدر

হাদউয়ুস সারী (৪২৫), তাহযীবুয তাহযীব (৭/২৬১)

(দুই) ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে

بَابُ بَعْثِ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذٍ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ এর অধীনে একটি হাদীস সূত্রসহ উল্লেখ করছেন-

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ هُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي

এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী হলেন, আইয়ূব ইবনে আইয। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুয যুয়াফা'ইস সগীর ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন,

أَيُّوب بن عَائِذ الطَّائِي كَانَ يرى الإرجاء

আইয়ূব ইবনে আইয মুরজিয়া আকিদাহ পোষণকারী ছিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী লিখেন,

وَقَالَ البُخَارِيّ كَانَ يرى الإرجاء

আল্লামা ইবনুল মুবারক বলেন,

وقال ابن المبارك كان صاحب عبادة ولكنه كان مرجئا

তিনি ইবাদতকারী ছিলেন। তবে তিনি মুরজিয়া ছিলেন। -তাহযিবুত তাহযিব ১/৪০৪

হাফেয যাহাবী রহ. এর উপর বিস্ময়ের সুরে লিখেন,

قال الذهبي في الميزان كان من المرجئة قاله البخاري، وأورده في الضعفاء لإرجائه، والعجب من البخاري يغمزه، وقد احتج به

আবু আইয়ূব মুরজিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. মুরজিয়া হওয়ার কারণে তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি বিস্ময় হয় যে, তিনি তার বিরুদ্ধে সমালোচনাও করেন এবং তাদ্বারা প্রমাণও পেশ করেন। অর্থাৎ তার রেওয়ায়েত গ্রহণও করেন।

(তিন) এমনিভাবে আরেক বর্ণনাকারী হলেন, ইসমাঈল ইবনে আবান আল ওয়াররাক আল কূফী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুয যুয়াফা'ইস সগীর গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন,

إِسْمَاعِيل بن أبان عَن هِشَام بن عُرْوَة مَتْرُوك الحَدِيث كنيته أَبُو إِسْحَاق كُوفِي

ইসমাঈল ইবনে আবান যিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন। তার হাদীস পরিতাজ্য। তার উপনাম আবু ইসহাক কূফী।

ইমাম বুখারী রহ. তার হাদীস পরিতাজ্য বলে উল্লেখ করেন, অথচ এই পরিত্যক্ত ব্যক্তি থেকে একটি নয়; বরং অনেক হাদীস ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে রেওয়ায়েত করেছেন। তবে হাফেয হাজার আসকালানী বলেন,

إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق الْكُوفِي أحد شُيُوخ الْبُخَارِيّ وَلم يكْثر عَنهُ

ইসমাঈল ইবনে আবান আল ওয়াররাক আল কূফী ইমাম বুখারী রহ. এর একজন উস্তাদ। ইমাম বুখারী রহ. তার সূত্রে অনেক বেশি হাদীস গ্রহণ করেননি। হাদইয়ুস সারী (৩৯০ পৃষ্ঠা) উপরোক্ত রাবীগণ ছাড়া আপনি ইমাম বুখারী রহ. এর কিতাবুয যুয়াফা' অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন, নিম্নোক্ত রাবীগণের ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. সমালোচনা করেছেন। তথা স্বয়ং তিনি সে সব রাবীকে অভিযুক্ত এবং দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর সহীহ বুখারীতে তাদের রেওয়ায়েতও গ্রহণ করেছেন। আর তারা হলেন,

যুবাইর ইবনে আহমদ তাইমী, সাঈদ ইবনে আবু আরুবা, আবদুল্লাহ ইবনে লাবীদ, আবদুল মালিক ইবনে আমিন, আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ, কাহমাস ইবনে মিনহাল, আতা ইবনে ইয়াযিদ। ইমাম বুখারী তাদের সমালোচনা করেছেন। ইমরান ইবনে হিত্তানের ন্যায় খারেজী; বরং খারেজী শীর্ষ নেতা থেকেও একটি রেওয়ায়েত كِتَابُ اللِّبَاسِ এর (৫৮৩৫ নং হাদীস) গ্রহণ করেছেন। এই ইমরান সেই, যে সাইয়্যেদেনা হযরত আলী রা. এর হত্যাকারী ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের ন্যায় বতবখতের শোকগাথা লিখেছে।

ایک تقی نے کسی اچھی ضرب لگائی ☆ جس سے اسکی نیت خدا کی رضا حاصل کرنی تھی

সে যে আলী রা. কে হত্যা করেছে এর প্রশংসা করেছে। এই ইমরান ছিল, একজন কবি। সে তার কাব্যে বলেছে, একজন পরহেজগার ব্যক্তি কতই সুন্দর আঘাত এনেছে। যার ফলে তার নিয়্যত ছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এরূপভাবে যে বতবখত ইমরান অন্য বদবখত (ইলমের শহর আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদেনা হযরত আলী রা. এর ঘাতক) কে মুত্তাকী সাব্যস্ত করেছে। রহমত ও সন্তুষ্টিরও যোগ্য সাব্যস্ত করেছে। তাজ্জবের বিষয় হল, ইমাম বুখারী রহ. তার রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে স্থান দিয়েছেন।

(দুই) মারওয়ান ইবনে হাকামের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবি থেকেও كِتَابُ الْمَنَاقِبِ দু'টি রেওয়ায়েত নিয়েছেন। এই সে মারওয়ান যার ষড়যন্ত্র ও কূটচালের কারণে আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদেনা হযরত উসমান রা. শাহাদত লাভ করেন। যে হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. ন্যায় আশারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন সদস্যকে তীর নিক্ষেপ করে আহত করেছে। যার যখমের কারণে তিনি শহীদ হন।

(তিন) বুখারীর কিতাবুত তাফসীরের সূরা আনফালের অধীনে একটি সনদে ইবনে আবু নাযীহ নামক একজন রাবী এসেছে। তিনি হলেন, আবদুল্লাহ। ইবনে আবু নাযীহ এর নাম হল, ইয়াসার সাকাফী। ইয়াহইয়া আল কাত্তান রহ. বলেন, كَانَ قدريا قَالَ يحيى الْقطَّان: সে কাদরিয়া আকিদায় বিশ্বাসী ছিল। উমদাতুল কারী (১৯/২০৭)

সনদের বিবরণে ভুল-ত্রুটিঃ

দুর্বল রাবীদের থেকে বর্ণনা করা ছাড়াও কোন কোন স্থানে ইমাম বুখারী রহ. থেকে বর্ণনাকারীর নামও ভুল হয়েছে। যেমন সহীহ বুখারী ২/৭৩২ তে দ্বিতীয় লাইনে আছে, وَقَالَ عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ তিনি হলেন আতা খুরাসানী। যিনি দুর্বল। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. তাকে আতা ইবনে আবু রাবাহ মনে করে বর্ণনা করে ফলেছেন। যেমন আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেছেন,

لكن البخاري ما أخرجه إلا أنه من رواية عطاء بن أبي رباح لأن الخراساني ليس على شرطه

কাস্তালানী, তাফসীরে সূরা নূহ (৭/৪০১)

(দুই) বুখারী ১/৯১ এর بابٌ إِذَا أُقِيمَتِ الصلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ এর অধীনে (৬৬৩ নং) হাদীসের সনদ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ

এ সনদে ইমাম বুখারী রহ. থেকে দু'টি ভুল হয়েছে, (১) সনদে 'মালিক ইবনে বুহাইনা বলেছেন' দ্বারা বুঝা যায়, বুহাইনা মালিক এর আম্মা। অথচ বুহাইনা মালিক এর স্ত্রী। হযরত আবদুল্লাহ রা. এর আম্মা।

(২) সনদ পরিবর্তনের পর বলেছেন,

سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا

'এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেছেন মালিককে'। অথচ এর বর্ণনাকারী মালিকের ছেলে আবদুল্লাহ। মালিক তো বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলামও গ্রহণ করেননি।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وَحكم الْحفاظ يحيى بن معِين وَأحمد وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ والإسماعيلي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو مَسْعُود وَآخَرُونَ عَلَيْهِم بالوهم فِي موضِعين أَحدهمَا أَن بُحَيْنَة وَالِدَة عبد الله لَا وَالِدَة مَالك. والآخران الصُّحْبَة وَالرِّوَايَة لعبد الله لَا لمَالِك

তাঁরা (উল্লেখিত সকলেই) বলেন, দু'জায়গাতে সন্দেহ রয়েছে, ১. বুহাইনা আবদুল্লাহ রা এর মা, মালিকের নয়। ২. সাহাবী ও রাবী আবদুল্লাহ, মালিক নয়। ফতহুল বারী (২/১৪৯) উমদাতুল কারী (৫/১৮৩)

মুসলিম ও নাসায়ীতেও এ সনদের বিবরণ রয়েছে। কিন্তু তাদের সনদে এই ভুলগুলো নেই।

(তিন) সহীহ বুখারী শরীফের ২য় খন্ডে بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ এর অধীনে (৪২০৩ নং) হাদীস রয়েছে, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْنَا خَيْبَرَ এর একটি সনদে ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেছেন,

قَالَ لِزُهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এর উপর ইমাম আলী জুব্বায়ী প্রশ্নোত্থাপন করেছেন যে, বিশুদ্ধ হল, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. আবদুর রহমানের স্থলে আবদুল্লাহই লিখেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وهم فِي قَوْله قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ عَبْدَ الله بن عبد الله لَا يعرف وَالصَّوَاب إِن شَاءَ الله عبد الرَّحْمَن بن عبد الله وَهُوَ بن كَعْب قَالَ وَكنت أَظن أَن الْوَهم فِيهِ مِمَّن دون البُخَارِيّ إِلَى أَن رَأَيْته فِي التَّارِيخ قد سَاقه كَمَا سَاقه فِي الصَّحِيح سَوَاء(১/৩৬৯) ফতহুল বারী

হাদীসের মূল পাঠে দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ভুলঃ

(এক) সহীহ বুখারীর كِتَابُ الزَّكَاةِ একটি (১৪২০নং) হাদীস এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরর নিকট তাঁর কোন স্ত্রী আরয করলেন, আমাদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম কে আপনার সাথে মিলিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ। এ কথা শুনে সবাই একটি কাঠ নিয়ে নিজ নিজ হাত মাপতে লাগলেন। বস্তুতঃ তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদা রা. এর হাত সবেচেয়ে দীর্ঘ। অতঃপর আমরা জানতে পারলাম, দীর্ঘ হাত দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, সদকা এবং হযরত সাওদা রা. সর্বপ্রথম ওফাত লাভ করেন। তিনি দান-সদকা করতে ভালবাসতেন।

এ হাদীসে وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ বাক্যটিতে كَانَتْ এর যমীর বাহ্যত হযরত সাওদা রা. এর দিকে ফিরেছে। যার অর্থ হল, পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম সাওদা রা. এর ওফাত হয়েছে। অথচ সমস্ত সীরাতবিদ ও ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম ওফাত হয়েছে, হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ রা. এর। তাঁর ইন্তিকাল হযরত উমর রা. এর খিলাফতকালে ২০ হিজরীতে। আর হযরত সাওদা রা. এর ওফাত হয়, হযরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে ৫৪ হিজরীতে। উমদাতুল কারী (৮/২৮২)

(দুই) সহীহ বুখারীর بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا তথা 'স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে শোক পালন' অনুচ্ছেদে (১২৮০ নং) হাদীসে রয়েছে,

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا

হযরত যয়নাব বিনতে আবু সালামা

থেকে বর্ণিত, যখন শাম থেকে আবু সুফিয়ানের ইন্তিকালের সংবাদ আসে, তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা. তৃতীয় দিন হলুদ রঙ্গের সুঘ্রাণ আনিয়ে নিজের গণ্ডদেশে এবং হাতে মাখিয়েছেন। (শোক খতম করে দিয়েছেন)

ইমাম বুখারী রহ. এর এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু সুফিয়ান রা. এর ইন্তিকালের সংবাদ শাম থেকে এসেছিল। যার সুস্পষ্ট অর্থ হল, হযরত আবু সুফিয়ান রা. এর ওফাত শামে হয়েছিল। অথচ এটা ভুল তথ্য। সমস্ত ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, আবু সুফিয়ান রা. এর মৃত্যু হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায়। এ জন্য হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী রহ. লিখেন,

وَفِي قَوْلِهِ مِنَ الشَّامِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَقِيلَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ تَقْيِيدَهُ بِذَلِكَ إِلَّا فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ هَذِهِ وَأَظُنُّهَا وَهْمًا

এই রেওয়ায়েতে مِنَ الشَّامِ (শাম থেকে) শব্দটির উপর প্রশ্ন হয়। কারণ মুহাদ্দিসীন ও ঐতিহাসিকগণের ঐক্যমত্য রয়েছে যে, আবু সুফিয়ান রা. এর ওফাত হয়, মদিনা মুনাওয়ারায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, ৩২ অথবা ৩৩ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়। এ ঘটনায় 'শামের' কথা সুফিয়ান ইবনে উনায়নার বিবরণ ছাড়া অন্য কোথাও আমি দেখিনি। আমার ধারণা, এটা বর্ণনাকারীর ভুল। ফতহুল বারী (৩/১৪৭)

বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা গেল, ইমাম বুখারী রহ. এই রেওয়ায়েতটি বুখারীতে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারেননি।

(তিন) ইমাম বুখারী রহ. بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا এর অধীনে (৩৯৮৯ নং) এবং بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيعِ এর অধীনে (৪০৮৬ নং) একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন,

وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ

অর্থাৎ হযরত খুবাইব রা. হারিস ইবনে আমিরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছেন।

এ দীর্ঘ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল জিহাদেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রতিটি স্থানে বাক্য এটিই। যাদ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী রহ. এর এখানে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। মূলতঃ খুবাইব নামের দু'জন ব্যক্তি রয়েছেন। ১. খুবাইব ইবনে আদী খাযরাজী রা., ২. খুবাইব ইবনে ইসাফ আওসী রা.। সমস্ত আহলে মাগাযী এ ব্যাপারে একমত যে, যে খুবাইব বদর যুদ্ধে হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছিলেন, তিনি হলেন, আওস গোত্রের খুবাইব ইবনে ইসাফ রা.। আর ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসে যে খুবাইবের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তাকে পৌত্তলিকরা গ্রেফতার করে মক্কায় শুলিতে চড়িয়েছিল। আর তিনি হলেন খুবাইব ইবনে আদী রা.। তিনি না বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, না হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছেন। অতএব তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. এর এই বক্তব্য যথার্থ নয় যে, খুবাইব রা. হারিসকে হত্যা করেছেন। এ জন্য আল্লামা কাসতালানী রহ. লিখেন,

قال الشرف الدمياطي: لم يذكر أحد من أهل المغازي أن خبيب بن عدي شهد بدرًا ولا قتل الحارث بن عامر، وإنما ذكروا أن الذي قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن يساف وهو غير خبيب بن عدي وهو خزرجي وخبيب بن عدي أوسي

শরহে কাস্তালানী (ইরশাদুস সারী) ৬/৩১৩, ফতহুল বারী ৭/৩৮২

(চার) ইমাম বুখারী রহ. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ এর অধীনে (৪৩২৮নং) হাদীসে লিখেছেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ

এর দ্বারা বুঝা যায়, জি'ইররানা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত। অথচ এটা বিশুদ্ধ নয়। আল্লামা কাসতালানী রহ. বলেন,

والصواب بين مكة والطائف وبه جزم النووي وغيره

বিশুদ্ধ হল, মক্কা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত। ইমাম নববী রহ. প্রমূখ এ ব্যাপারে নিশ্চিত উক্তি করেছেন। ইরশাদুস সারী (৬/৪১০)

(পাঁচ) بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرٍو القُرَشِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর অধীনে একটি দীর্ঘ হাদীসে (৩৬৯৬ নং) বর্ণনা করেছেন,

ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ

এরপর হযরত উসমান রা. হযরত আলী রা.কে ডেকে বেত্রাঘাত লাগানোর নির্দেশ দেন। ফলে তিনি ৮০টি বেত্রাঘাত ওয়ালীদকে লাগান।

ইমাম বুখারী রহ. এই রেওয়ায়েতে ৮০ কোড়া মারার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ وَالْوَهَمُ فِيهِ مِنَ الرَّاوِي

মা'মারের রেওয়ায়েতে আছে, ওয়ালীদকে ৪০টি বেত্রাঘাত লাগিয়েছেন। মা'মারের এই রেওয়ায়েতটি বুখারীর ৫৪৭ পৃষ্ঠায় আছে। পক্ষান্তরে এটি ইউনুসের রেওয়ায়েত বুখারীর ৫২২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েত থেকে বিশুদ্ধতম। এই ইউনুসের রেওয়ায়েতে বর্ণনাকারীর ভুল হয়ে গেছে।

ফতহুল বারী (৭/৫৭) উমদাতুল কারী (১৬/২০৪)

(ছয়) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ এর অধীনে (২১২২নং) হাদীসে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ، لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ

একটি ভুল বুঝাবুঝির সমাধান

সহীহাইনের[২৩১] প্রতি আরো একটি আপত্তি তোলা হয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও অন্যান্য ইমাম রহ.গণ এমন অনেক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু সেগুলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত নেই। তাহলে তা সবচেয়ে সহীহ হওয়ার উদ্দেশ্যেই বা কী ?

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার দিনের বেলা বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। আমি এবং তিনি উভয়েই নীরব ছিলাম। এক পর্যায়ে বনূ কায়নুকার বাজারে এলেন এবং হযরত ফাতিমা রা. এর ঘরের আঙ্গিনায় বসে পড়লেন।
এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হযরত ফাতিমা রা. এর ঘর ছিল বনূ কায়নুকার বাজারে। অথচ বাস্তবতা কিন্তু তা নয়; বরং হযরত সাইয়্যিদা ফাতেমা রা. এর ঘর ছিল, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহধর্মীনীগণের ঘরগুলোর মাঝে। বর্ণনাকারীর এই রেওয়ায়েত ভুল হয়েছে। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে এই ভুল নেই। (২৪২১নং হাদীস) তাতে রয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনূ কায়নুকার বাজারে তাশরীফ আনেন। এরপরে ফিরে এসে হযরত ফাতিমা রা. এর আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন। এ জন্য হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

قَالَ الدَّاوُدِيُّ سَقَطَ بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّاقِلِ أَوْ أَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ لِأَنَّ بَيْتَ فَاطِمَةَ لَيْسَ فِي سُوقِ بني قينقاع انْتهى وَمَا ذكره أَولَا احْتِمَالًا هُوَ الْوَاقِعُ

দাউদী বলেন, বর্ণনাকারী থেকে হাদীসের কিছু শব্দ ছুটে গিয়েছে। অথবা তিনি এক হাদীসকে অপর হাদীস দ্বারা প্রবিষ্ট করেছেন। কারণ হযরত ফাতিমা রা. এর ঘর বনূ কায়নুকার বাজারে ছিল না। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, দাউদী প্রথম যে সম্ভবনার কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ বর্ণনাকারী থেকে কিছু শব্দ ছুটে গিয়েছে। মূলতঃ ঘটনা তাই। -ফতহুল বারী (৪/৩৪১)
ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য সহীহ বুখারী রচনায় শুধু সহীহ হাদীসগুলো সংকলনই নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হল, হাদীস থেকে মাসায়েল উৎসারণ করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অধীনে তিনি শিরোনামগুলো কায়েম করেছেন। মানবিক দাবী অনুযায়ী মাসায়েল উৎসরণেও ইমাম বুখারী রহ. এর থেকে পদস্খলন ঘটেছে। এর সংখ্যা অনেক। আমার গ্রন্থটি অনুবাদ গ্রন্থ হওয়ায় টিকা হিসেবে এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে এ শিরোনামে যা কিছু আলোচনা করা হল, তা নসরুল বারীর মুকাদ্দমা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ফতহুলবারী, উমদাতুল কারী, নসরুল বারীসহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ গুলো অধ্যয়ন করার অনুরোধ করছি।-অনুবাদক

[২৩১] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমীরুর হাজ্জ হাম্বলী রাহ. এই আপত্তির জবাবে বলেন, সহীহাইনের সহীহ হওয়া পরবর্তীদের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ছিলেন, এর পূর্বের সময়কার। তাঁরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৩২]

আল্লামা কাওছারী রহ. বলেন, শায়েখাইন ও আসহাবে সুনান ইত্যাদি ফিকহে ইসলামীর পরে সৃষ্টি হয়েছে এবং হাদীসের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্ত আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যাঁরা অনেক পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁদের নিকট মারফু ও মাওকুফ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের ফতোয়ার ভাণ্ডার উপস্থিত ছিল। আর তাঁদের দৃষ্টি কেবল হাদীসের প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। আজ আমাদের সামনে সে সময়ের যে সমস্ত হাদীসের কিতাব বা রচনা উপস্থিত আছে, তা তো আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র দ্বারা রচিত হয়েছে। এজন্য উচ্চ স্তরের হওয়ার কারণে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের জন্য হাদীসের সনদের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া সহজ কাজ ছিলো। অতঃপর মুজতাহিদীনের কোন হাদীস দ্বারা উদ্ধৃতি দেয়া সে হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য দলিল। কুতুবে সিত্তার প্রয়োজনীয়তা এবং সেখান থেকে দলীল প্রদান করা কেবল পরবর্তীদের জন্য বিশেষত।[২৩৩]

---

[২৩২] আত তাকরীর ওয়াত তাহবীর (৩/৩০)

[২৩৩] লামেউদ দারারী (৮৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ না করার কারণ

কথিত আছে, ইমাম বুখারী রহ. যেহেতু হানাফীদের প্রতি নাখোশ ছিলেন। তাই তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে রেওয়ায়েত করেননি। আল্লামা যায়লায়ী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. কঠিন পক্ষপাতিত্ব এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মসলকের বিরুদ্ধে অনুপযোগী সমালোচনার কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কোন রেওয়ায়েত তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেননি।[২৩৪]

তেমননিভাবে 'ক্বলা বা'জুন নাস' (কতক লোক বলেন) বলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উপর আপত্তি তুলেছেন এবং তাঁর উপর হাদীস বিরোধীতার আভিযোগ তুলেছেন।

মাওলানা আবদুর রশিদ নূমানী লিখেন, ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সাথে ঐ রীতিনীতিই অবলম্বন করেন, যা তিনি ইমাম জা'ফর সাদিক রহ.এর সাথে করেছেন। আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম জা'ফর সাদিক রহ.কে ইমাম বুখারী রহ. দলিলের উপযুক্তই মনে করেন না। যদিও তিনি জমহুর উলামাদের নিকট সিকাহ ছিলেন।[২৩৫]

কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনদের ব্যাপারে বৈরিতা ও পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ করা উচিত হবে না। কারণ আকারিরদের মর্যাদা তাঁর দ্বারা বৃদ্ধি পায়। আল্লামা কাওছারী এ ব্যাপারে সঠিক ও সুবিচারক মতামত প্রকাশ করেন, তিনি লিখেন, একটি বিষয় আমাদেরকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয় যে, ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কোন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেননি ঠিকই। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অল্প বয়েসী ছাত্রের সাথে সাক্ষাত ও তাঁর থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ দু'টিই প্রমাণিত। তেমনই ভাবে ইমাম বুখারী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কতক ছাত্রের সাথে সাক্ষাত করেন। যদিও ইমাম

---

[২৩৪] নসবুর রায়াহ (১/৩৫৫)

[২৩৫] মা তামাস্‌সু ইলাইহিল হাজাহ (২৮ পৃষ্ঠা)

শাফেয়ী রহ. থেকে তিনি কোন রেওয়ায়েতই স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী রহ.এর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর সাথে বেশি বেশি চলা-ফেরা ও মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। তারপরেও তিনি তাঁর থেকে মাত্র দু'টি রেওয়ায়েত নিজের কিতাবে বর্ণনা করেন। একটি ত'লিকান ও অন্যটি ওয়াসেতাই।

ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ.এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ. থেকে স্বীয় কিতাব রচনায় পুরোপুরি ইলমী উপকার লাভ করেছেন। তারপরেও তিনি স্বীয় কিতাব সহীহ মুসলিমে ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেননি। ইমাম আহমদ রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন এবং তিনি তাঁর থেকে মুয়াত্তা মালেক শ্রবণ করেন। তারপরেও তিনি ইমাম মালেক রহ. এর কেবলমাত্র পাঁচটি রেওয়ায়েত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ কিতাবে বর্ণনা করেন। এ সমস্ত ঘটনা ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের এখলাস ও তাঁদের দ্বীনদারী থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের হাদীসের রেওয়ায়েতকারী পৃথিবীর চতুর্দিকেই ছড়িয়ে ছিলো। তা নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার কোন সম্ভবনা ছিলো না। আর এ জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম কেবল সে সমস্ত রাবীদের রেওয়ায়েতের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, যা নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার সম্ভবনা ছিলো। আর এ জন্যই সে সব মুহাদ্দিসীনে কেরামের চরিত্র সর্বপ্রকার হিংসা ও পক্ষপাত থেকে পবিত্র।[২৩৬]

সহীহ বুখারীর পরিচ্ছেদ শিরোনাম

ইমাম বুখারী রহ. বিভিন্ন পদ্ধতিতে, ভিন্ন ভিন্ন নামে সহীহ বুখারীর পরিচ্ছেদ শিরোনাম দিয়েছেন।

এক, পরিচ্ছেদ শিরোনামে কোরআনের আয়াত। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর গ্রন্থে (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনামে পবিত্র কোরআনের আয়াত

[২৩৬] হাশিয়ায়ে শুরুতুল আইম্মাহ (৫০ পৃষ্ঠা)

আনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন তিনি কখনও পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান এভাবে লিখেছেন, "পরিচ্ছেদ আল্লাহর বানী" পরিচ্ছেদ নং (১৯, ২১৯)

(بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا})

(بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ})

দুই, কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনামে কোরআনের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) উল্লেখ না করেই সরাসরি কোরআনের আয়াত দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (১৭, ১০৬৩)

بَابٌ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}

بَابُ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ}

তিন, ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়নে কোরআনের আয়াত লিখার ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (১২৭৭, ১৭১৪)

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}

بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

চার, কখনো কখনো এক আয়াত দিয়ে একাধিক পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রদান করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (১২৮২, ১২৮৭)

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

بَابُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}

পাঁচ, কখনো কখনো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়ন করতেন এবং তা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করতেন। যেমন কিতাবুল ঈমানের প্রথম পরিচ্ছেদ।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

ছয়, কখনো ইমাম বুখারী রহ. হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে শিরোনাম হিসেবে লিখতেন। কিন্তু তা হাদীস হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করতেন না। যেমন,

بَابُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

এখানে পরিচ্ছেদ শিরোনাম হাদীস। অথচ তা হাদীস হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়নি।

সাত, কখনো কখনো তিনি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে শিরোনাম হিসেবে লিখতেন। কিন্তু তার মধ্যে অল্প একটু পরিবর্তন আনতেন। আর তখন তার উদ্দেশ্য হাদীসের ব্যাখ্যা করা। যেমন,

بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لاَ يَنْفِرُوا

আলোচ্য হাদীসের মধ্যে 'كَرَاهَةَ السَّآمَةِ' এসেছে। আর ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে 'السَّآمَةِ' এর তাফসীর نَفْرٌ দ্বারা করেছেন।

আট, কখনো ইমাম বুখারী রহ. এমন হাদীসকে পরিচ্ছেদ শিরোনাম বানিয়েছেন। যা তাঁর শর্ত অনুযায়ী সহীহ নয়। তারপর তিনি নিজের উদ্ধৃতি দ্বারা উক্ত রেওয়ায়েতকে সমর্থন করেছেন। যেমন, অযু ও যাকাত অধ্যায়।

بَابٌ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

بَابٌ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ،

এটি একটি রেওয়ায়েতেরই দু'টি অংশ। ইমাম মুসলিম রহ. ও ইমাম তিরমিযি রহ. এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. একটি অংশকে কিতাবুল অযু ও অন্যটি কিতাবুয যাকাতে পরিচ্ছেদ শিরোনাম করেছেন। তেমনইভাবে কিতাবুস সালাতের মধ্যে

بابٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ

দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম করেছেন। আর তা ইমাম মুসলিমের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এছাড়াও ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়েত দ্বারা

بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নয়, তেমনইভাবে ইমাম বুখারী রহ. প্রথমে পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়ন করেন। অতঃপর তাকে প্রমাণ করার জন্য এমন রেওয়ায়েতের সহায্য নিয়েছেন, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত নেই। যেমন,

بَابُ دَلْكِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ المَحِيضِ

এ বাবের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত রেওয়ায়েত রয়েছে, সেখানে কোথাও 'ذَلِكَ' উল্লেখ নেই। এমনকি সহীহ বুখারীর কোথাও এমন রেওয়ায়েত উল্লেখ নেই, যেখানে 'ذَلِكَ' উল্লেখ রয়েছে। তবে সহীহ মুসলিমে এমন রেওয়ায়েত রয়েছে, যেখানে 'ذَلِكَ' উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, ইমাম বুখারী নিজ পক্ষ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন রেওয়াতের সাহায্য নিয়েছেন, যা তাঁর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ নেই।

দশ, কখনো ইমাম বুখারী রহ. সংক্ষিপ্ত আকারে শিরোনাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন কিতাবুল অযুর মধ্যে পরিচ্ছেদ শিরোনাম

بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ

দ্বারা করেছেন। আর তার অধীনে ইমাম বুখারী রহ. আছার (সাহাবীদের কাজ ও কথা) বর্ণনা করেছেন।

وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. প্রমাণ করতে চান যে, হযরত উমর রা. গরম পনি দ্বারা অযু করেছেন। আর পানি গরম করার সময় মহিলারা সাধারণত কয়েকবার পানির মধ্যে হাত দিয়ে পরিক্ষা করে দেখেন যে, তা কতটুকু গরম হয়েছে। এখানে হযরত উমর রা. অযুর মধ্যে গরম পানি ব্যবহার করেছেন। তবে এখানে কোন ব্যাখ্যা নেই যে, পানি মহিলা গরম করেছেন না পুরুষ। আর যদি মহিলা গরম করে থাকেন, তাহলে তিনি তাতে হাত প্রবেশ করে ছিলেন কি না? কেবল ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর রা. অযুর মধ্যে গরম পানি ব্যবহার করেছেন এবং প্রকৃত ঘটনাকে তিনি সংকুচিত করেছেন। আর তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যদি পুরুষ ও মহিলা একসাথে অযু করেন এবং মহিলার হাত পুরুষের অযুর পানির মধ্যে প্রবেশ করান, তাহলে তাতে অযুর কোন ক্ষতি হবে না।

তেমনিভাবে وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ বাক্যেটির মধ্যেও দু'টি সম্ভবনা রয়েছে। এক, হযরত উমর রা.এর অযুর গরম পানি খ্রিষ্টান মহিলার বাড়ি থেকে নিয়ে ছিলেন। আর তখন মূল বাক্যটি হবে, وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ যেমন واو ছাড়া। আর এরূপ واو ছাড়া বাক্যেটি সহীহ বুখারীর অন্য একটি নুসখাতেও রয়েছে। আর দ্বিতীয় সম্ভবনা, এটিই হযরত উমর রা.এর গরম পানি দ্বারা অযুর ঘটনা। কেনান وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِيمِ বাক্যেটি স্বতন্ত্র একটি আসার। যেটি সাঈদ ইবনে মনসুর রহ., আবদুর রজ্জাক রহ., ইবনে আবী শায়বা রহ. এবং ইমাম দারা কুতনী রহ.সহ অনেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। আর مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ বাক্যেটিও স্বতন্ত্র আসার। সেটি শাফেয়ী রহ., আবদুর রাজ্জাক রহ., বায়হাকী রহ., ইসমাঈল রহ.সহ অনেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এই বিবরণের পর একত্রে এটি একটি আছার হওয়ার বিষয়টির প্রতিবাদ করে বলেন,

قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُمَا أَثَرَانِ مُتَغَايِرَانِ

যদি একটিই আছার হয়, তাহলে তার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। তবে যদি আলাদা আলাদ হয়, তাহলে বলতে হয় যে, হযরত উমর রা. খ্রিষ্টান মহিলার ঘর থেকে গরম পানি নিয়ে অযু করেছেন এবং তা সে মহিলার ব্যবহারের অতিরিক্ত ছিলো কি না? তা স্পষ্ট নয়। এখানে দু'টি ব্যাপারই ঘটতে পারে। পানিটি সে মহিলার ব্যবহৃত অতিরিক্ত পানিও হতে পারে। আবার আলাদা পানিও হতে পারে। হযরত উমর রা. বিস্তারিত বলেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইমাম বুখারী রহ. ইজমাল তথা

সংকুচিত বা ব্যাখ্যার সম্ভবনা রাখে এমন বর্ণনা দ্বারা নিজের শিরোনামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।[২৩৭]

এগারো, ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনামে হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবেয়ী ও সাহাবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (৯২, ৩২৭)

بَابُ الحَيَاءِ فِي العِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ» وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ»

بَابُ المَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ: الحَسَنُ، وَأَيُّوبُ، وَمَالِكٌ

বারো, কখনো কখনো ইমাম বুখারী রহ. সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (১৭১, ২৪৪)

بَابُ السِّوَاكِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ»

بَابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: «صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ»

তের, কখনো কখনো তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা সূচক বাণী দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (১৮৯০, ২৪২৩)

بَابٌ: لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللهِ

بَابُ لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

---

[২৩৭] ফতহুল বারী (১/২৯৯)

চৌদ্দ, কখনো তিনি সরাসরি নির্দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ (৫১৩, ১০৫৫)

بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

পনেরো, ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করার পর পুনঃঅনুমতি দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম উপস্থাপন করেছেন। যেমন (كِتَابُ الأَشْرِبَةِ) 'পানীয় দ্রব্যসমূহ অধ্যায়' (২২২৭) পরিচ্ছেদে বলেন,

(بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ)

অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের বরতন ও পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে পুনঃ অনুমতি প্রদান।

ষোল, ইমাম বুখারী রহ. শরয়ী কজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ পরিচয় দিয়ে কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনামে বিভিন্ন আমলের ফযিলত বর্ণনা করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ (১৭৩, ২৬৯)

بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ

بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ

সতের, ইমাম বুখারী রহ. শরয়ী অহকামের দৃঢ় দলিল কায়েম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কখনো কখনো সরাসরি প্রশ্ন দ্বারা পরিচ্ছেদ শিরোনাম বর্ণনা করেছেন এবং সে অনুযায়ী হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (১৪৯, ২১৩)

بَابٌ: هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ؟

بَابٌ: هَلْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟

আঠারো, পরিচ্ছেদ শিরোনামে তিনি সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ (৯১, ১২৩)

بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ، بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

بَابُ المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উনিশ, ইমাম বুখারী রহ. ইসলামী শরীয়তকে যেন সাধারণ মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন, সে জন্য তিনি কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনাম বর্ণনা করার সাথে সাথে সে অনুযায়ী পরিচ্ছেদ শিরোনামে হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবেয়ী এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ (২৩৫,২৪৮)

بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ: وَقَالَ الحَسَنُ: «فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَاءُ، وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ»

بَابُ الصَّلاَةِ فِي الجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ وَقَالَ الحَسَنُ: «فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا المَجُوسِيُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا»

বিশ, ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো (تَرْجَمَةُ الْبَابِ) বা পরিচ্ছেদ শিরোনাম লিখে সে পরিচ্ছেদে তাঁর (ইমাম বুখারী নিজেই) মন্তব্য দিয়ে উক্ত পরিচ্ছেদকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ নং (২৫৯,৭৩৯)

بَابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالمِنْبَرِ وَالخَشَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ «وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الجُمْدِ وَالقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ»

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى قال محمد وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: «مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ»

শিরোনাম ব্যতিত পরিচ্ছেদ

ইমাম বুখারী রহ. কখনো কখনো পরিচ্ছেদ শিরোনাম না লিখে, কেবল (بَاب) পরিচ্ছেদ দিয়েই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

এক, ইমাম বুখারী রহ.এর অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গিয়েছে। আর এ কারণে তিনি শিরোনাম লাগাতে পারেননি।

দুই, মূলত ইমাম বুখারী রহ.এর ভুল হয়নি; বরং কাতেব তথা লিপিকারের ভুল হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. পরিচ্ছেদ শিরোনাম দিয়েছিলেন। কিন্তু লিপিকার তা লিখতে ভুলে গিয়েছেন।

তিন, কেউ কেউ বলেন, যাঁরা ইমাম বুখারী রহ. থেকে সহীহ বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন, তাদের মাধ্যমে তা হয়েছে।

চার, হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. সে সমস্ত জায়গাতে পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রণয়নের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তিনি পরবর্তিতে তা করার সময় ও সুযোগ পাননি।[২৩৮]

---

[২৩৮] ফতহুল বারী (৬/৫৬১)

কিন্তু এ সমস্ত উত্তর কোনটিই সঠিক নয়। কিতাব শেষ করার পর ইমাম বুখারী রহ. তা মোটামুটি তেইশ বছর যাবত সেটির দরস দিয়েছেন। আর নব্বই হাজার ছাত্র তা পড়েছেন। তারপরেও ইমাম বুখারী রহ. বা লেখকের ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কিভাবে সম্ভব? অথবা পরে তা সংযোজনের সময় ও সুযোগ না পাওয়ার সম্ভবনার কথা কেমন করে মেনে নেয়া যায়?

হ্যাঁ! যদি তা মাত্র কয়েক জায়গাতে হত, তাহলেও আমরা উল্লিখিত কোন একটি বিষয় মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু ইমাম বুখারী অনেক জায়গাতে পরিচ্ছেদ শিরোনাম না লিখে, কেবল (بَاب) পরিচ্ছেদ দিয়েই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পাঁচ, আল্লামা কিরমানী রহ. শরহে কিরমানীর ১/১০৩ পৃষ্ঠায়, হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী ফতহুল বারীর ১/৬৪ পৃষ্ঠায়, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল ক্বারী ১/১৫২ পৃষ্ঠায়, আল্লামা কাস্তালানী ইরশাদুল বারী ১/৯৯ পৃষ্ঠায়, ইবনে রশীদ মুকাদ্দামাহ লামে', শায়েখ নূরুল হক তাইসিরুল ক্বারী ১/২০ পৃষ্ঠায়, শাহ্ ওলীউল্লাহ রহ. রিসালায়ে শরহে তারাজিমে আবওয়াবিল বুখারী ৬২ পৃষ্ঠায় শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদকে পূর্বের পরিচ্ছেদের সাথে দূরত্ব ও পার্থক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদে যে সমস্ত রেওয়ায়েত এনেছেন, তা কোন এক দিক থেকে পূর্বের পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আবার অন্য দিক থেকে সামনের পরিচ্ছেদও শুরু হয়েছে। সুতরাং বাবটি (بَاب) পূর্বের পরিচ্ছেদের জন্য ফসলের (فَصْل) মত।

ছয়, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. এর মতামত হল, শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ কিছু কিছু সময় মেধার প্রখরতা যাচাই এর জন্য হয়। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.এর শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে হল যে, পরিচ্ছেদের রেওয়ায়েতকে সামনে রেখে পাঠক নিজে

যেন এমন একটি শিরোনাম প্রণয়ন করে, যা বুখারীর মর্যাদার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ ও পূর্বে উল্লেখ হয়নি। আর এতে মেধার প্রখরতা, মাসআলার উদ্ভূতি ও আবিষ্কারের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মুকাদ্দামা লামে' (২৭৭ পৃষ্ঠা)

সাত, কখনো ইমাম বুখারী রহ. পূর্বের অধ্যায়ের উত্থিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করেছেন।[২৩৯]

আট, শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ অনেক সময় বেশি উপকারের জন্য হয়। অর্থাৎ সে বাবের বর্ণনাগুলো অনেক উপকারী হয়। যদি শিরোনাম দেয়া হয়, তাহলে পাঠকের দৃষ্টি কেবল সে দিকেই ব্যস্ত থাকে। অন্য উপকারগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ জন্য ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করেছেন। যাতে আমরা বর্ণনার সর্বোপরি কল্যাণ অর্জন করতে পারি।[২৪০]

নয়, শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ পূর্বের মূল আলোচনার দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ কোন একটি ধারাবাহিক আলোচনা চলে আসছিলো। কিন্তু মাঝখানে কিছু প্রসঙ্গিক পরিচ্ছেদ আনা হয়েছে। অতঃপর পূর্বের মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়ার জন্যই শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করা হয়েছে।[২৪১]

দশ, শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী এর শিরোনাম ছাড়া পরিচ্ছেদগুলো পরিবর্তনের ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছেন। যেমন হাদীসের একটি সনদ বর্ণনা করে "ح" নিয়ে আসা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় সনদ বর্ণনা করা হয়। এ স্থানান্তর "سند الي سند من" হয় এবং সামনে গিয়ে দু'টি সনদের মিলন হয়।[২৪২]

---

[২৩৯] তাকরীরে বুখারী (১/১২৬)
[২৪০] মুকাদ্দামা লামে' (৩২৯ পৃষ্ঠা)
[২৪১] মুকাদ্দামা লামে' (৩৬৭ পৃষ্ঠা)
[২৪২] শরহে তারাজিমি আবওয়াবিল বুখারী (১৩ পৃষ্ঠা)

নোটঃ এই গ্রন্থে ইমাম বুখারী রহ. এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিচ্ছেদ শিরোনাম প্রতিষ্ঠিত থেকে এ পর্যন্ত এর বিষয়বস্তুগুলো শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সলিমুল্লাহ খান সাহেব এর গ্রন্থ 'মুহাদ্দিসীনে ইযাম আওয়র উনকী কিতাবু কা তায়ারুফ' থেকে নেয়া।

সহীহ বুখারীর শিরোনামে ইমাম বুখারী রহ. এর কর্মপদ্ধতি ও ইচ্ছা

হফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিখেন, শিরোনামের ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. এর কর্মপদ্ধতি হল, যদি পরিচ্ছেদ শিরোনামের সাথে মিল এমন রেওয়ায়েত পান, আর সে মিল সূক্ষ্ম হলেও, তাহলে তার দু'টি অবস্থা। প্রথমতঃ সেটি সহীহ বুখারীর শর্ত মত কিনা? যদি বুখারীর শর্ত মত হয়, তাহলে সে রেওয়ায়েতকে নিজের পারিভাষিক 'ছিগা' দ্বারা সে অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, পরিচ্ছেদ শিরোনামের পর حَدثَنَا অথবা أَخبرَنَا অথবা قَالَ فلَان অথবা সে (عنعن) আ'ন আ'ন[২৪৩] যা তাঁর শর্তমতে হয়েছে, রেওয়ায়েত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সে রেওয়ায়েত যদি বুখারীর শর্তমতে না হয়, তাহলে তার আবার দুটি অবস্থা। প্রথমতঃ যদি সে রেওয়ায়েত দলিলের উপযুক্ত হয়, তাহলে ইমাম বুখারী রহ. সে রেওয়ায়েতকে নিজের পারিভাষিক 'ছিগা' এর বিপরীদ

---

[২৪৩] হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন- اخبرنى, حدثنى, سمعت ইত্যাদি) উল্লেখ না করে, (فلان عن فلان) অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন বলে হাদীস বর্ণনাকে (المعنعن) মু'য়ানআ'ন বলা হয়।

বর্ণনা করেছেন। যেমন, (تَعْلِيقا) তা'লীকান[২৪৪] অথবা (إِرْسَالًا) ইরসালান। আর এ কারণেই বুখারী শরীফে (تعليقات) তা'লীকাত বেশি।

দ্বিতীয়তঃ যদি সে রেওয়ায়েত দলিলের উপযুক্ত না হয়, তবে মিল থাকে। যেমন, কোন মুজতাহীদ ফকীহ সে রেওয়ায়েতকে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এ অবস্থায় ইমাম বুখারী রহ. সে রেওয়ায়েতকে পরিচ্ছেদ শিরোনাম বানিয়ে দিতেন এবং তার সপক্ষে অন্য কোন রেওয়ায়েত অথবা সহীহ হাদীসের ব্যাপক দিকগুলো নিয়ে আসতেন।

বুখারীতে ছুলাছিয়্যাত রেওয়ায়েত

ছুলাছিয়্যাত (ثُلَاثِيَّات) দ্বারা উদ্দেশ্যে হল, ইমাম বুখারী রহ. এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে রাবীদের মাত্র তিনটি স্তর থাকে। প্রথম- তাবে তাবেয়ী, দ্বিতীয়- তাবেয়ী ও তৃতীয়- সাহাবীদের জামাআত। আর এ ধরনের হাদীস সর্বোচ্চ প্রকারের হাদীস বলে গণ্য করা হয়।

সহীহ বুখারীতে বাইশটি ছুলাছিয়্যাত রেওয়ায়েত রয়েছে। যার মধ্যে বিশটিই হানাফী শায়েখদের থেকে ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়েত করেছেন। তন্মধ্যে ছয়টি আবু আসেম আন নাবীল জাহ্হাক হানাফী রহ. থেকে। আর তিনটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হানাফী রহ. থেকে এবং এগারোটি মক্কী ইবনে ইবরাহীম হানাফী রহ. থেকে। যাঁরা সকলেই ইমাম আবু হানিফা রহ.এর ছাত্র ছিলেন। বাকী দু'টি খালেদ ইবনে ইয়াহইয়া কূফী রহ. ও ইসাম ইবনে খালেদ হিমসী রহ. থেকে। যাঁরা হানাফী অনুসারী ছিলেন না।

---

[২৪৪] (التعليق) তা'লীক বলা হয়, সকল বারীদের নাম বাদ দিয়ে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' (قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا) এরূপ বলে হাদীস বর্ণনা করা। অথবা শুধু সাহাবী কিংবা সাহাবী ও তা'বেয়ীর নাম রেখে সনদের অন্যান্য রাবীদের নাম বিলুপ্ত করে হাদীস রেওয়ায়েত করা।

ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য

ইমাম বুখারী রহ. এর সহীহ বুখারী প্রণয়নের কয়েকটি উদ্দেশ্য এখানে আলোচনা করা হল।

১. কেবল সহীহ হাদীস সংকলন করা।

২. প্রত্যেকটি সহীহ হাদীস থেকে শরীয়তের আহকাম উদ্‌ঘাটন করা।

৩. শরীয়তের আহকাম উদ্‌ঘাটন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া। যেমন, ইবারতুন নস (عبارة النص), দালালাতুন নস (دلالة النص), ইশারাতুন নস (إشارة النص), ইকতিযাউন নস (اقتضاء النص) ইত্যাদি দ্বারা কিভাবে মাসআলা উদ্‌ঘাটন হয়, তা শিক্ষা দেয়া।

৪. হাদীস ও ফিকহ্ দু'টিকে একত্র করা। যাতে করে সে সমস্ত লোক জবাব পেয়ে যায়, যারা হাদীস ও ফিকহকে আলাদা ও একটা অপরটার বিপরীদ হিসেবে দেখে।

বুখারীর শর্তসমূহ

ইমামদের হাদীস বর্ণনার শর্তসমূহের উপড় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে তাহের মাকদীসী বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ.সহ সিয়াহ সিত্তাহ এর ইমামগণের তাঁদের থেকে বর্ণনার কোন শর্ত উল্লেখ পাওয়া যায়নি; বরং তাদের গ্রন্থগুলো গবেষণা করে শর্তগুলো নির্বাচন করা হয়েছে।[২৪৫]

ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিমের শর্ত ছিল এই যে, তাঁরা এমন হাদীস সংকলন করেন, যা প্রসিদ্ধ সাহাবী হতে নির্ভরযোগ্য সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক স্তরে রাবীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রকার মতানৈক্য নেই এবং সনদটিও অবিচ্ছিন্ন হয়।

---

২৪৫ শুরুতুল আইয়িম্মাহ (১ পৃষ্ঠা)

যদি সাহাবীর নিকট হতে বর্ণনাকারী দুই বা ততোধিক হন, তবে তা খুবই উত্তম। আর যদি কোন স্তরে মাত্র একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তবে শেষ রাবী পর্যন্ত বিশুদ্ধ পরম্পরা পাওয়া গেলে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁরা উভয়েই সেই হাদীস সংকলন করেছেন। অবশ্য ইমাম মুসলিম এমন কতিপয় ব্যক্তির হাদীসও সংকলন করেছেন। যাঁদের প্রতি ইমাম বুখারী রহ. এর সন্দেহ হওয়াতে তিনি তাদের হাদীস সংকলন করেননি। কিন্তু ইমাম মুসলিম রহ. সেই সন্দেহ দূর করে তাঁদের হাদীস তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিপিবন্ধ করেছেন।[২৪৬]

সহীহ বুখারীর ফযিলত

এক, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মারওয়াযী রহ. বলেন,

كنت نَائِما بَين الرُّكْن وَالْمقَام فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لي يَا أَبَا زيد إِلَى مَتى تدرس كتاب الشَّافِعِي وَلَا تدرس كتابي فَقلت يَا رَسُول الله وَمَا كتابك قَالَ جَامع مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

আমি একদা পবিত্র কা'বা ঘরে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে শায়িত ছিলাম, তখন সপ্নে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম স্ব-শরীরে আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু যায়েদ! তুমি আর কতকাল ধরে ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যুঃ ২০৪ হিজরী) এর কিতাব পড়তে থাকবে ? ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আমার কিতাব শিক্ষা শুরু করো। আমি সবিনয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার কিতাব কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে

---

[২৪৬] তাদরীবুর রাবী (৪১ পৃষ্ঠা)

বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী যে হাদীস গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন, সেটিই আমার কিতাব।[২৪৭]

দুই, আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্যে, তিনি বলেন, বুখারী শরীফ পাঠ করে বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করা হয়।

তিন, যে ঘরে বুখারী শরীফ পাঠ করা হয়, সে ঘরে প্লেগ হয় না।

চার, ইমাম বুখারী রহ. এর জীবদ্দশায় নব্বই হাজার ছাত্র তা পড়েছেন।

পাঁচ, আল্লামা নববী রহ. বলেন, সহীহ হাদীস সম্বলিত নিখুঁত ও একনিষ্টভাবে প্রথম জামী' গ্রন্থ রচনা করেন, ইমাম বুখারী রহ.।

ছয়, বিশিষ্ট মুহাদ্দীস নজম ইবনে ফুযাইল রহ. বর্ণনা করেন,

رَأَيْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ فِي الْمَنَام يمشي خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمشي فَكلما رفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدمه وضع الْبُخَارِيّ قدمه فِي ذَلِك الْموضع

একদা আমি স্বপ্ন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় রওযা মুবারক থেকে বের হয়ে আসছেন এবং ইমাম বুখারী রহ. তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানে পা রেখে হাঁটছেন। তিনিও তাঁর পিছনে ঠিক সেই স্থানে পা রেখে হাঁটছেন।[২৪৮]

সাত, মাওলানা আবদুল হাই রহ. লিখেন, মাওলানা আবদুল মালেক আব্বাসী রহ.এর কোরআন ও সহীহ বুখারী মুখস্থ ছিলো।

আট, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেন, বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত থেকে পরিত্রাণের জন্য সহীহ বুখারী পাঠ এবং দোয়া খুবই পরিক্ষিত আমল।

---

[২৪৭] হাদইয়ুস সারী (৬৭৬ পৃষ্ঠা)

[২৪৮] তারীখে বাগদাদ (২/১০)

নয়, শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. লিখেন, বুখারী শরীফ খতম প্রত্যেক বালা-মসীবতের প্রতিরোধক।

দশ, আল্লামা জামালুদ্দীন রহ. স্বীয় উস্তাদ সৈয়দ আসীল উদ্দীন রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সহীহ বুখারী মোটামুটি একশ বিশ বারের মত খতম করেছি এবং প্রত্যেকবার যে উদ্দেশ্যে খতম করেছি, তা পূরণ হয়েছে।[২৪৯]

হাদীসের কিতাবসমূহের মাঝে সহীহ বুখারীর অবস্থান

সহীহ বুখারীর ব্যাপারে মোটামুটি সবাই একমত যে, অন্যান্য সিহাহ অর্থাৎ সহীহ মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং সমস্ত হাদীসের কিতাবের উপর প্রধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব[২৫০] রয়েছে। আল্লামা নববী রহ. বলেন, উলামায়ে ইসলাম এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতা

---

[২৪৯] আশআতুল লুমআত (১/১১)

[২৫০] আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হল, সহীহ বুখারী। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বুখারী শরীফের একেকটি শব্দ কোরআনের মত সহীহ ও এবং সঠিক। তার খুঁত বের করা এবং দুর্বল বলা জায়েয় নেই। চাই সেটি হাদীস হোক বা সংকলকের উক্তি হোক। নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী রহ. নিজের বিচক্ষণতা ও ফিকহী গভীর জ্ঞানের সাথে ষোল বছর যাবত দিন রাত গবেষণার পর নিজের সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যাতে এই কিতাবে কোন দুর্বল অশুদ্ধ হাদীস না আসে, কোন ভুল-ত্রুটি না হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো কেবল তাঁর নিজের ও তদ্বীয় রাসূলের হেফাযতই করেছেন। অতএব পবিত্রতা কেবল মাত্র সে মহান আল্লাহ তায়ালার যিনি কোন কিছুই ভুলেন না।

বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হওয়ার অর্থ শুধু এটাই যে, আজ পর্যন্ত হাদীসের যত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হাদীস সহীহ বুখারীতেই আছে। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনাই সহীহ বুখারীতে দুর্বল হাদীস কম। এ হিসাবে সহীহ বুখারী হল, সবচেয়ে বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ।

এছাড়াও যে সব মহামনীষী সহীহ বুখারীকে বিশুদ্ধতম বলেছেন, তারা শুধু হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর শিরোনাম ও বানীগুলোকে তাতে অন্তর্ভূক্ত করেননি। (মুকাদ্দামা নসরুল বারী)

ও অন্যান্য ইলমী ফায়দার দিক থেকে সহীহ মুসলিমের উপরও প্রাধান্য পাবে।[২৫১]

হাফিয ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

لَا يُوَازِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ، لَا " صَحِيحُ مُسْلِمٍ " وَلَا غَيْرُهُ

সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সকল কিতাবের কোনটিই সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতার মোকাবেলা করতে পারবে না।[২৫২]

ইমাম শাফেয়ী রহ থেকে এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করা হয়েছে যে,

عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ مَا أعلم فِي الأَرْض كتابا فِي الْعلم أَكثر صَوَابا من كتاب مَالك قَالَ وَمِنْهُم من رَوَاهُ بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ يَعْنِي بِلَفْظ أصح من الْمُوَطَّأ

পৃথিবীর বুকে মুয়াত্তা মালেকের মতো সহীহ কিতাব আমার নযরে নেই। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কিতাবুল্লাহর পরে মুয়াত্তা মালেকের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কিতাব আর নেই।[২৫৩]

আল্লামা নববী রহ. বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এ বক্তব্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম রচনা হওয়ার পূর্বে ছিলো। কেননা ইমাম শাফেয়ী রহ. যে সময় মৃত্যুবরণ (২০৪ হিজরী) করেন, তখন ইমাম বুখারী রহ.এর বয়স ছিল, মাত্র দশ বছর। আর সে বছরই ইমাম মুসলিম রহ. জন্মগ্রহণ করেন। লামে' (১৪ পৃষ্ঠা)

শাহ্ আবদুল আজিজ রহ. বলেন, বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালেকের রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ এবং মুয়াত্তা মালেকের অধিকাংশ মারফূ রেওয়ায়েতই সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে।[২৫৪]

---

[২৫১] মুকাদ্দামা শরহে মুসলিম (১১ পৃষ্ঠা)

[২৫২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/২৭)

[২৫৩] ফতহুল বারী (১/১০)

হাকেমের উস্তাদ শায়েখ আবু আলী নিশাপুরী রহ. এবং কিছু পশ্চিমা (মরক্কো, আন্দালুসী) উলামায়ে কেরাম সহীহ মুসলিমকে আল্লাহর কিতাব কোরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব বলে মনে করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, হয়তো বা সে সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট সহীহ মুসলিমে হাদীসের সুশ্রী বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা ইমাম মুসলিম রহ. নিজ শহরে স্থিরতা, প্রশান্তি ও বিরামের সাথে সংকলন করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী রহ. বিভিন্ন জায়গাতে অবস্থান করে হাদীসগুলি উদ্ধৃত করেছেন। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দলবী রহ. বলেন, যদি তাঁদের বক্তব্যের এ উত্তরটি গ্রহণ করা না হয়, তারপরেও তাঁদের বক্তব্যেটি জমহুরের বক্তব্যের বিপরীত এবং অগ্রহণযোগ্য।[২৫৫]

সহীহ বুখারীকে সহীহ মুসলিমের উপর প্রাধান্যের আরো একটি গ্রহণযোগ্য দলিল হলো, সহীহ বুখারী থেকে সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতের উপর বেশি কালাম (হাদীস শাস্ত্রের সমালোচনা) করা হয়েছে।

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন,

قَالَ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ الْحَافِظ لَوْلَا الْبُخَارِيّ لما رَاح مُسلم وَلَا جَاءَ

যদি সহীহ বুখারী না থকতো, তাহলে মুসলিমেরও অস্তিত্ব থাকতো না।[২৫৬]

---

২৫৪ ইযালায়ে নাফে'য়া (৬ পৃষ্ঠা)

২৫৫ ইফাদাত

২৫৬ ফতহুল বারী (১/৪৯০)

সহীহ বুখারীর মাকবুলিয়্যাত

হাফেয ইবনুস সালাহ রহ. বুখারী ও মুসলিমের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন,

وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ الْعَزِيزِ ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا، وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ

আল্লাহর কিতাবের পর এই দুই কিতাবের অবস্থান। অতঃপর সহীহ বুখারীর সম্মান ও মর্যাদা বিশুদ্ধতার দিক থেকে অন্যের উপর স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। আর দু'টির মধ্যেই অনেক উপকার রয়েছে।[২৫৭]

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মারওয়াযী রহ. বলেন,

كنت نَائِما بَين الرُّكْن وَالْمقَام فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا زيد إِلَى مَتى تدرس كتاب الشَّافِعِي وَلَا تدرس كتابي فَقلت يَا رَسُول الله وَمَا كتابك قَالَ جَامع مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

আমি একদা পবিত্র কা'বা ঘরে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে শায়িত ছিলাম, তখন সপ্নে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম স্ব-শরীরে আমার সামনে উপস্থিত। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবূ যায়েদ! তুমি আর কতকাল ধরে ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যুঃ ২০৪ হিজরী) এর কিতাব পড়তে থাকবে ? ওসব ছেড়ে দিয়ে এখন আমার কিতাব শিক্ষা শুরু করো। আমি সবিনয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার কিতাব কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে

---

[২৫৭] মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ (১/৮৫)

বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী যে হাদীস গ্রন্থখানা সংকলন করেছেন, সেটিই আমার কিতাব[২৫৮] ।[২৫৯]

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি এ কিতাবকে মর্যাদা ও সম্মানের উপযুক্ত মনে করবে না, সে ব্যক্তি অবশ্যই বিদআতী এবং মুসলমানদের সঠিক রাস্তার বিরোধী ।[২৬০]

অন্যত্রে তিনি কসম খেয়ে বলেন, সহীহ বুখারীর যে প্রসিদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, এর চেয়ে বেশি আমরা চিন্তাও করতে পারি না ।[২৬১]

হাদীস গ্রহণে ইমাম বুখারী রহ. এর শর্ত

ইমাম বুখারী রহ. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে বাল্যকাল থেকেই নিজস্ব মানহাজ অনুযায়ী হাদীস গ্রহণ করেছেন । তিনি হাদীস বর্ণনাকারীগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, তাকওয়া, পরহেযগারী, স্মৃতিশক্তি, বর্ণনা ক্ষমতা, চারিত্রিক মাধুর্য, ব্যবহারিক জীবন, শিক্ষা ও বসস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন । রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত না হয়ে হাদীস রেওয়ায়েত করেননি । এ প্রসঙ্গে সালিম ইবনে মুজাহিদ রহ. বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রহ. বলেছেন, আমি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ও তাবেয়ীদের জন্ম-মৃত্যু এবং তাদের বাসস্থানের সার্বিক অবস্থা অবগত না হয়ে হাদীস সংকলন করিনি ।

সাহাবী ও তাবেয়ীনদের থেকে বর্ণিত মাওকুফ হাদীসও (তাঁদের সার্বিক অবস্থা না জেনে) লিপিবদ্ধ করিনি ।

---

[২৫৮] হাদইয়ুস সারী (৬৭৬পৃষ্ঠা)

[২৫৯] ঘটনাটি আলাদা শিরোনামে পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে ।-অনুবাদক

[২৬০] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা (১/২৯৭)

[২৬১] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা (১/৩৫০)

প্রখ্যাত মুহাদ্দীসগণ অনেক গবেষণা চালিয়ে হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণগত দিক থেকে পরিক্ষা-নিরিক্ষা, যাচাই-বাচাই এবং যথার্থ বিশ্লেষণ পূর্বক কঠোর নীতি অবলম্বন করে তাঁদের পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সহীহ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগুলো খুবই গুরত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। যাঁরা প্রথম সারিতে অবস্থান করছেন, তাঁদের বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতায় সর্বশীর্ষে গণ্য। বর্ণনাকারীদের পাঁচটি স্তর হল,

প্রথম স্তরঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা অত্যাধিক এবং অপন শায়েখের[২৬২] সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর ছিল। এ স্তরে মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হন যে, তাঁরা হিফয (حفظ) ধীশক্তি সম্পন্ন, ইতকান (إِتْقَانُ) বা নিখুঁদ, যবত[২৬৩](ضبط) ও আদালতের (الْعَدَالَة) গুণে গুণান্বিত এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী শায়েখের সহচার্য লাভে সৌভাগ্য হয়েছে। আর এর মূল রাবী থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীগণের স্তর পরিচিতি এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসের স্তর সমন্ধে অবগত থাকতে হবে। এ স্তরের উল্লেখযোগ্য বর্ণনাকারী হলেন, মালেক

---

[২৬২] শায়খ (شيخ) এর বহুবচন শুয়ূখ (شُيُوخ) অর্থ- উস্তাদ, সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ ইত্যাদি। উলূমুল হাদীসের পরিভাষায় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইলমে হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁর শাগরিদের তুলনায় শায়খ বলা হয়।
ইমাম বুখারীর জীবনকর্ম ও তাঁর হাদীস সংকলনের কর্ম পদ্ধতি (পৃষ্ঠা ১১১)

[২৬৩] যবত (ضبط) বহুবচনে যুবূত (ضبوط) অর্থ- সংরক্ষণ করা, আটক রাখা, নিয়ন্ত্রন রাখা, দখল রাখা ইত্যাদি। পরিভাষায়- যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি ও বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন সেটা হুবহু সঠিকভাবে স্বরণ করতে পারে তাকে যবত বলে। যবত দুই প্রকার। যবতুস সদর (ضبط الصدر) ও যবতুল কিতাব (ضبط الكتاب)। যবতুস সদর হল, উস্তাদ হতে যা শুনেছেন, তা হুবহু শব্দবলীসহ স্মৃতিতে স্মরণ রাখা। আর যবতুল কিতাব হল, যে পাণ্ডুলিপিতে উস্তাদের কথা (শব্দাবলী) লিপিবদ্ধ করা এবং তা বর্ণনা করা পর্যন্ত অবিকল স্মরণ রাখা। ফাতহুল মুলহিম (১/১৫)

ইবনে আনাস রহ., উকাইল ইবনে খালিদ রহ., সুফিয়ান ইবনে উনাইনাহ রহ. । ইউনুস ইবনে বুকাইর রহ., শুয়াইব ইবনে আবী হামযা রহ. ।

দ্বিতীয় স্তরঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা অত্যাধিক বটে, কিন্তু শায়েখের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর নয় । এ স্তরে যাঁরা পড়েন, তাঁদের হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে হিফয, ইতকান, যবত ও আদালতের ব্যাপারে প্রথম সারির রাবীগণের অংশীদার । তবে কর্তব্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রথম স্তরের লোকদের ন্যায় ছিলেন না । এ স্তরের উল্লেখযোগ্য হলেন, লাইস ইবনে সা'য়াদ রা., আবদুর রহমান ইবনে আওয়ায়ী রহ., নূমান ইবনে রাশেদ ইবনে আবী যা'আব রহ. ।

তৃতীয় স্তরঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা অত্যাধিক নয় । কিন্তু শায়েখের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর । এ স্তরের লোকেরা শায়েখের সহচার্য ঠিক সেভাবেই লাভ করেছেন, যেভাবে প্রথম সারির বর্ণনাকারীগণ লাভ করেছিলেন । কিন্তু জারাহ ওয়াত তা'দিলের বিচারে তাঁরা ত্রুটি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেননি । সুতরাং তাদের বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখান ও গ্রহণযোগ্যতার মাঝামাঝি পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত । যেমন, মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াহইয়া রহ., ইসহাক ইবনে ইয়াহইয়া রহ., মাসনা ইবনে সাব্বাহ রহ., জাফর ইবনে বুরকান রহ., সুফিয়ান ইবনে হুসাইন রহ. সহ আরো অনেকে ।

চতুর্থ স্তরঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতাও অত্যাধিক নয় এবং শায়েখের সাথে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর নয় । এ স্তরে তাঁরা পড়ন, যাঁরা জারাহ ওয়াত তা'দিলের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের রাবীগণের মত এবং শায়েখের সাথে সল্প সময় কাটিয়েছেন । যেমন, যামআহ ইবনে সালেহ রহ. ।

পঞ্চম স্তরঃ যাঁদের মধ্যে এই উভয় প্রকার (হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতাও অত্যাধিক নয় এবং শায়েখের সাথে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর নয়) গুণেরই স্বল্পতা রয়েছে, অধিকন্তু অন্যান্য ত্রুটিও বিদ্যমান । মূলতঃ এ স্তর হলেন, দুর্বল ও অপরিচিত রাবীগণ । অন্য হাদীসের সমর্থন কিংবা প্রমাণ উত্থাপন

ব্যতিত এসব রাবীদের হাদীস গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। যেমন, যাহার ইবনে কাসীর রহ., হাকাম ইবনে আবদিল্লাহ রহ., আবদুল কুদ্দুস ইবনে হাবীব রহ., মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ আল মাসলুব রহ.। উল্লেখ্য যে ইমাম বুখারী রহ.[২৬৪] উপরোক্ত পাঁচ শ্রেণীর রাবীদের মধ্যে থেকে প্রথম শ্রেণীর

---

[২৬৪] ইমাম বুখারী রহ. সহীহ হাদীস সঙ্কলনের মানহাজ অনুযায়ী যে সকল শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর শায়েখদের পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

مَرَاتِب مشايخه الَّذين كتب عَنْهُم وَحدث عَنْهُم فِي خمس طَبَقَات

الطَّبَقَة الأولى من حَدثهُ عَن التَّابِعين مثل مُحَمَّد بن عبد الله الْأَنْصَارِيّ حَدثهُ عَن حميد وَمثل مكي بن إِبْرَاهِيم حَدثهُ عَن يزِيد بن أبي عبيد وَمثل أبي عَاصِم النَّبِيل حَدثهُ عَن يزِيد بن أبي عبيد أَيْضا وَمثل عبيد الله بن مُوسَى حَدثهُ عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد وَمثل أبي نعيم حَدثهُ عَن الْأَعْمَش وَمثل خَلاد بن يحيى حَدثهُ عَن عِيسَى بن طهْمَان وَمثل على بن عَيَّاش وعصام بن خَالِد حَدَّثَاهُ عَن حريز بن عُثْمَان وشيوخ هَؤُلَاءِ كلهم من التَّابِعين الطَّبَقَة الثَّانِيَة من كَانَ فِي عصر هَؤُلَاءِ لَكِن لم يسمع من ثِقَات التَّابِعين كآدم بن أبي إِيَاس وَأبي مسْهر عبد الْأَعْلَى بن مسْهر وَسَعِيد بن أبي مَرْيَم وَأيوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال وأمثالهم الطَّبَقَة الثَّالِثَة هِيَ الْوُسْطَى من مشايخه وهم من لم يلق التَّابِعين بل أَخذ عَن كبار تبع الأتباع كسليمان بن حَرْب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حَمَّاد وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأبي بكر وَعُثْمَان ابْني أبي شيبَة وأمثال هَؤُلَاءِ الطَّبَقَة الرَّابِعَة رفقاؤه فِي الطّلب وَمن سمع قبله قَلِيلا كمحمد بن يحيى الذهلي وَأبي حَاتِم الرَّازِيّ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحِيم صَاعِقَة وَعبد بن حميد وَأحمد بن النَّضر الطَّبَقَة الْخَامِسَة قوم فِي عداد طلبته فِي السن والإسناد سمع مِنْهُم للفائدة كَعبد الله بن حَمَّاد الآملي وَعبد الله بن أبي الْعَاصِ الْخَوَارِزْمِيّ وحسين بن مُحَمَّد القباني وَغَيرهم

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনীল ফতহুল বারী (১/৪৭৯) এ আলোচনার সারাংশ হল, যে সকল শায়খ সিকাহ অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা প্রথম স্তরের অর্ন্তভূক্ত। যেমন হুমাইদী রহ. তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল আনসারী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ স্তরে উল্লেখযোগ্য হলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, আবু আসেম আন নাবীল, মক্কী ইবনে ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইবনে মূসা, আবু নাঈম খালদ ইবনে ইয়াহইয়া, আলী ইবনে আইয়্যাশ, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ রহ. প্রমূখ।

রাবীগণের রিওয়ায়েত অনুযায়ী হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাঁদের বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধতার শীর্ষে। এ প্রসঙ্গে শুরুতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ (১৩৭৫ হি.) গ্রন্থকার বলেন, নিশ্চয় সহীহ হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঐ সকল মুহাদ্দীসই অন্তরর্ভুক্ত, যাঁরা প্রথমতঃ রাবীদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হন যে, তিনি তাঁর শায়েখগণ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আদিল বা ন্যায়নিষ্ঠ। এটি সহীহ হওয়ার প্রথম স্তর। আর সহীহ হাদীস গ্রহণই ইমাম বুখারী রহ. এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অনেক যাচাই-বাচাই ও পরিক্ষা-নিরিক্ষা করার পর অল্প কয়েকজন নির্বাচিত রাবী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যেহেতু তাঁরা শায়েখের সাথে ঘনিষ্ঠতর নয়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীগণ, যথা-লাইস ইবনে সাআদ রহ. প্রমূখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন সত্য; কিন্তু তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ সুদৃঢ় আস্থাশীল নন। যাঁদের

দ্বিতীয় স্তরঃ তাবে তাবেয়ী। এস্তরে ঐ সকল তাবে তাবেয়ীদের নাম উল্লেখ যোগ্য যাঁরা তাবেয়ীদের সমসাময়িক কালের মাশায়েখ হওয়ার পরও কোন সিকাহ অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবয়ী থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। যেমন, আদম ইবনে আবু ইয়াস, আবু মিসহার আবদুল আলা ইবনে মিসহার, সাঈদ ইবনে আবী মারইয়াম, আইয়ুব ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল রহ. প্রমূখ।

তৃতীয় স্তরঃ এ স্তরে ঐ সমস্ত রাবী যাঁরা তাবেয়ীদের সাথে সাক্ষাত লাভ করেননি। তবে প্রখ্যাত ও প্রবীন তাবে তাবেয়ী থেকে সরাসরি হাদীস গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। যেমন, সুলাইমান ইবনে হারব, কুতায়বা ইবনে সাঈদ, আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ, আবু বকর, উসমান ইবনে আবী শায়বা প্রমূখ। মূলত ইমাম বুখারী রহ. এর এ স্তরের শিক্ষক সংখ্যাই বেশি এবং তাঁর জীবনে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ছিলেন।

চতুর্থ স্তরঃ যে সব মুহাদ্দীসগণ হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে ইমাম বুখারী রহ. এর সমসাময়িক বন্ধু বান্ধব অথবা সামান্য প্রবীণ। যেমন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয যুহলী, আবু হাতিম রাযী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাহীম, আবদ ইবনে হুমায়দ, আহমদ ইবনে নযর রহ. সহ প্রমূখ।

পঞ্চম স্তরঃ ইমাম বুখারী রহ. এর সমসাময়িক সে সব মুহাদ্দীসগণ, যাঁরা তাঁর ছাত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ আমেলী, আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আস আল খাওয়ারিজীমী, হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ কুবানী রহ.সহ প্রমূখ। এই স্তর হতে ইমাম বুখারী রহ. এর রেওয়ায়েত সংখ্যা খুবই কম। তিনি শুধু কতপিয় উপকারিতার ভিত্তিতে বিশেষ কারণে তিনি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন।

এমন হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে সব হাদীস অন্যান্য রাবীগণও সুদৃঢ় সমর্থন ও বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম বুখারী রহ. তৃতীয় শ্রেণী থেকে হাদীস গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন।

নীচে থেকে উপর সাহাবী পর্যন্ত ঐ রাবী থেকে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন, যাঁদের আদালত ও যবতের ব্যাপারে তাঁদের সমকালীন সময়ের সমস্ত মাশায়েখ ও উস্তাদের একমত পেয়েছেন। অথচ ইমাম আবু দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ এমন বারী থেকেও রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন, যারা কেবল কতকের নিকট সিকাহ আথবা এমন রাবী, যারা কেবল শায়খাইন হতে শুধু একজনের কাছে গ্রহণযোগ্য। যেমন আবু যুবাইর মক্কী। যে সমস্ত রাবীদের ব্যাপারে জরাহ তাদীলের ইমামদের মতভেদ রয়েছে, তাদের বর্ণনা শায়খাইন মহল্লে ইসতেশহাদ (مَحل اسْتِشْهَاد) অর্থাৎ নির্ধারিত মাসআলাকে পরিষ্কার করার জন্য অথবা প্রথম প্রকার শর্তের হাদীস না পাওয়ার কারণে গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত শর্তের উপর একটি প্রশ্ন হল, ইমাম নাসায়ী শায়খাইনের কিছু রিজাল দুর্বল বলে আপত্তি এনেছেন। সুতরাং সে রাবীরা মুত্তাফিক আলাই হলেন না।

এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর রয়েছে,

(এক) তিনি যে রাবীদের ব্যাপারে আপত্তি এনেছেন, তাঁদের আদালত, সেকাহাতের উপর শায়খাইনদের সময়কাল পর্যন্ত সবাই ঐক্যমত ছিলেন। সুতরাং পরবর্তী সময়ের ইমাম নাসায়ীর দুর্ববলতার সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মুসলিমের রাবী আহমদ ইবনে আবদুর রহমান এর ব্যাপারে হাকেম আবু আবদুল্লাহ বলেন, ২৫০ হিজরীর পরে তাঁর স্মৃতিশক্তিতে পরিবর্তন এসেছিল।

(দুই) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, মূল উসূল তো সেটিই, যা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল উসূল থেকে বের হয়ে আসতে হয়।

(তিন) শায়খাইনের ব্যাপারে এমন জরাহ তা'দিল গ্রহণযোগ্য নয়, যার ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

(চার) সহীহহাইনের কিছু দুর্বলতা কেবল মুতাবেয়াত ও শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে। উসূলে হাদীসে মধ্যে নয়।

(পাঁচ) ঐক্যমতের দ্বারা উদ্দেশ্যে হল, নির্দিষ্ট বিশেষ কিছু ব্যক্তির ঐক্যমত। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ., ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ., উসমান ইবনে আবী শায়বা রহ., সাঈদ ইবনে মুনসুর রহ.।[২৬৫]

হাদীসে মুআন'আন (مُعَنْعَنٌ)ঃ মুহাদ্দীস ও হাদীস গবেষকদের নিকট হাদীস গ্রহণ ও সংকলনে মু'আন'আন হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। ইমাম বুখারী রহঃ মু'আন'আন হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনাকারী (الرَّاوِي) এবং যার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে (الْمَرْوِيُّ عَنْهُ) এ দুজনের মধ্যে কমপক্ষে একবার হলেও সাক্ষাত হওয়া শর্তারোপ করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. ব্যতিত অন্য কোন হাদীস বিশারদ এমন শর্তারোপ করেননি।

বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে তুলনা

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে কোনটির মর্যাদা বেশি তা নিয়ে উলামাদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

(এক) কিছু মুতাআখ্খিরীনের মতে সহীহ এর দৃষ্টিকোন থেকে দু'টিই সমান।

---

[২৬৫] ফতহুল মুলহিম (১৫৪-১৬৩)

(দুই) আন্দালুসী ও মাগরিবী কিছু আলিম যেমন, ইবনে রুশদ, ইবনে হাযেম রহ. এর মতে সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারী থেকে বিশুদ্ধতর ও শ্রেষ্ঠ।

(তিন) সমস্ত মুহাদ্দীসদের নিকটে সহীহ সনদ, আদালতে রিজালের দৃষ্টিকোন থেকে সহীহ বুখারীই মুসলিমের উপর শ্রেষ্ঠ।

সহীহ মুসলিমের ব্যাপারে মাগরিবীদের দলিল হল, হাফিয আবু আলী নিশাপুরী রহ. এর

مَا تَحت أَدِيم السَّمَاء كتاب أصح من كتاب مُسلم بن الْحَجَّاج বক্তব্যেটি। এর কয়েকটি জবাব রয়েছে, প্রথমত এই বক্তব্যে থেকে বেশি থেকে বেশি এটুকু প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমও সহীহ একটি গ্রন্থ। কেননা আবু আলী নিশাপুরী রহ. এর উস্তাদ শায়েখ আবু আবদুর রহমান আন নাসায়ী রহ. তাঁর বিপরীদ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন,

مَا فِي هَذِه الْكتب كلهَا أَجود من كتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل

এছাড়াও সকলেই এ বক্তব্যের সাথে একমত। সুতরাং আবু আলী নিশাপুরী রহ. এর মুসলিম সম্পর্কে বক্তব্যটি ততোটা গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়াও আবু আলী নিশাপুরী রহ. এর মুসলিম সম্পর্কে বক্তব্যটির ব্যাখ্যা এটিও হতে পারে যে, শ্রেষ্ঠত্ব সনদের দিক থেকে নয়; বরং সুন্দর বিন্যাসের দিক থেকে।

মুসলিম ইবনে কাসেম কুরতুবী রহ. এর সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বক্তব্য لم يضع أحد مثله কে তারা দ্বিতীয় দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। যার উত্তর একই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব সনদের দিক থেকে নয়; বরং সুন্দর বিন্যাসের দিক থেকে।[২৬৬]

---

[২৬৬] মুকাদ্দামা ফতহুল মুলহিম (২৭০ পৃষ্ঠা)

মুসলিমের উপর বুখারীর প্রাধান্যের কারণ

(এক) সেকাহ বারীর দিক থেকে। অর্থাৎ যেই রাবীদের বর্ণনা কেবল ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে রেওয়ায়েত করেছেন ইমাম মুসলিম রহ. সে রাবী থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেননি। এমন রাবীর সংখ্যা ৪৩৪ জন। যার মধ্যে মাত্র ৮০ জন রাবীর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আর ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন, তবে সে রাবী থেকে ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেননি। এমন রাবীর সংখ্যা ৬২০ জন। যার মধ্যে ১৬০ জনের ব্যাপারে সমালোচনা হয়েছে।

এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, যাঁর ব্যাপারে সমালোচনা হয়েছে তাঁর রেওয়ায়েত থেকে যাঁর ব্যাপারে সমালোচনা নেই, তাঁর রেওয়ায়েত উঁচু মানের। যদিও বা সেই সমালোচনাগুলো সহীহ হওয়ার পথে বাঁধ নয়। তবুও যার সমালোচনা রয়েছে, তাঁর রেওয়ায়েত ইমাম বুখারী রহ. কম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, যাঁর সমালোচনা রয়েছে, তাঁর রেওয়ায়েত ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ. থেকে বেশি গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও সহীহ বুখারীতে যাঁদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই ইমাম বুখারী রহ. এর শায়েখ। অর্থাৎ তাঁরা সরাসরি ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ। তিনি তাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তাদের রেওয়ায়েত যাচাই বাচাই করার সুযোগ ছিল। পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিমে যাঁদের ব্যাপারে সমালোচানা রয়েছে, তাঁদের কেউ সরাসরি ইমাম মুসলিম রহ. এর উস্তাদ নন। সুতরাং তাদের রেওয়ায়েত যাচাই বাচাই করার তেমন সুযোগ ছিল না।

(দুই) মুত্তাসিল সনদের দিক থেকে। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. হাদীস বর্ণনাকারী (الرَّاوِي) এবং যার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে (الْمَرْوِيُّ عَنْهُ) এ দুজনের মধ্যে কমপক্ষে একবার হলেও সাক্ষাত হওয়া শর্তারোপ

করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম রহ. হাদীস বর্ণনাকারী (الرَّاوِي) এবং যার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে (الْمَرْوِيُّ عَنْهُ) এ দুজনে কেবল একই সময়কালের হওয়া শর্তারোপ করেছেন। তাঁদের মাঝে সাক্ষাতের শর্তারোপ করেননি।[২৬৭]

(তিন) ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয় তবকা অর্থাৎ শাইখদের সাথে কম সংশ্রবকারীদের থেকে যাচাই করে খুব অল্প পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম মুসলিম রহ. এ তবকার সকলের থেকে অনায়াসে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(চার) শায ও মুয়াল্লালের দিক থেকে বিবেচনা করেলেও সহীহ মুসলিমের উপর সহীহ বুখারীর প্রাধান্য প্রমাণিত হবে। সহীহ বুখারীতে যে সকল হাদীসে ইল্লত (সূক্ষ্ম ত্রুটি) পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা মাত্র ৮০টি। আর সহীহ মুসলিমে যে সকল হাদীসে ইল্লত (সূক্ষ্ম ত্রুটি) পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা মাত্র ১৩০ টি।

কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব সহীহ বুখারী

সহীহ বলতে আমরা এমন গ্রন্থকে বুঝি যেখানে কেবল সহীহ হাদীসসমূহ জমা করা হয়েছে। যেমন, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। কিন্তু পরিভাষাটি এমন ব্যাপক হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য সহীহ হাদীস সম্মলিত গ্রন্থকেও সহীহ বলে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন 'আস সিহাহ সিত্তাহ' (الصحاح الستة) পরিভাষাটিই এর পারিভাষিক ব্যাপকতার ফলাফল। যদিও 'সিহাহ সিত্তার' মধ্যে কেবল সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম 'আস সহীহ'। আর এই পরিভাষিক জটিলতার কারণে 'আস সিহাহ মুজাররদুহু'

---

[২৬৭] মুকাদ্দামা ফতহুল মুলহিম (২৪০ পৃষ্ঠা)

(الصحاح المجردة) 'কেবল সহীহ' এর মত পরিভাষা প্রনয়ণের প্রয়োজন পড়েছে। আর্থাৎ এমন রেওয়ায়েত সম্মলিত গ্রন্থ, যেখানে কেবল সহীহ হাদীসই বর্ণনা করা হয়েছে। যার একটি রেওয়ায়েতও সহীহ ছাড়া নেই। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে সর্ব প্রথম রচনা হল, সহীহুল বুখারীই। আর তারপরেই সহীহ মুসলিমের স্থান। এছাড়াও বলার থাকে যে, কেবল এ দু'টি সহীহ গ্রন্থকেই 'সহীহ মুযাররদ' বলা হয়। আর এর ভিত্তিতে সহীহ বুখারীকে 'পবিত্র কালামুল্লাহ পর সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব' উপাধিতে অলংকৃত করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বর্ণনা করেন যে,

ماتحت اديم السماء اصح من موطا امام مالك

আসমানের নীচে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব হল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর এ বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কালামুল্লাহ পর সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব মুয়াত্তা ইমাম মালেক। এর কয়েকটি জবাব হতে পারে। **প্রথমতঃ** ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর এ বক্তব্যটি ছিল, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম রচনার অনেক পূর্বে। কারণ ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মৃত্যু হয়, ২০৪ হিজরী সনে। আর ইমাম বুখারী রহ. এর জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪ হিজরী সনে। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী রহ এর ইন্তেকালের সময় ইমাম বুখারী রহ. এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। সুতরাং প্রমাণিত হয়, ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর এ বক্তব্যটি 'আসমানের নীচে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব হল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক' সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রচনার অনেক পূর্বের। তবে এ বক্তব্যটি অবশ্যই সত্য যে, সহীহ্হাইন রচনার পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র কালামুল্লাহ পর সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাব মুয়াত্তা ইমাম মালেকই ছিল।

দ্বিতীয়তঃ মুয়াত্তা ইমাম মালেকের দু'তিনটি রেওয়ায়েত ব্যতিত সমস্ত রেওয়ায়েতই সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে,

মুয়াত্তা ইমাম মালেক সহীহ বুখারীরই একটি অংশ বলা যায়। সুতরাং মুয়াত্তা ইমাম মালেকের কিতাবুল্লাহ এর পরে 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ' হওয়া, মূলত সহীহ বুখারীরই 'সবচেয়ে বিশুদ্ধতা' প্রমাণ করে।

আরো একটি কথা বলার থাকে যে, সহীহ বুখারী সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ এমন নয় যে, কেবল বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতই সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। অন্য কোন কিতাবসমূহে সহীহ রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই। আর সেগুলি রেওয়াতের উপর আমল করাও বৈধ নয়। এছাড়াও কেউ এ কথার দাবী করতে পারে না যে, সমস্ত সহীহ রেওয়ায়েত কেবল এ দু'টি গ্রন্থে চলে এসেছে। বাকী সমস্ত কিতাবে কেবল দুর্বল রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বর্ণনা করেন যে,

مَا أدخلت فِي كتابي الْجَامِع الا مَا صَحَّ وَتركت من الصَّحِيح حَتَّى لَا يطول

আমি আমার কিতাবে কেবলই বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত একত্র করেছি। তবে আরো অনেক বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত আছে, যেগুলি আমি কিতাব লম্বা হওয়ার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি।[২৬৮]

ইমাম মুসলিম রহ. বলেন,

قال انما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل ان ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف

নিশ্চয় আমি আমার কিতাবে কেবলই সহীহ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছি। তবে আমি এটা বলছি না যে, অন্যান্য কিতাবগুলোর রেওয়ায়েত দুর্বল।[২৬৯]

---

[২৬৮] ফতহুল বারী (১/৭)

[২৬৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৭১)

দ্বিতীয়তঃ সহীহ বুখারী 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ হওয়া'র উদ্দেশ্য হল এটা যে, প্রত্যেকটি হাদীসের দৃষ্টিকোন থেকে নয়; বরং সমগ্রীকভাবে অন্যান্য কিতাব থেকে সহীহ বুখারী সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব।

তৃতীয়তঃ বুখারীর কিছু রেওয়ায়েত রহীত আছে। সুতরাং তার বিপরীত আমল করা বৈধ। হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া শুধুই ইজতিহাদী বিষয়, অকাট্য নয়। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ এর ইজতিহাদ অন্যদের থেকে বিপরীদ হতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য হাদীসের কিতাবগুলির উপর সিহাহ সিত্তাহ এর বিশুদ্ধতা ও প্রাধান্য কেবল পরবর্তী রাবীদের দৃষ্টিকোন থেকে। কেননা পূর্ববর্তী মুহাদ্দীসগণ তো মধ্যবর্তী দুরত্ব কম হওয়াকে বিবেচনা করেছেন।[২৭০]

বুখারী শরীফের নুসখাহসমূহ

আল্লামা কাস্তালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর প্রিয় ছাত্র আল্লামা ফিরাবরী রহ. বলেন,

عن الفربري أنه قال سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري

ইমাম বুখারী রহ. থেকে নব্বই হাজার ছাত্র সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন। তবে আমি ছাড়া আর কেউ তা বর্ণনা করেনি।[২৭১]

এই দাবীর ভিত্তিতে পৃথিবীতে সে নুসখা ছাড়া অন্য কোন নুসখা বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। আল্লামা কাস্তালানী রহ বলেন, ফিরাবরীর এই দাবীটি শুদ্ধ নয়। কারণ ফিরাবরীর নুসখা ছাড়াও আরো নুসখা রয়েছে। যেমন হাফেয ইবনে হাজার আসকালনী রহ. বলেন, সহীহ বুখারী আমাদের কাছে পাঁচটি মাধ্যমে পৌঁছে।

---

[২৭০] লামেউদ দারারী (১/৮৪)

[২৭১] ইরশাদুস সারী (১/৩৯)

১. আল্লামা ফিরাবরী রহ. (মৃত্যুঃ ৩২০হিঃ)
২. আল্লামা আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মাকাল ইবনে আল হাজ্জাজ আন নাসাফী আল হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ২৯৪হিঃ)
৩. আবু মুহাম্মদ হাম্মাদ ইবনে শাকের ইবনে সাওরাহ আন নাসাফী আল হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৩১১হিঃ)
৪. আল্লামা আবু তালহা মুনসুর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে কুরায়বা আল বাযদাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৩২৯হিঃ)
৫. কাযী হুসাইন ইবনে ইসমাঈল আল মুহামিলী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৩০হিঃ)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এই পঞ্চম মাধ্যমটি আল্লামা কিরমানী রহ.। এছাড়াও জমহুর বলেন, হুসাইন ইবনে ইসমাঈল রহ. এর নিকট সহীহ বুখারী ছিল না। এ জন্য তিনি সহীহ বুখারী বর্ণনাকারীর মধ্যে নয়।

তবে মূল কথা হল, ইমাম বুখারী রহ. যখন বাগদাদে তাশরীফ নিলেন, তখন তিনি বিভিন্ন মাজলিসে সহীহ বুখারীর কিছু অংশ পড়ে শুনালেন এবং কাযী হুসাইন ইবনে ইসমাঈল সে সব মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আর তাঁর কাছে সহীহ বুখারীর কপিও সংরক্ষিত ছিল।[২৭২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর মতে আল্লামা ফিরাবরী রহ. এর প্রসিদ্ধ সহীহ বুখারীর নুসখাটি আমাদের কাছে বর্ণনাকারী হল, নয় জন। আর আল্লামা নববী রহ.এর মতে এগারো জন। নীচে তালিকা দেয়া হলঃ

১. নুসখায়ে আস সাকান। যেটি আবু আলী সাঈদ ইবনে উসমান ইবনে সাঈদ ইবনে আস সাকান রহ. (মৃত্যুঃ ৩৫২হিঃ) এর সাথে সমন্ধযুক্ত।
২. নুসখায়ে মুসতামলী। যেটি আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আহমদ আল মুসতামলী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৫২হিঃ) এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

---

[২৭২] ইরশাদুস সারী (১/৩৮)

৩. নুসখায়ে কুশমিনি। যেটি আবুল হায়সাম মুহাম্মদ ইবনে মক্কী আল কুশমিহানী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮৯হিঃ) এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

৪. নুসখায়ে মারওয়াযী। যেটি ফকীহ আবু যায়েদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মারওয়াযী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৭১হিঃ) এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

৫. নুসখায়ে শাব্বুবী। যেটি আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে উমর শাব্বুবী রহ. এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

৬. নুসখায়ে যুরযানী। যেটি মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল যুরযানী রহ. এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

৭. নুসখায়ে সারাখসী। যেটি আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্মুওয়াই ইবনে ইউসুফ ইবনে আ'য়ান আস সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮১হিঃ) এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

৮. নুসখায়ে নুয়াইমী। যেটি আবু হামেদ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুয়াইম ইবনে খলিল আন নুয়াইমী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮৬হিঃ) এর সাথে সমন্ধযুক্ত।

৯. নুসখায়ে কুশানী। যেটি ইসমাঈল ইবনে হাজেব কুশানী রহ. এর সাথে সমন্ধযুক্ত।[২৭৩]

---

[২৭৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/১১

নুসখায়ে ফিরাবরী প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ

'ফিরাবরা' (فربر) শব্দটির 'ফা' বর্ণের নীচে যের, 'রা'এর উপর যবর, 'বা' এর উপর জযম। এটি বুখারা শহর থেকে বিশ/পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরাবরী রহ. সে শহরে ২৩১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি সর্বমোট ৮৯ বছর জীবিত ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। অর্থাৎ তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর ইন্তিাকলের পরেও ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. এর মৃত্যুর পরে তিনি অনেক বছর সহীহ বুখারীর দরস দিয়েছেন এবং প্রত্যেক বছরই অধিক থেকে অধিক ছাত্র সহীহ বুখারী শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কারণে এ নুসখাটি বেশি প্রচলিত ও পরিচিতি লাভ করেছে।

এছাড়াও নুসখাটি প্রসিদ্ধ হবার কারণ হল, আল্লামা ফরাবরী রহ. ইমাম বুখারী রহ. থেকে দুইবার সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন। প্রথমবার ২৪৮ হিজরী সনে আর দ্বিতীয়বার ২৫২ হিজরী সনে এবং ২৫৬ হিজরী সনে ইমাম বুখারী রহ. এর ইন্তিকাল করেন। কিছু কিছু উলামাদের মতে আল্লামা ফিরাবরী রহ. ইমাম বুখারী রহ. থেকে বুখারী শরীফ মোট তিনবার শ্রবণ করেন। আর তৃতীয়বার হল, যে বছর ইমাম বুখারী রহ. ইন্তিকাল করেন। অর্থাৎ ২৫৬ হিজরী সনে।[২৭৪]

ফিরাবরীর নুসখাগুলিতে মতানৈক্যের কারণ

পূর্বের যুগের মুহাদ্দীসগণ ছাত্রদের ইমলা করাতেন অর্থাৎ শব্দ ও ইবারত বলে তা আবার লিখাতেন এবং ছাত্ররাও তা যথাযথ লিখতেন। কিন্তু

---

[২৭৪] তাকরীরে বুখারী শাইখুল হিন্দ রহ. (৫২ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক ছাত্রের স্মরণশক্তি ও বুঝশক্তি আলাদা হওয়ার কারণে বিভিন্ন জন বিভিন্নটা লিখার কারণেই মূলত আল্লামা ফারাবারী রহ. এর নুসখার মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়।

ফিরাবরী রহ. এর স্বীয় উস্তাদ ইমাম বুখারী রহ. এর সাথে চুড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসার কারণে উভয় কপির রেওয়ায়েতগুলো নিয়ে নিয়েছেন। যদিও তিনি জানতেন যে, সর্বশেষ কপি এটিই। অপরটি সর্বশেষ কপি নয়। তাকরীরে বুখারী (৫৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারী রহ. এর চার ইমাম থেকে হাদীস গ্রহণ

ইমাম বুখারী রহ. চার ইমামের মধ্য হতে ইমাম মালেক রহ. এর থেকে সবচেয়ে বেশি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। আর নিজের শায়েখ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে কেবল দু'টি রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। একটি কিতাবুল মাগাজী অধ্যায়ে আর অন্যটি কিতাবুন নিকাহ অধ্যায়ে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে মাত্র দু'টি রেওয়ায়েত গ্রহণের কারণ হল, প্রথম দিকে যখন ইমাম বুখারী রহ. বাগদাদ সফরে যান, তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর শায়েখগণই জীবিত ছিলেন। আর যখন তিনি শেষবার বাগদাদে যান তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. হাদীসের দরসদান থেকে বিরত ছিলেন। আর এ কারণে তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে বেশি রেওয়ায়েত করেননি। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেননি এবং ইমাম আবু হানিফ রহ. এর কিছু বক্তব্যেকে তিনি (قَالَ بَعْضُ النَّاسِ) 'কিছু লোকেরা বলেন' শিরোনামে উল্লেখ করে অনার্থক নিশানা বানিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় বুখারী শরীফে তিনি ইমাম আবু হানিফার প্রতি কিছু উদারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে যেমন, ইমামের পিছনে ক্বেরাতপাঠ, রফয়ে ইয়াদায়েন মত

রচনাগুলিতে তিনি তো আক্রমণাত্মক আচরণ করেছেন। যার প্রতিদান স্বীয় ছাত্র ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় দিয়েছেন এবং ইমাম তিরমিযি রহ. তাঁর শায়েখ ইমাম বুখারী রহ. থেকে একটি রেওয়ায়েতও গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে আমাদের তাহকীকী বক্তব্য হল সেটিই, যা আমাদের আকাবিরে হযরতরা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত মুহাদ্দীসগণের ছাত্রদের সংখ্যা এ পরিমাণ বেশি যে, তাঁরা স্বীয় শায়েখের হাদীসগুলি জমা ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম। সে সমস্ত শায়েখদের প্রতি ইমাম বুখারী রহ. মনোযোগ কম দিয়েছেন। আর ইমাম আবু আবু হানিফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. সে স্তরের মুহাদ্দীস ছিলেন। মলফুযাতে মুফতি মাহমুদ হাসান (৯/৩৫)

সহীহ বুখারীর হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ

জামে সহীহ এর গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক যামানার উলামায়ে কেরাম তার হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করতে মনোনিবেশ করেছেন। যার ফলে সহীহ বুখারীর অগণীত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হল, ফতহুল বারী। এছাড়াও সহীহ বুখারীর কিছু ব্যাখ্যা গ্রন্থের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

(১) ফতহুল বারীঃ গ্রন্থটি শায়খুল ইসলাম হাফেয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আসকালানী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৫২ হিজরী) রচনা করেছেন। তিনি ৮১৩ হিজরী সনে রচনার কাজ শুরু করেন এবং একটি মুকাদ্দিমাহ প্রণয়ন করেন। মুকাদ্দিমার কাজ শেষ হলে মূল ব্যাখ্যা গ্রন্থের কাজ শুরু করেন। যখন তিনি কোন একটি অধ্যায়ের কাজ প্রস্তুত করতেন, তখন মুজতাহিদদের একটি জামাত তা নকল করতেন এবং সপ্তাহের একটি দিনে সবাই জমায়েত হয়ে তার উপর আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। আল্লামা বুরহান ইবনে আখযার রহ. তা উপস্থিতির মাঝে পড়ে

শুনাতেন এবং লোকেরা তাদের প্রশ্ন ও আলোচনা উপস্থাপন করতেন এবং আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রহ. তার জবাব পেশ করতেন। এ পদ্ধতিতে গ্রন্থটির কাজ শেষ করতে বেশ সময় লেগে যায় এবং তা ৮৪২ হিজরী সনে শেষ হয়। এরপরে আবারো তিনি কিছু বিষয় যোগ করেন। যা মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে সম্পূর্ণ হয়।

গ্রন্থটিতে আল্লামা আসকালানী রিজাল শাস্ত্র এবং তরজমাতুল আবওয়াব এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফিকহী সম্পর্ক নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি গ্রন্থটিতে হাদীসের বিভিন্ন 'তরুক' (طرق) একত্র করেছেন। যার দ্বারা হাদীসের কোন একটি সম্ভবনা অথবা ইরাব নিদিষ্ট হয়েছে। ইরশাদুস সারী (৩৬ পৃষ্ঠা)

গ্রন্থটি সতের খণ্ডে সন্নিবেশিত। আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর তারিখের মুকাদ্দামায় লিখেন, সহীহ বুখারীর একটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের দায়িত্ব উম্মাতের উপর ছিল। আল্লামা আসকালনী রহ. এর প্রিয় ছাত্র আল্লামা হাফেয সামশুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেন, আমার শায়েখ আল্লামা আসকালনী ফতহুল বারী রচনার মধ্যদিয়ে তা আদায় করেছেন।[২৭৫]

(২) উমদাতুল ক্বারীঃ সহীহ বুখারী এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আল আইনী আল হানাফী রহ. (মুত্যুঃ ৮৫৫ হিজরী) রচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থটির রচনার কাজ ৮২১ হিজরী সনে শুরু করে এবং ৮৪৭ হিজরী সনে তা শেষ করেন। এ দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কারণে রচনার কাজ তাঁকে স্থগিত রাখতে হয়। আর এ জন্যই এটি রচনা করতে বেশি সময় লেগে যায়। আল্লামা আইনী ফতহুল বারী থেকে বিভিন্নভাবে উপকার লাভ করেছেন। আল্লামা আইনী নিজের এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর সমালোচনাও করেছেন। আর যে সমস্ত বিষয় তিনি ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিয়েছেন, সেগুলিকে

---

[২৭৫] মালফুযাতে মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (১/৮৩)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন- হাদীসের সম্পূর্ণ মতন উল্লেখ করেছেন, রেওয়ায়েতের ধারা অব্যাহত রেখেছেন, প্রত্যেক রাবীর বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন, লুগাত ও ইরাব, মা'য়ানী ও বয়ান এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হাদীস থেকে মাসআলা ইসতিমবাদ করেছেন, প্রশ্নোত্তরের পরিমাণও ফতহুল বারী থেকে বেশি উল্লেখ করেছেন।[২৭৬]

গ্রন্থটি পঁচিশ খণ্ডে সন্নিবেশিত। যেটি হানাফী মসলকের জন্য খুবই তথ্যবহুল। আল্লামা কাউছারী বর্ণনা করেন, গ্রন্থটি ফতহুল বারী থেকে পরিমাণে এক তৃতীয়াংশ বেশি। সেখানে কিছু কিছু বিষয়ে এমন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, অন্য কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনই হবে না। যদি ফতহুল বারীর মুকাদ্দিমা না থকত, তাহলে এটি ফতহুল বারীর উপর প্রাধান্য পেত। তবে সমগ্রীকভাবে ফতহুল বারীই শ্রেষ্ঠ।

আল্লামা আইনী রহ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. কতকগুলি বিষয়ের উপর আপত্তি তোলেছিলেন। যখন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি আল্লামা আইনী রহ. এর প্রতিউত্তরে ইনতিকাজুল ই'তিরায নামে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন বলে স্থির করলেন। তবে মৃত্যু সন্নিকটে আসার কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। তিনি যতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন, সবগুলি একত্র করলেও আল্লামা আইনী রহ. এর উত্থিত অধিকাংশের পাওয়া যাবে না।

এছাড়াও আল্লামা আইনী রহ. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর উস্তাদদের সারিতে ছিলেন এবং বারো বছরের বড় ছিলেন। যদিও তিনি ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর তিন বছর পরে ইন্তিকাল করেন।

(৩) ইরশাদুস সারীঃ গ্রন্থটি আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল খতীব আল কাস্তালানী আল মিসরী রহ. (মৃত্যুঃ ৯২৩ হিজরী) রচনা করেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে মতন ও ব্যাখ্যা (শরাহ) একত্র লিখা

---

[২৭৬] মালফুযাতে মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (১/৮৩)

হয়েছে। যদিও তা লাল ও কালো বর্ণ দ্বারা পৃথক করে দেয়া আছে। মূলত গ্রন্থটি ফতহুল বারী ও এবং উমদাতুল ক্বারী গ্রন্থের সারাংশ। এছাড়াও গ্রন্থকার অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থেরও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন।

(৪) আল কাওয়াকিবুদ দারারীঃ এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী কিরমানী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৯৬ হিজরী) রচনা করেছেন। আল্লামা আসকালানী ও আল্লামা আইনী রহ. এর ফতহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারী এ দুই ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা কিরমানী থেকে অনেক সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে তিনি নাহবী এ'রাব এবং দুর্লভ শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

(৫) শরহুন নববীঃ আল্লামা নববী রহ. (মৃত্যুঃ ৬৭৯ হিজরী) কেবলমাত্র কিতাবুল ইমান পর্যন্ত সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লিখেছেন। তিনি ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সমাপ্ত করতে পারেননি। সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দায় তা উল্লেখ আছে।

(৬) তাইছিরুল ক্বারীঃ আল্লামা নুরুল হক ইবনে মাওলানা আবদুল হক দেহলবী রহ. (মৃত্যুঃ ১০৭৩ হিজরী) যে সময়কালে পিতা আবদুল হক দেহলবী রহ. মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখছিলেন। ঠিক সে সময় সাহেবযাদা আল্লামা নুরুল হক রহ. ফারসী ভাষায় বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করছিলেন।

(৭) আত-তাওশীহু আলাল জামেয়ীস সহীহঃ গ্রন্থটি হাফিয জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১১ হিজরী) রচনা করেন।

(৮) শাওয়াহিদুত তাওযীহ ওয়াত তাসহীহী লিল মুশকিলাতীল জামীয়ীস সহীহঃ শায়খ জামালুদ্দীন ইবনে মালিক আল আনদুলুসী শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৬৭২ হিজরী) এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। যেটি ভারতবর্ষেও মুদ্রিত হয়।

(১০) আল্লামা আবুল হাসান নুরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী আস সিনদী হানাফী এর হশিয়া (টিকা) অনেক প্রসিদ্ধ। যা গ্রন্থাকারে মুদ্রণ হয়।

(১১) শায়খুল ইসলাম ইবনে মুহিববুল্লাহ আল বুখারী আদ দেহলবী এর ব্যাখ্যা তাইসিরুল ক্বারী নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থের হাশিয়ায় নিহিত রয়েছে । তবে তা পরিপূর্ণ নয়, কেবল চৌদ্দ পারা মুদ্রণ হয়েছে ।

(১২) আওনুল বারীঃ আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হোসেন খান সাহেব রহ. (মৃত্যুঃ ১৩০৭ হিজরী) বুখারী শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন ।

(১৩) নিবরাসুস সারীঃ মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আজিজ হানাফী রচনা করেন ।

(১৪) মাওলান আহমদ আলী সাহেব মুহাদ্দীস সাহারানপুর রহ. (মৃত্যুঃ ১২৯৮ হিজরী) হাশিয়া লিখেন । যার শেষ খণ্ড আল্লামা কাসিম নানুতুবী রহ. পরিপূর্ণ করেন ।

(১৫) লামে'উদ দিরারীঃ গ্রন্থটি হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩২৩ হিজরী) এর দরসের নির্যাস । যা তাঁর কতিপয় ছাত্র একত্রিত করেছেন । তাঁর দরসে পৃথিবীর আনাচে কানাচে থেকে বড় বড় উলামায়ে কেরামরা উপস্থিত ছিলেন । তাঁর এ দরসের নির্যাস একত্রিত করে উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচিত হয় ।

এছাড়াও বুখারী শরীফের আরো ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে । হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া রহ. লামেউদ দিরারী মুকাদ্দামায় ১৩২টি সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন । এর মধ্যে ৫৩টি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থ । আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ হল,

(১৬) ই'লামুস সুনানঃ এটি বুখারীরর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ । যা আল্লামা আবু সুফিয়ান হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম খাত্তাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮৮হিজরী) রচনা করেন ।

(১৭) শরহুল বুখারীঃ এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. রচনা করেন ।

(১৮) ফয়যুল বারীঃ এ গ্রন্থটিতে আল্লামা বদরুল আলম মুহাজিরে মাদানী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৮৫ হিজরী) নিজের শায়েখ আল্লামা অনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. এর বুখারীর দরসের নির্যাসকে জমা করেন।

(১৯) তাফহীমুল বারীঃ গ্রন্থটি আল্লামা গোলাম রসুল রিজভী মানতেক ও তাসাউফের দিককে প্রাধান্য দিয়ে রচনা করেন।

(২০) মাজমাউল বাহরায়ীনঃ শায়েখ আল্লামা ত্বাকী উদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী কিরমানী রহ. এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। যা আটটি খণ্ডে সন্নিবেশিত।

(২১) ফযলুল বারীঃ আল্লামা সাব্বির আহমদ উসমানী রহ. এর দরসের নির্যাসকে আল্লামা কাযী আবদুর রহমান গ্রন্থাকারে জমা করেন।

(২২) কাশফুল বারীঃ এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আল্লামা সলিমুল্লাহ খান সাহেব রহ. রচনা করেন। যিনি শায়খুল আরব ওয়াল আযম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

উমদাতুল কারী নিয়ে ছোট্ট আলোচনাঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর ইলমী মর্যাদা অনেক উঁচুতে ছিল। তিনি ইমাম ছিলেন। তিনি তাঁর ইলমের দ্বারা গ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে জাতি ও ইসলামের অনেক খিদমত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খিদমত হল, সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারী রচনা। নিচে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলঃ

(১) এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম তরজমাতুল বাব (ترجمة الباب) এর শাব্দিক বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, বাব (باب) শব্দটি তানবীন (تنوين) যুক্ত ও ইযাফত (اضافت) ব্যতিত নাকি এযাফত (اضافت) এর সাথে তানবীন (تنوين) ব্যতিত। এরপর তিনি তরজমতুল বাব (ترجمة الباب) এর ইরাবী অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন।

(২) প্রত্যেক তরজমাতুল বাব (ترجمة الباب) সম্পর্কে এ বিশ্লেষণ করেন যে, তার পূর্বের বাবের সাথে সম্পর্ক ও মিল কি? তারপর সে সম্পর্ক অথবা মিল সম্পর্কে পরিষ্কার বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর পূর্বের বাবের সাথে যদি কয়েকটি মিল বা সম্পর্ক থাকে সেখান থেকে তিনি সবচেয়ে নিকটবর্তী সম্পর্ক বা মিল কোনটি তা তিনি বিশ্লেষণ করেন।

(৩) সহীহ বুখারীর পূর্ণ হাদীস সনদ ও মতনসহ উল্লেখ করে সুবিন্যস্তভাবে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন।

(৪) এর ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম তিনি বয়ানুর রিজাল (بيان الرجال) এর শিরোনাম কায়েম করেন। অতঃপর সে শিরোনামের অধীনে সনদে বর্ণিত প্রত্যেক রাবীদের নাম, বংশধারাবাহিকতা, উপনাম, উস্তাদ ও ছাত্রদের তালিকা এবং তাঁর স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা উল্লেখ করেছেন। কতক সময় আল্লামা আইনী রাবীদের সম্পর্কে এমন এমন তথ্য তুলে ধরেছেন যা তাহযীবুল কামাল (تهذيب الكمال) এর মত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও দিতে পারেনি।

(৫) এরপর তিনি সনদে বর্ণিত রাবীদের নিসবত অর্থাৎ কোন দেশ বা কোন এলাকার অধিবাসী ছিলেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি রাবীদের বংশ পরিচয় ও গোত্রের পরিচয়ের বিস্তারিত আলোচনার পর কি কারণে সে নাম রাখা হল, তাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

(৬) এরপর তিনি সনদের ভিতরের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। যেমন, হাদিসটি تحديث নাকি عنعن, সনদটির সমস্ত রাবী বুসরী নাকি কূফী, সনদটি رواية الاكبر عن الاصغر নাকি رواية الاباء عن الابناء অথবা সনদটির সমস্ত রাবীই ইমাম, নাকি না ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনাও করেছেন।

(৭) সনদের প্রত্যেক দিক বিচার বিশ্লেষণ করার পর পূর্ণ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এরপর আলোচ্য হাদীসটি তিনি সহীহ বুখারীর আর কোথায় কোথায় উল্লেখ করেছেন তা আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এ হাদীসটি অন্যান্য কোন কোন মুহাদ্দীস নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন, তাও তিনি আলোচনা করেছেন।

(৮) মতনের তাহকীকের বিষয়ে তিনি প্রথমে দরূহ ও অপরিচিত শব্দের অভিধান বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দিয়ে আভিধানিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার ব্যবহার নীতিও তুলে ধরেছেন।

(৯) এরপর তিনি হাদীসের এরাবী অবস্থা ও তারকীব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(১০) এরপর তিনি বয়ানুল মা'য়ানীর (بيان المعانى) শিরোনাম দিয়ে হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তিনি এ শিরোনামে হাদীসের 'তুরক' এর বিশ্লেষণ করেছেন। বিভিন্ন 'তুরক' এ উল্লিখিত শব্দ বা বাক্যের দ্বারা হাদীসের মাফহুম অর্থাৎ মূলকথা কি হয়, তাও তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে বলেছেন। এ শিরোনামে তিনি ফকীহদের মতবিরোধ এবং তাদের দলিলও তুলে ধরেছেন।

(১১) আল্লামা আইনী রহ. সর্বশেষ بيان الاستنباط الاحكام অথবা بيان الفوائد অথবা الفوائد শিরোনামের অধীনে গবেষণালব্ধ আহকাম ও ফায়দাগুলো অত্যান্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন।

(১২) সহীহ বুখারীর যেখানে ইমাম বুখারী রহ. মুতাবেয়াত উল্লেখ করেছেন, আল্লামা আইনী রহ. সেখানে তার উপর পরিষ্কার বিশ্লেষণ করেছেন।

(১৩) আল্লামা আইনী রহ. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে কোথাও কোথাও الاسئلة الاجوبة শিরোনামে আলোচ্য হাদীস থেকে উঠে আসা প্রশ্নের তাত্ত্বিক জবাব দিয়েছেন।

(১৪) কখনো তিনি হাদীসের মাঝে অস্পষ্ট কোন নাম আসলে তা তিনি স্পষ্ট ও নিদিষ্ট করে দিয়েছেন।

(১৫) হাদীসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা ও নাম আসলে بيان الاسماء والاماكن শিরোনামের অধীনে তিনি শাব্দিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি ভৌগলিক অবস্থানও তুলে ধরেছেন।

আল্লামা আইনী রহ. এর সংরক্ষণে ফতহুল বারী ছাড়াও সহীহ বুখারীর আরো কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল। যেগুলো থেকে তিনি বিভিন্নভাবে উপকার লাভ করেছেন। কতক জায়গায় ফতহুল বারীর ইবারতের সাথে মিল হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু লোক সেটিকে নকল বলার চেষ্টা করেছেন। যা একেবারেই ভিত্তিহীন। যেহেতু আল্লামা আইনী রহ. মুতাকাদ্দিমীনদের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উপকার লাভ করেছেন, সেহেতু তাঁর বক্তব্যের অনেক কথাই তাঁদের সাথে হুবহু মিলে যায়। এছাড়াও কিছু ব্যক্তি আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, যে সমস্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আল্লামা আইনীর গ্রন্থে রয়েছে, তা আপনার গ্রন্থে নেই, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি অর্থাৎ আল্লামা আইনী শায়েখ রুকুনুদ্দীন এর গ্রন্থ থেকেই এ সমস্ত উপকার গ্রহণ করেছেন। আর আমি সে গ্রন্থ মুকাম্মল না হওয়ার কারণে গুরুত্ব দেইনি। ফলে আল্লামা আইনী এমন কিছু বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে পেরেছেন, যা আমি করতে পারিনি। সুতরাং সেখানে আমার ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

আল্লামা আইনী রহ. এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে অন্যান্য লেখকসহ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনীর সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনীর قال بعضهم শিরোনামের অধীনে করা তাহকীকের যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী সমলক

গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দীসদের ব্যাপারে বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক মসলকের ব্যক্তিরা তাঁকে নিজেদের মসলকের প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। আর ইমাম বুখারী রহ. এর বেলাতেও এমন ঘটেছে। ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী সমলকের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে এবং তাঁর ফিকহী মসলক সম্পর্কে পাঁচটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মতঃ মুজতাহিদে মুতলাক।

(এক) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহীদে মুতলাক[২৭৭] ছিলেন।[২৭৮]

---

[২৭৭] শরীয়তের পরিভাষায় ঐ ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয়, যিনি কিতাবুল্লাহর ইলম বা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সকল নীতিমালা এবং ইলমে হাদীসের সনদ, মতন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পারদর্শী। বিশুদ্ধ কিয়াসের যোগ্যতাসম্পন্ন ও মানব সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। মুজতাহিদ এসব যোগ্যতা দিয়ে কুরআন-হাদীস থেকে শরীয়তের হুকুম আহকাম ইস্তিম্বাত করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। মিবাহুল লোগাত (১২৫ পৃষ্ঠা) মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সব বিষয় থাকাকে উলামায়ে কেরাম আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন, তা হলঃ

(১) আরবী ভাষা সম্পর্কে প্রাজ্ঞতা। অর্থাৎ আরবী ভাষার নাহু, সরফ, ফাসাহাত, বালাগাত, বর্ণনাশৈল্য, কাদীম আরবী পরিভাষা ইত্যাদি।

(২) কুরআন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান। অর্থাৎ কোরআনের নাসেখ-মানসূখ, শানে নুযূল, শাব্দিক ও অন্তর্নিহিত অর্থসহ পুরো কোরআনের আহকামের আয়াত নখদর্পনে থাকা।

(৩) সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাজ্ঞতা। অর্থাৎ হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, শানে ওরূদ, নাসেখ মানসূখ, সনদের রাবীদের জীবনী মুখস্থ, রাবীদের ব্যাপারে ইমামদের মতামত, হাদীসটির ইতিহাস, এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়।

(৪) ফিকহী মূলনীতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান। অর্থাৎ উসূল, ফুরু সম্পর্কে থাকতে হবে পূর্ণ প্রাজ্ঞতা।

(৫) ইজমায়ে উম্মত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত থাকা।

(দুই) আল্লামা নাফীস উদ্দীন সুলাইমান ইবনে ইবরাহীম আলুবী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন। কোন মাযহাবেরই অনুসারী ছিলেন না।[২৭৯]

(তিন) ইমামুল আছার আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহীদে মুতলাক ছিলেন। ফয়যুল বারীর মুকাদ্দামায় উল্লেখ আছে,

واعلم ان البخارى مجتهد لا ريب فيه وما اشتهر انه شافعى فلموا فقته اياه فى المسائل المشهورة والافموا فقته للامام الاعظم ليست اقل مما وافق فيه الشافعى وكونه من تلامذة الحميدى لاينفع لانه من تلامذة اسحق بن راهويه ايضا وهو حنفى فعده شافعيا باعتبار الطبقة ليس باولى من عدة حنفيا الخ

এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ ছিলেন। তবে তাঁর ব্যাপারে শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী হওয়ার যে বিষয়টি প্রচলিত আছে, তা এ জন্য যে, রফয়ে ইয়াদাঈন, উচ্চ আওয়াজে আমীন বলার মত প্রসিদ্ধ কিছু মাসআলায় তাঁর মত শাফেয়ী মাযহাবের মতের পক্ষে হয়। তাই অনেক শাফেয়ী তাঁকে শাফেয়ী বলেছেন। তবে শাফেয়ী হওয়ার ব্যাপারে এটুকু দলিল যথেষ্ট নয়। কারণ তিনি যতগুলি মাসআলাতে শাফেয়ীর সপক্ষে মত দিয়েছেন বা মতের অনুকূলে হয়েছে।

---

(৬) শরীয়তের মাকসাদ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা।

(৭) স্বভাবজাত ফিকহী যোগ্যতা থাকা।

মুজতাহিদে মুতলাক বলা হয়, যারা ইসলামী শরীয়তের উপর ব্যাপকভাবে একাধিক বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হন এবং তারা নিজেদের উসূলও নিজেরাই নিদিষ্ট করতে পারেন।

ইজতিহাদের জন্য উপরে উল্লেখিত শর্তাবলী মুজতাহিদে মুতলাকের জন্য আবশ্যক।

[২৭৮] হাশিয়া লামেউদ দারারী (৬৯ পৃষ্ঠা)

[২৭৯] মা তামাস্‌সা ইলাইহিল হাযাহ (২৬ পৃষ্ঠা)

তারচেয়ে অনেক বেশি বা দ্বিগুণ মাসআলাতে ইমাম বুখারী রহ. এর মত ইমাম আবু হানিফার রহ. এর মতের অনুকূলে হয়েছে। আর এটিও দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যথেষ্ট নয়, ইমাম বুখারী রহ. ইমাম হুমায়দী রহ. এর ছাত্র ছিলেন। আর ইমাম হুমায়দী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ছাত্র ছিলেন। কেননা ইমাম হুমায়দী রহ. এর ছাত্র ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ.ও ছিলেন। অথচ তিনি হানাফী। সুতরাং তা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এছাড়া ইমাম বুখারী রহ. অনেক মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বিপরীত মত দিয়েছেন।[২৮০]

(চার) শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন। হাদীসের ইমামগণের মাযহাবের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কতক উলামায়ে কেরামের মতে তাঁরা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন। আর কতক উলামায়ে কেরামের মতে তাঁরা সকলেই মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. এর ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। তবে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হল, তিনি মুজতাহিদ ছিলেন। কেননা তাঁর কিতাবগুলোকে গভীর পর্যবেক্ষণ করলে এটিই পরিষ্কার হয়। যদিও কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম তাঁকে শাফেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।[২৮১]

(পাঁচ) আল্লামা ইউসুফ বানূরী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন।

(ছয়) আল্লামা তাহের যাযাইরী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন এবং বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।[২৮২]

(সাত) শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা সালিমুল্লাহ খান সাহেব রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী মসলকের ব্যাপারে পাঁচটি বক্তব্য পাওয়া

---

২৮০ ফয়যুল বারী (১/৫৩)

২৮১ কাওয়াকিবুদ দারারী (১/১২) ও লামেউদ দারারী (১/১৫)

২৮২ তাওযীহুন নযরী ইলা উসূলীল আসরী (১৮৫ পৃষ্ঠা)

যায়। তবে প্রশিদ্ধ বক্তব্যটি হল, ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন। কারো মুকাল্লিদ ছিলেন না। এ বক্তব্যটির উপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ., আল্লামা নাফীস উদ্দীন সুলাইমান ইবনে ইবরাহীম আলুবী রহ., আল্লামা কাশ্মীরী রহ. এবং হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া রহ.ও একমত পোষণ করেছেন এবং এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় মতঃ মুকাল্লিদ।

ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মসলকের অনুসারী ছিলেন।

(এক) আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহ. বলেন,

انه شافعى لانه تفقه بالحميدى والحميدى تفقه بالشافعى

ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মসলকের অনুসারী ছিলেন। কেননা তিনি ফিকহের জ্ঞান আল্লামা হুমায়দী রহ. থেকে শিক্ষা করেছেন। আর হুমায়দী রহ. ফিকহ্ শিখেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে।[২৮৩]

(দুই) হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম বুখারী রহ. কে শাফেয়ীদের মধ্যে গণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী বিষয়ের প্রাধান্য ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মসলকের দিকে।[২৮৪]

(তিন) আল্লামা নাওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব রহ. আবযাদুল উলূমে উল্লেখ করেন যে, ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাতে ইমাম বুখারী রহ. ছাড়াও আরো কিছু শাফেয়ী মাযহাবের মুহাদ্দীসগণের নাম উল্লেখ করেনে।[২৮৫]

(চার) মাওলানা আনোয়ার খুরশীদ রহ.ও এ বিষয়ে একমত জ্ঞাপন করেছেন।

---

[২৮৩] তাবাকাতুশ শাফেয়ী (২/৬-১০)

[২৮৪] ফতহুল বারী (১/২৩)

[২৮৫] আবযাদুল উলূম (৩/৮১০)

তৃতীয় মতঃ মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ।[২৮৬]

ইমাম বুখারী রহ. মাযহাবের অধীনে মুজতাহিদ ছিলেন । (এক) শাহ্ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. এর মতে ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অধীনে মুজতাহিদ ছিলেন ।[২৮৭]

(দুই) আল্লামা ত্বাকী উদ্দীন আস সুবকী রহ. ইমাম বুখারী রহ. কে শাফেয়ী মসলকের মুজতাহিদ হিসেবে মত দিয়েছেন ।[২৮৮]

(তিন) আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানী রহ. ইমাম বুখারী রহ.কে মাযহাবের অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাবের অধীনে মুজতাহিদ হিসেবে মত দিয়েছেন ।[২৮৯]

(চার) ইমাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আল্লামা সারফরাজ খান সফদর রহ. ইমাম বুখারী রহ.কে শাফেয়ী মাযহাবের মুজতাহিদ হিসেবে মত দিয়েছেন ।

চতুর্থ মতঃ মুকাল্লিদ ।

ইমাম বুখারী রহ. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । (এক) আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম আযযাওযী রহ. ইমাম বুখারী রহ.কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে মত দিয়েছেন ।[২৯০]

(দুই) আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবী ইয়ালা রহ. ইমাম বুখারী রহ.কে হাম্বলী সমলকের অনুসারী হিসেবে গণনা করেছেন ।[২৯১]

---

[২৮৬] যারা ইজতিহাদের তরীকা বা উসূলের মধ্যে স্বীয় ইমামের অনুসরণ করেন । কিন্তু শাখাগত বিষয়ে সেই সকল উসূলের আলোকে নিজেও কোন হুকুম আহকাম ইস্তিম্বাত করেন । এছাড়াও তাকে স্বীয় মাযহাবের সকল আহকাম, তার প্রমাণাদি এবং তার দ্বারা ইস্তিম্বাদের কাইফিয়্যাত সম্পর্কেও অবগত থাকতে হবে ।

[২৮৭] আল ইনসাফ ফী আসহাবীল ইখতিলাফ (৭৫ পৃষ্ঠা)

[২৮৮] আত তাবাকাত (২/৬)

[২৮৯] মা তামাস্সু ইলাইহিল হাযাহ (২৫ পৃষ্ঠা)

[২৯০] বিস্তারিত ই'লামুল মুওয়াককীয়ীন (১/২২৬)

[২৯১] মা তামাস্সা ইলাইহিল হাযাহ (২৬ পৃষ্ঠা)

(তিন) আল্লামা আবুল হাসান ইরাকী রহ. ইমাম বুখারী রহ.কে হাম্বলী সমলকের অনুসারী হিসেবে গণনা করেছেন। কেননা ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর নিকট আট বারের মত সাক্ষাতের জন্য তাশরিফ নিয়েছেন।[২৯২]

পঞ্চম মতঃ মুজতাহিদও নয়, মুকাল্লিদও নয়।

ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদ ছিলেন না, আবার তিনি মুকাল্লিদও ছিলেন না।

আল্লামা মুবারকপুরী রহ. তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী রহ.কে ছিয়াহ সিত্তার অন্যান্য ইমামদের মত কেবল আহলে হাদীস বলে প্রমাণ করার ব্যাপক চেষ্টা ব্যয় করেছেন। কিন্তু কেবল আহলে হাদীস শব্দ দ্বারা তাঁর কি উপকার? এ শব্দটি তো একজন সীমালঙ্ঘনকারী এবং মাযহাব বিরোধী ব্যক্তির বেলায় তো প্রযোজ্য হয়।[২৯৩]

আল্লামা রফী উদ্দীন উসমানী দা. বা. দরসে মুসলিম ও মুকাদ্দামা তাফহীমে মুসলিমে বলেন, সিহাহ সিত্তার ছয়জন ইমামের মাযহাবের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা তাঁরা কেউ নিজেদের মাযহাব সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য দেননি। এ জন্য অনেকে বলেন, তারা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন। কারো মুকাল্লিদ ছিলেন না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তারা মুজতাহিদও ছিলেন না এবং মুকাল্লিদও ছিলেন না।

---

[২৯২] ইযাহুল বুখারী (১/৪৭)

[২৯৩] তায়েফায়ে মানসুরাহ (১১০ পৃষ্ঠা)

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত

ইমাম বুখারী রহ.এর ফিকহী মসলকের বিষয়ে আমরা পাঁচটি মত উল্লেখ করেছি। তবে এ পাঁচটির মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত কোনটি সেটি নিয়েই আমরা এ শিরোনামে আলোচনা করব। ইনশাল্লাহ!

ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মসলকের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর এটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত। তবে তিনি আমাদের মত কেবল মুকাল্লিদই ছিলেন না; বরং তিনি শাফেয়ীদের মুজতাহিদও ছিলেন। অর্থাৎ মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ছিলেন। কেননা এ মতের মধ্যদিয়েই বাকী মতগুলোর মাঝে সম্মনয় করা সম্ভব। তবে তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন না।

(এক) আল্লামা ইবনে হাজার আনকালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী হাদীসের মধ্যে বিরল শব্দের যে বিশ্লেষণ করতেন, তা তিনি সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আবু উবাইদাহ, আন নযর ইবনে শুমাইল, আল ফাররা প্রমূখ থেকে গ্রহণ করতেন। আর তাঁর ফিকহী মতে ইমাম শাফেয়ী, আবী উবায়দাসহ প্রমুখের মতামত প্রধান্য পেয়েছে।

أَنَّ الْبُخَارِيَّ فِي جَمِيعِ مَا يُورِدُهُ مِنْ تَفْسِيرِ الْغَرِيبِ إِنَّمَا يَنْقُلُهُ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْفَنِّ كَأَبِي عُبَيْدَةَ وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَالْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا المباحث الفقهيه فغالبها مستمدة من الشَّافِعِي وَأَبِي عبيد وَأَمْثَالِهِمَا [২৯৪]

(দুই) যাঁরা মুজতাহিদে মুতলাক হন, তাঁদের ইজতিহাদের নিদিষ্ট উসূল থাকে, যার ভিত্তিতে তাঁরা ইজতিহাদ করেন। যদি ইমাম বুখারী রহ মুজতাহিদে মুতলাক হতেন, তাহলে তাঁরও ইজতিহাদের উসূল থকত। অথচ আমরা তাঁর উসূলে ইজতিহাদ খুঁজে পাইনি। অর্থাৎ তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন না।

---

[২৯৪] ফতহুল বারী (২/২৪৩)

(তিন) এ ব্যাপারেও বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে কিছু জায়গাতে তিনি তরজমাতুল বাব (অধ্যায় শিরোনাম) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সে অধ্যায়ের অধীনে কোন আয়াত বা হাদীস উল্লেখ করেননি। আবার কিছু জায়গাতে তিনি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে তিনি তরজমাতুল বাব উল্লেখ করেননি। ইমাম বুখারী রহ. কেন এমন করেছেন? গবেষণা করলে প্রমাণ হয় যে, কেবল তিনি মুজতাহিদে মুতলাক না হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে। যদি তিনি মুজতাহিদে মুতলাক হতেন, তাহলে এমনটি কখনোই ঘটত না। কতক উলামা এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মৃত্যুর কারণে এটি সংশোধনের সুযোগ পাননি। যার কারণে এটি এমনটিই রয়ে গেছে। এর জবাবে বলতে গেলে বলতে হবে, এটি একটি অপরিপক্ক জবাব। যার মূলে গবেষণা নেই। কারণ ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী রচনা করতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর সময় ব্যয় করেননি; বরং তিনি ষোল বছর সময় ব্যয় করে এটি রচনা করেছেন। যার কারণে আমরা বলতে পারি না যে, তিনি এটি রচনার পর ইস্তিমবাতের সুযোগ পাননি। কারণ এটি খুবই অশ্চর্যের বিষয় হবে। এছাড়াও তিনি সহীহ বুখারী রচনার পর বারবার তা দরস দিয়েছেন। এ অবস্থায় এ কথা বলা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে, তিনি মৃত্যুর কারণে তা সংশোধন করতে পারেননি।

(চার) ইমাম বখারী রহ. যদি মুজতাহিদে মুতলাক হতেন, তাহলে তাঁর বক্তব্য অন্যান্য ইমামদের বক্তব্যের সাথে পাওয়া যেত। অথচ তার ফিকহী কোন মত অন্যান্য ফিকহী ইমামদের মতের সাথে পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর বিশেষ ছাত্র ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম বুখারী রহ. থেকে হাদীস বিষয়ে সহীহ, জয়ীফ ও সনদ নকল করেছেন। কিন্তু কখনো তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর থেকে তাঁর ফিকহী মত নকল করেননি। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন না।

কেউ কেউ এ আপত্তির জবাব এভাবে দিতে চান যে, তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন, তবে তাঁর মাযহাবের প্রচলন হয়নি এবং তাঁর কোন মুকাল্লিদও তৈরী হয়নি। যার ফলে এমনটি ঘটেছে।

ইমাম বুখারী রহ. এর মুজতাহিদে মুতলাক হওয়ার ব্যাপারে এটি একটি অনুমান মাত্র। কারণ এটি একটি অসম্ভব বিষয় যে, তিনি এ পরিমাণ প্রসিদ্ধ হওয়ার পরও তাঁর মাযহাবের প্রচলন ঘটেনি এমনটি হতেই পারে না। কেউ যদি আবার এ কথা বলেন যে, ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম বুখারী রহ. এর মুকাল্লিদ ছিলেন না। আর এ কারণেই তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর ফিকহী মত তিনি উল্লেখ করেননি।

এটিও একটি কথার কথা। কারণ ইমাম তিরমিযি রহ. নিজের ফিকহী মসলক উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য মাযহাবের মতও উল্লেখ করেছেন। কেবল ইমাম বুখারী রহ. এর মতকে বাদ দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

(পাঁচ) কিছু আলিম আইম্মায়ে আরবাআ অর্থাৎ চার ইমামের পর মুজতাহিদে মুতলাক হওয়া[১] অসম্ভব বলে ইজমা নকল করেছেন।

আল্লামা নববী রহ. বলেন, অতঃপর মুজতাহিদে মুতলাক আইম্মায়ে আরবায়া (চার ইমাম) এর মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে। এমনকি এই চারজন হতে যে কোন একজনের তাকলীদ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। বিষয়টিতে ইমামুল হারামাইন ইজমা নকল করেছেন।

اما الاجتهاد المطلق فقالوا ختم بالائمة الاربعة حتى اوجبوا تقليد واحد من هولاء على امة ونقل امام الحرمين الاجماع عليه[২৯৫]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ.ও এমনটি মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেন,

---

[২৯৫] রাওযাতুত ত্বোলিবীনের উদ্ধৃতি দিয়ে নুরুল হিদায়া (১০ পৃষ্ঠা)

وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ قَدْ فُقِدَ[296] الخ

(ছয়) ইমাম বুখারী রহ. এর এ ফতোয়াটি খুবই প্রসিদ্ধ যে, তিনি বলেন, যদি দু'টি শিশু সন্তান একটি বকরী থেকে দুধ পান করে, তাহলে সে দু'টি বাচ্চার মধ্যে রাযাআত প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে হুরমতে রাযাআত প্রমাণিত হবে।

এ ধরণের ফতোয়া মুজতাহিদদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আরো অনেক দিক থেকেই প্রমাণিত যে, তিনি মুজতাহিদে মুতলাক ছিলেন না; বরং মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ছিলেন। মোটকথা তিনি মুকাল্লিদ ছিলেন উসূল এবং কায়দার ব্যাপারে এবং মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ছিলেন মাসায়েলের ব্যাপারে।

আরো কিছু কথা

গাইরে মুকাল্লিদদের যামানার মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব স্বীয় গ্রন্থে আইম্মায়ে আহনাফের আলোচনা করার পর উল্লেখ করেন যে,

ولنذكر بعد ذلك نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر من تلاهم من الأئمة أما الأول من تشرف بصحبة الإمام الشافعي فمنهم: أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر البغدادي وأما الصنف الثاني من تلاهم من الأئمة الشافعية فمنهم محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري

---

[296] ফতোয়ায়ে শামী (১/৭৭)

এখন আমার আইম্মায়ে শাফেয়ীদের আলোচনা করব। যাতে করে আমাদের এই গ্রন্থটি দু'দিক থেকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। আইম্মায়ে শাফেয়ী দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমটি হল, যাঁরা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সহচার্যের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দ্বিতীয়টি হল, যাঁরা ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নকশে কদমের উপর অর্থাৎ তাঁর দেখিয়ে দেয়া পথে চলেছেন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আহমদ খালেদ আল খাল্লাল, আবু জাফর বাগদাদী। আর দ্বিতীয় প্রকার হলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস, আবু হাতেম রাযী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী।[২৯৭]

নাওয়াব সাহেবের এই বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তার মতে ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এছাড়াও তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,

قَالَ الشَّيْخ تَاج الدّين السُّبْكِيّ فِي طبقاته كَانَ البُخَارِيّ إِمَام الْمُسلمين وقدوة الْمُؤمنِينَ وَشَيخ الْمُوَحِّدين والمعول عَلَيْهِ فِي أَحَادِيث سيد الْمُرْسلين قَالَ وَقد ذكره أَبُو عَاصِم فِي طَبَقَات أَصْحَابنَا الشَّافِعِيَّة

শায়েখ তাজ উদ্দীন সুবকী তাবাকাতে শাফেয়ীদের আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, ইমাম বুখারী রহ. আহলে ইসলামদের ইমাম, আহলে ঈমানদের আদর্শ ছিলেন এবং আহলে তাওহীদদের শায়েখ ছিলেন। সাইয়্যেদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারীর উপর নির্ভর করা যায়। আল্লামা সুবকী বলেন, আবু আসেম ইমাম বুখারীকে আমাদের শাফেয়ীদের তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন।[২৯৮]

নাওয়াব সাহেবের এ ইবারতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার নিকটে ইমাম বুখারী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেননা নাওয়াব সাহেব

---

[২৯৭] আবযাদুল উলূম (১/৪৬০ ও ৬৪০)

[২৯৮] আল হিত্তাহ ফী যিকরীস সিহাহীস সিত্তাহ (১/২৪২)

আল্লামা সুবকী রহ. এবং তার উদ্ধৃতিতে আবু আসেম আল আবাদী রহ. এর বক্তব্যেকে নকল করেছেন এবং তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

কাযী আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে আবী ইয়ালা হাম্বলী রহ. স্বীয় গ্রন্থ তাবাকাতে হানাবীলাহ এর প্রথম খণ্ডের ২৭১ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর নিকট ইমাম বুখারী রহ. হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যুঃ ৭৬৮হিজরী) উল্লেখ করেন যে, হাদীসের ইমামগণ যেমন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী প্রমূখ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ রহ. অনুসারী ছিলেন। সেই সাথে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস এবং ফিকহ অর্জন করেছেন।[২৯৯]

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম রহ. (মৃত্যুঃ ৭৫১হিজরী) বলেন,

وَكَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ وَهَذِهِ الطَّبَقَةُ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ أَتْبَعُ لَهُ مِنْ الْمُقَلِّدِينَ الْمَحْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَيْهِ

তেমনই ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আসরাম তাঁরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কেবল মুকাল্লিদ নয়; বরং অনুসারীও ছিলেন। এমনকি তাঁরা তাঁর দিকে নিসবতও করতেন।[৩০০]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম রহ. এর বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, তাঁদের নিকটও ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর অনুসারী ছিলেন।

মোটকথা ইমাম বুখারী রহ.কে শাফেয়ী মাযহাবের অথবা হাম্বলী মাযহাবের বলেন, দুই অবস্থাতেই তিনি মুকাল্লিদ হওয়া প্রমাণিত হয়।

---

[২৯৯] ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া (২৫/২৩২)

[৩০০] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন (২/১৭১)

এছাড়াও যারা তাঁকে মুজতাহিদে মুতলাক বলেন, তাদের বক্তব্যেও চিন্তার বিষয় আছে যে, যদি ইমাম বুখারী রহ. মুজতাহিদে মুতলাক হতেন, তাহলে ইমাম বুখারী রহ. এর আলোচনা তাবাকাতে ফুকাহার মধ্যে উল্লেখ থাকত। অথচ ফুকাহাদের স্তরে/সারিতে তাঁর নাম উল্লেখ নেই। ইমাম আবু ইসহাক সীরাজী আশ শাফেয়ী রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'তাবাকাতুল ফুকাহা'তে ইমাম বুখারী রহ. এর সম্পর্কে আলোচনা করেননি। যার দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি মুজতাহিদে মুতলাকও ছিলেন না। সুতরাং তিনি মুকাল্লিদ হওয়াটাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

সম্মানিত পাঠক! আপনারা শরীয়তের বড় বড় ও গ্রহণযোগ্য আলিমদের বক্তব্য থেকে জানতে পারলেন যে, ইমাম বুখারী রহ. মুকাল্লিদ ছিলেন। মাসায়িলে ইজতিহাদিয়্যার মধ্যে নিজের ইমামের তাকলীদ করতেন। আর ইমাম বুখারী রহ. কখনো তাকলীদের বিপরীদ একটি হরফও উল্লেখ করেননি। কোন জায়গাতেই তিনি আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মাসায়েলে ফিকহিয়্যাহ এর মধ্যে তাকলীদ করাকে খারাপ বলেননি। কিন্তু গায়রে মুকাল্লিদ হযরত যারা ইমাম বুখারী রহ.কে মান্য করার ও ভালবাসার দাবীদার, তারা তাকলীদের এ পরিমাণ বিরোধীতা ও বিদ্বেষ কিভাবে করতে পারে যে, তারা আইম্মায়ে হযরতদের প্রত্যেক ছোট-বড় কাজকে ইয়াহুদী ও নাসারাদের নেতৃত্ব ও তাদের অন্ধ অনুসারীদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ও তাঁদের মুকাল্লিদদের বিরুদ্ধে সেগুলো বলে বলে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তারা তাকলীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র কিতাব ও রিসালাহও রচনা করেছেন। যার আন্দায বা অনুমান এতোটাই নিকৃষ্ট ও ব্যবসায়িক যে, একজন সচেতন ব্যক্তি সেটি অধ্যয়ন করতে সঙ্কোচবোধ করবেন। পাঠকদের জন্য তার সামান্য নমুনা নীচে তুলে ধরা হল।

মাওলানা আবদুল আজিজ মুলতানী লিখেন, সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে চারশত বৎসর পর্যন্ত ইসলাম তাকলীদের বিপদ ও আবর্জনা থেকে পূত ও পবিত্র ছিল।[৩০১]

তিনি আরো লিখেন, এটি সর্বজনীন যে, তাকলীদ উম্মাতের পুরানো রোগ। আর এ রোগই পূর্ববর্তী উম্মাতকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের আনুগত্য থেকে পদস্খলন করে ধ্বংসের মধ্যে পতিত করেছে।[৩০২]

মাওলানা সালাহ উদ্দীন ইউসুফ সাহেব লিখেন, এ কথার অবকাশ রয়েছে যে, তাকলীদ বিদআত ও গুমরাহী কি না এ ব্যাপারে আমরা পরিপূর্ণ গবেষণার সাথে বলছি যে, তাকলীদ কতক সময়ে তা শিরকে পরিণত হয়ে যায়। বিদআত ও গুমরাহী তো তার বাহ্যিক রূপ মাত্র।[৩০৩]

বাশীরুর রহমান সাহেব গাওহার আফশানী বলেন, এ কথা সত্য যে, যেখানে তাকলীদ মূর্খতা, অজ্ঞতা, অবিবেচক, অন্ধত্ব এবং কূপমন্ডকতা সেখানে দ্বীন ও ঈমানের জন্য অবশ্যই তা ক্ষতিকারক। তাকলীদের কারণে মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে তাকলীদ দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য বদবখতি ও বদনসীবী।[৩০৪]

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া গুন্দলবী সাহেব লিখেন, ইসলামের সবচেয়ে বড় ফিতনা হিসেবে যেটি এসেছে তা হল, কিতাব ও সুন্নাহর বিমূখতা এবং তাকলীদের উপর নির্ভরতা। খায়রুল কুরুন এমনকি আইম্মায়ে আরবায়া (চার ইমাম) এর সময়কাল পর্যন্ত তাকলীদী ফিতনা অস্তিত্বহীন ছিল। অতঃপর অনারবীদের প্রভাব, পরিপক্কতা ও পারদর্শিতা ইসলামে কার্যকর হতে লাগল। যার কারণে নতুন নতুন ফিতনার আবির্ভাব শুরু হল। আর তাকলীদও একটি ফিতনা ছিল।[৩০৫]

---

[৩০১] ইসতীসালুত তাকলীদ (২ পৃষ্ঠা)
[৩০২] ইসতীসালুত তাকলীদ (৫ পৃষ্ঠা)
[৩০৩] আহলে হাদীস ও আহলে তাকলীদ (১৬ পৃষ্ঠা)
[৩০৪] যরবুশ শাদীদ আলা আহলিত তাকলীদ (৬ পৃষ্ঠা)
[৩০৫] যরবুশ শাদীদ (১৬ পৃষ্ঠা)

মাওলানা অন্য এক জায়গাতে 'তাকলীদ ইসলাম কবুল হওয়ার জন্য অন্তরায়' শিরোনাম নির্ধারণ করে লিখেন, তাকলীদের কারণে ইসলামের যে ক্ষতিসাধন হয়েছে, অন্যকিছু দ্বারা সম্ভবত এমন ক্ষতি হয়নি।[৩০৬]

গাইরে মুকাল্লিদ হযরতদের একজন গ্রহণযোগ্য আলিম মাওলানা আবদুশ শাকুর হিসারোবী লিখেন, বিশেষ ব্যক্তিরা তো এ সম্পর্কে অবগত আছেন। আমি সাধারণদের জন্য আরয করছি যে, মুকাল্লিদীন দশটি কারণে পথভ্রষ্ট ও ফিরকায়ে নাজেয়াহ (নাজাতপ্রাপ্ত দল) থেকে বাইরে। তাদের সাথে বিবাহ-শাদী বৈধ নয়। তার প্রথম কারণ হল, বর্তমান সময়ের হানাফিদের মাঝে তাকলীদে শখসী (ব্যক্তি অনুসরণ) পাওয়া যায়। যেটি সরাসারি হারাম ও নাযায়েজ।[৩০৭]

মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী লিখেন, আম্বিয়াদের শিক্ষা যারা গ্রহণ করেনি তারা হল, মুকাল্লিদীন অর্থাৎ মাযহাবের অনুসারীগণ। ওহীয়ে এলাহীকে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত করেছে তাকলীদই।[৩০৮]

তিনি আরো লিখেন, মোটকথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকে ধ্বংস করার অস্ত্র হিসেবে প্রত্যেক যামানায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীরা ব্যবহার করে আসছে, তা হল তাকলীদ।[৩০৯]

নাওয়াব নূরুল হোসেন খান সাহেব লিখেন, তাকলীদকে মেনে নেয়ার অর্থ বিদআতকে মেনে নেয়া।[৩১০]

নাওয়াব ওহীদুজ্জামান সাহেব লিখেন, হানাফী ও শাফেয়ী বিদআতী ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। তারা কিতাব ও সুন্নাহকে ছেড়ে দিয়ে তাকলীদের অন্ধবিশ্বাসী হয়ে আছে।[৩১১]

---

৩০৬ যরবুশ শাদীদ (৫৯ পৃষ্ঠা)
৩০৭ সিয়াহাতুল যিনান (৫ পৃষ্ঠা)
৩০৮ ত্বরীকে মুহাম্মাদী (২৫ পৃষ্ঠা)
৩০৯ ত্বরীকে মুহাম্মাদী (২৫ পৃষ্ঠা)
৩১০ আন নাহজুল মাকবুল (১৬ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পাঠকদের সামনে আমরা কেবল গাইরে মুকাল্লিদ উলামা হযরতদের কয়েকটি তাকলীদ সম্পর্কে মন্তব্য উল্লেখ করলাম। এগুলি ছাড়াও আরো অনেক মন্তব্য তাদের রচিত কিতাবগুলিতে পাওয়া যায়, যা আরো বিদ্বেষপূর্ণ। আমাদের প্রশ্ন কেবল এটুকু যে, পূর্বের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বড় বড় আকাবীর উলামা এমনকি ইমাম বুখারী রহ.কে গাইরে মুকাল্লিদদের গ্রহণযোগ্য মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব নিজেই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বলেছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের সবার নিকট তাকলীদ করা জরুরী। এমতাবস্থায় গাইরে মুকাল্লিদ হযরতরা সে সব গ্রহণযোগ্য আকাবিরদের ব্যাপারে কি ফতোয়া দিবেন? সাথে সাথে ইমাম বুখারী রহ. এর ব্যাপরেও কি সিদ্ধান্তে আসবেন? এটিই হল, বড় প্রশ্ন।

সহীহ বুখারীর ভিত্তিও তাকলীদের উপর

যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ইমাম বুখারী রহ. এর সহীহ বুখারী গ্রন্থনা তাকলীদের উপর ভিত্তি করেই। এ জন্য যে, ইমাম বুখারী রহ. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজ শায়েখের উপর আস্থা ও ভরসা রেখেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর শায়েখ আবার তাঁর শায়েখের উপর ভরসা করেছেন। তিনি আবার তাঁর শায়েখের উপর ভরসা করেছেন। আর এই ভরসা ও আস্থার ধারাবাহিকতা খোদ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। কারো উপর আস্থা ও ভরসা রেখে তার কথা দলিল ছাড়া মেনে নেয়ার নামই তো তাকলীদ।

ইমাম বুখারী রহ. নিজের শায়েখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিজ শায়েখের কাছ থেকে কোন দলিল বা প্রমাণ চাননি। কোন প্রমাণ ছাড়াই তিনি নিজ শায়েখের হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলে মেনে নিয়েছেন। এটিকে তাকলীদ না

---

[৩১১] হিদায়াতুল মাহদী (১/১২১)

বলে অন্য কি বলবেন? কোন গাইরে মুকাল্লিদ আলিম এ কথা প্রমাণ করতে পারবেন না যে, ইমাম বুখারী রহ. তাঁর শায়েখ থেকে বর্ণিত হাদীসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস কি না, এ ব্যাপারে দলিল বা প্রমাণ চেয়েছেন। এভাবে ইমাম বুখারী রহ. এর শায়েখ তাঁর শায়েখ থেকে দলিল চেয়েছেন। এ থেকে পরিস্কার বুঝে আসে যে, সহীহ বুখারী এর সমস্ত রেওয়ায়েতের ভিত্তি তাকলীদের উপর।

ইমাম বুখারী রহ. এবং সহীহ বুখারীর প্রতি গাইরে মুকাল্লিদ আলিমদের আচরণ

পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে সহীহ বুখারীর মর্যাদা ও ফযিলত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। মোটকথা ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী রচনায় যে পরিমাণ কষ্ট, ত্যাগ, গুরুত্ব ও ইখলাস ব্যয় করেছেন, মহান আল্লাহ এটিকে সে পরিমানই কবুল ও মর্যাদা দান করেছেন। এর ফলশ্রুতিতেই প্রত্যেক যামানায় প্রত্যেক মসলক ও মতাদর্শের আলিম-উলামারা সহীহ বুখারীর প্রত্যেকটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণ ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যার ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। আশাকরি তা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। ইনশাল্লাহ

তবে এ পর্যায়ে প্রসিদ্ধ গাইরে মুকাল্লিদ কিছু আলিমদের বক্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যার দ্বারা তারা ইমাম বুখারী রহ. ও সহীহ বুখারীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার দাবী থাকা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ. ও সহীহ বুখারীর প্রতি সূক্ষ্ম আক্রমণ করেছেন।

বুখারী শরীফে আগুন দাও (নাউযুবিল্লাহ)

আতশ কুদাহ ইরান এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আখতার কাশ্মীরী তার সফরনামায় লিখেন, এ বৈঠকের সর্বশেষ নির্বাচন হল, গুজরানী আহলে

হাদীস (গাইরে মুকাল্লিদ) আলিম বশীর উর রহমান মুসতাহসীন। মাওলানা মুসতাহসীন মানুষের অনেক প্রিয় ছিলেন। অনুভূতি সম্পূর্ণ একজন আলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার কথা বলার ঢং উদ্দীপনা তৈরি করত। সেই সাথে মানুষ উৎসাহী হয়ে উঠত। তিনি (বশীর উর রহমান) এক বক্তব্যে বলেন, এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম, তা গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমল করার উপযুক্ত নয়। মতবিরোধ করারও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু মতবিরোধের কারণগুলি ধ্বংস করতে হবে। উভয় দলের মতবিরোধপূর্ণ কিতাবগুলো যার দ্বারা পরস্পর চলমান বিরোধের আগুন আরো ব্যাপক ও প্রসারিত হচ্ছে আমরা সে মাধ্যমগুলোকে কেন ধ্বংস করছি না? যদি আপনি একনিষ্ঠভাবে ঐক্য চান, তাহলে সে সমস্ত রেওয়ায়েত, যেগুলো অন্যের কষ্টের কারণ হয়, তা জ্বলিয়ে দিন । চলুন! আমরা বুখারীকে আগুনে নিক্ষেপ করি। আপনারা উসূলে কাফীকে জালিয়ে দিয়ে নিজেদের ফিক্হ পরিষ্কার করুন। আমরা আমাদের ফিক্হ পরিষ্কার করি।[৩১২]

আল্লামা ওহীদুজ্জামান এর ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি আপত্তি

সিয়াহ সিত্তাহ এর ব্যাখ্যাকার আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব ইমাম বুখারী রহ. এর প্রতি আপত্তি তোলে লিখেন, ইমাম জাফর সাদিক প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। তিনি বারো ইমাম[৩১৩] এর মধ্যে অন্যতম সিকাহ, ফকীহ ও হাফেয ছিলেন। ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর শায়েখ ছিলেন। অথচ ইমাম বুখারীর কি সন্দেহ হয়েছে জানা নেই, তিনি তাঁর

---

[৩১২] আতশ কুদাহ ইরান (১০৯ পৃষ্ঠা)

[৩১৩] বারো জন ইমাম বলতে, হযরত আলী রা, ইমাম হাসান রা, ইমাম হোসাইন রা, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম মুহাম্মদ বাকীর, ইমাম জাফর সাদীক, ইমাম মুসা কাযাম, ইমাম আলী রেজা, ইমাম মুহাম্মদ ত্বাকী, ইমাম আলী নাকী, ইমাম হাসান আসকীরী, ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামকে বুঝায়।

থেকে কোন রেওয়ায়েতই সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেননি। আল্লাহ তায়ালা ইমাম বুখারীর প্রতি রহম করুন, তিনি মারওয়ান, ইমরান ইবনে হিত্তান এবং কয়েকজন খারেজী থেকেও রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু ইমাম জাফর সাদিকের মত ইবনে রাসূলুল্লাহ এর রেওয়ায়েতের প্রতি তিনি সন্দেহ পোষণ করেছেন।[৩১৪]

তিনি আরো লিখেন, ইমাম বুখারী রহ. প্রতি আশ্চর্য লাগে যে, তিনি ইমাম জাফর সাদিক থেকে রেওয়ায়েত নেননি এবং তিনি মারওয়ান প্রমূখ ব্যক্তিদের থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। অথচ তারা আহলে বাইয়েতের শত্রু ছিলেন।[৩১৫]

হাকীম ফয়জে আলমের দৃষ্টিতে সহীহ বুখারী

ইমাম বুখারী রহ. ইফকের ঘটনা[৩১৬] সম্পর্কে যে হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করে হাকীম ফয়জে আলম লিখেন, সে সব মুহাদ্দীস, হাদীসের ব্যাখ্যাকারী, সীরাত গবেষক, মুফাস্সিরদের তাকলীদী মানসিকতার প্রতি শোক পালক করতে মন চায়, যারা এটুকু কথারও তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে অক্ষম যে, এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু এ দ্বীনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহসীকতার এমন দৈন্যতা হাজারো মর্মন্তুদ কাহিনী তৈরি করবে এবং তা চলতে থাকবে। আমাদের ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সব সহীহ ও বিশ্বাসযোগ্য, তাতে কোন সন্দেহ থাকবে না, চাই তা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ব্যাপারে হোক অথবা ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাপারে হোক অথবা আজওয়াজে

---

৩১৪ লোগাতুল হাদীস (১/৬১)

৩১৫ লোগাতুল হাদীস (২/৩৯)

৩১৬ হযরত আয়েশা রা. সম্পর্কে মুনাফিক কর্তৃক অপবাদ আরোপের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সূরা আন নূরে ১১-১৮ আয়তে বর্ণিত ঘটনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে হযরত আয়েশা রা. কে পূত ও পবিত্র ঘোষণার মধ্যদিয়ে সে অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

মুতাহ্হারাতের পবিত্রতা নিয়ে ছড়ানো কিছু হোক। এই মানসিকতা ইমাম বুখারীর অন্ধ তাকলীদের মত নয়? যেমনটি চার মাযহাবের অনুসারীরা করে থাকে।[৩১৭]

হাকীম ফয়জে আলম আরো লিখেন, মূলকথা ইমাম বুখারী রহ. এর এই রেওয়ায়েতের ব্যাপারে আমার নিকটে তিনি মরফুউল কলাম[৩১৮]। বিশেষজ্ঞদের নিকট ইমাম বুখারী রহ. এর হাদীসসমূহের ব্যাপারে গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।[৩১৯]

গায়রে মুকাল্লিদ ভায়েরা একটু চিন্তা করে বলুন যে, যখন ইমাম বুখারীর রহ. এর এই দলিল, প্রমাণ ও তথ্য ভিত্তিক মূল্যবান ঘটনা সম্পর্কে হাদীসের অনুসন্ধান, গবেষণা, বিচার-বিশ্লেষণ যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহলে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর ব্যাপারে তাঁর অনুসন্ধান, গবেষণা, বিচার-বিশ্লেষণের গ্রহণযোগ্যতার কি হবে? হাকীম ফয়জে আলম সাহেব হযরত আয়েশা রা. এর বয়স সম্পর্কিত আলোচনায় আরো লিখেন, একদিকে বুখারী রহ. এর নয় বছরের রেওয়ায়েত, অন্যদিকে শক্তিশালী সাক্ষী ও বাস্তবতা। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে, বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত মাওজু (ভিত্তিহীন/জাল)। যাকে সাহাবার প্রতি আরোপিত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।[৩২০]

হাকীম ফয়জে আলম সহীহ বুখারীর গুরুত্বপূর্ণ রাবী বিখ্যাত হাদীস সঙ্কলক ও সম্মানিত তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী রহ. এর প্রতি আপত্তি তুলে বলেন, ইবনে শিহাব ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় মুনাফিক ও

---

৩১৭ সিদ্দীকায়ে কায়েনাত (১০৬ পৃষ্ঠা)

৩১৮ যাদের উপর শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য নয়। যেমন, বাচ্চা, পাগল ইত্যাদি। অর্থাৎ হাকীম ফয়জে আলমের নিকট ইমাম বুখারী রহ. বাচ্চা, পাগল ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ)

৩১৯ সিদ্দীকায়ে কায়েনাত (১০৬ পৃষ্ঠা)

৩২০ সিদ্দীকায়ে কায়েনাত (৮০ পৃষ্ঠা)

মিথ্যাবাদীদের একজন উকিল ছিলেন। অধিকাংশ পথভ্রষ্টকারী, গুজব এবং মিথ্যা, জাল রেওয়াতগুলো তার দিকেই সমন্ধযুক্ত।[৩২১]

তিনি আরো লিখেন, ইবনে শিহাব যুহরীর ব্যাপারে এমন কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি মধ্যবর্তী কোন সমন্ধ ছাড়া এমন লোক থেকেও রেওয়ায়েত করতেন, যিনি তার জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রসিদ্ধ শিয়া গ্রন্থকার বলেন, ইবনে শিহাব যুহরী প্রথমে সুন্নী ছিলেন, পরে তিনি শিয়া হয়ে গিয়েছেন।[৩২২]

আইনুল গাজাল ফি আসমাইর রিজাল গ্রন্থেও ইবনে শিহাব যুহরীকে শিয়া বলা হয়েছে।[৩২৩]

আল্লামা ওহীদুজ্জামান সাহেব ও হাকীম ফয়জে আলম সাহেবের ইমাম বুখারী রহ. এবং ইবনে শিহাব যুহরী রহ. এর সম্পর্কে এমন কঠিন জরাহ্ এর পরে গাইরে মুকাল্লিদ হযরতদের সহীহ বুখারী থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কথা। বিশেষ করে বুখারীর সে সমস্ত রেওয়ায়েত যেগুলো ইবনে শিহাব যুহরী রহ. বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর রফয়ে ইয়াদাইনের রেওয়ায়েত এবং হযরত উবাদাহ রা. এর ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার হাদীস, যার সনদে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী রয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, গাইরে মুকাল্লিদগণ কি সিদ্ধান্ত নেন।

সহীহ বুখারীর প্রতি হাদীসের মিথ্যা সমন্ধ

গাইরে মুকাল্লিদ হযরতরা সহীহ বুখারীর ব্যাপারে এমন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন যে, নির্দিধায় এমন হাদীসের সমন্ধ ইমাম বুখারী ও সহীহ বুখারীর দিকে করেছেন, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়নি; এমনকি ছিহাহ

---

[৩২১] সিদ্দীকায়ে কায়েনাত (৮০ পৃষ্ঠা)
[৩২২] তাতিম্মাতুল মুনতাহী (১/২৮৭)
[৩২৩] সিদ্দীকায়ে কায়েনাত (১০৮ পৃষ্ঠা)

সিত্তাহের কোথাও বর্ণিত হয়নি অথবা সে হাদিসটি সে শব্দ বা বাক্যের সাথে বর্ণিত হয়নি। নিচে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

(এক) গায়রে মুকাল্লিদ হযরতদের শায়েখ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী সাহেব স্বীয় গ্রন্থ "রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী নামায" এর ৪৮ পৃষ্ঠায় সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতিতে এই হাদীসটি উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে দলিল পেশ করেন।

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَعَلَ مِثْلَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

আলোচ্য হাদিস দ্বারা চার জয়গায় রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণিত হয়। (১) তাকবীরে তাহরিমার সময় (২) রুকুতে যাওয়ার সময় (৩) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময় (৪) رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ বলার সময়।

অথচ সহীহ বুখারীতে بَابٌ: إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ এর অধীনে হাদীসটি وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَعَلَ مِثْلَه فَعَلَ مِثْلَهُ এখানে বাক্য ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইনের কথা তিনবার উল্লেখ রয়েছে। সহীহ বুখারীর মূল রেওয়ায়েতটি হল,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ

مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকবির দিয়ে নামায শুরু করতে দেখেছি। যখন তিনি তাকবির বলতেন, তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকুর তাকবীর বলতেন, তখনো এ রকম করতেন। আবার যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখনো এরূপ করতেন এবং رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ বলতেন। কিন্তু সেজদায় যেতে এরূপ করতেন না। আবার সেজদাহ থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরূপ করতেন না।[৩২৪]

যদি কোন গায়রে মুকাল্লিদ একথা বলে যে, যদিও বুখারী শরীফে শাব্দিকভাবে এটি উল্লেখ নেই, তবে অর্থগতভাবে রয়েছে। একথার জবাবে বলতে হয় যে, অর্থগতভাবেও কোথাও চারবার রফয়ে ইয়াদাইনের কথা সহীহ বুখারীতে উল্লেখ নেই। যা এ হাদীস দ্বারা মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সলাফী সাহেব প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

(দুই) গাইরে মুকাল্লিদদের শায়খুল কুল ফিল কুল মুফতি আবুল বারাকাত আহমদ সাহেব এক প্রশ্নত্তোরে তিনি লিখেন, সহীহ বুখারীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা রয়েছে যে, বিতির তিন রাকাআত পড়ো না। মাগরিবের সাথে মিল হয়ে যাবে।[৩২৫]

এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতে কেন, সিয়াসিত্তাহের কোথাও উল্লেখ নেই।

(তিন) হাকেম সাদিক শিয়ালকুটি সাহেব সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার করে বলেন,

---

[৩২৪] সহীহ বুখারী (৭৩৮)

[৩২৫] ফতোয়ায়ে বারাকাতিয়্যা (৪২ পৃষ্ঠা)

افضل الاعمال الصلوة فى اول وقتها

উত্তম আমল হল, নামাজ তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা[৩২৬] ।[৩২৭]

উল্লিখিত শব্দ ও অর্থ কোনটি দিয়েই সহীহ বুখারীতে কোথাও কোন রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই ।

(চার) হাকেম সাদিক শিয়ালকুটি সাহেব সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে নিচের রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এবং আবু বকর রা. এর যুগে ও উমর রা. এর খেলাফতের দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাক এক তালাক সাব্যস্ত হত ।[৩২৮]

উল্লিখিত শব্দ ও অর্থ কোনটি দিয়েই সহীহ বুখারীতে কোথাও কোন রেওয়ায়েত বর্ণিত নেই ।

(পাঁচ) তিনি সালাতুর রাসূল গ্রন্থের ২১৮ পৃষ্ঠায় রুকুর দোয়াসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে চার নম্বর দোয়া যা বুখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন,

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

অথচ এই দোয়াটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে কোথাও উল্লেখ নেই ।

(ছয়) তিনি সালাতুর রাসূল গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠায় আযানের জোড়া শব্দাবলী শিরোনামে বুখারী মুসলিমের উদ্ধৃতিতে তাকবীরে যে শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন, তা বুখারী ও মুসলিমের কোন বর্ণনায় নেই ।

---

[৩২৬] সহীহ বুখারী

[৩২৭] সাবিলুর রাসূল (২৪৬ পৃষ্ঠা)

[৩২৮] সাবিলুর রাসূল (২৬৭ পৃষ্ঠা)

(সাত) তিনি সালাতুর রাসূল গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় তাকবীরের বেজোড় শব্দাবলী শিরোনামে বুখারী মুসলিমের উদ্ধৃতিতে তাকবীরের যে শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন, তা বুখারী ও মুসলিমের কোন বর্ণনায় নেই।

(আট) হাকেম সাদিক শিয়ালকুটি সাহেব সালাতুর রাসূল গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠায় আযানের পদ্ধতি ও মাসায়েল শিরোনামে লিখেন, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার সময় ডান দিকে ঘুরবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় বাম দিকে ঘুরবে। সিনাসহ ঘুরে যাবে না। অর্থাৎ কেবল মাথা ঘুরাবে।[৩২৯]

তিনি বুখারী মুসলিমের উদ্ধৃতিতে এই মাসআলা বর্ণনা করেছেন। অথচ আলোচ্য আসআলাটি বুখারী ও মুসলিমের কোথাও বর্ণিত হয়নি।

গাইরে মুকাল্লিদ আলিমরা কোন আমল, চাই তা ভুল হলেও যদি পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহলে সেটি প্রমাণ করার জন্য ভুলভাল দলিল পেশ করে, সেখানে নির্দিধায় সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি পেশ করেন। অথচ এ বক্তব্যের পক্ষে সহীহ বুখারীতে কোন রেওয়ায়েতেরই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

(নয়) মাওলানা সানাউল্লাহ আমরতসারী সাহেব লেখেন, সিনার উপর হাত বাঁধা ও রফয়ে ইয়াদাইনের অগণিত রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম শরীফ ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে রয়েছে।[৩৩০]

মাওলানা সাহেবের এ বক্তব্য একেবারেই বানানো। কারণ বুখারী ও মুসলিমে বুকের উপর হাত বাঁধার একটি রেওয়ায়েতও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(দশ) ফতোয়া উলামায়ে হাদীস গ্রন্থে এক প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ রয়েছে যে, সরাসরি হাদীস দ্বারা হাত তুলে অথবা হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনুত পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দোয়া হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে হাত তুলে

---

[৩২৯] বুখারী ও মুসলিম

[৩৩০] ফতোয়ায়ে সানায়্যিাহ (১/৪৪৩)

দোয়া করা উত্তম। রুকুর পরে দোয়ায়ে কুনুত পড়া মুস্তাহাব। বুখারী শরীফে রুকুর পরেই বর্ণিত রয়েছে।[৩৩১]

গাইরে মুকাল্লিদ মুফতি সাহেব এখানে পাঠকদের ভুলভাল বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। সহীহ বুখারীর কোথাও কুনূতে বিতির রুকুর পর পড়তে হয়, এমন বর্ণনা নেই। বরং তার উল্টোটা রয়েছে। অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার পূর্বে কুনূতে বিতর পড়তে হয় এমন বর্ণনা কয়েক জায়গায় রয়েছে।

(এগারো) মাওলানা হাবীবুর রহমান ইয়াজদানী একটি খুতবার মধ্যে বলেন, যদি মাথায় পাগড়ী থাকে, তাহলে তার উপর মাসেহ জায়েজ আছে। মুজা এবং জাওরাবের উপরও মাসেহ জায়েজ আছে। ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে المسح على الجوربين নামে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন।[৩৩২]

ইয়াজদানী সাহেবের এই উদ্ধৃতি একেবারেই বানানো। কারণ সহীহ বুখারীতে কোথাও এমন কোন বাব নেই। এ ক্ষেত্রে ইয়াজদানী সাহেব নিজের পক্ষ থেকেই বুখারী শরীফের একটি বাব বৃদ্ধি করেছেন। (আল্লাহ ক্ষমা করে দিন)

---

[৩৩১] ফতোয়া উলামায়ে হাদীস (৩/২০৬)

[৩৩২] খুতুবাতে শহীদুল ইসলাম (১/২৩৪)

সপ্তম অধ্যায়

এক নজরে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

জামে সহীহ এর গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক যামানার উলামায়ে কেরাম তার হাশিয়া ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করতে মনোনিবেশ করেছেন। কেউ কেউ তার রিজালের উপর আলোচনা করেছেন, কেউবা আবার তরজমাতুল বাবের ফিকহী দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার কেউ তালিকাত করেছেন, কেউ আবার জটিল শব্দের লোগাত আলোচনা করেছেন, কেউ নাহবী মাসায়েল হল করে দিয়েছেন। যার ফলে সহীহ বুখারীর অগণিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায়। নিচে এক নজরে বিবরণ দেয়া হল।

(১)

اعلام السنن

এটি বুখারীর সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যা আল্লামা আবু সুলাইমান হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম খাত্তাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮৮হিজরী) রচনা করেন। তিনি ৩১৯ হিজরী মোতাবেক ৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আর ১৬ই রবিউল আউয়াল ৩৮৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি বিখ্যাত ও সুনামধন্য মুহাদ্দীস ছিলেন। এছাড়া তিনি কবিতাও রচনা করতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব রচনা করেন।

হাজী খলিফা (মৃত্যুঃ ১০৬৪ হিজরী) লিখেন, তিনি ৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচনা গ্রন্থের মধ্যে সুনানে আবী দাউদ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মায়ালিমুস সুনান, গারীবুল হাদীস, ইলমুল হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৩৩]

---

[৩৩৩] বুসতানুল মুহাদ্দীসীন (২০৮ পৃষ্ঠা)

(২)

شرح المهلّب

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাল্লাব ইবনে আহমদ ইবনে আবী সাফরাহ আল আযদী আল আন্দালুসী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৪৫হিঃ) রচনা করেন।[৩৩৪]

মুহাল্লাব ইবনে ইবনে আবী সাফরাহ নামে একজন সেনাপতিও রয়েছেন। তবে তিনি এ গ্রন্থকার নয়। তিনি ৮২ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

(৩)

شرح ابن بطال

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে খলফ ইবনে আবদিল মালেক ইবনে বাত্তাল আল কুরতুবী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৪৯ হিজরী) রচনা করেন। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের অধিকাংশই মালেকী মাযহাবের আলোচনা দিয়ে ভরা। মূলত গ্রন্থকার মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে আলাদা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ এটি মালেকী মাযহাবের তথ্য ভান্ডারে রূপান্তর হয়েছে।[৩৩৫]

(৪)

مختصر شرح المهلّب

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আবু উবাইদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলফ আল আন্দালুসী আস সাদাফী (মৃত্যুঃ ৫৩৫ হিজরী) রচনা করেন। তিনি মুহাল্লাব রহ. এর ছাত্র ছিলেন। এটি শরহুল মুহাল্লাবকে সংক্ষিপ্ত করে আরো অনেক ফায়দা যোগ করে রচনা করা হয়।

---

[৩৩৪] কাশফুয যুনুন (২/৫৪৫)

[৩৩৫] কাশফুয যুনুন (২/৫৪৬)

(৫)

شرح صحيح البخارى

আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আল ইস্পাহানী আল হাফিয (মৃত্যুঃ ৫৩৫ হিজরী) এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৩৬]

(৬)

كتاب النجاح فى شرح كتاب اخبار الصحيح

ইমাম নাযমুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইসমাঈল নাসাফী আস সমরকান্দী আল হানাফী রহ. (মৃত্যু: ৫৩৭ হিজরী) এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের শুরুতে গ্রন্থকার নিজের সনদ ইমাম বুখারী পর্যন্ত পঞ্চাশটি আলাদা পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন।[৩৩৭]

(৭)

شرح صحيح البخارى

কাযী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরাবী আল মালেকী আল হাফেয রহ. (মৃত্যুঃ ৫৪৩ হিজরী) রচনা করেন।[৩৩৮]

(৮)

شرح صحيح البخارى

ইমাম রাযীউদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ আস সাগানী আল হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৬৫০ হিজরী) রচনা করেন। তিনি ৫৭৭ হিজরী সনে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। এটি সংক্ষিপ্ত আকারে এক খণ্ডে পাওয়া যায়।[৩৩৯]

---

[৩৩৬] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)
[৩৩৭] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৩)
[৩৩৮] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৩)

(৯)

شرح صحيح البخارى للنّووى

ইমাম আবু জাকারিয়া মহীউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নববী আশ শাফেয়ী (মৃত্যুঃ ৬৭৬ হিজরী) এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থের কথা আল্লামা নববী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় তুলে ধরেন। তবে আফসোসের বিষয় হল, গ্রন্থটি কেবল কিতাবুল ঈমান পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন,

أنه جمع فيه جملاً مشتملة على نفائس من أنواع العلوم

এই গ্রন্থটিতে বিভিন্ন প্রকার ইলমের অনেক মূল্যবান কথাগুলো আলোচিত হয়েছে।[৩৪০]

(১০)

بهجة النفوس وغايتها

আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে আবী হামযাহ আল আযদী আল আন্দুলুসী রহ. (মৃত্যুঃ ২৯৯হিজরী) সহীহ বুখারীর اختصار النهاية فى بدع الخير والغاية নামে একটি সংক্ষিপ্ত আকারে শরাহ রচনা করেন। অতঃপর লেখক নিজেই এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের আরো একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। আর নাম রাখেন, بهجة النفوس وغايتها । তবে اختصار النهاية فى بدع الخير والغاية এর হাশিয়া করেন আল্লামা মুহাম্মদ শানওয়ায়ী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৩৩

---

৩৩৯ কাশফুয যুনুন (২/৫৫৩)

৩৪০ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)

হিজরী)। এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি শানওয়ায়ী রহ. এর হাশিয়াসহ ১৩০৫ হিজরীতে কাহেরা থেকে ছাপা হয়।[৩৪১]

(১১)

شرح صحيح البخارى للحلبى

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কুতুব উদ্দীন আবদুল কারীম ইবনে আবদুন নূর অথবা ইবনে আবদুল গাফুর ইবনে মুনীর আল হালাবী আল হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৩৫ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটি দশ খণ্ডে রচিত। তবে গ্রন্থকার এটির অর্ধেক পর্যন্ত করতে সক্ষম হন। সম্পূর্ণ করতে পারেননি। যদিও তিনি একটি লম্বা গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন।[৩৪২]

(১২)

شرح صحيح البخارى

হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইসমাঈল ইবনে আবু হাফস উমর ইবনে কাসীর আদ দামেশকী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৭৪ হিজরী) এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। এটি বুখারী শরীফের এক খণ্ডের শরাহ। যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।[৩৪৩]

(১৩)

ارشاد السامع والقارى المنتقى من صحيح البخارى ومن الكتب المصنفه على صحيح البخارى

---

৩৪১ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)
৩৪২ কাশফুয যুনুন (২/৫৪৬)
৩৪৩ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আল্লামা বদরুদ্দীন হাসান ইবনে উমর ইবনে হাবীব আল হালাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৭৯ হিজরী) রচনা করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায়নি।[৩৪৪]

(১৪)

شرح صحيح البخارى

আল্লামা রুকুনুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুমীন আল কারীমী (মৃত্যুঃ ৭৮৩ হিজরী) ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৪৫]

(১৫)

الكواكب الدرارى

এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী কিরমানী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৯৬ হিজরী) রচনা করেছেন। আল্লামা আসকালানী ও আল্লামা আইনী ফতহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারী এ দুই ব্যাখ্যাগ্রন্থে আল্লামা কিরমানী থেকে অনেক সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থে তিনি নাহবী এ'রাব এবং দুর্লভ শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

(১৬)

التلويح شرح الجامع الصحيح

গ্রন্থটি ইমাম হাফেয আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কিলিজ আত তুর্কী রচনা করেন। তিনি ৬৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৭৯২হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এটি একটি লম্বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

---

৩৪৪ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)

৩৪৫ কাশফুয যুনুন (২/৫৪৯)

(১৭)

مختصر شرح مغلطائی

জালালুদ্দীন রাসূলা ইবনে আহমদ আল বাসতানী আত তুব্বানী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৯৩ হিজরী) আলাউদ্দীন মুগলতাঈ রহ. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নির্যাস।[৩৪৬]

(১৮)

التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح

মুহাম্মদ ইবনে বাহাদির ইবনে আবদুল্লাহ আত তুর্কী বদরুদ্দীন আয যারকুশী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৭৪৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাফেয আলাউদ্দীন মুগলতাঈ রহ. এর ছাত্র ছিলেন। আল্লামা জালালুদ্দীন আস সানওয়ারী রহ. থেকেও হাদীস বিষয়ে জ্ঞন অর্জন করেন। এছাড়াও হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ও আযরুয়ী রহ. এর থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ৭৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

(১৯)

شواهد التوضيح

ইমাম ওমর ইবনে আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন আবু হাফস আল আনসারী প্রসিদ্ধ ইবনে মুলাক্কীন আশ্ শাফেয়ী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন। যা বিশ খণ্ডে বিরাটকায় ব্যাখ্যাগ্রন্থ।[৩৪৭]

---

[৩৪৬] কাশফুয যুনুন (২/৫৪৮)

[৩৪৭] আল বদরুত তালি (১/৫০৮)

মুসান্নিফ রহ. গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর একটি ভূমিকা লিখেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, প্রত্যেকটি হাদীসের উদ্দেশ্য দশ ভাগে বিভক্ত।

আল্লামা সাখাবী রহ. বলেন, ইবনে মুলাক্কিন অধিকাংশ বিষয়ে স্বীয় উস্তাদ মুগলতাঈ এর উপর নির্ভব করেছেন। তিনি ৭২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৮০৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

(২০)

الفيض الجارى

আল্লামা সিরাজ উদ্দীন উমর ইবনে রাসলান আল বুলকীনী আল কাহেরী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৮০৫হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৪৮]

তিনি ৭২৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৪৯]

(২১)

شرح صحيح البخارى

কাজী মাজদ উদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম আল বুলবী রহ. (মৃতঃ ৮১০ হিঃ) গ্রন্থটি রচনা করেন।

(২২)

منح الباري الفسيح المجاري

গ্রন্থটি আল্লামা মাজদ উদ্দীন আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল ফিরোজাবাদী আস সীরাজী রহ. (মৃত্যুঃ ৮১৭ হিঃ) রচনা করেন। গ্রন্থটি এক চতুর্থাংশেই বিশ খন্ডে পৌঁছে। তিনি গ্রন্থটি চল্লিশ খন্ডে শেষ করতে চেয়েছিলেন।

---

৩৪৮ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)

৩৪৯ আল বদরুত ত্বালে (১/৫০৬)

আল্লামা মাজদ উদ্দীন ফিরোজাবাদী ইলমুল লোগাত, তাফসীর হাদীসসহ বিভিন্ন ইলমের আলিম ছিলেন। ইবনে হাজার, আল মাকরিজী, বুরহানুল হালাবী রহ. দের মত বড় বড় ইমামদের উস্তাদ ছিলেন।[৩৫০]

(২৩)

الافهام لما فى البخارى من الابهام

এই গ্রন্থের প্রণেতা আবুল ফযল জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে ওমর আল বুলকীনী রহঃ (মৃত্যুঃ ১৪২১ ঈসায়ী) এ গ্রন্থের হস্তলিপিরই প্রচলন ছিল। যেটি সুফিদের নিকট সংরক্ষণ ছিল।

(২৪)

مصابيح الجامع الصحيح

আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আদ দামামীনী রহ. (মৃত্যুঃ ৮২৮হিঃ) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটি মৃত্যুর বছরই শেষ করেন। কুতুবখানায়ে নূরে উসমানীয়া, ইস্তাম্বুলে গ্রন্থটির হস্তলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন রহ. ৭৬৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালেই ইলম অর্জনে মশগুল হোন। যা তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তিনি মেধা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমকালীন সবার চেয়ে সেরা ছিলেন। বিশেষ করে ইলমে আদব, ইলমে নাহু, কবিতা ও পংক্তিতে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ফিকহেও তিনি সমকালীন ইমামদের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি জামে আযহারে দীর্ঘকাল ইলমে নাহুর শিক্ষাদান করেছেন। অতঃপর তিনি

---

[৩৫০] আল বদরুত তালী (২/২৮০-২৮৪)

ইস্কান্দরীতে[৩৫১] ফিরে আসেন। শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি তুলা ও সুতার ব্যবসা শুরু করেন এবং সচ্ছল জীবন-যাপন করেন। তিনি অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যার কারণে অনেকে সন্দেহ করেন যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

ইলমে হাদীসে তাঁর কেবল এই গ্রন্থটিই রয়েছে। তবে ইলমে আদবে তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যার আলোচনা আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযিয রহ. বুসতানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৩৫২]

(২৫)

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

আল্লামা শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুদ দায়েম ইবনে মুসা আল বারমাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৩১ হিঃ) রচনা করেন। গ্রন্থের রচয়িতা নিজেই বলেন যে, আমার এই গ্রন্থটি আল্লামা যারকাশী ও আল্লামা কিরমানী এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে রচনা করা হয়েছে। তবে কিছু বিশ্লেষণ, নির্দেশনা এবং উপকারীতা গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে যোগ করেছেন। আর এ কারণে সেটি চার খন্ডের একটি অনিন্দ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।[৩৫৩]

আল্লামা শাওকানী রহ. তাঁর দরসী ও লিখনীর অবদান স্বীকার করে তাঁকে ফিকহ, উসূলে ফিকহের ইমাম ঘোষণা করেছেন।[৩৫৪]

শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুদ দায়েম ইবনে মুসা ইবনে আবদুদ দায়েম ইবনে আবদুল্লাহ নুয়াইমী। নুয়াইম এর দিকে

---

[৩৫১] ইসকান্দার শহর হল, বর্তমান আলেকজান্দ্রিয়া। এটি মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। যেটি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত।

[৩৫২] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২০০ পৃষ্ঠা)

[৩৫৩] কাশফুয যুনুন (২/৫৪৭)

[৩৫৪] আল বদরুত তালী (২/১৮১)

সম্পর্কযুক্ত। মূলে তিনি আসকালানী আর বসবাসের দিক থেকে বারমাবী মিসরী ছিলেন।

তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ১৫ই জিলকদ ৭৬৩ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলমী ব্যস্ততায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইলমে হাদীস বুরহান উদ্দীন জামায়াহ, তাজ উদ্দীন ইবনুল ফাসীহ, বুরহান উদ্দীন শামী, ইবনুশ শায়খাহ, সিরাজউদ্দীন বালকীনী, জয়নুদ্দীন ইরাকী রহ. সহ আরো অনেকের থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। সর্বশেষ তিনি বদরুদ্দীন যারকাশী রহ এর সহচার্য লাভ করেন এবং তাঁর প্রিয় ছাত্রদের অন্তর্ভূক্ত হন। এভাবেই তিনি নিজের সমকালীন ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম হয়ে উঠেন।

বিভিন্ন কিতাবের তিনি হাশিয়া এবং তালীকাত লিখতেন। সেই সাথে ফতোয়াও লিখতেন। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন।

২ ই জুমাদিউল উখরা ৮৩১ হিজরীতে বৃহস্পতিবার দিনে তিনি ইন্তিকাল করেন। জুমার দিনে জুমার নামাজের পর বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁকে দফন করা হয়।

(২৬)

الكواكب السارى فى شرح صحيح البخارى

মুহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে মুসা কাফিরি (মৃত্যুঃ ৮৩১ হিজরী) রহ. রচনা করেন।

(২৭)

التلقيح لفهم قارئ الصحيح

বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল হালাবী রহ. যিনি সিবত ইবনুল আযামী নামে পরিচিত ছিলেন গ্রন্থটি রচনা করেন। যা দুই ভলিয়ামে সন্নিবেশিত। তিনি হিজরী ৮৪১ সনে ইন্তিকাল করেন। আল্লামা

শাওকানী তাঁকে আত তরাবলিসী, আশ শামী, আশ শাফেয়ী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জন্ম সন ৭৫৩ হিজরী এবং তাঁকে মুজতাহিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো লিখেন যে, আল্লামা হালাবী ষাট বারের মত সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করেছেন এবং সহীহ মুসলিম বিশ বারের মত পাঠ করেছেন।[৩৫৫]

ইমাম সাখাবী রহ. এর বরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি আল্লামা হালাবীকে ইমাম, আল্লামা, হাফেয, বিজ্ঞ ও পরহেজগার আলেম বলেছেন।

(২৮)

المتجر الربيح والمسعى الرجيح

আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে সারযুক আত তিলিমসানী আল মালেকী শারেহুল বুরদাহ (মৃত্যুঃ ৮৪২হিঃ) এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও আলিমদের মতে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ ছিল।[৩৫৬]

(২৯)

افتتاح القارى الصحيح البخارى

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল হামুবী আদ দামেশকী আশ শাফেয়ী। যিনি ইবনে নাসিরুদ্দীন নামে পরিচিত। তিনি হিজরী ৭৭৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৪২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[৩৫৭]

---

৩৫৫ আল বদরুত তালী (১/২৮-২৯)

৩৫৬ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)

৩৫৭ আল বদরুত তালী (২/১৯৯)

(৩০)

نكت

কাযী মুহিব্বুদ্দীন আহমদ ইবনে নাসরুল্লাহ্ আল বাগদাদী আল হাম্বলী (মৃত্যুঃ ৮৪৪ হিঃ) রচনা করেন।[৩৫৮]

(৩১)

شرح صحيح البخارى

শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে রাসলান আল মাকদিসী আদ দামেলী আশ শাফেয়ী (মৃত্যুঃ ৮৪৪ হিঃ) রচনা করেন। যা তিন খন্ডে সমাপ্ত।

(৩২)

فتح البارى شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি শায়খুল ইসলাম হাফেয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আসকালানী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৫২ হিজরী) রচনা করেছেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর তারিখের মুকাদ্দামায় লিখেন, সহীহ বুখারীর একটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের দায়িত্ব উম্মাতের উপর ছিল। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনী রহ. এর প্রিয় ছাত্র আল্লামা হাফেয সামশুদ্দীন সাখাবী রহ. বলেন, আমার শায়েখ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনী ফতহুল বারী রচনার মধ্যদিয়ে তা আদায় করেছেন।

গ্রন্থটির হাস্তলিপি বার্লিন (জার্মানী), লিসেনবার্গ, প্যারিস, ইয়েন, বিট্রিশ মিউজিয়াম, মাকতাবা জামেউয যাইতুনাহ, আয়া সুফিয়া (তুরষ্ক), মাশহাদ

---

[৩৫৮] কাশফুয যুনুন (২/৫৪৯)

(ইরান), পেশোয়ার (পাকিস্তান), রামপুর (ভারত), জাকার্তা (ইন্দোনিশিয়া) সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংরক্ষিত রয়েছে।

ফতহুল বারী গ্রন্থটি ১৩০০হিঃ/১৩০১হিজরীতে মিশরের কায়রো শহরের বুলাক নগরীতে ছাপানো হয় এবং ১৩২৫ হিজরী সনে তা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

(৩৩)

هدى الساری مقدمة فتح الباری

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর রচনা। এটি এমন ভূমিকা যা সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে। এই ভূমিকাটি এমন গুরুত্বপূর্ণ যা একটি পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থের মর্যাদা রাখে। এই ভূমিকা ছাড়া সহীহ বুখারীর হাকিকত বুঝা সম্ভব ছিল না বললেও ভুল বলা হবে না।

গ্রন্থটি ১৩০১হিজরীতে মিশরের কায়রো শহরের বুলাক নগরীতে ছাপানো হয় এবং ১৩২৫ হিজরী সনে তা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

(৩৪)

الاعلام بمن ذكر فی البخاری من الاعلام

গ্রন্থটি শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর অন্যতম। যে সমস্ত রেওয়াতগুলো তাহযিবুল কামালে উল্লেখ নেই সেগুলোই গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে।

(৩৫)

تغليق التعليق على صحيح البخاری

এটিও শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর রচিত।

(৩৬)

انتقاض الاعتراض

এটিও শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর রচিত। কিন্তু আফসোস! তিনি এটি শেষ করার পূর্বেই রাব্বে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তবে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দামেস্কে সংরক্ষিত রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটির উপর ইবরাহীম ইবনে আলী আশ শাফেয়ী আন নুমানী একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম আল ফারিদ রাখেন। গ্রন্থটি এস্কোরিয়ালে[৩৫৯] সংরক্ষণ রয়েছে।[৩৬০]

যেহেতু হাফিয ইবনে হাজার আসকলানী রহ. এর নাম সহীহ বুখারীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তার জীবনী থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি।

---

৩৫৯ একটি জাদুঘরের নাম। যা স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৩৬০ বরকলামান (৩/১৬৯)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.

(মৃত্যুঃ ৮৫২ হিজরী)

নাম ও বংশ পরিচিতিঃ

নাম আহমদ, উপনাম আবুল ফযল। শিহাবুদ্দীন, শিহাবুল মিল্লাত, কাযীউল কুযাত, খাতামু হুফ্ফজিল হাদীস তাঁর উপাধি ছিল।

পিতার নাম আলী আর মাতার নাম তুজ্জার। তাঁর বংশের পঞ্চম পুরুষের নাম ছিল, হাজার।

ইবনুল ইমাদ রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনে হাজার শব্দটি হাজার বংশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা বেলাদুল জারিদ অর্থাৎ আটলান্টিক উপকূল থেকে উত্তর আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করতেন।

কাযীউল কুযাত হাফিযুল হাদীস আবুল ফযল শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে হজার কিনানী আসকালানী মিসরী। তিনি মিসরের আসকালান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বসবাস এবং মৃত্যুবরণ করেন আর এ জন্য তাঁকে আসকালানী বলা হয়।

জন্ম ও শিক্ষাদীক্ষাঃ অধিকাংশ আলিমদের মতে তিনি ২৩ শাবান ৭৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ ইংরেজী সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী মিসরের আতিকা নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাল্যকাল এতিম অবস্থায় অতিবাহিত হয়। তিনি নিজেই বলেন, আমার বয়স চার বছর অতিক্রম না হতেই আমার পিতা ইন্তিকাল করেন।

পিতার ইন্তিকালের সময় তাঁকে যাকিউদ্দীন নামক একজন যোগ্য আলিমের তত্ত্বাবধানে রেখে যান। তিনি ইবনে হাজারকে শিক্ষাদিক্ষা ও জাগতিক নানা বিষয় পূরণে পিতার ভূমিকা রাখেন।

মিসরেই তাঁর শিক্ষার সূচনা হয়। মুখতাসারুত তিবরীয এর ব্যাখ্যাকার শায়খ সদরুস সাফাতীর নিকট নয় বছর বয়সে পবিত্র কোরআন হিফয করেন।

উস্তাদগণঃ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর রহ. এর উস্তাদগণের তালিকা অনেক বড়। তিনি ইরাক, সিরিয়া, মক্কা, মদীনা, হিজায, ইয়েমেন, নাবলুস, রামাল্লা, গাজা, সাইপ্রাস, হালাবসহ অনেক দেশে গমন করেন এবং এসব দেশের প্রাখ্যাত আলিমদের থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল,

১. হাফিয যায়নুদ্দীন ইরাকী রহ. এর কাছে তিনি ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন।

২. আবুল ফযল আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান রহ.।

৩. শায়খ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আরসালান বালকিনী রহ.

৪. হাফিয ইবনে মালাকান রহ.

৫. শায়েখ বুরহানুদ্দীন আনবারী রহ.

৬. হাফিয আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে যাহীরাহ রহ.

৭. শায়খ জামাল ইবনে যাহীরাহ রহ.

৮. শায়খ নূর উদ্দীন হায়সামী রহ.

৯. হাফিয বদরুদ্দীন আইনী রহ.

১০. শায়খ আফীফুদ্দীন সহ আরো অনেকে।

পবিত্র হজ্জ পালনঃ

তিনি ৭৮৪ হিজরী সনে অভিভাবক যাকীউদ্দীনের সাথে হজ্জ পালনের লক্ষ্যে মক্কায় গমন করেন। হজ্জে আগত বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত আলিম ও মুহাদ্দীসের দরসে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে শায়খ আফিফুদ্দীনের নিকট সহীহ বুখারী শ্রবণ করেন। তাছাড়া হাফিয আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে যাহীরাহ ও শায়খ জামাল ইবনে যাহীরাহ এর দরসে অংশ গ্রহণ করেন।

শিক্ষাদানঃ

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি দরস তাদরীসে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র দরস গ্রহণ করেন। বিভিন্ন মাদরাসায় তিনি দীর্ঘদিন হাদীস, তাফসীর, ফিকহ প্রভৃতি শিক্ষাদান করেন। তাঁর পাঠদানের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন অঞ্চল ও দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর দরসে ভিড় জমায়।

ছাত্রগণঃ হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর রহ. এর দরস থেকে উপকার লাভকারী ছাত্রদের সংখ্যা অনেক। নিচে বিশেষ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল।

১. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আস সাখাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৯০২ হিজরী)
২. বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম ইবনে ওমর বুকায়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৮৫ হিজরী)
৩. হাফিয ইবনে ফাহদ মক্কী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৮৫ হিজরী)
৪. কাযী যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনসারী রহ. (মৃত্যুঃ ৯২৬ হিজরী)

কর্মজীবনঃ

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর কর্মজীবন ছিল, বনার্ঢ্য ও দীপ্তময়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কেটেছে মূলত তিন কাজে, ১. গ্রন্থ অধ্যয়ন, ২. রচনা ও সংকলন ৩. ইবাদত বন্দেগী। তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল, হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অনুশীলন, হাদীসের পঠন-পাঠন, হাদীস গ্রন্থের সংকলন, প্রচার-প্রসার ও ফতোয়া প্রদান।

স্বভাব-চরিত্রঃ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী অত্যধিক নামায ও রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বিনয়ী, ধীরস্থির ও নিষ্কুলষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদা হাস্য ও ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করতেন।

কাযীয়ুল কুযাত (প্রধান বিচারপতি)ঃ

তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন প্রশাসক তাঁকে প্রধান বিচারপতি পদে যোগদানে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। তবে তিনি প্রত্যেকবার বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে তাঁর বন্ধু প্রধান বিচারপতি জামালুদ্দীন আল বুলকানীর অনুরোধে তাঁর সহকারী হতে সম্মত হন। পরবর্তীতে তিনি প্রধান বিচারপতি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন।

স্মৃতিশক্তিঃ

তাঁর অনন্য স্মৃতিশক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কাছের-দূরের, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রখর মেধা ও ধীশক্তির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

রচনাবলীঃ

শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. মতে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। হাফিয সাখাবী রহ.ও এমনই মত দিয়েছেন। তবে আল্লামা সুয়ূতী রহ. এর নিকট ১৮৩ টি। ইবনুল ইমাদ তাঁর ৭২ টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ

১. تغليق التعليق

২. فتح البارى فى شرح صحيح البخارى

৩. تهذيب التهذيب

৪. لسان الميزان

৫. الاصابة فى تميز الصحابة

৬. الدررالكامنة فى اعيان المائة الثامنة

৭. انباء الغمر بابناء الامر

৮. اللباب فى شرح قول الترمذى فى الباب

৯. الدراية فى تخريج تخريج احاديث الهداية

১০. بلوغ المرام من ادلة الاحكام

১১. هداية الرواة الى تخريج احاديث المصابيح والمشكاة

১২. تسديد القوس مختصر مسند الفردوس

১৩. الشمس المنيرة فى تعريف الكبيرة

১৪. نزهة الالباب فى الالقاب

১৫. نخبة الفكر فى مصطلح اهل الاثر

১৬. نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر

১৭. النكت على كتاب ابن الصلاح

১৮. الغنية فى مسالة الروية

১৯. العجاب فى بيان الاسباب

২০. الاحكام لبيان مافى القران من الابهام

ইন্তিকাল ও দাফনঃ

২৮ শে জিলহজ ৮৫২ হিজরী মোতাবেক ২২ শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪৯ ইংরেজী সনে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ইন্তিকাল করেন। যার মধ্যদিয়ে কর্মমুখর জীবনের ইতি ঘটে এবং তাঁকে মিসরের কিরাফাতুস সুগরা নামক প্রসিদ্ধ কবরস্থানে দফন করা হয়।

(৩৭)

تلخيص ابى الفتح لمقاصد الفتح

গ্রন্থটি আবুল ফাতাহ শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আল হুসাইন আল কুরাশী আল মুরাগী আল মাদনী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৫৯ হিজরী) রচনা করেন। তিনি ৭৭৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম সুয়ূতী রহ. তাঁর নাম বুখারীর ব্যাখ্যাকারী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৬১]

(৩৮)

شرح البخارى

গ্রন্থটি শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল কিন্দী আল মুকরী আল আযীসী (মৃত্যুঃ ৮৬২ হিজরী) রচনা করেন। তিনি ৭৭৭ হিজরী সনে আযিসীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইলম অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন।[৩৬২]

---

[৩৬১] নযমুল ইকইয়ান (১৪০ পৃষ্ঠা)

[৩৬২] নাযমুল ইকইয়ান (১৭৭ পৃষ্ঠা)

(৩৯)

مختصر شرح البخارى للبرهان الحلبى

কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আল মিসরী আশ শাফেয়ী রহ. যিনি ইবনে ইমাম আল কামিলিয়্যাহ নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম হয়, ৮০৮ হিজরী সনে। আর ৮৭৪ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(৪০)

التوضيح للاوهام الواقعة فى الصحيح

গ্রন্থটি আবু যর আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুস সিবত আল হালাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৮৪ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটিতে সহীহ বুখারীর (মুশকিল) দুর্বুদ্ধ জায়গার হল (সমাধান) করা হয়েছে।[৩৬৩]

গ্রন্থটি শরহে কিরমানী, শরহে আসকালানী, শরহে রাহাবী ও শরহে বারমাবী রহ. এর সারাংশ।

(৪১)

الدرر فى شرح صحيح البخارى

আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল হালাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৮৪ হিজরী) রচনা করেন।

(৪২)

شرح البخارى

আবুল বাকা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আল বাকরি আল মিসরী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৯১হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন।

---

[৩৬৩] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৩)

৮০৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর বংশধর। এছাড়াও তিনি হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর শিষ্য ছিলেন।[৩৬৪]

(৪৩)

الكوثر البخارى على رياض البخارى

গ্রন্থটি আহমদ ইবনে ইসমাঈল আল কৌরানী আল হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৯৩ হিজরী) রচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি বক্তব্যের জবাব আল্লামা কিরমানী ও হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী তুলে ধরেন।

(৪৪)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি ইমাম জয়নুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর আল আইনী আল হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৯৩ হিজরী) রচনা করেন।

(৪৫)

شرح صحيح البخارى

ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল বযদাবী হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৯৪ হিজরী) রচনা করেন।

---

[৩৬৪] আল বদরুত তালী (২/১৮২)

(৪৬)

التوشيح على الجامع الصحيح

জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর সুয়ূতী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১১ হিজরী) এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। হাফিয আবুল ফযল ইবনে আবী বকর ৮৪৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। এর পাণ্ডুলিপি বার্ণিল, পাটনা, আয়া সুফিয়ায় সংরক্ষিত রয়েছে।

(৪৭)

شرح الكتاب الصوم من صحيح البخارى

গ্রন্থটি ইসমাঈল আল জার্‌রাহী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১৫ হিজরী) রচনা করনে।

(৪৮)

ارشاد الساري على صحيح البخارى

গ্রন্থটি আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবউদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল খতীব আল কাস্তালানী আল মিসরী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৯২৩ হিজরী) রচনা করেন। মতন এবং ব্যাখ্যাকে আলাদা করে লিখা হয়নি, যার কারণে সাধারণ পাঠকদের তা আলাদা করা অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। আলোচ্য গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা, অস্পষ্ট জায়গাগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং একই বিষয় পুনরুল্লেখ হলে তার ব্যাখ্যা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর দরস দানকারীর শায়েখদের জন্য এটি অনেক উপকারী ব্যাখ্যাগ্রন্থ।[৩৬৫]

[৩৬৫] কাশফুয যুনুন (২/৫৫২)

(৪৯)

تحفة الباری بشرح صحیح البخاری

শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আনসারী কাহেরী রহ. (মৃত্যুঃ ৯২৬ হিজরী/১৫৪৯ইং) রচনা করেন। তিনি ৮২৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।

(৫০)

شرح عدة احادیث صحیح البخاری

মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আহমদ আস সাফীরী আল হালাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫৬ হিজরী/১৫৪৯ ইং) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি হাফেয জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ, আল কামাল ইবনে আবী আল শারীফ রহ. কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী আল কাহেরী আশ শাফেয়ী রহ.এর ছাত্র ছিলেন।

(৫১)

شرح صحیح البخاری

গ্রন্থটি আল্লামা যয়নুদ্দীন ইবনে আবদুর রাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আল আব্বাস আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৬৩ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটির উপস্থাপন ভঙ্গি একেবারে আলাদা এবং নতুন ছিল।

(৫২)

فتح الباری

গ্রন্থটি হাফিয যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রযব হাম্মলী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৯৫ হিজরী) রচনা করেন। এটি সহীহ বুখারীর একাংশের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইবনে রযব রহ. এটির নাম ফতহুল বারী রাখেন। গ্রন্থটিতে

কিতাবুল যানায়েজ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। তাবাকাতে হানাবেলায় গ্রন্থটির আলোচনা রয়েছে।[৩৬৬]

আল বদরুত তালি গ্রন্থে তাঁর নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে রযব আল বাগদাদী আদ দামেশকী আল হানাবালী আল হাফিয এবং তাঁর মৃত্যু সন ৭৯৫ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৬৭]

(৫৩)

الخير الجارى شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইয়াকুব আল বুনানী (মৃত্যুঃ ১০০৩ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটি শরহে কাস্তালানী, আইনী, ফতহুল বারী ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি করা।[৩৬৮]

(৫৪)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি কাযী যয়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনুর রকন আহমদ রহ. (মৃত্যুঃ ৭৬৪ হিজরী) রচনা করেন।

(৫৫)

شرح صحيح البخارى

ইমাম আফীফুদ্দীন সাঈদ ইবনে মাসউদ আল গাযরুনী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৫৮ হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন। কাশফুয যুনূন প্রণেতার মতে, আল গাযরুনী ৭৬৬ হিজরীতে সিরাজী শহরে গ্রন্থটির কাজ শেষ করেন।[৩৬৯]

---

৩৬৬ কাশফুয যুনুন (২/৫৫০)

৩৬৭ আল বদরুত তালি (১/৩২৭)

৩৬৮ বরাকলামান (৩/১৭৪)

(৫৬)

شرح السراج

গ্রন্থটি আবু যিনাদ সিরাজী রহ. রচনা করেন। কাশফুয যুনূন গ্রন্থকার আবু যিনাদ সম্পর্কে কোন তথ্য উল্লেখ করেননি।[৩৭০]

(৫৭)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি আবুল হাফস ওমর ইবনুল হাসান ইবনে ওমর আল গুরী আল শাবিলী রহ. রচনা করেন। তাঁর ব্যাপারেও কাশফুয যুনূন গ্রন্থকার কোন তথ্য উল্লেখ করেননি।

(৫৮)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি আবুল কাসেম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে ওয়ারদুত তামিমী রহ. রচনা করেন।

(৫৯)

شرح ابن التين

গ্রন্থটি আবদুল ওয়াহেদ ইবনুত তীন আস সাফাকুসী আল মাগরীবী রহ. রচনা করেন। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৩৭১]

---

[৩৬৯] কাশফুয যুনুন (১/৫৫৩)

[৩৭০] কাশফুয যুনুন (১/৫৪১)

(৬০)

شرح ابن المنير

গ্রন্থটি ইমাম নাসির উদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল মুনায়্যির আল ইসকেন্দারী রহ. রচনা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি[৩৭২]।[৩৭৩]

(৬১)

المتوارى على تراجم البخارى

এই গ্রন্থটিও ইমাম নাসির উদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল মুনায়্যির আল ইসকেন্দারী রহ. রচনা করেন। গ্রন্থটিতে সহীহ বুখারীর দুর্বোধ্য চারটি প্রশ্ন তুলে তার জবাব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৬২)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি আবুল অসবা ঈসা ইবনে সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ আল উসদী রহ. রচনা করেন। কাশফুয যুনুন গ্রন্থকার এ সম্পর্কে আর কোন তথ্যই উল্লেখ করেনি।

(৬৩)

مجمع البحرين وجواهر البحرين

আল্লামা তাকী উদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ আল কিরমানী গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি পিতা আল্লামা শামশুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী

---

[৩৭১] কাশফুয যুনুন (১/৫৪১)

[৩৭২] শায়েখ আল্লামা নাসির উদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, কুনিয়াত আবুল আব্বাস। পরিচিতঃ ইবনুল মুনায়্যির আল ইসকেন্দারী রহ.। ৬২০ হিজরী মোতাবেক ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর ৬৮৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তারিখুল ইসলাম (১৫/৪৯১), আল ওয়াফী বিল ওফাইয়াত (৮/৮৪)

[৩৭৩] কাশফুয যুনুন (১/৫৪২)

কিরমানী রহ. এর বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাওয়াকিবুদ দারারী থেকে অনেক সহযোগিতা নিয়েছেন।

(৬৪)

غاية التوضيح للجامع الصحيح

গ্রন্থটি আল্লামা উসমান ইবনে ঈসা ইবনে ইবরাহীম আস সাদ্দিকী হানাফী রচনা করেছেন।

(৬৫)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটির রচয়িতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে হাফিয আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রযব আল বাগদাদী আদ দামেশকী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৯৫ হিজরী) ব্যাপারে অধিকাংশের মত পাওয়া যায়।[৩৭৪]

(৬৬)

دَاوُدى

গ্রন্থটি আবু জাফর আহমদ ইবনে সাঈদ আদ দাবুদী রহ. রচনা করেন। এই গ্রন্থটি থেকে ইবনুত তীন অনেক কিছুই উদ্ধৃত করেছেন।

(৬৭)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম ইবনে নূমান রহ. রচনা করেন। গ্রন্থটিতে কেবল কিতাবুস সালাত পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ।

---

[৩৭৪] আল বদরুত তালি (১/৩২৮)

(৬৮)

البارع الفصيح فى شرح جامع الصحيح

গ্রন্থটি আবুল বাকা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে খালফ আল আহমাদী আল মিসরী আশ শাফেয়ী রহ. রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটি ৯০৯ হিজরী সনে রচনা শুরু করেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। শরহে কিরমানী, শরহে আইনী ও ফতহুল বারীর সারসংক্ষেপ সমন্বয়ে গ্রন্থটি রচনা করা হয়।

(৬৯)

بغية السامع فى شرح الجامع

আল্লামা জালালুদ্দীন আবু ইউসুফ রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন। এটির নুসখা ওলী উদ্দীন সুলতান বায়জীদ কুতুবখানা, ইস্তাম্বুল তুরস্কে সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৭৫]

(৭০)

معونة القارى

আবুল হসান আলী ইবনে নাসরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল মালেকী রহ. এই উপকারী গ্রন্থটি রচনা করেন। আল্লামা আযলুনী রহ. তাঁর ফাওয়ায়েদুদ দারারী গ্রন্থে তার আলোচনা করেছেন। আলী ইবনে নাসরুদ্দীন ইমাম সুয়ূতী রহ. এর ছাত্র ছিলেন।

---

[৩৭৫] কাশফুয যুনুন (২/৫৫১)

(৭১)

شرح صحيح البخارى

গ্রন্থটি আল্লামা আবদুল বাকী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫১ হিজরী) রচনা করেনে। তাঁর পূর্ণনাম আবুল হোসাইন আবদুল বাকী ইবনে কানি' ইবনে মারযুক ইবনে ওয়াসিক। তাঁর বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থের নাম মু'জাম ইবনে কানি'। তিনি একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিসও ছিলেন। তিনি ইমাম দারা কুতনী, ইমাম আবু আলী শাযান এবং আবুল কাসেম ইবনে বিশরান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।[৩৭৬]

(৭২)

شرح صحيح البخارى

মাহমুদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আসলামী রহ. এই গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থটির হস্তলিপি আয়া সুফিয়ায় সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৭৭]

(৭৩)

مقدمه وشرح للكتابين الاولين من صحيح البخارى

আবু ওমর ইবনে মুহাম্মদ আরিফ নাহরাওয়ালী গ্রন্থটি রচনা করেন। এর হস্তলিপি আল মাকতাবাতুল হিন্দিতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৭৮]

---

[৩৭৬] ইতহাফুন নুবালা (৩১০ পৃষ্ঠা)

[৩৭৭] বরাকলামান (৩/১৭৩)

[৩৭৮] বরাকলামান (৩/১৭৩)

(৭৪)

شواهد التوضيح والصحيح لمشكلات الجامع الصحيح

শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালিক আন নাহবী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৭২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। গ্রন্থটিতে সহীহ বুখারীর দুর্বোধ্য ইরাবের সমাধান এবং দলিল পেশ করেছেন।[৩৭৯]

(৭৫)

المختصر للنووى

ইমাম নববী রহ.ও সহীহ বুখারীর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ৬৭৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

(৭৬)

مختصر صحيح البخارى

ইমাম জামালুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর আল আনসারী আল কুরতুবী (মৃত্যুঃ ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ইং) গ্রন্থটি রচনা করনে।[৩৮০]

বরাকলামান গ্রন্থটির নাম اختصار صحيح البخارى উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির হস্তলিপি কাহেরাতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৮১]

---

[৩৭৯] কাশফুন যুনুন (২/৫৫৩)

[৩৮০] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)

[৩৮১] বরাকলামান (৩/১৭৬)

(৭৭)

تجريد التفسير

শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৮২]

(৭৮)

حاشية السندى على صحيح البخارى

এটি আবুল আব্বাস আস সিনদী আহমদ যাররুক রহ. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। আল্লামা আযলুনী রহ. এটিকে সহীহ বুখারীর হাশিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

বুসতানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে এটি শিহাবউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ঈসা বারনাসী ফাসির গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। যিনি যাররুক নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৮৪৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৮৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৩৮৩]

(৭৯)

تعليقات على اعراب القارى

বরাকলামান গ্রন্থটির নাম اعراب القارى على اول باب البخارى উল্লেখ করেছেন। যেটি কারী হারবী রহ. (মৃত্যুঃ ১০১৪ হিজরী) রচনা করেন। এটির হস্তলিপি বার্লিন, পাটনা, কাহেরাসহ কয়েকটি স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল বখশী (মৃত্যুঃ ১০৯২ হিজরী) গ্রন্থটির তালিকাত লিখেছেন।[৩৮৪]

---

[৩৮২] ইতহাফুন নুবালা (৫৭ পৃষ্ঠা)

[৩৮৩] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২০৫ পৃষ্ঠা)

[৩৮৪] ইতহাফুন নুবালা (২০ পৃষ্ঠা)

(৮০)

تعليقة صحيح البخارى

গ্রন্থটি লতিফুল্লাহ ইবনে হাসান আত তাওকাতী রহ. (মৃত্যুঃ ৯০০ হিজরী)[৩৮৫]

(৮১)

تعليقة

গ্রন্থটি আল্লামা শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে সুলাইমান ইবনে কামাল পাশা (মৃত্যুঃ ৯৪০ হিজরী) রচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী জানা যায়নি।[৩৮৬]

(৮২)

تعليقة

মুসলেউদ্দীন আল মুস্তফা ইবনে শুবান আস সুরুরী (মৃত্যুঃ ৯৬৯ হিজরী) এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে সহীহ বুখারীর অর্ধেক পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে।[৩৮৭]

(৮৩)

تعليقة

গ্রন্থটি হুসাইন আল কাহনবী (মৃত্যুঃ ১০১২ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি। আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহতে এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন।

---

৩৮৫ কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)
৩৮৬ কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)
৩৮৭ কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)

(৮৪)

تعليقة

ফুযায়েল ইবনে আলী আল জামালী আল হানাফী (মৃত্যুঃ ৯৯১ হিজরী) রচনা করেন।[৩৮৮]

বুখারী শরীফের (তরজমাতুল বাব) শিরোনাম পরিচ্ছেদ ও রিলাজ সম্পর্কে গ্রন্থসমূহ

(৮৫)

تعليقات على ابواب البخارى

শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির হস্তলিপি পাটনাতে সংরক্ষিত রয়েছে।[৩৮৯]

(৮৬)

شرح تراجم ابواب صحيح البخارى

এ গ্রন্থটিও শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. রচনা করে। হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৩ হিজরী সনে প্রকাশিত হয়।[৩৯০]

---

৩৮৮ কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)

৩৮৯ বরাকলামান (৩/১৭৩)

৩৯০ বরাকলামান (৩/১৭৭)

(৮৭)

حل اغراض البخارى المبهمة فى الجمع بين الحديث والترجمة

ফকীহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুনসুর ইবনে হামামাহ আল মাগরাবী আস সিজিলমাসী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৯১]

(৮৮)

الاحتفال فى بيان احوال الرجال

গ্রন্থটি আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তাহযিবুল কামালের থেকেও বিস্তারিত আলোচনা করেন।[৩৯২]

(৮৯)

اسماء التابعين

গ্রন্থটি ইমাম দারা কুতনী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮৫ হিজরী) রচনা করেন।

(৯০)

اسماء رجال الصحيح

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রহ. সহীহ বুখারীর রিজালদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। এরপর মুহাম্মদ ইবনে তাহের কীরওয়ানী রহ. (মৃত্যুঃ ৫০৭ হিজরী) ও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করেন।

---

[৩৯১] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৪)

[৩৯২] নাযমুল ইকইয়ান (৪৬ পৃষ্ঠা)

শিরোনামে বর্ণিত গ্রন্থটি আল্লামা আবু নাসর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল হুসাইনী আল কালাবাযী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৯৮ হিজরী, তবে হাফেয যাহাবী তার মৃত্যু সন ৩৭৮ হিজরী বলে উল্লেখ করেন) রচনা করেন।[৩৯৩]

কাশফুয যুনুন গ্রন্থকার গ্রন্থটির নাম أسماء رجال صحيح البخاري বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৯৪]

(৯১)

هداية البارى الى ترتيب احاديث البارى

গ্রন্থটি সাইয়্যেদ আবদুর রাহীম আনবার তাহতাবী রহ. রচনা করেন। গ্রন্থটি কাহেরা থেকে ১৩৪০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

(৯২)

عقد الجمعان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع

গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল আকোজিলী রহ. (মৃত্যুঃ ১০৮০ হিজরী) রচনা করেন।

(৯৩)

اشارات صحيح البخارى واسانيد

গ্রন্থটি মুহাম্মদ আফীফুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে সালিম আল বিসরী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ১১৩৪ হিজরী) রচনা করেন।

---

[৩৯৩] ইতহাফুন নুবালা (১১৩ পৃষ্ঠা)

[৩৯৪] কাশফুয যুনুন (১/৮১)

(৯৪)

اسماء من رواعنهم بخارى

আবু আহমদ ইবনুল কাত্তান আবদুল্লাহ ইবনে আদী আল জুরজানী রহ. রচনা করেন। তিনি ৩৬০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। গ্রন্থটিতে ইমাম বুখারী রহ. যে সমস্ত রাবী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩৯৫]

(৯৫)

تقريب الغريب فى غريب صحيح البخارى

এই গ্রন্থটি ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর রচিত। তিনি গ্রন্থটিতে কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩৯৬]

(৯৬)

شرح غريب صحيح البخارى

আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল জায়্যানী আন নাহবী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৪০ হিজরী) রচনা করেন।[৩৯৭]

(৯৭)

حل صحيح بخارى

হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ. যিনি শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী রহ. এর ছাত্র ছিলেন। গ্রন্থটি রচনা করেন।

---

[৩৯৫] বরাকলামান (৩/২২৬)

[৩৯৬] নযমুল ইকইয়ান (৪৬ পৃষ্ঠা)

[৩৯৭] কাশফুয যুনুন (২/৫৫৩)

(৯৮)

رجال الصحيحين

আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ ইবনে হাসান আত তাবারী রহ. (মৃত্যুঃ ৪১৮ হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রিজালের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৩৯৮]

(৯৯)

كتاب التعديل والتجريح لرجال البخارى

কাযী আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান ইবনে খলফ আল বাযী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৭৪ হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন।

(১০০)

الجمع بين الصحيحين

আবু মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আল উযদী আল ইশবিলী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৮২ হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির হস্তলিপি নূরে উসমানীয়া জামে শরিফী ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত রয়েছে।

(১০১)

المعلم فى ما رواه البخارى على شرط المسلم

আবুল আব্বাস ইবনে আদ্দুমিয়্যাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল ইশবিলী আল বিনানী (মৃত্যুঃ ৬৩৭ হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন।

---

[৩৯৮] ইতহাফুন নুবালা (১৭ পৃষ্ঠা)

(১০২)

المنهل الجارى

শায়খ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল খায়দিরী আদ দামেশকী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৯৪ হিজরী) গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে প্রশ্নোত্তরে ফতহুল বারীর সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।[৩৯৯]

(১০৩)

تيسير القارى

গ্রন্থটি আল্লামা নুরুল হক ইবনে মাওলানা আবদুল হক দেহলবী রহ. (মুত্যুঃ ১০৭৩ হিজরী) রচনা করেন।

(১০৪)

شرح فارسى

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. রচনা করেন। এটি ফার্সি শরাহ তাইসিরুল কারীর সারাংশ।

(১০৫)

تحفة القارى بحل مشكلات البخارى

গ্রন্থটি শায়খ আব্দল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. রচনা করেন। তিনি উর্দুতে সহীহ বুখারীর ابواب এবং تراجم এর ব্যাখ্যা লিখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কিতাবুল ঈমান এবং কিতাবুল ইলমের ابواب এবং

---

[৩৯৯] ইতহাফুন নুবালা (৫৭ পৃষ্ঠা)

تراجم এর ব্যাখ্যা লিখার পরেই তিনি রব্বে কারীমের প্রিয় হয়ে যান। সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. (মৃত্যুঃ ১৯৫৭ ইং) এ গ্রন্থ সমাপ্ত করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও তা করতে পারেননি।

মাওলানা ইদরীস কান্দলবী রহ. (মৃত্যুঃ ১৯৭৪ ইং) এই বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র কাজ করেন। তবে তিনি সেটি আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ করেন।

(১০৫)

تشريحات بخارى

গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত ছয় খন্ডে প্রকাশিত। কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. শায়খুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ও শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া রহ.এর আরবী শরাহসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে লিখিত। যা হযরত মাওলানা আবদুল কাদের কাসেমী (ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ) রচনা করেন। কুতুবখানা মাজিদীয়া, মুলতান গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে।

(১০৬)

كشف البارى

গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস আল্লামা সলিমুল্লাহ খান সাহেব রচনা করেন। তিনি ১৯২১ ইংরেজী সালে ভারতের মুজাফ্ফর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৫ ই জানুয়ারী ২০১৭ ইংরেজী সালে পাকিস্তানের কারাচীতে ইন্তিকাল করেন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সহীহ বুখারীর এই উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ব্যাপক সমাদৃত।

গ্রন্থটিতে হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যাসহ অন্যান্য ইমামদের মতামতের উপর ইনসাফ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে এবং মুহাদ্দিসীন ও ফকীহগণের মধ্যে যে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তার সুষ্ঠ সমাধানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে আধুনিক যুগের সমস্যাগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তা সমাধানের প্রয়াস চালানো হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত হাদীসের এমন কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন ব্যাখ্যাকারীর কলম স্পর্শ করেনি। এমনকি কিরমানী, আইনী, ফতহুর বারী, কাস্তালানী, ফয়যুল বারীসহ ইত্যাদিতে আসেনি।

দোয়া ও সালাম

হাদীস যাচাই বাচাই এর দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম বুখারী রহ. মর্যাদা সবচেয়ে উপরে। যার কারণে তাঁকে 'আমীরুর মুমিনীন ফিল হাদীস' বলা হয়। সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে সহীহ বুখারী রচনা করে ইমাম বুখারী রহ. ইসলামের এক মহত্ত্বপূর্ণ খিদমতের আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এই গ্রন্থটিকে পবিত্র কোরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ যেন মহান এই মনীষীর কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন এবং আমাদের সহীহ বুখারীর নূর দ্বারা আলোকিত করেন। আল্লাহুম্মা আমিন!

অষ্টম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

ইমাম মুসলিম রহ.

ইমাম নাসায়ী রহ.

ইমাম আবু দাউদ রহ.

ইমাম তিরমিযি রহ.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.

ইমাম মালেক রহ.

ইমাম আহমদ রহ.

ইমাম ত্বহাবী রহ.

ইমাম মুসলিম রহ.

(২০৬ হিঃ থেকে ২৬১হিঃ)

নামঃ মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, উপাধি আসাকির উদ্দীন। পিতার নামঃ আল হাজ্জাজ। তাঁর বংশ তালিকা হল, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কুশায আল কুশাইরী আন নিশাপুরী।[৪০০]

জন্মঃ ইমাম মুসলিম রহ. ২০২ হিজরী মুতাবেক ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিশাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وَكَانَ مَوْلِدُهُ فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ وَهِيَ سَنَةُ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর ইন্তিকালের বছর ইমাম মুসলিম রহ. জন্মগ্রহণ করেন। আর তা হল, ২০৪ হিজরী।[৪০১]

এ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী রহ. বলেন, ولد سنة أربع ومائتين তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৪০২]

অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমাম মুসলিম রহ. এর মৃতকাল ২৬১ হিজরী এবং বয়স ৫৫ বছর বয়স পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। এই হিসেবে তাঁর জন্মকাল ২০৬ হিজরী হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত। ইবনুল আসীর এর মতে,

وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ

তিনি ২০৬ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪০৩]

---

৪০০ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৫৮)

৪০১ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১৪/৫৫১)

৪০২ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১২৫)

৪০৩ জামেউল উসূল (১/১৮৭)

ইবনে খাল্লিকান ইমাম মুসলিম রহ. এর জন্ম ২০৬ হিজরী সাল উল্লেখ করে বলেন,

وهو ابن خمس وخمسين سنة، فتكون ولادته في سنة ست ومائتين

তিনি ৫৫ বছর হায়াত পেয়ে ছিলেন। সুতরাং তাঁর জন্ম ২০৬ হিজরীতে হয়।[৪০৪]

এ দিক থেকে বিবেচনা করলে ২০৬ হিজরী সাল মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

ইলম অর্জনঃ ইমাম মুসলিম রহ. এর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ছোট বেলাতেই পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর পিতা হাজ্জাজ এবং নিশাপুরের অন্যান্য আলিমগণের নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন। সে সময়ে নিশাপুর ছিল জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র। তাঁর ঘরের ও বাইরের পরিবেশ ছিল জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের অনন্য পরিবেশ। তাঁর পিতা ছিলেন একজন হাদীস বিশারদ।

ইবনে আসাকির ইমাম মুসলিম রহ. শিষ্য মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল-ওয়াহহাব আল ফাররা থেকে বর্ণনা করেন,

وكان أبوه الحجاج بن مسلم من مشيخة أبي رضي الله عنهما

ইমাম মুসলিমের পিতা হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আমার পিতার অন্যতম শায়খ ছিলেন।[৪০৫]

ইমাম মুসলিম রহ. শৈশবে পিতা মাতার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হন। শৈশবেই তিনি অসাধারণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বিনম্র স্বভাবের বালক হিসাবে সহপাঠী ও সাথীদের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। তিনি মাতৃভূমি নিশাপুরেই প্রথম হাদীস

---

৪০৪ ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (৫/১৯৫)

৪০৫ তারিখে দামেশক (৫৮/৮৯)

শ্রবণ ও সংগ্রহের সূচনা করেন। সাথে সাথে তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ও অধ্যয়ন করতে থাকেন। তিনি সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরী সনে হাদীসের দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম যুহলী। উস্তাদদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের পরে সাথে সাথেই তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীস লিখে রাখতেন। লেখা শেষে তিনি সহপাঠীদের বৈঠকে হাদীস সমূহ পুনরালোচনা করতেন। ফলে অতি অল্প সময়ে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন।

সফরসমূহঃ বাল্যকাল থেকেই ইমাম মুসলিম রহ. মধ্যে তীক্ষ্ম স্মরণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা এবং অনুপম চরিত্র মাধুর্য দেখতে পাওয়া যায়। ইসহাক ইবনে মানসূর ইবনে বিহারাম আল কাওসাজ তাঁর সম্পর্কে বলেন,

لَنْ نُعْدَمَ الْخَيْرَ مَا أَبْقَاكَ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ

আল্লাহ তায়ালা যতদিন তোমাকে মুসলমানদের জন্য জীবিত রাখবেন, ততদিন আমাদের থেকে কল্যাণ রহিত হবে না।[৪০৬]

ইমাম মুসলিম রহ. ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাদীসের হাফিয ও সঙ্কলক। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী নানাদেশ ভ্রমণ করেছেন। বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের যেসব শহর ইলমুল হাদীস শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেসব শহর তাঁর দীর্ঘ সফরের আওতায় ছিল। তিনি ইরাক, হিজায, শাম ও মিসর সফর করেন এবং হাদীস সংগ্রহ করেন।

رحل إلى العراق، والحجاز، الشام، ومصر[৪০৭]

হাফেয যাহাবী রহ. বলেন,

---

[৪০৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১২৬)

[৪০৭] তারীখে বাগদাদ (১৫/১২১)

وَسَمِعَ بِالعِرَاقِ، وَالحَرَمَيْنِ، وَمِصْرَ

তিনি ইরাক, মক্কা, মদীনা এবং মিসরের মুহাদ্দীসদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪০৮]

এছাড়াও তিনি প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেছেন এবং এসব স্থানের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

হাফেয যাহাবী রহ. বলেন,

وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ فِي سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ يَحْيَى بنِ يَحْيَى التَّمِيْمِيِّ

তিনি সর্বপ্রথম বারো বছর বয়সে হাদীস শ্রবণ করেন হাফিয ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আত তামীমী থেকে।[৪০৯]

চৌদ্দ বছর বয়সে ২২০ হিজরী সালে ইমাম মুসলিম রহ. প্রথম সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি বায়তুল্লাহ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সে সময় খুরাসান থেকে রওয়ানা হন। এ সফরে তিনি হিজাযের মুহাদ্দীসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ আল কা'নবী রহ. এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করে তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি এ যাত্রায় কুফার হাফিয আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস এবং অপর একদল মুহাদ্দিস থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্মভূমি খুরাসানের নিশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তথাকার মুহাদ্দীসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ এবং লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এ ছাড়া তিনি আরো যাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল, কুতায়বাহ ইবনে সাঈদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, বিশর ইবনুল হিকাম।

---

[৪০৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৫৮)

[৪০৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৫৮)

ইমাম বুখারী রহ. নিশাপুরে আগমন করলে ইমাম মুসলিম রহ. তাঁকে উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাদীস বিষয়ক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডর হতে জ্ঞানারোহণ করেন।

তিনি রায় এ মুহাম্মাদ ইবনে মিহরান আল জামাল আর রাযী, ইবরাহীম ইবনে মুসা আল ফাররা, আবু গাস্‌সান মুহাম্মাদ ইবনে আমর আয যুনায়জী আর রাযী রহ. এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি ইরাকের বাগদাদ, কুফা ও বসরার যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, তাঁরা হলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আমর আল কওয়ারীরী, খালফ ইবনে হিশাম আল-বয়যার, আবদুল্লাহ ইবনে আওন আল খাররায, সুরাইজ ইবনে ইউনুস, সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ আল হারামী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ আল কা'নবী, আমর ইবনে হাফস ইবনে গায়্‌য়াস, আবু গাস্‌সান মালিক ইবনে ইসমাঈল এবং আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে ইউনুস রহ.।

তিনি সিরিয়ার যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, তাঁরা হলেন, মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ আস সাকসাকী এবং ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম।

ইমাম মুসলিম রহ. হিজাযের ইসমাঈল ইবনে আবী উওয়াইস, আবু মুসয়াব আহমাদ ইবনে আবী বকর আয যুহানী, সাঈদ ইবনে মানসুর, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবী ওমার এবং আবদুল জাব্বার ইবনুল আলা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি মিসর সফর করে তথাকার মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের নিকট থেকেও হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি সেখানে যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ আত তুজীবী, ঈসা ইবনে হাম্মাদ, আমর ইবনে সাওওয়াদ, হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া, হারুন ইবনে সাঈদ আল আয়লী, মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ আল মুরাদী এবং অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

এ সকল সফরে ইমাম মুসলিম রহ. যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদগণের সাক্ষাত পেয়েছেন। তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছেন। এতে তিনি দুর্বল হাদীস থেকে সরল হাদীস পার্থক্য করার প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইমাম মুসলিম রহ. হাদীসের মজলিস অনুষ্ঠান, হাদীস লিপিবদ্ধকরণ, শিষ্যদের হাদীসের তা'লীম প্রদান এবং গ্রন্থ প্রণয়নের যথাযথ সামর্থ লাভ করেন।

হাদীস অন্বেষণ এবং মুহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব অর্জনের স্পৃহা ইমাম মুসলিম রহ. এর আজীবন ছিল। হাদীস অন্বেষণে ইমাম মুসলিম রহ. এর এ সকল ভ্রমণের মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তিনি কোন কোন শহরে একাধিকবার সফর করেছেন। যেমন বাগদাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখানে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন এবং তথায় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিসগণের জ্ঞানের গভীরতা, ইলমের ব্যাপকতা এবং হাদীস অন্বেষণ ও সংগ্রহের স্পৃহা তাঁদের শায়খদের আধিক্য, হাদীস বর্ণনায় তাঁদের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হওয়া এবং ইলমের বিভিন্ন স্তরের দক্ষ হওয়ার ওপর নির্ভর করে। ইমাম মুসলিম রহ. এর ক্ষেত্রে এ সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তাঁর শায়খগণ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আপন আপন শহরের বড় বড় আলিম। তাঁদের কেউ ছিলেন ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আবার কেউ কেউ হাফিয। ইমাম মুসলিম রহ. সফরের কষ্ট সহ্য করে বিভিন্ন দেশের ঐ সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

হাফিয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে আবদির রহমান আল মিয্যি রহ. তাঁর তাহযীবুল কামাল ফী আস্মাইর রিজাল গ্রন্থে ইমাম মুসলিম রহ. এর শায়খগণের ২১২ জনের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন।[৪১০]

হাফিয শামসুদ্দীন আয যাহাবী রহ. তঁর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম মুসলিম রহ.এর আস সহীহ গ্রন্থের শায়খগণের সংখ্যা ২২০ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪১১]

ছাত্রবৃন্দঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইমাম মুসলিম ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম মুসলিম রহ. এর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করেন। সমসাময়িক বরেণ্য বিদ্বানগণও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করতে আসেন। ইমাম মুসলিম রহ. এর উল্লেখযোগ্য কিছু ছাত্রের নামের তালিকা এখানে উল্লেখ করা হলঃ মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (১টি হাদীস শ্রবণ করেছেন), ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আস সায়রাফী, ইবরাহীম ইবনে আবী তালিব, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হামযাহ, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান আল ফকীহ, আবু হামীদ আহমদ ইবনে হামদুন ইবনে রুস্তম আল আমাশী, আবুল ফযল আহমদ ইবনে সালামাহ আল হাফিয, আবু হামীদ আহমদ ইবনে আলী ইবনিল হাসান ইবনে হাসনুবিয়্যাহ আল মকরিউ, আবু আমর আহমদ ইবনে নাছর আল খাফ্ফাফ আল হাফিয, আবু আমর আহমদ ইবনুল মুবারক আল মুসতামলি, আবু হামিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আল হাসান ইবনে আশ শারকী, আবু সাঈদ হাতিম ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আল কিন্দী আল বুখারী, আল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আল কাব্বানী, আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে দাউদ আল খাফ্ফাফ, সাঈদ আমর আল বারযাহ আল হাফিয, সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ আল বাগদাদী আল হাফিয,

---

৪১০ তাহযিবুল কামাল (২৭/৪৯৯-৫০৪)

৪১১ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৬১)

আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আবদিস সালাম আল খাফ্ফাফ আন নিশাপুরী, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আল হাসান ইবনে আশ শারকী, আবু আলী আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল বালখী আল হাফিয, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া আস সারখামী আল কাযী, আবদুর রহমান ইবনে আবি হাতিম আর রাযী, আলী ইবনে ইসমাঈল আস সাফ্ফার, আলী ইবনুল হাসান ইবনে আবি ঈসা আল হিলালী, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনিল জুনাইদ আর রাযী, আল ফযল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল বালখী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ, আবু হাতিম মাক্কী ইবনে আবদান আত তাহমীমী, আবু মুহাম্মাদ নাসর ইবনে আহমাদ ইবনে নাসর আল হাফিয, ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়িদ, আবু আওয়ানাহ আল ইসফিরাইনী ।[৪১২]

ইমাম মুসলিম রহঃ সম্পর্কে মনীষীদের অভিমতঃ হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন ইমাম এবং মনীষীগণ ইমাম মুসলিম রহ. এবং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলঃ

(এক) মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার আল আবদী রহ. বলেন,

حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج بنيسابوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخاري

পৃথিবীতে হাফিযের সংখ্যা হচ্ছে চারজন, রায় এ আবু যুরয়াহ, নিশাপুরে ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সমরকান্দে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারেমী এবং বুখারাতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ।[৪১৩]

(দুই) ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবী হাতিম আর রাযী রহ. বলেন,

---

৪১২ তাহযিবুল কামাল (২৭/৫০৪)

৪১৩ তাহযিবুল কামাল (২৭/৫০৪)

وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث

ইমাম মুসলিম রহ. একজন সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবী। তিনি হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীস সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি রয়েছে।[৪১৪]

(তিন) হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আশ শায়বানী আন নিশাপুরী ইবনুল আখরাম রহ. এবং হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ আল হাকিম রহ. বলেন,

إِنَّمَا أَخْرَجَتْ نَيْسَابُوْرُ ثَلاَثَةَ رِجَال: مُحَمَّد بن يَحْيَى، وَمُسْلِم بن الحَجَّاجِ، وَإِبْرَاهِيْم بن أَبِي طَالِبٍ

নিশাপুর শহর তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া, মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ এবং ইবরাহীম ইবনে আবী তালিব।[৪১৫]

(চার) আহমদ ইবনে সালামাহ রহ. বলেন,

رأيت أبا زرعة، وأبا حاتم، يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما

আমি আবু যুরয়াহ এবং আবু হাতিমকে দেখেছি যে, হাদীসের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের যুগের শায়খগণের উপর মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।[৪১৬]

(পাঁচ) হাফিয আবু বকর আহমদ ইবনে আলী খাতীব আল বাগদাদী রহ. বলেন,

مُسْلِمُ أَحَدُ الأَئِمَّة مِنْ حُفَّاظ الْحَدِيْث

---

৪১৪ তারীখে দামেশক (৫৮/৮৭)

৪১৫ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৬৫)

৪১৬ তারীখে বাগদাদ (১৫/১২১)

মুসলিম রহ. ইমামগণের অন্যতম এবং হাদীসের হাফিযগণের অন্তর্ভূক্ত।[৪১৭]

(ছয়) মহীউদ্দীন ইবনে শারফ আন নববী রহ. বলেন,

وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والاتقان والرحالين فى طلبه إلى أئمة الاقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه فى كل الازمان

হাদীসের ইমামগণের মধ্যে মুসলিম রহ. অন্যতম। তিনি এ বিষয়ের মহান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তি, হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস অন্বেষণে বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের ইমামগণের নিকট ভ্রমণকারীগণের মধ্যে একজন। হাদীস জগতের অগ্রগামী ব্যক্তি। প্রতিটি যুগে ও কালেই তাঁর কিতাবটি নির্ভরশীল গ্রন্থ।[৪১৮]

(সাত) আল ইয়াফিয়ী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন,

أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيْثِ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ، وَغَيْرِه، وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُوْرَةٌ، وَسِيْرَتُهُ مَشْكُوْرَةٌ

ইমাম মুসলিম রহ. ছিলেন হাদীসের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, আস সহীহ ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর গুণাবলী সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁর জীবন চরিত কল্যাণকর।[৪১৯]

(আট) ইবনে খাল্লিকান রহ. বলেন,

أَحَدُ الأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ وَأَعْلاَمِ الْمُحَدِّثِيْنَ

---

৪১৭ তারীখে বাগদাদ (১৫/১২১)

৪১৮ শরহুন নববী আলা মুসলিম (১/১০)

৪১৯ মির'আতুল যিনান (২/১২৯)

ইমাম মুসলিম রহ. হাফিয ইমামগণের মধ্যে অন্যতম এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত।[৪২০]

(নয়) ইবনে খালদুন রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন,

مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ أَبُوْ الْحُسَيْنِ الْقُشَيْرِيُّ اَلنَّيْسَابُوْرِيُّ الْحَافِظُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيْثِ وَصَاحِبُ الصَّحِيْحِ

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসায়ন আল কুশায়রী আন নিশাপুরী রহ. ছিলেন একজন হাফিয, হাদীসের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এবং আস সহীহ গ্রন্থের সঙ্কলক। তারীখে ইবনে খালদুন (৮/৪৫৬)

(দশ) ইবনে তাগরী বারদী রহ. বলেন,

مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُوْ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُوْرِيُّ صَاحِبُ الصَّحِيْحِ

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম হাদীসের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাহ্ ছিলেন। তাঁর উপনাম আবুল হুসায়ন। তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী এবং আস সহীহ গ্রন্থের প্রণেতা।[৪২১]

ইমাম মুসলিম রহ. এর ফিকহী মসলকঃ ইমাম মুসলিম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা অত্যন্ত কঠিন। আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী বলেন, ইমাম মুসলিম এর মাযহাব অজ্ঞাত। তিনি বলেন,

وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَلاَ أَعْلَمُ مَذْهَبَهَا

ইমাম মুসলিম এর মাযহাব সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নেই। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাঁকে শাফেয়ী বলে গণ্য করেছেন।[৪২২]

হাজী খলীফাহ্ বলেন,

---

৪২০ ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান (৫/১৯৫)

৪২১ আন নুযুমুজ জাহেরা (৩/৩৩)

৪২২ আল হিত্তাহ ফি যিকরীস সিহাহীস সিত্তাহ (২২৮ পৃষ্ঠা)

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ لِإِمَام مُسْلِم الشَّافِعِيُّ

মাওলানা আবদুর রশীদ তাঁকে মালেকী মাযহাবের অনুসারী বলেছেন। কিন্তু طبقات مالكية তে তাঁর উল্লেখ নেই। اليافع الحبنى

গ্রন্থকার বলেন, উসূলের ক্ষেত্রে তিনি শাফিয়ী ছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর সাথে মতদ্বৈততা অনেক কম হয়েছে। শায়খ আবদুল লতীফ সিন্ধী বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. কে বাহ্যত ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মুকাল্লিদ বলে মনে হয়। বস্তুতঃ তারা উভয়েই মুজতাহিদ ছিলেন। আল্লামা তাহের জাযায়েরীর অভিমত হচ্ছে, তিনি কোন নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ ছিলেন না। তবে ইমাম শাফিয়ী ও অন্যান্য হিজাযের অধিবাসী ইমামগণের মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

মুসলিম রহ. এর গ্রন্থাবলীঃ ইমাম মুসলিম রহ. হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অনন্য অবদানের জন্য জগত জুড়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। এছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেও অবদান রেখে গেছেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কিত। তাঁর রচিত কিছু কিছু গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গিয়েছে। আর কিছু কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। নিচে সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হলঃ

(১) আল মুসনাদুস সহীহ (اَلْمُسْنَد الصَّحِيْح)।

(২) কিতাবুল আসামী ওয়াল কুনা (اَلْأَسَامِي وَالْكُنَى)।

এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম রহ. এমন সব রাবীর নাম বর্ণনা করেছেন যাঁরা কুনিয়াত বা উপনামে প্রসিদ্ধ রয়েছেন। আবার যে সকল রাবী নামে প্রসিদ্ধ আছেন, তিনি এতে তাঁদের কুনিয়াত বর্ণনা করেছেন। কেননা রাবী কখনো নামে, কখনো কুনিয়াত আবার কখনো লকব বা উপাধিতে উল্লিখিত হয়ে থাকেন। এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি কপি দামেশকের মাকতাবাতুয যাহিরিয়্যাহতে সংরক্ষিত আছে। এটি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ

হয়েছে। এর অপর একটি হস্তলিপি ভারতের পাটনা লাইব্রেরীতে এবং তৃতীয় কপিটি তুরস্কের মাকতাবাহ শহীদে সংরক্ষিত আছে।

(৩) আল মুনফারাদাত ওয়াল ওয়াহ্দান (المنفردات والوحدان) যে সকল রাবী থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর এ গ্রন্থে সে সব রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সাহাবী এবং সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের রাবীগণের বর্ণনাও এতে স্থান লাভ করেছে।

(৪) কিতাবুত তামযীয ((كِتَاب التمِييز)।

(৫) তাবাকাত (الطَّبَقَات)

এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন সাহাবীগণের বর্ণনা করেছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের আহমদ আস সালিস গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে।

(৬) আল মুসনাদুল কাবীর আলার রিজাল

(المُسْنَد الكَبِيْر عَلَى الرِّجَال)।

(৭) আল জামিউ আলাল আবওয়াব (الجَامِع عَلَى الأَبْوَاب)।

(৮) আল ইলাল (العِلَل)।

(৯) আল বুহ্দান (الوُحْدَان)।

(১০) হাদীসে আমর ইবনে শুয়াইব (حديث عَمْرو بن شُعَيْبٍ)।

(১১) মাশাইখু মালিক (مَشَايِخ مَالِك)।

(১২) মাশাইখুস সাওরী (مَشَايِخ الثَّوْرِيّ)।

(১৩) মান লাইসা লাহু ইল্লা রাবীন ওয়াহেদ

(مِنْ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَاو وَاحِد)

(১৪) আওহামিল মুহাদ্দিসীন (أَوهَام المُحَدِّثِيْنَ) ।

(১৫) আল মুখাযরামীন (المخضرمِيْن) ।

(১৬) আল আফরাদ (الأَفرَاد) ।

(১৭) আল আকরান (الأَقْرانُ) ।

(১৮) মাশাইখু শু'বাহ (مَشَايخ شُعْبَة) ।

(১৯) আওলাদুস্ সাহাবাহ (أَوْلاَد الصَّحَابَة) ।

(২০) আফরাদুশ্ শামীইন (أَفرَاد الشَّامِيّين) ।

(২১) আল ইনতিফা বি ওহুবিস সিবা' (الاَنتفَاع بِأُهُب السِّبَاع) ।

(২২) সুওয়ালাতুহু আহমাদ ইবনে হাম্বল (سُؤَالاَته أَحْمَد بن حَنْبَلٍ)[৪২৩]

সহীহ মুসলিম রচনাঃ এ গ্রন্থটি সঙ্কলন করে ইমাম মুসলিম রহ. বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দীস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এর প্রসিদ্ধ নাম (صحيح مسلم) সহীহ মুসলিম। ইমাম মুসলিম রহ. এর সঙ্কলিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আস সহীহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এটি হাদীস শাস্ত্রের অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ একটি গ্রন্থ। সমগ্র উম্মত এ গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেছে। হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং সাধারণ হাদীস পাঠক নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রন্থটি অতি সমাদৃত। গ্রন্থকারের যুগ থেকে অদ্যাবধি সকলেই এ গ্রন্থটি অতিমূল্যবান, বিশুদ্ধ ও উপকারী হাদীস গ্রন্থ হিসেবে এর অধ্যয়ন ও দরস-

[৪২৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৭৯)

তাদরিসে নিয়োজিত রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি আস সহীহ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে, 'সহীহ মুসলিম' (صحيح مسلم)। গ্রন্থটি যদিও 'সহীহ' নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু ইমাম মুসলিম রহ. এর যুগে এটি আল মুসনাদ (المسند) নামে অভিহিত হত। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রা) বলেন,

مَا وَضَعْتُ شيأً فِيْ كِتَابِيْ هَذا الْمُسْنَدِ اِلاَّ بِحُجَّةٍ، وَمَا أَسْقَلْتُ مِنْهُ شَيْأً اِلاَّ بِحَجَّةٍ

আমি আমার এ মুসনাদ গ্রন্থে যা উপস্থাপন করেছি তা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি। আর এ গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত করিনি তাও প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছি।[৪২৪]

ইমাম মুসলিম রহ. এর পূর্বে হাদীসের যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে, সেগুলোর সকল হাদীস সহীহ নয়। সঙ্কলকগণ যে সকল হাদীস লাভ করেছেন সেগুলোর বর্ণনাকারীগণের যাচাই এবং জরাহ তা'দীল ছাড়াই তাঁরা আপন আপন গ্রন্থে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত সহীহ হাদীসসমূহ যঈফ হাদীসের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ হাদীস সম্বলিত দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁরা নির্দিষ্ট শর্ত এবং নিয়ম নীতির আলোকে তাঁদের গ্রন্থে হাদীস উপস্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মুসলিম রহ. এর থেকে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁদের এ গ্রন্থদ্বয় পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ। স্বয়ং ইমাম মুসলিম রহ. নিজেই তাঁর সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيْث يَكْتُبُوْنَ الحَدِيْث مَائَتَيْ سَنَةٍ، فمدَارُهُم عَلَى هَذَا (المُسْنَد)

হাদীসবিদগণ যদি দু'শত বছর ধরেও হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, তবুও তাঁদের এই 'মুসনাদ' গ্রন্থটির ওপরই নির্ভর করতে হবে।[৪২৫]

---

৪২৪ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১২৬)

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ সহীহ মুসলিম সঙ্কলনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কেবল নিজের অভিমত ও দৃষ্টিকোণকেই প্রাধান্য দেননি; বরং তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত এবং গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসগণের অভিমত ও পরামর্শ অনুযায়ী হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ ها هنا إنما وضعت ها هنا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ

শুধু আমার নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে এ কিতাবে হাদীস সন্নিবেশ করিনি; বরং যে সকল হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমকালীন মুহাদ্দিসগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন ঐ সকল হাদীসও লিপিবদ্ধ করেছি।[৪২৬]

সহীহ মুসলিমের পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল মনীষীর নিকট পেশ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আবু যুরআ অগ্রগণ্য, যিনি হাফেযুল হাদীস নামে খ্যাত। মাক্কী ইবনে আবদান বলেন,

عرضت كِتَابِي هَذَا (المُسْنَد) عَلَى أَبِي زُرْعَةَ، فَكُلُّ مَا أَشَار عليّ فِي هَذَا الكِتَاب أَن لَهُ عِلَّة وَسبباً تركته، وَكُلّ مَا قَالَ إِنَّهُ صَحِيْح لَيْسَ لَهُ علَّة، فَهُوَ الَّذِي أَخرجت

আমি ইমাম মুসলিম রহ. কে বলতে শুনেছি যে, আমি এ কিতাব (সহীহ মুসলিম) আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুর'আ এর নিকট উপস্থাপন করেছি। অতঃপর যে হাদীসের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, আমি নিঃসঙ্কোচে তা পরিত্যাগ করেছি। আর যে সকল

---

[৪২৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৭৯)

[৪২৬] শরহুন নববী আলা মুসলিম (৪/১২২)

হাদীস বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত বলে অভিমত পোষণ করেছেন, সে সকল হাদীস আমি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।[৪২৭]

সহীহ মুসলিমের শর্তঃ (এক) মুত্তাসিলুস সনদ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনাকারীদের পরম্পরা ধারাবাহিক হতে হবে।

(দুই) বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হতে হবে। কোনো বর্ণনাকারীর মাঝে ন্যায়পরায়ণতার অভাব থাকলে বর্ণনাকারী বর্ণিত হাদীসের বিপরিত আমল করলে তার কোনো হাদীস তিনি গ্রহণ করেননি।

(তিন) হাদীস বর্ণনাকারী তার ঊর্ধ্বতন বর্ণননাকারীর সমকালীন হওয়া। অর্থাৎ বর্ণনাকারী যার থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন উভয়েই সমকালীন হওয়া।

(চার) বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি প্রখর হওয়া। কারণ বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি প্রখর না হলে তার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীকে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

(পাঁচ) বর্ণিত হাদীসের মতন বা মূল বক্তব্য সবধরনের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়ার পরই তিনি সে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্যঃ এ পর্যন্ত হাদীসের যতগুলো কিতাব সঙ্কলিত হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি কিতাবকে উলামায়ে কেরাম 'সহীহাইন' তথা 'বিশুদ্ধতম দু'টি কিতাব' বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ সহীহাইনের একটি হল সহীহ মুসলিম। অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহাইনের সহীহ বুখারীকে সর্বাধিক বিশুদ্ধতম বলে অভিমত পোষণ করলেও আবু আলী নিশাপুরীসহ মুসলিম বিশ্বের ও পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক মনীষী অভিমত পোষণ করেন যে,

أَن كتاب مُسلم أفضل من كتاب البُخَارِيّ

---

[৪২৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৬৮)

সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারীর চেয়ে উত্তম।[৪২৮]

ইবনে রুশদ, ইবনে হাযেম রহ. এর মতেও সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারী থেকে বিশুদ্ধতর ও শ্রেষ্ঠ।

(এক) হাফেয ইবনে মান্দাহ রহ. বলেন,

سمعت أبا علي النيسابوري يقول وما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم

আমি আবু আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি যে, এ আকাশের নীচে সহীহ মুসলিমের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ইলমে হাদীসের কোন কিতাব নেই।[৪২৯]

(দুই) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন,

حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহ মুসলিমের কারণে এত দ্রুততার সাথে এমন মহান সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এত দ্রুততার সাথে ঐ স্তরে পৌঁছা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।[৪৩০]

(তিন) হাফেয মুসলিম ইবনে কুরতুবী রহ. সহীহ মুসলিম সম্পর্কে বলেন, لم يضع أحد مثله এরূপ গ্রন্থ কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়নি।[৪৩১]

(চার) আবু সাঈদ ইবনে ইয়াকুব রহ. বলেন,

رأيت فيما يرى النائم كان أبا علي الزغوري يمضي في شارع الحيرة وفي يده جزء من كتاب مسلم، يعَنْي ابن الحجاج فقلت له ما فعل الله بك؟ قال نجوت بهذا وأشار إلى ذلك الجزء

---

৪২৮ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১২/৫৬৭)

৪২৯ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১২৬)

৪৩০ তাহযিবুত তাহযিব (১০/১২৭)

৪৩১ হাদইয়ুস সারী (১৩ পৃষ্ঠা)

আবদুল্লাহ আয যাগুরীকে যেন স্বপ্নে দেখলাম, তিনি নিশাপুরের 'হিরাত' নামক রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন এবং তাঁর হাতে রয়েছে ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের সহীহ মুসলিমের একটি খণ্ড। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? তখন তিনি সহীহ মুসলিমের খণ্ডটির দিকে ইশারা করে বললেন, এর বদৌলতে আমি জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়েছি।[৪৩২]

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ জামে সহীহ এর গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং সহীহ মুজাররদ হওয়ার কারণে প্রত্যেক যামানার মুহাদ্দীসগণের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল সহীহ মুসলিম। সেই সাথে এর সন্নিবেশিত উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে প্রত্যেক যামানার আলিমরা এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিচে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হল।

(এক) المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج গ্রন্থটি হাফেয আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফুন নববী আশ শাফেয়ী রহ. (মুত্যুঃ ৬৭৬ হিঃ) রচনা করেন।

(দুই) العلم بفوائد আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী মাজরী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৩৬ হিঃ) রচনা করেন।

(তিন) اكمال المعلم فى شرح مسلم গ্রন্থটি আল্লামা কাযী ইয়ায ইবনে মুসা ইয়াহসুবী মালিকী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৪৪হিঃ) রচনা করেন।

(চার) اكمال المعلم এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলীফা দাশতানী উবাই মালিকী রহ. (মৃত্যুঃ ৮২৭ হিঃ) রচনা করেন।

---

[৪৩২] তাহযিবুল কামাল (২৭/৫০৬)

(পাঁচ) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর সুয়ূতী শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১১ হিঃ) রচনা করেন।

(ছয়) السراج الوهاج নবাব মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খান কনৌজী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩০৭ হিঃ) রচনা করেন।

(সাত) فتح الملهم গ্রন্থটি আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী দেওবন্দী হানাফী রহ. রচনা করেন।

(আট) المعلم মাওলানা ওহীদুজ্জামান ইবনে মাসীহুয যামান লাখনৌবী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৩৮হিঃ) রচনা করেন।

(নয়) شرح صحيح مسلم মোল্লা আলী কারী মাক্কী হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ১০১৬ হিঃ) রচনা করেন।

(দশ) حاشية السندى আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী তাতাবী সিন্ধি হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ১১৩৮ হিঃ) রচনা করেন। এছাড়া আরো অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

মৃত্যুঃ ইমাম মুসলিম রহ. ২৬১ হিজরী সালের রজব মাসের ২৪ তারিখ মোতাবেক ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের ৬ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। হাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব রহ. বলেন,

توفي مسلم بْن الحجاج عشية يوم الأحد، ودفن الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ. রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন এবং ২৬১ হিজরী সালের ২৫ শে রজব তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৩৩]

---

[৪৩৩] তাহযিবুল কামাল (২৭/৫০৭)

ইমাম মুসলিম রহ. এর মৃত্যু সম্পর্কে খতীব আল বাগদাদী রহ. বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ নিশাপুরী বলেন, আমি আবু আবিদল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আহমদ ইবনে সালিমাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের জন্যে হাদীসের একটি মজলিসের আয়োজন করা হয়। সেখানে তাঁর নিকট এমন একটি হাদীস আলোচিত হল, যা তিনি তাৎক্ষণিক চিনতে বা উপলব্ধি করতে পারলেন না। অতঃপর তিনি বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত হাদীস অন্বেষণে লিপ্ত হলেন। ইত্যবসরে এক ডালি খেজুর খাওয়ার জন্য ইমাম মুসলিমের সম্মুখে পেশ করা হল। তিনি এক দিকে হাদীস খুঁজতে থাকলেন এবং অন্য দিকে এক এক করে খেজুর খেতে থাকলেন। এমতাবস্থায় সকাল হয়ে গেল এবং ডালির খেজুরও সমাপ্ত হয়ে পড়ল। সেই সাথে তিনি ঐ হাদীসটিও পেয়ে গেলেন। হাদীস অন্বেষণে তিনি এত অধিক বিভোর ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তিনি এত অধিক খেয়ে ফেলেছেন। ফলে বদহজম জনিত পেটের অসুখে তিনি ইন্তিকাল করলেন। খতীব আল বাগদাদী রহ. এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাকিম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات

আমাদের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ এ বিষয়ে আরও অধিক বর্ণনা করে বলেন, তিনি এ ঘটনায়ই মারা যান।[৪৩৪]

[৪৩৪] তারীখে বাগদাদ (১৫/১২১)

ইমাম নাসায়ী রহ.

(২১৫হিঃ থেকে ৩০৩হিঃ)

ইমাম নাসায়ী রহ. ইলমে হাদীসের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি সুনানে নাসায়ী সহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে মুসলিম বিশ্বে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সততা বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীরুতায় তিনি ছিলেন অনন্য। হাদীছ চর্চায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

নামঃ ইমাম নাসায়ী রহ.এর নাম আহমাদ, পিতার নাম শোয়াইব। উপাধি اَلْحَافِظُ। اَلْإِمَامُ (আল ইমামুল হাফেয), اَلْحَافِظُ। اَلْحُجَّةُ (আল হাফেযুল হুজ্জাহ) উপনাম হল, আবু আব্দুর রহমান, খোরাসানের দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে খোরাসানীও বলা হয়। আন-নাসায়ী বলার কারণ হল, 'নাসা' এর দিকে সম্বন্ধিত করে। 'নাসা' খোরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। আরবের লোকেরা কখনো কখনো এটাকে 'নাসাবী' (النَّسَوِي) বলে থাকে। কিয়াস হিসাবে এভাবেই উচ্চারণ হওয়া উচিত। তবে নাসায়ী উচ্চারণটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৪৩৫]

তাঁর নসবনামা হল, আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহার আল খোরাসানী আন নাসায়ী।[৪৩৬]

জন্মঃ ইমাম নাসায়ী রহ. ২১৫ হিজরী মুতাবেক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ২১৪ হিজরীতে খোরাসানের 'নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানের দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে আন নাসায়ী বলা হয়। এ নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ইলম অর্জনঃ ইমাম নাসায়ী রহ. এর সময়ে খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমে হাদীসের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত

---

[৪৩৫] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৪)

[৪৩৬] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১২৫)

ছিল। সেখানে অনেক খ্যাতনামা মুহাদ্দীসদের সমাবেশ ঘটেছিল। ইমাম নাসায়ী রহ. স্বীয় জন্মভূমিতেই প্রখ্যাত আলেমগণের তত্ত্বধানে পড়ালেখা শুরু করেন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বদেশেই পবিত্র কোরআন হিফয ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম নাসায়ী রহ. নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর বিভিন্ন দেশে সফর করে ইলমে হাদীসে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ২৩০ হিজরীতে হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দীসগণের দরসে উপস্থিত হোন।[৪৩৭]

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন,

رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومائتين، أقمت عنده سنة وشهرين

আমি ২৩০ হিজরীতে সর্বপ্রথম কুতায়বা ইবনে সাঈদের নিকট গমন করি এবং তাঁর সান্নিধ্যে এক বছর দু'মাস অবস্থান করি।[৪৩৮]

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহ. বলেন, তিনি অনেক বড় বড় শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি খুরাসান, হিজায, ইরাক, জাযীরা, শাম, মিশর এবং এর আশে পাশের শহরে পরিভ্রমণ করে অনেক বড় বড় শায়েখদের সান্নিধ্য লাভ করেন।[৪৩৯]

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

رَحَلَ إِلَى الْآفَاقِ، وَاشْتَغَلَ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ وَالِاجْتِمَاعِ بِالْأَئِمَّةِ الْحُذَّاقِ، وَمَشَايِخُهُ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ مُشَافَهَةً

---

৪৩৭ হায়াতুল মুসান্নিফীন (৬২ পৃষ্ঠা)

৪৩৮ তারিখে বাগদাদ (২/৪৯৮)

৪৩৯ বুস্তানুল মুহাদ্দীসীন পৃষ্ঠা (২৪৪)

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন এবং অভিজ্ঞ ইমামগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণে মনোনিবেশ করেন। আর যাদের নিকট থেকে তিনি মুখে মুখে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪৪০]

আল্লামা ইউসুফ আল মিয্যি 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থে লিখেন,

طاف البلاد، وسمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة من جماعة

তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং খোরাসান, ইরাক, হিজায, মিসর ও জাযীরার একদল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪৪১]

হাফেয যাহাবী রহ. বলেন,

جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ، وَالجَزِيْرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثُّغُوْرِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ

জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তিনি খোরাসান, হিজায, মিসর, ইরাক, জাযীরা, সিরিয়া এবং সীমান্ত এলাকায় ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪৪২]

উস্তাদগণঃ ইমাম নাসায়ী রহ. স্বদেশে হুমাইদ ইবনে মাখলাদ (মৃত্যুঃ ২৪৪ হিজরী), আম্মার ইবনুল হাসান (মৃত্যুঃ ২৪২হিজরী) প্রমুখ খ্যাতিমান শায়খের নিকট শৈশবকালে শিক্ষার্জন করেন।

তিনি অসংখ্য মনীষী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম বিদেশে পরিভ্রমণ করে কুতাইবা ইবনু সাঈদ (মৃত্যুঃ ২৪০হিজরী) এর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের মধ্যে

---

৪৪০ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/১৪০)

৪৪১ তাহযিবুল কামাল (১/৩২৯)

৪৪২ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১২৭)

রয়েছেন ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, মুহাম্মাদ ইবনে নযর, আলী ইবনে হাজার, ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা, মুহাম্মাদ বিন বাশার, ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী প্রমুখ। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. ইমাম বুখারী রহ. কেও ইমাম নাসায়ী রহ. এর উস্তাদ হিসাবে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে আবু যুর'আ ও আবু হাতিম আর রাযী থেকেও তার হাদীস বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে।[৪৪৩]

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে আরো রয়েছেন, বিশর ইবনে হেলাল, আল হাসান ইবনুস সাববাহ আল বাযযার, আম্মার ইবনে খালেদ আল ওয়াসিতী, ইমরান ইবনে মূসা আল কাযযায প্রমুখ।[৪৪৪]

সুনানে কুবরাতে ইমাম নাসায়ী রহ. ৪০৩ জন শিক্ষকের নিকট থেকে এবং সুনানে নাসায়ীতে ৩৩৫ জন শায়খের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে আসাকিরের বর্ণনা মতে তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৪৪৪ জন।[৪৪৫]

ছাত্রবৃন্দঃ দেশ বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর ইমাম নাসায়ী রহ. হাদীসের পাঠদান শুরু করেন। অনেক ছাত্রই তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন।

আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. বলেন, মিসরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে তাঁর রচনাবলী প্রসার লাভ করে। বহু জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। অতঃপর তিনি দামেশকে চলে যান।[৪৪৬]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক ইবনুস সুন্নী, আহমদ ইবনুল হাসান আর রাযী, আবুল হাসান আহমদ আর রামলী, আবু জাফর আহমদ

---

৪৪৩ আ'লামুল মুহাদ্দিসীন (২৫২)

৪৪৪ আ'লামুল মুহাদ্দিসীন (২৫২)

৪৪৫ আন নাসায়ী ফি সুনানিল কুবরা (২৩ পৃষ্ঠা)

৪৪৬ রুবাইয়্যাতুল ইমাম আন নাসায়ী (২৫২)

ইবনে মুহাম্মাদ আন নাহবী, আবু সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল আরাবী, আবু জাফর আহমাদ আত তাহাবী প্রমুখ।[৪৪৭]

চরিত্র ও তাক্বওয়াঃ ইমাম নাসায়ী রহ. নির্মল চরিত্র মাধুর্য্যের অধিকারী মুত্তাকী আল্লাহভীরু মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ভীতবিহবল থাকতেন। একদিন পরপর তিনি সারা বছর নফল সিয়াম পালন করতেন। তিনি দিনের বেলায় সিয়াম পালন করতেন এবং রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর চারজন স্ত্রী ছিল। তিনি চারজন স্ত্রীর মাঝেই সর্বদা সমতা বিধান করে চলতেন। পালাক্রমে তাঁদের সাথে রাত্রি যাপন করতেন। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি সদা মশগুল থাকতেন। তিনি একাধিকবার পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন। হামযাহ ইবনে ইউসুফ আস সাহমী বলেন, ولم يكن فِي الورع مثله আল্লাহভীরুতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না।[৪৪৮]

ইমাম দারা কুতনী রহ. আরো বলেন, وكان فِي غاية من الورع والتقى তিনি খোদাভীরুতা এবং পরহেযগারিতে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।[৪৪৯]

ইমাম নাসায়ী রহ. সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ ইলমে হাদীস সহ ইসলামের অন্যান্য শাখায় অবদান রাখার কারণে সমসাময়িক ও পরবর্তী মনীষীগণ ইমাম নাসায়ী রহ. এর প্রশংসায় অনেক মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের উক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ **(এক)** হাফেয আলী ইবনে উমর বলেন,

كَانَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النَّسَائي أفقه مشايخ مصر فِي عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرجال

---

৪৪৭ তাহযিবুল কামাল (১৪/৩২৯)

৪৪৮ তাহযিবুল কামাল (১/৩৩৫)

৪৪৯ মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনুন (পৃষ্ঠা ৬৬)

ইমাম নাসায়ী রহ. সমকালীন মিসরীয় মনীষীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, সহীহ ও জঈফ হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে বিজ্ঞ এবং রিজালশাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন।[৪৫০]

(দুই) হাফেয যাহাবী রহ. বলেন,

ولم يكن أحد في رأس الثلاثمائة أحفظ من النسائي، وهو أَحْذَقُ بِالحَدِيْثِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ، وَمِنْ أَبِي دَاوُدَ، وَمِنْ أَبِي عِيْسَى، وَهُوَ جَارٍ فِي مِضْمَارِ البُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে ইমাম নাসায়ী রহ. এর চেয়ে হাদীসের অধিক সংরক্ষক অন্য কেউ ছিল না। হাদীস, ইলালুল হাদীস (হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি) এবং রিজালশাস্ত্রে তিনি ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ এবং আবু ঈসা আত তিরমিযী রহ. এর চেয়েও পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী ও আবু যুরআ রহ. এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন।[৪৫১]

তিনি আরো বলেন,

وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، مَعَ الفَهْمِ، وَالإِتْقَانِ، وَالبَصَرِ، وَنَقْدِ الرِّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ

ইমাম নাসায়ী রহ. ইলমে হাদীসের সমুদ্রতল্য মহাজ্ঞানী, সূক্ষ্মজ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী, ইলমুর রিজালের সমালোচক ও বরেণ্য গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন।[৪৫২]

(তিন) মানসুর আল ফকীহ ও আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আত তাহাবী বলেন,

أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النَّسَائي إمام من أئمة المسلمين

---

৪৫০ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (১/৩৩৮)

৪৫১ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১/৮৩)

৪৫২ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১২৭)

ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসায়ী রহ. হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম ইমাম ছিলেন।[৪৫৩]

(চার) হাফেয আবু আলী আন নীশাপুরী বলেন,

رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني واسفاري: اثنان بنيسابور محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب, والنسائي بمصر, وعبدان بالأهواز

আমি স্বদেশে ও বিদেশে চারজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসকে দেখেছি। তাঁরা হলেন, নিশাপুরে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং ইবরাহীম ইবনে আবু তালিব রহ. মিসরে ইমাম নাসায়ী রহ., আহওয়াযে আবদান রহ.।[৪৫৪]

তিনি আরো বলেন, النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة ইমাম নাসায়ী ইলমে হাদীসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন।[৪৫৫]

(পাঁচ) ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন,

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُذْكَرُ بِهَذَا العِلْمِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ

স্বীয় যুগে ইলমে হাদীসে, যাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়, ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসায়ী রহ. তাঁদের সকলের উপরে অগ্রগামী ছিলেন।[৪৫৬]

(ছয়) মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল বারুদী বলেন,

ذكرت النسائي لقاسم المطرز فقال هو إمام أو يستحق أن يكون إماما

আমি কাসেম আল মুতরাযের নিকট ইমাম নাসায়ী রহ. এর কথা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, ইলমে হাদীসের তিনি একজন ইমাম অথবা ইমাম হওয়ার যোগ্য।[৪৫৭]

---

৪৫৩ তাহযিবুল কামাল (১/৩৩৩)
৪৫৪ তাহযিবুত তাহযিব (১/৩৭)
৪৫৫ তাহযিবুত তাহযিব (১/৩৭)
৪৫৬ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১৩১)

(সাত) হাফেয আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মানদাহ বলেন,

الَّذِيْنَ أَخْرَجُوا الصَّحِيْحَ وَمِيَّزُوا الثَّابِتَ مِنَ المَعْلُوْلِ، وَالخَطَأَ مِنَ الصَّوَابِ أَرْبَعَةٌ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ

যাঁরা সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন এবং ত্রুটিযুক্ত থেকে নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো পৃথক করেছেন এবং ভুল থেকে সঠিক বের করেছেন, তাঁরা হলেন চার জন। যথা ১. ইমাম বুখারী রহ., ২. ইমাম মুসলিম রহ., ৩. ইমাম অবু দাঊদ রহ., ৪. ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসায়ী রহ.।[৪৫৮]

(আট) আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস বলেন,

وكان إماما فِي الحديث ثقة ثبتا حافظا

ইমাম নাসায়ী রহ. ইলমে হাদীসের ইমাম, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও হাফেয ছিলেন।[৪৫৯]

(নয়) আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবকী রহ. বলেন,

وَقَال التاج السبكي سمعت شيخنا أبا عَبد الله الذهبي الحافظ، وسألته أيهما أحفظ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، أو النَّسَائي؟ فقال النَّسَائي. ثم ذكرت ذلك للشيخ الإمام الوالد تغمده الله برحمته، فوافق عليه

আমি আমাদের উস্তাদ হাফেয আয যাহাবী থেকে শুনেছি, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ. এবং ইমাম নাসায়ী রহ. এর মধ্যে ইলমে হাদীসের অধিক

---

৪৫৭ তাহযিবুত তাহযিব (১/৩৭)

৪৫৮ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১৩৫)

৪৫৯ তাহযিবুল কামাল (১/৩৪০)

সংরক্ষক কে? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম নাসায়ী রহ.। অতঃপর এ বিষয়টি আমার পিতা তাকীউদ্দীন সুবকী এর নিকট আলোচনা করলে তিনি ইমাম যাহাবীর অভিমতকে সমর্থন করেন।[৪৬০]

(দশ) আবু আবদির রহমান মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আস সুলামী বলেন,

سألت أَبَا الْحَسَن علي بْن عُمَر الدَّارَقُطْنِيّ الْحَافِظ، فقلت إذا حدث مُحَمَّد بْن إسحاق بْن خزيمة وأَحْمَد بْن شعيب النَّسَائي حديثا من تقدم منهما؟ قال النَّسَائي لأنه أسند، على أني لا أقدم على النَّسَائي أحدا وإن كَانَ ابْن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير

হাফেয আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর আদ দারা কুতনী রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী রহ. কোন হাদীস বর্ণনা করবেন, তখন এ দু'জনের মধ্যে কার বর্ণিত হাদীসকে আপনি অগ্রাধিকার দিবেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম নাসায়ী রহ. এর হাদীসকে। কেননা তাঁর হাদীসের সনদ অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মুত্তাছিল। আমি ইমাম নাসায়ী রহ. এর উপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। যদিও ইবনে খুযায়মা নির্ভরযোগ্য ও অতুলনীয় ইমাম ছিলেন।[৪৬১]

(এগারো) ইমাম হাকেম রহ. বলেন,

كَلَامُ النَّسَائِيِّ عَلَى فِقْهِ الحَدِيْثِ كَثِيْرٌ، وَمَنْ نَظَرَ فِي (سُنَنِهِ) تَحَيَّرَ فِي حُسْنِ كَلَامِهِ

ফিকহুল হাদীস সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী রহ. এর অনেক মূল্যবান বাণী রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর সংকলিত সুনানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, সে তাঁর মনোহরী কথামালা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে।[৪৬২]

---

৪৬০ তাহযিবুল কামাল (টিকা-১/৩৪০)

৪৬১ তাহযিবুল কামাল (১/৩৩৪-৩৩৫)

৪৬২ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১৩০)

ফিকহী মসলকঃ ইমাম নাসায়ী রহ. কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, নাকি একজন মুজতাহিদ ছিলেন এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী আল হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে এবং আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী স্বীয় ফায়যুল বারী গ্রন্থে ইমাম নাসায়ী রহ. কে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৬৩]

আল্লামা ইবনুল আসীর জামেউল উসূল গ্রন্থে লিখেছেন, كَانَ شَافِعِيّاً لَهُ مَنَاسِكُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শাফেয়ী মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর হজ্জ রয়েছে।[৪৬৪]

কিছু হানাফী আলেমদের মতে,

أما أبوداود والنسائي فالمشهور أنهما شافعيان ولكن الحق أنهما حنبليان

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু সত্য কথা হল, তাঁরা দু'জনই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৪৬৫]

গ্রন্থাবলীঃ ইমাম নাসায়ী রহ. সুনানে নাসায়ী ছাড়াও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১. السنن الكبرى (আস সুনানুল কুবরা)

২. السنن الصغرى (আস সুনানুস সুগরা)

৩. مسند على (মুসনাদে আলী রা.)

---

৪৬৩ বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৪)

৪৬৪ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/১৩০)

৪৬৫ মুকাদ্দামাতু তুহফাতুল আহওয়াযী (১/২৮০)

৪. كتاب الاسماء والكنى (কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা)

৫. كتاب المدلسين (কিতাবুল মুদাল্লিসীন)

৬. كتاب الضعفاء والمتروكين (কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন)

৭. فضائل الصحابة (ফাযায়িলুছ ছাহাবা)

৮. كتاب التفسير (কিতাবুত তাফসীর)

৯. كتاب الجمعة (কিতাবুল জুম'আ)

১০. كتاب الخصائص في فضل علي بن أبي طالب وأهل البيت

(কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাযলি আলী ইবনি আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়তি)

১১. كتاب عمل اليوم والليلة (কিতাবু আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি)

সুনানে নাসায়ী সংকলনঃ ইমাম নাসাঈ রহ. প্রথমে 'আস সুনানুল কুবরা' নামে একটি বৃহৎ হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। যাতে সহীহ ও যঈফ হাদীসের সংমিশ্রণ ছিল। এ সম্পর্কে আল্লামা আবু যাহু বলেন, ইমাম নাসায়ী রহ. বিশুদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত হাদীছ সম্বলিত 'আস সুনানুল কুবরা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর একে সংক্ষেপ করে 'আস-সুনানুস সুগরা' সংকলন করেন। আর এর নাম দেন 'আল মুজতাবা'। ইমাম নাসায়ী রহ. এর নিকটে এ গ্রন্থের সব হাদীসই সহীহ।[৪৬৬]

ইমাম নাসায়ী রহ. বলেন,

[৪৬৬] আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন (৪০৯ পৃষ্ঠা)

لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشئ، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم

যখন আমি সুনানে নাসায়ী সংকলন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম, তখন কিছু শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি হলে আমি আল্লাহর দরবারে ইস্তেখারা করলাম। অতঃপর তাদের হাদীস পরিত্যাগের বিষয়ে কল্যাণকর ইঙ্গিত পেলাম। ফলে আমি তাতে এমন হাদীস সন্নিবেশিত করিনি, যেগুলো তাদের নিকট থেকে আমার নিকট উচ্চতর সনদে পৌঁছেছিল।[৪৬৭]

সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন বলেন, ইমাম নাসায়ী রহ. প্রথমে 'আস-সুনানুল কাবীর' নামক একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। হাদীসের বিভিন্ন সূত্র সংবলিত এমন গ্রন্থ আর কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়নি।[৪৬৮]

ইবনুল আসীর বলেন, ফিলিস্তীনের রামাল্লার আমীর ইমাম নাসায়ী রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সংকলিত 'আস সুনানুল কুবরা' তে সন্নিবেশিত সকল হাদীসই কি সহীহ? উত্তরে তিনি বললেন, না। এতে সহীহ ও যইফ মিশ্রিত আছে। তখন আমীর তাঁকে বললেন, এ গ্রন্থ থেকে শুধু সহীহ হাদীসগুলো চয়ন করে আমাদের জন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সংকলন করুন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আস সুনানুল কুবরার যে সকল হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে বলে অভিযোগ ছিল, সেগুলো বাদ দিয়ে 'সুনানুল মুজতাবা' সংকলন করেন।

উপরোক্ত কাহিনী আল্লামা ইবনুল আসীর স্বীয় 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে এবং মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থে 'মিরকাত' এ উল্লেখ করেছেন।

---

৪৬৭ তাহযিবুল কামাল (১/১৭২)

৪৬৮ মুকাদ্দামা তুহফাতুল আহওয়াযী (১/১০৫)

কিন্তু আল্লামা যাহাবী বলেছেন, উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক নয়; বরং সুনানে কুবরাকে সংক্ষেপ করে 'মুজতাবা' সংকলন করেছেন ইমাম নাসায়ীর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুস সুন্নী।[৪৬৯]

সুনানে নাসায়ীর সত্যায়ন ও মূল্যায়নঃ ইমাম নাসায়ী রহ. তাঁর সংকলিত 'সুনানুল কুবরা' কে পরিমার্জন ও সংক্ষেপ করে 'সুনানুস সুগরা' তথা 'সুনানে নাসায়ী' সংকলন করে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন,

كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله

সুনানুল কুবরার সব হাদীস সহীহ। তবে কিছু কিছু হাদীসের সনদ ত্রুটিযুক্ত। আর মুজতাবা তথা সুনানে নাসায়ীতে নির্বাচিত সব হাদীসই সহীহ।[৪৭০]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে রুশাইদ (মৃত্যুঃ ৭২১হিজরী) বলেন, সুনান পর্যায়ে হাদীসের যত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে, তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি অভিনব রীতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এর সন্নিবেশও চমৎকার। এতে বুখারী ও মুসলিম উভয়ের রচনারীতির মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। সাথে সাথে হাদীসের 'ত্রুটি'ও বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৭১]

আবু যাহু 'আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন' গ্রন্থে লিখেছেন, মোদ্দাকথা 'মুজতাবা' তথা 'সুনানে নাসায়ী'তে অনুসৃত ইমাম নাসায়ী রহ. এর শর্ত সহীহাইনের পর সবচেয়ে বেশী সুদৃঢ় শর্ত। যা তাঁকে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মহান করেছে।[৪৭২]

তিনি আরো বলেন, 'মুজতাবা' তথা সুনানে নাসায়ীতে যঈফ এবং সমালোচিত রাবী বর্ণিত হাদীস খুবই কম রয়েছে। এ গ্রন্থের মর্যাদা

---

৪৬৯ আ'লামুল মুহাদ্দিসীন (২৫৯)

৪৭০ আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন (৪০৯ পৃষ্ঠা)

৪৭১ আ'লামুল মুহাদ্দিসীন (৪০৯)

৪৭২ আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন (৪১০)

সহীহাইনের পরে এবং এটি সুনানে আবূ দাঊদ ও সুনানে তিরমিযীর চেয়ে অগ্রগণ্য ।[৪৭৩]

হাফেয আবুল হাসান মু'আফেরী বলেন, মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীস সমূহের প্রতি যখন তুমি লক্ষ্য করবে, তখন এ কথা বুঝতে পারবে যে, ইমাম নাসায়ী রহঃ এর সংকলিত হাদীস অপরের সংকলিত হাদীসের তুলনায় বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী ।[৪৭৪]

তাজ উদ্দীন সুবকী স্বীয় পিতা তাকী উদ্দীন সুবকী ও উস্তায হাফিয যাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন,

وان سننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا

সহীহাইনের পর অন্যান্য সুনান গ্রন্থ সমূহের চেয়ে সুনানে নাসায়ীতে কম সংখ্যক যঈফ হাদীস রয়েছে ।[৪৭৫]

হাদীছ গ্রহণে ইমাম নাসায়ী রহঃ এর শর্তাবলীঃ

১. সহীহ হাদীসের প্রধান দু'টি গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমে যেসব হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে সে সব সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ।

২. প্রধান হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে হাদীস গ্রহণের যে শর্ত অনুসৃত হয়েছে তাতে উত্তীর্ণ সকল হাদীসই গ্রহণযোগ্য ।

৩. যে সব হাদীস সর্বসম্মতভাবে ও মুহাদ্দিসীনের ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত তা গ্রহণীয় নয় । পক্ষান্তরে হাদীসের যেসব সনদ মুত্তাসিল তথা ধারাবাহিক বর্ণনা পরম্পরাসূত্রে কোন বর্ণনাকারীই উহ্য নয়, তা অবশ্যই গ্রহণীয় । মূল হাদীস সহীহ হলে এবং মুরসাল (مُرْسَلٌ) কিংবা মুনকাতি (مُنْقَطِعٌ) না হলে তাও গ্রহণযোগ্য ।

---

৪৭৩ আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন (৪১০)

৪৭৪ মুকাদ্দামতু যাহরীর রুবা আলাল মুজতাবা (৪ পৃষ্ঠা)

৪৭৫ আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন (৪১০ পৃষ্ঠা)

৪. চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উত্তম বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হাদীসও গ্রহণযোগ্য। এসব শর্ত ইমাম নাসায়ী রহ. ও ইমাম আবু দাউদ রহ. এর নিকট সমভাবে গৃহীত। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ইমাম নাসায়ী রহ. এর আরোপিত শর্ত ইমাম আবু দাউদ রহ. অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। ইমাম নাসায়ী রহ. হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন মনে করেছেন। এ কারণেই ইমাম নাসায়ী রহ. এমন অনেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেননি, যাদের নিকট থেকে ইমাম আবু দাউদ রহ. ও ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীস গ্রহণ করেছেন।[৪৭৬]

এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এমন অনেক বর্ণনাকারী আছেন, যাদের নিকট থেকে ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসায়ী রহ. তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থেকেছেন; বরং বুখারী ও মুসলিমের একদল বর্ণনাকারীর নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা থেকে ইমাম নাসায়ী রহ. বিরত থেকেছেন।[৪৭৭]

হাফেয আবু আলী আন নিশাপুরী বলেন,

للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم

হাদীস গ্রহণে ইমাম নাসায়ী রহ. এর শর্ত ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. এর শর্তের চেয়েও কঠিন।[৪৭৮]

আল্লামা হাযেমী রহ. বলেন, ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী রহ. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রাবীদের হাদীস গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরা চতুর্থ স্তর অতিক্রম করেননি।[৪৭৯]

---

৪৭৬ মুকাদ্দামতু যাহরীর রুবা আলাল মুজতাবা (৩ পৃষ্ঠা)
৪৭৭ আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দীসুন (৪১০পৃষ্ঠা)
৪৭৮ কাশফুয যুনুন (২/১০০৬)
৪৭৯ উম্মাহাতুল কুতুবিল হাদীস (১২৪ পৃষ্ঠা)

সুনানে নাসায়ীর বৈশিষ্ট্যঃ সুনানে নাসায়ীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে অপরাপর হাদীস গ্রন্থ থেকে পৃথক স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। নিচে সুনানে নাসায়ীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলঃ

(এক) প্রায় তাকরার বা দ্বিরুক্তিমুক্তঃ কুতুবুস সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সুনানে নাসায়ীতে তাকরার তথা পুনরুল্লেখ হাদীসের সংখ্যা কম। এতে তাকরার হাদীস নেই বললেই চলে।

(দুই) হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যাঃ এ গ্রন্থে কোন কোন স্থানে হাদীসের দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, الركس: طعام الجن 'আর-রিকসু' অর্থাৎ জিনের খাদ্য।[৪৮০]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, لاَ تُزْرِمُوْهُ 'তার প্রস্রাবে বাধা দিও না'। এর অর্থে তিনি বলেন, لاَ تَقْطَعُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ তার পেশাব বন্ধ করে দিও না।[৪৮১]

(তিন) অধিক রাবী সম্বলিত হাদীসঃ ইমাম নাসায়ী স্বীয় গ্রন্থে শক্তিশালী ও সহীহ সনদের ভিত্তিতে হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দশজন রাবী বিশিষ্ট হাদীসও উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا 'এর চেয়ে দীর্ঘ সনদ বিশিষ্ট হাদীস আমার জানা নেই।[৪৮২]

(চার) ফিকহী বিন্যাসঃ এ গ্রন্থের হাদীসগুলো ফিকহী তারতীব অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থ শুরু হয়েছে 'পবিত্রতা' অধ্যায় দ্বারা এবং শেষ হয়েছে 'পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা' দ্বারা। অধ্যায় বিন্যাসে মৌলিক অর্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

---

৪৮০ সুনানে নাসায়ী (২৪)
৪৮১ সুনানে নাসায়ী (৫৩)
৪৮২ সুনানে নাসায়ী (৯৯৬)

(পাঁচ) সকল বিষয়ের হাদীসের সন্নিবেশঃ ইমাম নাসায়ী রহ. এ গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন।

(ছয়) ইলালুল হাদীছ বর্ণনাঃ এ গ্রন্থে ইমাম নাসায়ী রহ. পৃথকভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করে হাদীসের ইল্লত (ত্রুটি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪৮৩]

হাদীসের ত্রুটি বর্ণনার পর তিনি সঠিকটা উল্লেখ করেছেন। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্যযোগ্য বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

(সাত) অনুচ্ছেদ রচনাঃ সুনানে নাসায়ীর হাদীসের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত। এ গ্রন্থের অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদের শিরোনাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য। হাদীস ও শিরোনামের মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান। এ গ্রন্থে তরজমাতুল বাব সংযোজনে ইমাম বুখারী রহঃ এর ফিকহী ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে।

(আট) স্বল্পসংখ্যক তা'লীক হাদীসঃ এ গ্রন্থে ইমাম নাসায়ী রহ. অতি স্বল্প সংখ্যক তা'লীক হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে প্রায় ১৮০টি তা'লীক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(নয়) হাদীসের মান ও স্তর বর্ণনাঃ এ গ্রন্থে কখনো কখনো হাদীসের স্তর ও মান বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেন, هذا حديث منكر 'এ হাদীছটি মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত'।[৪৮৪]

অনুরূপভাবে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেন,

حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ

---

৪৮৩ মুকাদ্দামতু যাহরীর রুবা আলাল মুজতাবা (পৃষ্ঠা ৪)

৪৮৪ সুনানে নাসায়ী (১৭৮২)

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত এই হাদীসের সনদ হাসান। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যাত। আমি আশঙ্কা করছি যে, মুহাম্মাদ ইবনে ফুযাইলের ভ্রান্তি রয়েছে।[৪৮৫]

কখনো তিনি রাবীর ত্রুটি বর্ণনা করে বলেন,

الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ» وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

আওযায়ী রহ. এই হাদীস যুহরী থেকে শুনেননি। এই হাদীসটি সহীহ, যা ইউনুস যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪৮৬]

(দশ) সনদের অবস্থা বর্ণনাঃ এতে মুত্তাসিল, মুনকাতি, মুরসাল ইত্যাদি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেন, مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا মাখরামাহ তার পিতা থেকে কিছুই শুনেনি।[৪৮৭]

অন্যত্র একটি হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

الْحَسَنُ، عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

হাসান সামুরা রা. এর সংকলন থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। আর হাসান সামুরা থেকে কেবল আক্বীক্বা সম্পর্কিত হাদীসটিই শুনেছেন।[৪৮৮]

(এগারো) অধিক সনদ উল্লেখঃ ইমাম নাসায়ী রহ. কোন হাদীসের একাধিক সনদ কিংবা একই হাদীসের বিভিন্ন সনদ থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন।

---

৪৮৫ সুনানে নাসায়ী (২১৫১)
৪৮৬ সুনানে নাসায়ী (৩২১৫)
৪৮৭ সুনানে নাসায়ী (৪৩৮)
৪৮৮ সুনানে নাসায়ী (১৩৮০)

(বার) আহকাম সম্বলিত হাদীসঃ ইমাম নাসায়ী রহ. স্বীয় সুনান গ্রন্থে আহকাম সম্বলিত হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন।

ড. তাকীউদ্দীন নাদবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আহকাম সম্বলিত যে সকল হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে, সে সকল হাদীস স্বীয় সুনানে নাসায়ীতে একত্রিত করা ইমাম নাসায়ী রহ. এর উদ্দেশ্য ছিল। যাতে সেগুলো দ্বারা ফকীহগণ দলীল গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে তিনি হাদীস ও ফিকহের মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন।[৪৮৯]

(তের) নসবনামা উল্লেখঃ সুনানে নাসায়ীতে রাবীর নাম উল্লেখের সাথে সাথে কখনো কখনো তার বংশপরিক্রমাও উল্লেখ করা হয়েছে।

(চৌদ্দ) কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিঃ এ গ্রন্থে অনুচ্ছেদের অনুকূলে পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত থাকলে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন 'তাহারাত' অধ্যায়ে 'অযূ অনুচ্ছেদে' অযূর ফরয সমূহ বর্ণনায় সূরা মায়েদার নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল টাখনু সহ ধৌত কর।[৪৯০]

(পনের) নাসিখ-মানসূখ দৃষ্টিকোণে অনুচ্ছেদ প্রণয়ন : ড. তাকীউদ্দীন নাদবী বলেন, ইমাম নাসায়ী রহ. এর অন্যতম একটি রীতি হল, অনুচ্ছেদ রচনা করে তথায় মানসূখ হাদীস সন্নিবেশিত করা। অতঃপর অন্য বাবে তার নাসিখ (রহিতকারী) হাদীস উল্লেখ করা। যেমন 'আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে অযু করা অনুচ্ছেদ' এ আবু হুরায়রা রা. থেকে হাদীস

---

[৪৮৯] আ'লামুল মুহাদ্দিসীন (২৬৩)

[৪৯০] সূরা মায়েদাহ (৫/৬)

এনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে তোমরা অযু করবে'। সুনাননে নাসায়ী (১৭১, ১৭২, ১৭৩) অতঃপর আরেকটি বাব রচনা করেছেন এভাবে 'আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে অযূ না করা অনুচ্ছেদ'। অত্র অনুচ্ছেদে তিনি উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস এনেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আগুনে পাকানো) রান খেলেন। অতঃপর বেলাল রা. আসলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন, পানি স্পর্শ করলেন না। সুনানানে নাসায়ী (১৮২, ১৮৪) এতে আগুনে পাকানো খাদ্য খেয়ে অযু না করার ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লামা সিন্ধী বলেন, هذا نص في النسخ এ হাদীছটি নাসিখ বা রহিতকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।[৪৯১]

সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ আশ্চর্য হলেও একথা সত্য যে, সুনানে নাসয়ী সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ হওয়া সত্তেও আহলে ইলমরা এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় তেমন আগ্রহ দেখাননি। যার কারণে সুনানে নাসায়ীর ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকা একেবারে সংক্ষিপ্ত।

(এক) زهر الربا على المجتبى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. রচনা করেন।

(দুই) عرف زهر الربا على المجتبى গ্রন্থটি ফকীহ আলী ইবনে সুলাইমান আত দামনাতী (মৃত্যুঃ ১৩০৬ হিজরী) রচনা করেন।

(তিন) الامعان فى شرح سنن النسائى আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী আন্দলিুসী রহ. রচনা করেন।

---

[৪৯১] আ'লামুল মুহাদ্দিসীন (২৭৩)

(চার) زوائد النسائى আল্লামা ইবনে মুলাক্কিন রহ. রচনা করেন।

এছাড়াও সুনানে নাসায়ীর তা'লিকাত লিখেন, শায়খ আবুল হাসান নূর উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী সিন্ধি রহ. (মৃত্যুঃ ১১৩৮ হিজরী), মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া শায়খুল হাদীস মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর রহ.।

শীয়া অপবাদ আরোপঃ ইমাম নাসায়ী রহ. মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ শেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার কারণে ৩০২ হিজরীতে দামেশকে চলে আসেন। দামেশকে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই বনী উমাইয়ার পক্ষে এবং হযরত আলী রা. এর বিপক্ষে। তখন তিনি জনগণের মনোভাব ও আকীদা সংশোধনের লক্ষ্যে হযরত আলী রা. ও তাঁর পরিবারের প্রশংসায় 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাযলে আলী ইবনি আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থটি দামেশকের জামে মসজিদে সকলকে পড়ে শুনানোর ইচ্ছা করেন। যাতে বনী উমাইয়ার শাসনের ফলে সাধারণ লোকদের মাঝে যে ঈমানী দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এর সামান্য অংশ পড়ার পর এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমীরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া রা. এর প্রশংসায় কিছু লিখেছেন? জবাবে ইমাম নাসায়ী রহ. বললেন, মুয়াবিয়ার জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, সে এ থেকে সব সময় বাদ পড়ুক। তাঁর প্রশংসায় লেখার তো কিছু নেই। এ কথা শোনার সাথে সাথেই লোকেরা তাঁর উপর হামলা চালায় এবং শীয়া শীয়া বলে তাঁকে মারধর করতে থাকে। ফলে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন।[৪৯২]

[৪৯২] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৫), তাহযিবুত তাহযিব (১/২৮)

মূলতঃ ইমাম নাসায়ী রহ. কখনোই শীয়া ছিলেন না। এটি ছিল তাঁর প্রতি চরম মিথ্যা অপবাদ। তিনি যে শীয়া ছিলেন না তার জাজ্বল্য প্রমাণ হল, তিনি স্বীয় فضائل الصحابة গ্রন্থে সাহাবী রাযি আল্লাহু আনহুমদের তালিকায় হযরত আলী রা. কে অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী তথা খলীফা চতুষ্টয়ের অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেননি। তিনি যদি শীয়াই হতেন তাহলে হযরত আলী রা. এর আলোচনা সর্বাগ্রে করতেন। যেমনটি অন্যান্য শীয়ারা করে থাকে। এছাড়া তিনি শীয়া হওয়ার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

উসামা রাশাদ ওয়াসফী আগা বলেন,

ثم إنه قد صنف كتاب فضائل الصحابة وبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم جعل عليا رضي الله عنه رابعهم وهذا يدل على أنه لا يقدم عليا حتى على عثمان

অতঃপর তিনি ফাযায়েলুস সাহাবা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এতে হযরত আবু বকর রা. এর (জীবনী ও মর্যাদা শীর্ষক আলোচনার) মাধ্যমে শুরু করেন। অতঃপর হযরত উমর রা., তারপর হযরত উসমান রা., তারপর চতুর্থ পর্যায়ে হযরত আলী রা. এর আলোচনা করেছেন। এটা প্রমাণ বহন করে যে, তিনি হযরত আলী রা. কে অন্যদের চেয়ে এমনকি উসমান রা. এর চেয়েও প্রাধান্য দেননি।[৪৯৩]

তেমনইভাবে ড. তাকীউদ্দীন নাদবী বলেন

أنه صنف كتاب فضائل الصحابة فاتضح بذلك أن شبهة التشيع لا أساس لها في الحقيقة

[৪৯৩] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৫)

ইমাম নাসায়ী রহ. ফাযায়েলুস সাহাবা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাঁর প্রতি শীয়া হওয়ার সন্দেহ করার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই।[৪৯৪]

শুধু তাই নয়, হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কেও তাঁর খারাপ ধারণা ছিল না। আবু আলী আল হাসান ইবনে আবু হেলাল বলেন, ইমাম নাসায়ী রহ. কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইসলাম একটি গৃহের ন্যায় যার একটি দরজা রয়েছে, আর ইসলামের সে দরজা হল সাহাবায়ে কেরাম। অতঃপর যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামকে দিয়ে ইসলাম পেতে চায়, সে ঐ ব্যক্তির মত যে দরজায় করাঘাত করে গৃহে প্রবেশ করতে চায়। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া রা. কে কষ্ট দিয়ে ইসলাম পেতে চায়, সে যেন সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিয়ে ইসলাম পেতে চায়।

উপরোক্ত কথাগুলো তার চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয়। কেননা তিনি এটা সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম নাসায়ী রহ. এর উপর শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার যে মিথ্যারোপ করা হয়েছে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[৪৯৫]

ইমাম নাসায়ী রহ. হযরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি বিরাগ ছিলেন না, তার আরো একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল, তিনি সুনানে কুবরাতে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সূত্রে ৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যদি হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব থাকত, তাহলে তিনি কখনোই তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন না।[৪৯৬]

---

৪৯৪ বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৫)

৪৯৫ রুবাইয়্যাতুল ইমাম আন নাসায়ী (১৮ পৃষ্ঠা)

৪৯৬ রুবাইয়্যাতুল ইমাম আন নাসায়ী (১৮ পৃষ্ঠা)

মৃত্যু ও দাফনঃ শীয়া অপবাদের অভিযোগে তাঁকে বেদম প্রহার করা হলে তিনি মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। খাদেম তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে পৌঁছে তিনি বলেন, আমাকে মক্কায় পৌঁছে দাও, যাতে আমার মৃত্যু মক্কায় বা মক্কার রাস্তায় হয়। কথিত আছে যে, মক্কায় পৌঁছার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯৭]

হাফেয যাহাবী লিখেছেন,

وتوفي بفلسطين يوم الإثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة

ইমাম নাসায়ী রহ. ৩০৩ হিজরীর সফর মাসের ১৩ তারিখ সোমবার ফিলিস্তীনে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯৮]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বলেন, أَنَّهُ تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ একই বছরের শা'বান মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯৯]

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। মতান্তরে ৮৯ বছর।

ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে তাঁকে দাফন করা হয়। শাযারাতুয যাহাব (২/২৪০) অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাফেয আবূ আমির মুহাম্মাদ ইবনে সাদুন আল আবদারী বলেন,

مَاتَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ بِالرَّمْلَةِ مَدِينَةِ فِلَسْطِينَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ، وَدُفِنَ ببيت المقدس

ইমাম আবু আব্দুর রহমান আন নাসায়ী রহ. ফিলিস্তীনের রামলা নগরীতে ৩০৩ হিজরীর ১৩ই সফর সোমবার রাত্রে মৃত্যুবরণ করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫০০]

---

৪৯৭ বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৫)

৪৯৮ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১৯৫)

৪৯৯ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/১৪১)

ইমাম আবু দাউদ রহ.

(২০২হিঃ থেকে ২৭৫হিঃ)

নামঃ আবু দাউদ ইবনুল আশআস আল আযদী আস সিজিস্তানী। তাঁর বংশধারা হল, সুলায়মান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বাশীর ইবনে সাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান। ডাকনাম হল, আবু দাউদ। তাঁর পূর্বপুরুষ ইমরান আবু আযদ, বানু আযদ গোত্রের লোক ছিলেন এবং হযরত আলী রা. এর পক্ষে তিনি সিফফীন প্রান্তরে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হোন। আরবের কাহতানী গোত্রসমূহের মধ্যে আযদ একটি প্রসিদ্ধ গোত্র ছিল।

জন্মঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। শাহ্ আবদুল আযিয রহ. আল্লামা সুবকী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বুসতানুল মুহাদ্দীসীন গ্রন্থে ইবনে খাল্লিকানের এই মতটি খণ্ডন করেছেন। তবে এই মতটি নিয়ে সর্বশেষ বক্তব্য হল, আল্লামা সুবকী রহ.ও এখানে তাসামুর শিকার হয়েছেন, কারন ইবনে খাল্লিকান এই মতটি উল্লেখ করার সময় তিনি বলেছেন 'কেউ কেউ বলেন'।[৫০১]

শাহ্ আব্দুল আযিয রহ. এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে, হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবী, আল্লামা সামআনী এবং আল্লামা সুবকী রহ. এর নিকট এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। আর এ কারণে ইমাম দাউদ রহ. কে সানজারীও বলা হয়।

ইলম অর্জনঃ ইমাম আবু দাউদ রহ.এর শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। তবে তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

---

[৫০০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/১৪১)

[৫০১] ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান (২/৪০৫)

তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি নিশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। আর সেখানে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দীস মুহাম্মদ ইবনে আসলাম রহ. (মৃত্যুঃ ২৪২ হিজরী) এর সাথে অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য বসরায় ভ্রমণের পূর্বেই খুরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দীসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি ২২৪ হিজরী সনে কূফা সফর করেন। হাদীসের আরো জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক, খোরাসান ইত্যাদি শহরে ভ্রমণ করেন।[৫০২]

উস্তাদগণঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. হাদীস অন্বেষণের লক্ষ্যে এতো অধিক মুহাদ্দীসদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন যে, খতিব তাবরীযী বলেন, তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা অগণিত। তবে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা প্রায় তিনশত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. এর শায়েখদের নিকটও হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. এর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শায়েখ হলেন, আবু আমর আয যাবীর, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, আল কানাবী, আবদুল্লাহ ইবনে রাযা, আবুল ওয়ালীদ আত তায়ালিসী, আহমদ ইবনে ইউনুস, আবু জাফর আন নুফায়লী, আবু তাওবা আল হালাবী, সুলাইমান ইবনে হারব, উসমান ইবনে আবী শায়বা, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন প্রমুখ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. একদিক থেকে ইমাম আবু দাউদ রহ. এর উস্তাদ, অপরদিক থেকে ইমাম আহমদ রহ. এর কোন উস্তাদ ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমনকি ইমাম আহমদ রহ. নিজেও ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে আতীরাহ এর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

ছাত্রবৃন্দঃ হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ রহ. এর যশ-খ্যাতি দেশ-বিদেশের হাদীস অন্বেষণকারীদের তাঁর দিকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর দরসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো। এ জন্য আল্লামা যাহাবী

---

[৫০২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২০৪)

রহ. লেখেন, এটি ইমাম আবু দাউদ রহ. জন্য অনেক গর্বের বিষয় যে, ইমাম তিরমিযি রহ. ও ইমাম নাসায়ী রহ. তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. এটি নিয়ে গর্ববোধ করতেন যে, তাঁর চারজন ছাত্র আবু বকর ইবনে আবী দাউদ (যিনি তাঁর নিজের সন্তান ছিলেন), আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ লুলুয়ী, আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী, আবু বকর ইবনে দাসাহ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস ছিলেন।[৫০৩]

এছাড়া আরো উল্লেখযোগ্য যারা ছিলেন, আবু আওয়ানা, আবু বিশর আদ দুলাবী, আলী ইবনুল হাসান ইবনুল আবদ, আবু উসামা, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক, আবু সালিম মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল জানুফী, আবু আমর আহমদ ইবনে আলী, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আস সুলী, আবু বকর আন নাজ্জাদ, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইয়াকুব রহ. প্রমুখ।

খোদাভীতিঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. একজন আবিদ ও যহিদ। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ ছিল। ইবনে দাসাহ বলেন, ইমাম দাউদ রহ. এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপর একটি হাতা সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর করণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই আর এ জন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতার মধ্যে এরূপ কিছু রাখা হয় না।[৫০৪]

ফিকহী সৃজনীশক্তিঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. এর মধ্যে ফিকহী প্রতিভা ছিল অগাধ। যা সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামদের তুলনায় বেশি। আর এ কারণেই আবু ইসহাক সিরাজী রহ. সিহাহ সিত্তার ইমামদের মধ্যে কেবল তাঁর নামই তাবকাতুল ফুকাহা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. স্বীয় গ্রন্থ সুনানে আবু দাউদে আহকামের হাদীসগুলো খুব গুরত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। তাই অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর কিতাবে ফাযায়েলে আমল ও দুনিয়া ত্যাগের হাদীস কম

---

[৫০৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২০৫)

[৫০৪] ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান (২/৪০৪)

পাওয়া যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থকে কেবল আহকামের হাদীসের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তাই আহকাম সম্পর্কিত যতগুলি হাদীস এ কিতাবে পাওয়া যাবে, সিহাহ সিত্তার অন্য কোন কিতাবে এতো পাওয়া যাবে না। হাফেয আবু জাফর ইবনে যুবাইর আল গারনাতী রহ. (মৃত্যুঃ ৭০৮ হিজরী) সিহাহ সিত্তার বিশেষত্ব নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফিকহশাস্ত্রীয় হাদীসের ভাণ্ডার সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় সুনানে আবু দাউদ স্বতন্ত্র।

এছাড়াও ইমাম গাযালী রহ. স্পষ্ট বলেছেন,

انها تكفى المجتهد فى احاديث الاحكام

ইলমে হাদীসের মধ্যে শুধু এই একটি কিতাবই মুজতাহিদদের জন্য যথেষ্ট।[৫০৫]

যাকারিয়া সাজী রহ. বলেন,

كتاب الله عزوجل اصل الاسلام وكتاب السنن لابى داود عهد الاسلام

আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ইসলামের মূল। আর সুনানে আবু দাউদ ইসলামের আহকাম।[৫০৬]

বিরে বুযায়া স্বচক্ষে দেখার বর্ণনাঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. সুনানে আবু দাউদে بَابُ مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ অধ্যায়ের অধীনে বিরে বুযায়া স্বচক্ষে দেখার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ، هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ

---

[৫০৫] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৫৫)

[৫০৬] শরহুল ইলমাম (১/৪২)

আমি আমার চাদর দ্বারা এর পরিমাণ নির্ধারণ করি। আমি আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে অতঃপর তা মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ ছয় হাত পরিমাণ। তিনি আরো বলেন, বুযায়া কুপটি যে বাগানে অবস্থিত, তাতে প্রবেশের দ্বার যে ব্যক্তি খুলে দিয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কুপটির পূর্বের রূপের কোন পরিবর্তন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পর মেরামত করা) হয়েছে কি? জবাবে সে বলল, না এবং আমি উক্ত কুপের পানির রং পরিবর্তিত অবস্থায় দেখেছি।

এ কুপটি পূর্বযুগে হজ্জে গমন, মদীনা শরীফ জিয়ারত, জ্ঞানার্জন ও ইলমী অনুসন্ধানের এক বিরাট মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত করা হত।

ইমাম আবু দাউদ রহ. সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ হাফেয মুসা ইবনে হারুন রহ. বলেন,

قال الحافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة ما رأيت أفضل منه

ইমাম আবু দাউদ রহ. দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।[৫০৭]

প্রখ্যাত মুহাদ্দীস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস সাগানী রহ. যখন ইমাম আবু দাউদ রহ. কে সুনানে আবু দাউদ রচনা করতে দেখলেন তখন তিনি হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

أُلِيْنَ لأَبِي دَاوُدَ الحَدِيْثُ، كَمَا أُلِيْنَ لِدَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، الحَدِيْدُ

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য লোহাকে যেমন নরম ও মোলায়েম করে দেয়া হয়েছিল, তেমনি আবু দাউদ এর জন্য হাদীসকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।[৫০৮]

---

[৫০৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১২৭)

ইমাম হাকীম রহ. বলেন,

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ: أَبُو دَاوُدَ إِمَامُ أَهْلِ الحَدِيْثِ فِي عَصْرِهِ بِلاَ مُدَافَعَةٍ

নিঃসন্দেহে ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দীসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[৫০৯]

হাফেয আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ রহ. বলেন,

قَالَ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ مَنْدَةَ: الَّذِيْنَ خَرَّجُوا وَمَيَّزُوا الثَّابِتَ مِنَ المَعْلُولِ، وَالخَطَأَ مِنَ الصَّوَابِ أَرْبَعَةٌ: البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، ثُمَّ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

যাঁরা হাদীস বর্ণনা করে তন্মধ্যেকার দোষযুক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমানযোগ্য হাদীসগুলোকে এবং ভুল থেকে শুদ্ধকে পৃথক করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন চারজনঃ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী।[৫১০]

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان وسفيان بمنصور ومنصور بإبراهيم وإبراهيم بعلقمة وعلقمة بعبد الله بن مسعود وقال علقمة كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هديه ودله

ইমাম আবু দাউদ রহ. তাকওয়া, আমল ও আখলাকের দিক থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর সাদৃশ্য ছিলেন। ইমাম আহমদ রহ. ছিলেন, ওকী রহ. এর সাদৃশ্য। ওকী রহ. ছিলেন, সুফিয়ান সাওরী রহ. এর সাদৃশ্য। সুফিয়ান সাওরী রহ. ছিলেন, মুনসুর রহ. এর সাদৃশ্য। মুনসুর রহ. ছিলেন, ইবরাহীম নাখয়ী রহ. এর সাদৃশ্য। ইবরাহীম নাখয়ী

---

[৫০৮] তাহযিবুত তাহযিব (৪/১৭২)

[৫০৯] তাহযিবুত তাহযিব (৪/১৭২)

[৫১০] তাহযিবুত তাহযিব (৪/১৭২)

ছিলেন, হযরত আলকামা রহ. এর সাদৃশ্য। হযরত আলকামা ছিলেন, ইবনে মাসউদ রা. এর সাদৃশ্য। ইবনে মাসউদ রা. আমল ও আখলাকের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদৃশ্য ছিলেন।[৫১১]

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রহ. এর আকস্মিক ঘটনাঃ সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রহ. নিজ যুগের বড় আল্লাহর ওলী, বুযর্গ ও সুফী ছিলেন। কাযী খলিল ইবনে আহমদ আস সাযযী রহ. বলেন, আমি আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল লাইসকে বলতে শুনেছি,

جَاءَ سَهْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ التُّسْتَرِيُّ إِلَى أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، فَقِيْلَ: يَا أَبَا دَاوُدَ: هَذَا سَهْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ جَاءكَ زَائِراً فَرَحَّبَ بِهِ، وَأَجْلَسَهُ فَقَالَ سَهْلُ: يَا أَبَا دَاوُدَ! لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ.قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: حَتَّى تَقُوْلُ: قَدْ قَضَيْتُهَا مَعَ الإِمْكَانِ.قَالَ: نَعَمْ.قَالَ: أَخْرِجْ إِلَيَّ لِسَانَكَ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ أَحَادِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقَبِّلَهُ.فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ لِسَانَهُ فَقَبَّلَه

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আত তুসতারী রহ. ইমাম আবু দাউদ রহ. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, আপনার সাথে আমার কিছু জরুরী কথা আছে, সে জন্য আমি হাজির হয়েছি। ইমাম আবু দাউদ রহ. বললেন, কি প্রয়োজন? বলুন দেখি। তিনি বললেন, যদি আপনি পূরণ করেন, তাহলে বলব। ইমাম দাউদ রহ. বললেন, যতদূর সম্ভব চেষ্টা করব। তখন তিনি বললেন, আপনি যে জিহ্বা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন, তা আমার জন্য বের করুন। আমি তাতে চুমো দিতে চাই। ইমাম আবু দউদ রহ. নিজের জিহ্বা রেব করে দিলেন। অতঃপর তিনি তাতে চুমো দিলেন।[৫১২]

---

[৫১১] তাযকিরাতুল হুফফায (২/১২৮)

[৫১২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২১৩)

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর ফিকহী মসলকঃ আলেমগণ তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দীসগণের ক্ষেত্রে প্রায় এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদেরকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী করেন। ইমাম আবু দউদ রহ. এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. বলেন, ইমাম আবু দাউদ রহ. এর ফিকহী মাযহাব নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে শাফেয়ী বলেছেন। আবার কেউ তাঁকে হাম্মলী বলেছেন।[৫১৩]

শায়খ যাকারিয়া রহ. লামেউদ দারারী গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবকী রহ. তাঁকে শাফেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।[৫১৪]

এছাড়াও নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রহ. তাঁকে শাফেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৫১৫]

শাহ্ আবদুল আযিয দেহলবী রহ. বলেন, তারিখে ইবনে খাল্লিকানে উল্লেখ আছে, শায়েখ আবু ইসহাক শীরাযী তাঁকে ফোকাহায়ে কেরামের তাবাকায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মলের অনুসারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫১৬]

আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কশ্মীরী রহ.ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উদ্ধৃতিতে ইমাম আবু দাউদ রহ.কে হাম্মলী বলেছেন। যাকারিয়া রহ.এর মতেও তিনি হাম্মলী ছিলেন। এছাড়াও তিনি হম্মলী হওয়ার ব্যাপারে দলিলও পেশ করেছেন।

সুনানে আবু দাউদ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি হাম্মলী মাযহাবের অনুগত ছিলেন। কেননা তিনি স্বীয় সুনানের অনেক জায়গাতে এমন অনেকগুলি বিষয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিত মতামতের বিপরীতে এমন হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা হাম্মলী

---

[৫১৩] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৮৮)

[৫১৪] যফরুল মুহাসসিলীন (১০২)

[৫১৫] আল হিত্তাহ ফি যিকরীস সিহাহীস সিত্তাহ (২২৮)

[৫১৬] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (২৮৮)

মাযহাবের স্বপক্ষে হয়। যেমন,بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا (দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা) পরিচ্ছেদ শিরোনাম বানিয়ে তাতে হযরত হুযাইফা রা. এর أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ হাদিসটি দ্বারা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করাকে জায়েজ হওয়া প্রমাণ করেছেন। যেটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাযহাব। আর জমহুর উলামাদের নিকট কারণ ছাড়া দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরুহ। একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে, যেটিতে বসে প্রস্রাব কারার গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি সেটি এখানে উল্লেখ করেননি; বরং অন্যত্রে বর্ণনা করেছেন।

তেমনি তিনি بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (মহিলাদের অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করা) শিরোনাম কায়েম করে যে পদ্ধতি অবলম্বল করেছেন, তাতে তাঁর হাম্বলী মাযহাবের প্রতি অনুরাগ প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি বৈধতার হাদীসগুলো প্রথমে আর নিষেধ সম্বলিত হাদীগুলো পরে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু হাম্মলী মাযহাবে মহিলাদের অযু ও গোসলের অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার বৈধ নয়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মাযহাব অনুযায়ী হলে প্রথমে নিষেধ সম্বলিত হাদীস। আর পরে বৈধ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করতেন।

গ্রন্থাবলীঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার কিছু পাওয়া যায়। আর বাকীগুলো পাওয়া যায় না। নিচে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা দেয়া হলঃ

(১) سنن ابى داود (সুনানে আবু দাউদ)।

(২) كتاب المراسيل (কিতাবুল মারাসীল) এতে তিনি কেবল মুরসাল রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেছেন। এটি ছোট আকারের গ্রন্থ। যা আবু দাউদের কোন কোন কপির শেষে যুক্ত রয়েছে।

(৩) الرد على القدرية (আর রদ্দু আলাল কাদরিয়্যাহ)।

(৪) الناسخ والمنسوخ (আন নাসিখ ওয়াল মানসূখ)।

(৫) ماتفردبه اهل الامصار (মা তাফাররাদা বিহী আহলুল আমসার)। এই গ্রন্থে সে সমস্ত হাদীস একত্র করেছেন, যার সকল বর্ণনাকারী বিশেষ কোন এক শহরের অধিবাসী। যেমন সকলেই বসরা অথবা কুফার অধিবাসী।

(৬) فضائل الانصار (ফাযায়িলুল আনসার)।

(৭) مسند مالك بن انس (মুসনাদে মালিক ইবনে আনাস)।

(৮) المسائل (আল মাসাইল)।

(৯) معرفة الاوقات (মারিফাতুল আওকাত)।

(১০) كتاب بدا وحى (কিতাবু বদউল ওহী)

(১১) الدعاء (আদ দোয়া)। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর মুকাদ্দামায় গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেন।[৫১৭]

(১২) ابتداء (ইবতিদা)। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর মুকাদ্দামায় গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেন।[৫১৮]

(১৩) اخبار الخوارج (আখবারুল খাওয়ারিজ)। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর মুকাদ্দামায় গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেন।[৫১৯]

---

[৫১৭] তাহযিবুত তাহযিব (১/৬)
[৫১৮] তাহযিবুত তাহযিব (১/৬)
[৫১৯] তাহযিবুত তাহযিব (১/৬)

(১৪) التفرد فى السنن (আত তাফারুদু ফিস সুনান)। ইসমাঈল বাগদাদী রহ. গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেন।[৫২০]

(১৫) دلائل النبوة (দালায়েলুল নবুওয়াহ)। গ্রন্থটি সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও ইসমাঈল বাগদাদী রহ. উল্লেখ করেন।[৫২১]

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর নির্ধারিত চারটি হাদীসঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন,

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بنُ دَاسَةَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ: كَتَبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ، انْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ هَذَا الكِتَابَ يَعْنِي كِتَابَ (السُّنَنِ) جمعتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ وثمَانِي مائَةِ حَدِيْثٍ ذَكَرْتُ الصَّحِيْحَ، وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَيَكْفِي الإِنسَانَ لِدِيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ أَربعةُ أَحَادِيْثَ

أَحَدُهَا قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

وَالثَّانِي مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ .

وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ لاَ يَكُوْنُ المُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يَرْضَى لأَخِيْهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ

وَالرَّابِع إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ

আবু বরক ইবনে দাসাহ রহ. বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদ রহ. কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাঁচ লক্ষ হাদীস লিখেছি। সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করে আমার গ্রন্থে অর্থাৎ সুনানে আবু দাউদে ৪৮০০ (চার হাজার আট শত) হাদীস লিপিবদ্ধ

---

[৫২০] হাদিয়াতুল আরিফীন (১/৩৯০)

[৫২১] তাহযিবুত তাহযিব (১/৬)

করেছি। গ্রন্থটিতে আমি সহীহ ও সহীহ এর কাছাকাছি হাদীসগুলিকে স্থান দিয়েছি। একজন মানুষের দ্বীনের উপর চলার জন্য এই চারটি হাদীসই যথেষ্ট।

প্রথমটিঃ নিয়ত অনুযায়ী আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।

দ্বিতীয়টিঃ মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে, তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।

তৃতীয়টিঃ কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

চতুর্থটিঃ হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট, এর মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বস্তু।[৫২২]

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর হাদীস গ্রহণের শর্তঃ মিনহাল গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে মানদাহ রহ. থেকে উদ্ধৃত করেন যে, ইমাম আবু দাউদ রহ. এর শর্ত হল, এমন বর্ণনাকারীর হাদীস বর্ণনা করা, যাকে বাদ দেওয়ার উপর ইজমা হয়নি। অর্থাৎ যার বর্ণনা পরিত্যাগের বিষয়ে সকলেই একমত নয়। সাথে সাথে সনদের মধ্যে ইনকিতা ও ইরসাল না হওয়া; বরং হাদীসটি মুত্তাসিলুস সনদ হওয়া।[৫২৩]

সুনানে আবু দাউদ রচনা ও বৈশিষ্ট্যঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. এ গ্রন্থটি কখন সম্পন্ন করেন, তার সুস্পষ্ট তথ্য কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে তিনি গ্রন্থটির প্রণয়ন সম্পন্ন করে তাঁর প্রিয় শায়েখ ও যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. এর খিদমতে পেশ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল গ্রন্থটি দেখে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তথ্য মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. ২৪১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আর ইমাম আবু দাউদ রহ. ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইমাম দাউদ রহ. এর ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তিনি সুনানে আবু দাউদের সঙ্কলন সম্পন্ন করেন।

---

[৫২২] কাশফুয যুনূন (২/১০০৫)

[৫২৩] কাশফুল বারী মুকাদ্দামা

ইসলামের ইতিহাসের অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দীসগণ মাগাযীর তুলনায় আহকাম এবং উপদেশমূলক হাদীস সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের অপরাপর দিক যেমন, তাঁর নামায, অযু, গোসল এবং হজ্জ্ব এর পদ্ধতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ আহকাম পম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। এ ধরণের হাদীস গ্রন্থকে বলা হয়, সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ রহ. ছিলেন এরূপ হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ রহ. এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যাতে এমন সব হাদীস সংকলিত হয়েছে, যেগুলো ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

(এক) সুনানে আবু দাউদের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, قال ابو داود তাঁর এ উক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। কেননা কখনো তিনি তা দ্বারা হাদীসের সনদ বর্ণনা করতে রাবীদের মতানৈক্য বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো হাদীসের শব্দসমূহে রাবীদের মতপার্থক্য বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো একাধিক সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে এর মর্ম উপলব্ধি করা এবং তিনি যে সকল মত ও মতপার্থক্য বর্ণনা করতে চান তা বুঝা একটি অত্যাবশ্যক কাজ।

(দুই) ইমাম আবু দাউদ রহ. অনেক ক্ষেত্রে কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে এক সনদের সাথে সে হাদীসের অন্যান্য সনদও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর প্রত্যেক সনদের শব্দসমূহও পৃথক পৃথক উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সংকলকগণও এ নিময়ের প্রতি অবশ্য দৃষ্টি

আরোপ করেছেন, তাবে তা নেহায়েত কম। পক্ষান্তরে সুনানে আবু দাউদে তা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। আর এ কারনেই এটি এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়।

(তিন) ইমাম দাউদ রহ. অনেক সময় তরজামতুল বাবের মাধ্যমে অনেকগুলো রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং পরস্পর বিরোধ নিরসনের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যা কিতাব অধ্যয়নে সহায়ক হয়।

(চার) ইমাম আবু দাউদ রহ. সুনানে আবু দাউদে এমন রাবীর হাদীস বর্ণনা করেননি, যে তাঁর নিকটে মাতরুক। (রাবী মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে প্রত্যাখাত।)

(পাঁচ) যদি কোন হাদীসের দু'টি সনদ থাকে তন্মধ্যে একজন রাবী 'আকদাম' (উচ্চ সনদের অধিকারী এবং বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম) আর অন্য সনদের রাবী 'আহফায' (পূর্ণ ও প্রখর স্বারণশক্তির অধিকারী) তখনও তিনি প্রথমটি (সনদে আলী) গ্রহণ করেছেন, যদিও তার রাবী 'আহফায' না হয়।

(ছয়) ইমাম আবু দাউদ রহ. তরজমাতুল বাব প্রমাণ করার জন্য তার অধীনে মাত্র একটি রেওয়ায়েত আনেন। তবে এই শর্তে যে, বর্ণিত হাদীস দ্বারা পূর্ণ তরজমা প্রমাণিত হবে। যদি তিনি কোন পরিচ্ছেদে একাধিক হাদীস উল্লেখ করেন, তাহলে তা বিশেষ কোন ফায়দা বা প্রয়োজনের তাগিদে উল্লেখ করেন।

(সাত) ইমাম আবু দাউদ রহ. অনেক সময় দীর্ঘ হাদীস সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেন এবং সে হাদীসের শুধু ঐ অংশটুকুই বর্ণনা করেন, যা তরজমাতুল বাবের সাথে মিল রয়েছে।

(আট) শরয়ী বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ইতোপূর্বে সংকলিত হয়নি। ফিকহী হাদীসের যে বিশাল ভান্ডার এতে পাওয়া যায়, তা হাদীসের অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া সম্ভব নয়।[৫২৪]

---

[৫২৪] কাশফুল বারী বাংলা (১/৩৭২-৩৭৩)

সুনানে আবু দাউদের নুসখাসমূহঃ অনেক মুহাদ্দীসই ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে সুনানে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। কিন্ত তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল, মাত্র চারটি নুসখা।

(এক) আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আমর আল লুওলুয়ী রহ.। তিনি ৩৪১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ভারত উপমাহদেশ এবং প্রচ্যের দেশসমূহে তাঁর নুসখাটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এ নুসখাটি অগ্রাধিকার লাভের কারণ হল এই যে, তিনি ২৭৫ হিজরীতে ইমাম আবু দাউদ রহ. শেষ বারের মত তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সুনানে আবু দাউদ লিপিবদ্ধ করান এবং এবছরই তিনি ১৬ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

(দুই) আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রাযযাক ইবনে দাসাহ রহ.। তিনি ৩৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। লুওলুয়ী এবং ইবনে দাসার নুসখার মধ্যে অনুচ্ছেদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্ত হাদীসরে সংখ্যা প্রায় একই সমান। তবে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ রহ. যে সকল মন্তব্য করেছেন, তা কোন নুসখাতে বেশি এবং কোনটিতে কম দেখা যায়।

(তিন) হাফেয আবু ঈসা ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে সাঈদ আর রামলী রহ.। তিনি ৩১৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই নুসখাটি প্রায় ইবনে দাসাহ রহ. এর নুসখার অনুরূপ।

(চার) হাফেয আবু সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ ইবনুল আরাবী রহ.। তিনি ৩৪০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এই নুসখাতে অন্যান্য নুসখার তুলনায় হাদীসরে সংখ্যা কিছু কম। এতে কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম এবং আরো কিছু অনুচ্ছেদ নেই।

সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দীসগণ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে সুনানে আবু দাউদের উল্লেযোগ্য কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরা হল।

(এক) معالم السنن (মুয়ালিমুস সুনান)ঃ গ্রন্থটি আবু সুলাইমান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে খাত্তাব আল বাসতী আল খাত্তাবী রহ. (মৃত্যুঃ ৩৮৮ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য ও সুন্দর।

(দুই) انتحاءالسنن واقتفاءالسنن (ইনতিহাউস সুনান ওয়াল ইকতিফাউস সুনান)ঃ গ্রন্থটি হাফেয শিহাবুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হেলাল রহ. (মৃত্যুঃ ৭৬৫হিজরী) রচনা করেন।

(তিন) مرقاة الصعود (মিরকাতুস সুউদ)ঃ গ্রন্থটি আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১১ হিজরী) রচনা করেন।

(চার) درجات مرقاة الصعود (দারাজাতু মিরকাতিস সুউদ)ঃ সুনানে আবু দাউদের এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান আত দিমনাতী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩০৬ হিজরী) রচনা করেন। এটি মিরকাতুস সুউদ এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

(পাঁচ) شرح سنن أبي داود (শরহু সুনানি আবী দাউদ)ঃ গ্রন্থটি শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইবনে আলী ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (৮০৪ হিজরী) রচনা করেন।

(ছয়) شرح سنن أبي داود (শরহু সুনানি আবী দাউদ)ঃ শায়েখ আবু যারআহ ওলী উদ্দীন আহমদ ইবনে আব্দুর রহীম আল ইরাকী রহ. (মৃত্যুঃ ৮২৬ হিজরী) রচনা করেন।

(সাত) شرح سنن أبي داود (শরহু সুনানি আবী দাউদ)ঃ শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে হুসাইন আর রামলী আল মাকদিসী (মৃত্যুঃ ৮৪৪ হিজরী) রচনা করেন।

(আট) شرح سنن أبي داود (শরহু সুনানি আবী দাউদ)ঃ গ্রন্থটি কুতুবুদ্দীন আবু বকর ইবনে আহমদ ইবনে দাঈন আল ইয়ামানী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৫২ হিজরী) রচনা করেন।

(নয়) شرح سنن أبي داود (শরহু সুনানি আবী দাউদ)ঃ হাফেয আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কিলিয আত তুর্কী আল মিসরী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৬২ হিজরী) রচনা করেন। তবে তিনি এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের কাজটি সমাপ্ত করতে পারনেনি।

(দশ) تهذيب السنن (তাহযিবুস সুনান)ঃ আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আয যাওযী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৫১ হিজরী) রচনা করেন। এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত। তবে দুর্বোধ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার।

(এগারো) شرح سنن أبي داود (শরহু সুনানি আবী দাউদ)ঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ আল আইনী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৫৫ হিজরী) রচনা করেন।

(বার) المنهل العذب المورود (আল মানহালুল আযবিল মাওরূদ)ঃ আল্লামা মাহমুদ মুহাম্মদ খাত্তাব আস সুবকী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৫২ হিজরী) রচনা করেন। গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সন্নিবেশিত। তবে গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

(তের) عون المعبود (আওনুল মাবুদ)ঃ আল্লামা শরফুল হক আযিমাবাদী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩২৯ হিজরী) রচনা করেন।

(চৌদ্দ) التعليق المحمود (আত তালীকুল মাহমূদ)ঃ আল্লামা ফাখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩১৫ হিজরী)।

(পনের) بذل المجهود فى حل ابى داود (বাযলুল মাযহুদ ফী হল্লি আবী দাউদ)ঃ খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৪৬ হিজরী) রচনা করেন। এটি সুবৃহৎ ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ।

সর্বশেষ বসরায় অবস্থানঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে বসরার আমীরের অনুরোধে বাগদাদ থেকে বসরায় হিজরত করেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর খাদেম আবু বকর ইবনে জাবির বর্ণনা করেন, বাগদাদে একদা আমি ইমাম আবু দাউদ রহ. এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় কররাম। এরপর বসরার আমির ইমাম আবু দাউদ রহ. এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে ভিতরে গেলে ইমাম সাহেব তাকে সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি তিনটি আবেদন নিয়ে এসেছি। তিনি সেগুলো জানতে চাইলে আমীর বললেন, (১) আপনি বসরায় হিজরত করবেন। এতে করে আপনার ইলম দ্বারা বসরা আলোকিত হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন আপনার কাছে ইলম হাসিল করতে আসবেন। (২) আমার সন্তানদের আপনার সুনান পাঠদান করবেন। (৩) আমার সন্তানদের জন্য ভিন্ন দরসের ব্যবস্থা করবেন। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে বসতে পারবে না। ইমাম আবু দাউদ রহ. প্রথম দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তৃতীয়টি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন,

الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء

ইলম আর্জনের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব সকলেই সমান।

আবু বকর ইবনে জাবির বলেন, তারা সাধারণ মানুষদের সাথেই দরসে উপস্থিত হতেন। তবে তাদর এবং সাধারণদের মাঝে একটি পর্দা টানানো হতো। কিন্তু তাদের জন্য আলাদা দরসের ব্যবস্থা করা হয়নি।[৫২৫]

মৃত্যুঃ ইমাম আবু দাউদ রহ. ৭৩ বছর বয়সে ১৬ ই শাওয়াল জুমার দিন ২৭৫ হিজরী সনে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানেই প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. এর পাশে দাফন করা হয়।

---

[৫২৫] মুয়ালিমুস সুনান (১/৭-৮)

ইমাম আবু তিরমিযি রহ.

(২০৯হিঃ থেকে ২৭৯হিঃ)

নামঃ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযি। কুনিয়াতঃ আবূ ঈসা। তাঁর পিতার নাম ঈসা। তাঁর দাদার নাম সাওরা। তাঁর বংশধারা হলঃ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনে আয যাহহাক আস সুলামী আয যারীর আল বুগি আত তিরমিযি।

জন্মঃ ইমাম তিরমিযি রহ. এর জন্ম তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম তিরমিযি রহ. এর জন্মসাল হিসাবে ২০৯ হিজরী (৮২৪/৮২৫ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, ইমাম তিরমিযি রহ. ২১০ হিজরীর (৮২৫/৮২৬ খ্রিস্টাব্দের) কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিরমিযে জন্মগ্রহণ করেন (যেটি বর্তমানে উজবেকিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত)। তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, তিনি ২০৯ হিজরীতে তিরমিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইলম অর্জনঃ শৈশবকালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে হাদীস শিক্ষা এবং হাদীস সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। ২০ বছর বয়সে তিনি হাদিস শিক্ষা শুরু করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ সফর করেন। তিনি বুসরা, কুফা, ইরাক, খোরাসান, হিযাযে গমন করে হাদিস সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করেছেন।

وَارْتَحَلَ، فَسَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ وَالحَرَمَيْنِ

তিনি খোরাসান, ইরাক এবং হারামাইনে সফর করেছেন এবং হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৫২৬]

ইমাম তিরমিযি রহ. অসাধারণ এবং বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযিয মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ. বুসতানুল মুহাদ্দিসিনে তাযকিরাতুল হুফ্ফায ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালার উদ্ধৃতিতে

---

[৫২৬] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭১)

একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. জনৈক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীসের দুটি পাণ্ডুলিপি ইজাজাতান লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁকে পাণ্ডুলিপি দু'টিতে লিপিবদ্ধ হাদীসগুলো বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযি রহ. এর আকাঙ্খা ছিল পাণ্ডুলিপি দু'টির হাদীসগুলো সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার। অতঃপর মক্কায় ওই উস্তাদের সাথে ইমাম তিরমিযি রহ. এর সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজের বাসনার কথা তাঁকে জানালেন। উস্তাদ বললেন ঠিক আছে, পাণ্ডুলিপি দু'টি নিয়ে এসো। ইমাম তিরমিযি রহ. নিজ অবস্থানস্থলে গিয়ে তালাশ করে পাণ্ডুলিপি দু'টি পেলেন না। তিনি খুবই পেরেশান হলেন। অতঃপর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে ইমাম তিরমিযি রহ. পাণ্ডুলিপি সাদৃশ্য সাদা কাগজ নিয়ে উস্তাদের সামনে বসে গেলেন। উস্তাদ হাদীস পড়তে লাগলেন আর ইমাম তিরমিযি রহ. ওই কাগজের ওপর এমনভাবে চোখ ঘোরাতে লাগলেন, যেন তিনি উস্তাদের পঠিত হাদীসের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু একসময় উস্তাদ বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ? ইমাম তিরমিযি রহ. অত্যন্ত আদবের সঙ্গে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে বললেন, হজরত! আপনার পঠিত সব হাদীসই আমার স্মৃতিতে গেঁথে গেছে। আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। উস্তাদ তখন তাঁকে হাদীসগুলো শোনাতে বললেন। তখন তিনি সব হাদীস নির্ভুলভাবে শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর উস্তাদ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত আরো ৪০টি হাদীস শোনালেন। ইমাম তিরমিযি রহ. সেগুলোও হুবহু শুনিয়ে দিলেন। উস্তাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার মতো আর কাউকে আমি কোনো দিন দেখিনি।[৫২৭]

উস্তাদগণঃ ইমাম তিরমিযি রহ. হাদীস অন্বেষণের লক্ষ্যে অনেক শায়েখদের থেকে ইলমে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, কুতায়বা ইবনে

---

[৫২৭] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/২০৯)

সাঈদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে আমর আস সাওওয়াক আল বালখী, মাহমুদ ইবনে গাইলান, ইসমাঈল ইবনে মুসা আল ফাযারী, আহমদ ইবনে মানী, আবী মুসয়াব আয যুহরী, বিশর ইবনে মুয়ায আল আকাদী, আবী আম্মার ইবনে আল হুসাইন ইবনে হুরায়স, আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া আল জুমাহী, আমর ইবনে আলী আল ফাল্লাস, মুহাম্মদ ইবনে আবান আল মুসতামলী প্রমুখ।[৫২৮]

ছাত্রবৃন্দঃ ইমাম তিরমিযি রহ. ছিলেন ইলমে হাদীসের এক বিশাল সাগর। ইমাম তিরমিযি রহ. এর পাণ্ডিত্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ তার নিকট জমা হয়ে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর আহমদ ইবনে ইসমাঈল আস সামারকান্দী, আবু হামেদ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল মারওয়াযী, আহমদ ইবনে ইউসুফ আন নাসাফী, আসাদ ইবনে হামদাওয়াইহ আন নাসাফী, আল হুসাইন ইবনে ইউসুফ আল ফিরাবরী, হাম্মাদ ইবনে শাকের আল ওয়াররাক, দাউদ ইবনে নাসর ইবনে সুহাইল আল বাযদাবী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আন নাসাফী প্রমুখ।[৫২৯]

ইমাম তিরমিযি রহ. সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্যঃ ১. ইবনে হিব্বান রহ. বলেন,

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ أَبُو عِيْسَى مِمَّن جَمَعَ، وَصَنَّفَ وحَفِظَ، وذَاكَرَ

আবু ঈসা তিরমিযি রহ. ছিলেন হাদীস মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও সঙ্কলনকারীদের মধ্যে অন্যতম।[৫৩০]

২. ইমাম হাকিম আন নিশাপুরী রহ. বলেন, আমি উমর ইবনে আলাককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

---

[৫২৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭১)
[৫২৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭২)
[৫৩০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৩)

مَاتَ البُخَارِيُّ فَلَمْ يُخَلِّفْ بِخُرَاسَانَ مِثْلَ أَبِي عِيْسَى، فِي العِلْمِ وَالحِفْظِ، وَالوَرَعِ وَالزُّهْدِ، بَكَى حَتَّى عَمِي، وَبَقِيَ ضَرِيْراً سِنِيْنَ

ইমাম বুখারী তাঁর ইন্তিকালের পর খুরাসানে জ্ঞান, হিফয, পরহেযগারী এবং দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে আবু ঈসা রহ. এর অনুরূপ আর কাউকে রেখে যাননি। তিনি অধিক কান্নার কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অন্ধাবস্থায় জীবনযাপন করেন।[৫৩১]

৩. আল্লামা আবূ ইয়ালা আল খালীলী রহ. বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْحَافِظُ متفق عليه، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل، روى عنه أبو محبوب والأجلاء، وهو مشهور بالأمانة والإمامة وَالْعِلْمِ

তিনি সকলের মতে হাফেজুল হাদীস ছিলেন, তিনি কিতাবুস সুনান, যরাহ এবং তাদিলের বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর থেকে আবু মাহবুব এবং মহান ইমামগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আমানতদারী এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৫৩২]

৪. ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

قُلْت جَامعُهُ قَاضٍ لَهُ بِإِمَامَتِهِ وَحِفْظِهِ وَفِقْهِهِ

আমি বলছি যে, আবু ঈসা আত তিরমিযীর জামি গ্রন্থ রচনা তাঁর আমানত, হিফয ও ফুকাহাতের প্রমাণ।[৫৩৩]

---

[৫৩১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৩)

[৫৩২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৬৭)

[৫৩৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৬)

৫. আল্লামা ইবনে আসীর রহ. বলেন,

وَكَانَ إِمَامًا حَافِظًا لَهُ تَصَانِيفُ حَسَنَةٌ، مِنْهَا الْجَامِعُ الْكَبِيرُ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ أَحْسَنُ الْكُتُبِ

ইমাম তিরমিযি ইমামুল হাদীস এবং হাফিযুল হাদীস ছিলেন। তার রচনাবলী অসাধারণ। তান্মধ্যে জামেউল কাবীর হাদীস শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশি অসাধারণ।[৫৩৪]

৬. আল্লামা ইবনে খাল্লিকান রহ. বলেন,

الحافظ المشهور أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث

ইমাম তিরমিযি হাদীসশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হাফেয হিসাবে পরিচিত। তিনি সে সমস্ত ইমামদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদেরকে হাদীসশাস্ত্রে অনুসরণীয় মানা হয়। ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৭৮)

৭. ইমাম ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান মিয্যি রহ.

أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله بِهِ المسلمين

ইমাম তিরমিযি অগ্রগামী আইম্মায়ে হুফ্ফাদের একজন এবং তিনি সে সব মহামনীষীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপকৃত করেছেন।[৫৩৫]

৮. হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ فِي زَمَانِهِ، وَلَهُ الْمُصَنَّفَاتُ الْمَشْهُورَةُ، مِنْهَا الجامع، والشمائل، وأسماء الصَّحَابَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ

ইমাম তিরমিযি রহ. সমকালীন মাহাত্ম্যপূর্ণ ইমাম ছিলেন। তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে জামে, শামায়েল এবং আসমাউস সাহাবা ইত্যাদি অন্যতম।[৫৩৬]

---

[৫৩৪] আল কামেল ফিত তারিখ (৬/৪৭৪)

[৫৩৫] তাহযিবুল কামাল (২৬/২৫০)

[৫৩৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৭৭)

৯. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. নাসর ইবনে মুহাম্মদ এর উদ্ধৃতিতে দিয়ে বর্ণনা করেন, ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন,

قال لي محمد بن إسماعيل ما نتفعت بك أكثر مما نتفعت بي

আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বলেন, তুমি যতটুকু আমার থেকে ইলমী উপকার গ্রহণ করেছ, তার চেয়ে বেশি আমি তোমার থেকে করেছি।[৫৩৭]

১০. শাহ্ আব্দল আযিয মুহাদ্দিসে দিহলবী রহ. বলেন, ইমাম তিরমিযি রহ. তুলনাহীন হাদীস সংগ্রহকারী ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী রহ. এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরহেজগারী ও আল্লাহভীতিতে তাঁর মত কেউ ছিলেন না। শেষ বয়সে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।[৫৩৮]

গ্রন্থাবলীঃ ইমাম তিরমিযি রহ. এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ফুকাহাত তার রচিত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। যার কারণে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী আলিমদের মাঝে সমাদৃত এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

(১) جامع الترمذى ويسمى أيضًا سنن الترمذى (জামেউত তিরমিযি অথবা সুনানে তিরমিযি)।

(২) الشمائل النبوية (المعروف بشمائل الترمذى) (আশ শামায়েলুন নাবাবিয়্যাহ) যেটি শামায়েলুত তিরমিযি নামে পরিচিত।

(৩) العلل الكبير (আল ইলালুল কাবীর)।

(৪) العلل الصغير (আল ইলারুস সাগীর)

---

[৫৩৭] তাহযিবুত তাহযিব (৯/৩৮৯)

[৫৩৮] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (১৮৫)

(৫) كتاب الزهد (কিতাবুয যুহুদ)

(৬) كتاب التاريخ (কিতাবুত তারীখ)

(৭) اسماء الصحابة (আসমাউস সাহাবা)

(৮) كتاب الأسماء والكنى (কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা)।

(৯) كتاب فى الاثارالموقوفة (কিতাবু ফিল আসারীর মাওকুফাহ)

জামে তিরমিযি ও তার বৈশিষ্ট্যঃ ইমাম তিরমিযি রহ. এর জামে তিরমিযি প্রসিদ্ধ একটি কিতাব। গোটা উম্মত এ কিতাবকে 'কুতুবে সিত্তাহ' এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি রহ. নিজেই বলেন,

صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به

আমি এ হাদীছ গ্রন্থখানি প্রনয়ন করে হিজাযের হাদীসবিদদের সমীপে পেশ করলাম। তারা এটা দেখে খুবই পছন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর আমি গ্রন্থটিকে খুরাসান ও ইরাকের মুহাদ্দীসগণের খেদমতে পেশ করলাম। তারাও একে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৫৩৯]

ইমাম তিরমিযি রহ. আরোও বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي ينطق

এই হাদীস গ্রন্থটি যার ঘরে থাকবে, তার ঘরে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলছেন।[৫৪০]

ইসলামকে সহজতরভাবে জানার ক্ষেত্রে জামে তিরমিযি সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য হাদিস গ্রন্থ। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ আনসারী জামে তিরমিযি সম্পর্কে বলেন,

---

[৫৩৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১৫৪)

[৫৪০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৬৭)

جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ أَنْفَعُ مِنْ كِتَابِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، لأَنَّهُمَا لاَ يَقِفُ عَلَى الفَائِدَةِ مِنْهُمَا إِلاَّ المُتَبَحِّرُ العَالِمُ، وَالجَامِعِ يَصِلُ إِلَى فَائِدَتِهِ كُلُّ أَحَدٍ

জামে তিরমিযি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক উপকারী। কেননা বুখারী ও মুসলিম এমন হাদিসগ্রন্থ যা হতে কেবল বিশেষ পারদর্শী আলেম ব্যতীত অপর কেউ ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু (ইমাম তিরিমিযির) জামে গ্রন্থ হতে যে কোন লোক উপকার লাভ করতে পারে।[৫৪১]

নিচে জামে তিরমিযির কিছু স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলঃ

(এক) এই গ্রন্থটি একই সাথে জামে ও সুনানও। কারণ, এটি ফিকহী তারতিবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(দুই) এই গ্রন্থে হাদীসের তাকরার বা পুনরাবৃত্তি নেই।

(তিন) এই গ্রন্থে ইমাম তিরমিযি রহ. সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের মৌলিক প্রমাণাদি সঙ্কলন করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা অধ্যায় কায়েম করেছেন।

(চার) প্রতিটি অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযি রহ. ফুকাহায়ে কেরামের মতামত ও মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন। যেমন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ، قَالَ إِنَّ الوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা রত অবস্থায় ঘুমাতে দেখতে পেলেন। এমন কি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। এরপর তিনি

[৫৪১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৭)

দাঁড়ালেন ও নামায আদায় করলেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, শুয়ে না ঘুমালে অযু ওয়াজিব হয় না। কারণ শুয়ে ঘুমালে জোড়াগুলি ঢিলে হয়ে যায়।[৫৪২]

এই হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন,

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ.وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا نَامَ حَتَّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأَى رُؤْيَا أَوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النَّوْمِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

নিদ্রার কারণে অযু করা সম্পর্কে আলিম ও ফকীহদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহদের মতে শুয়ে নিদ্রা না গিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে নিদ্রা গেলে অযু ওয়াজিব হবে না। ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক ও আহমদ রহ. এর মত এটিই। কেউ কেউ বলেন, নিদ্রার কারণে যদি জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে অযু করতে হবে। ইমাম ইসহাক রহ. এরও এই অভিমত। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে অথবা ঘুমের ঘোরে যদি তার বসার স্থান সরে যায়, তাহলে অযু করতে হবে।[৫৪৩]

(পাঁচ) কখনো কখনো তিনি সাহাবায়ে কেরামদের ফিকহী মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন। যেমন,

---

[৫৪২] জামে তিরমিযি, হাদিস (৭৭)

[৫৪৩] জামে তিরমিযি (১/১৩৩)

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় আমাদের সমুদ্র সফর করতে হয়। তখন সামান্য পানি আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যাই। যদি সে পানি দিয়ে অযু করতে যাই, তবে আমাদের পিপাসার্ত থাকতে হয়। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর পানি পবিত্র এবং এর মৃত (সামদ্রিক মাছ) হালাল।[৫৪৪]

হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযি রহ. সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ইমাম তিরমিযি বলেন,

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو هُوَ نَارٌ

অধিকাংশ ফকিহ সাহাবীর মত এটিই, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, আবু বরক, উমর ও ইবনে আব্বাস রা.। তাঁরা সমুদ্রের পানি ব্যবহারে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। সাহাবীগণের কেউ কেউ সমুদ্রের পানি দিয়ে অযু করাকে মাকরূহ মনে করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, সমুদ্রের পানি তো আগুন। (অর্থাৎ আগুনের মত ক্ষতি করে)।[৫৪৫]

---

[৫৪৪] জামে তিরমিযি, হাদীস (৬৯)

[৫৪৫] জামে তিরমিযি (১/১২৫)

(ছয়) যখন কোন হাদীস কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তখন তিনি কোন একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। আর বাকী রেওয়ায়েত গুলোর দিকে وفى الباب عن فلان عن فلان বলে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ .....

হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ

এই বিষয়ে আলী, যায়েদ ইবনে আরকাম, জাবের এবং ইবনে মাসউদ রা. থেকেও হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

এমন সময় সাধারণত তিনি নিজের কাছে সবচেয়ে সহীহ রেওয়াতটিই বর্ণনা করতেন। যেমন তিনি আনাস ইবনে মালিক রা. এর রেওয়াতটি বর্ণনা করার পর বলেন,

حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ

এই বিষয়ে আনাস রা. বর্ণিত এই হাদীসটি সর্বাপেক্ষা সহীহ ও হাসান।[৫৪৬]

(সাত) ইমাম তিরমিযি রহ. প্রতিটি হাদীসের সনদের স্তরও উল্লেখ করেছেন। যেমন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

হাদীসটি বর্ণনা করার পর তিনি বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

---

৫৪৬ জামে তিরমিযি (১/৫৫)

এছাড়াও তিনি,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا

হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

তারপর তিনি,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ

হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন,

وَهُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ

(আট) ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণিত হাদিসের সনদে দুর্বল রাবী থাকলে তাদের নামগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন,

وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

এই হাদীসটি আব্দুল কারীম ইবনে আবীল মুখারিকই মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীসবেত্তাগণের নিকট যয়ীফ হিসেবে গণ্য।[৫৪৭]

(নয়) ইমাম তিরমিযি রহ. সনদে গারাবত থাকলে, তা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ غُفْرَانَكَ

---

[৫৪৭] জামে তিরমিযি (১/৬৩)

হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ

এই হাদীসটি হাসান গরীব (অর্থাৎ উত্তম তবে অপ্রসিদ্ধ) ইসরাঈল-আবী বুরদা এর সনদ ব্যতিত অন্য কোন সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।[৫৪৮]

(দশ) যদি হাদীস দীর্ঘ হয় তাহলে ইমাম তিরমিযি সাধারণত উল্লেখ করেন সে অংশটুকু যার সেই বাবের সাথে মিল রয়েছে।

(এগারো) কোন হাদীসের সনদে ইযতেরাব থাকে তাহলে ইমাম তিরমিযি রহ. তা আলোচনা করেছেন। যেমন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন,

وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ

যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত হাদীসটির সনদে ইযতিরাব রয়েছে।[৫৪৯]

(বার) ইমাম তিরমিযি রহ. সনদে মাজহুল রাবীদের পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন। বিশেষভাবে কোন রাবী নামে পরিচিত হলে তার উপনাম বলে দিয়েছেন এবং যিনি উপনামে পরিচিত তার নাম বলে দিয়েছেন। যেমন,

وَأَبُو قَتَادَةَ، اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ

আবু কাতাদাহ, তার আসল নাম আল হারেস ইবনে রিবঈ।[৫৫০]

---

[৫৪৮] জামে তিরমিযি (১/৫৭)

[৫৪৯] জামে তিরমিযি (১/১০)

(তের) কোন রাবীর জরাহ তা'দিলে মতবিরোধ হলে, তাও তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন,

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحُمَيْدِيُّ، يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল সত্যভাষী। তবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ তাঁর স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, আল হুমাইদী প্রমূখ হাদিস বিশারদগণ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীলের রেওয়ায়েত দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ আল বুখারী রহ. বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী।[৫৫১]

(চৌদ্দ) জামে তিরমিযির তারতিব খুবই সহজ। এর শিরোনামগুলো অনেক সহজ। তিরমিযি থেকে হাদীস খুঁজে বের করাও সহজ।

(পনের) এ কিতাবের সমস্ত হাদীস কোন না কোন ফকীহর কাছে আমলযোগ্য। শুধু দুটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি রহ. বলেছেন যে, এগুলোর উপর কারো মতে আমল হয় না। একটি হলো, বিনা ওযরে দুই নামায একত্রকরণ। আর অন্যটি হলো, মদ্যপায়ীকে হত্যা করা প্রসঙ্গে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হানাফীরা এ দুটি হাদীসের উপর আমল করেন।

---

[৫৫০] জামে তিরমিযি (১/৬৭)

[৫৫১] জামে তিরমিযি (১/৫৪)

প্রথম হাদীসটি বাহ্যত প্রয়োগ করেন একত্রে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয়টি শাসনের ক্ষেত্রে।

জামে তিরমিযির ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দীসগণ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিচে জামে তিরমিযির কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকা দেয়া হলঃ

(এক) عارضة الأحوذي في شرح الترمذي এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ইমাম হাফেয আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আল ইশবীলী ইবনুল আরাবী মালেকী রহ. (মৃত্যুঃ ৫৪৬ হিজরী) রচনা করেন।

(দুই) شرح جامع الترمذى গ্রন্থটি ইমাম হুসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মাওদুদ আর বাগবী রহ. (মৃত্যুঃ ৫১৬ হিজরী) রচনা করেন।

(তিন) النفح الشذى شرح جامع الترمذى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল ইয়ামীরী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৪৩ হিজরী) রচনা করেন।

(চার) شرح جامع الترمذى গ্রন্থটি হাফেয জয়নুদ্দীন আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ, প্রসিদ্ধ ইবনে রজব হাম্মলী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৯৫ হিজরী) রচনা করেন।

(পাঁচ) شرح سنن الترمذى গ্রন্থটি হাফেয জয়নুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন আল ইরাকী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৮০৬ হিজরী) রচনা করেন।

(ছয়) شرح جامع الترمذى গ্রন্থটি সিরাজউদ্দীন উমর ইবনে রসুলান ইবনে নাসির আল মিসরী আল কিনানী আল আসকালানী আশ শাফেয়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৮০৫ হিজরী) রচনা করেন।

(সাত) شرح زوائد الترمذى على الثلاثة এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সিরাজুদ্দীন উমর আলী ইবনে আহমদ আল আনসারী। প্রসিদ্ধ ইবনে মুলাক্কিন রহ. (মৃত্যুঃ ৮০৪ হিজরী) রচনা করেন।

(আট) قوت المغتذى على جامع الترمذى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি জালালুদ্দীন আবু বকর সুয়ূতী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১১ হিজরী) রচনা করেন।

(নয়) شرح جامع الترمذى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সিরাজ আহমদ সারহিন্দী (মৃত্যুঃ ১২৩০ হিজরী) রচনা করেন।

(দশ) العرف الشذى على جامع الترمذى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাম্মদ শাহ্ আনোয়ার কাশ্মীরী রহ. রচনা করেন।

(এগারো) الكوكب الدرى شرح جامع الترمذى এ গ্রন্থটি মুহাদ্দিস রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩২৩ হিজরী) রচনা করেন।

(বারো) تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম মুবারকপুরী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৫৩ হিজরী) রচনা করেন।

(তের) معارف السنن এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরী রহ. (মৃত্যুঃ ১৩৯৭ হিজরী) রচনা করেন।

(চৌদ্দ) الكوكب الدرى شرح جامع الترمذى এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাদ্দিস মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্দলবী (মৃত্যুঃ ১৪০২ হিজরী) রচনা করেন।

মৃত্যুঃ ইমাম তিরমিযি রহ. ২৭৯ হিজরীর ১৩ ই রজব ৮ অক্টোবর ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক সোমবার রাতে ইন্তিকাল করেন।[৫৫২]

---

[৫৫২] তাহযিবুল কামাল (২৬/২৫২)

ইমাম ইবনে মাজাহ

(২০৯ হিজরী থেকে ২৭৩ হিজরী)

হিজরী তৃতীয় শতক ছিল হাদীস সঙ্কলনের স্বর্ণযুগ। কুতুবুস সিত্তার সবগুলো গ্রন্থই এ শতকে সঙ্কলিত হয়েছে। আর এ কুতুবুস সিত্তার সর্বশেষ গ্রন্থ হল সুনানে ইবনে মাজাহ।

নামঃ ইমাম ইবনে মাজাহ। প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম ইয়াযীদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি আল হাফিযুল কাবীর নিসবতী নাম আল কাযবীনী। তবে তিনি ইবনে মাজাহ নামেই প্রসিদ্ধ। তাঁর বংশধারা হল,

الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه الربعي

আল হাফিযুল কাবীর আল মুফাস্‌সির আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল কাযবীনী ইবনে মাজাহ আর রাবয়ী।[৫৫৩]

আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বুসতানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর দাদার নাম, আব্দুল্লাহ বলেছেন।[৫৫৪]

ইবনে মাজাহ এর 'মাজাহ' নামটি কার উপাধি, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে শক্ত মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি, আবার কেউ বলেন, তাঁর দাদার উপাধি।

এ মতবিরোধ নিরসনকল্পে 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ফিল কমূস গ্রন্থের প্রণেতা বলেন,

لقب والده لا جده والصحيح هو الأول

মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি, দাদার নয়। আর বিশুদ্ধ অভিমত হল প্রথমটি।[৫৫৫]

---

[৫৫৩] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায (২/১৫৫)

[৫৫৪] বুসতানুল মুহাদ্দিসীন (৩২২ পৃষ্ঠা)

[৫৫৫] মুকাদ্দমাতু তুহফাতিল আহওয়াযি (১/১১০)

আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বুসতানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে লিখেছেন, মাজাহ ছিল তাঁর মায়ের নাম। এ কারণে ইবনে লিখতে আলিফ লিখা উচিত। যাতে করে পরিষ্কার হয়, মাজাহ শব্দটি মুহাম্মাদের সিফাত আবদুল্লাহর সিফাত নয়।

ঐতিহাসিকদের মত থেকে মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর মতের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। তবে আল্লামা শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর পক্ষ থেকে 'মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি, দাদার নয়' মতটিও পাওয়া যায়। তিনি এযালায়ে নাফেয়া গ্রন্থে মতটি উল্লেখ করেছেন।

জন্মঃ তিনি ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযবীনে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনে আফফান রা. এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়। এ শহরের প্রথম গভর্ণর বিশিষ্ট সাহাবী বারা ইবনে আযেব রা. কে নিয়োগ দেন।

ইলম আর্জনঃ ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. নিজ দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তিনি কুরআনুল কারীম হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ও জনপদের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের দরসে সফর করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ২৩০ হিজরী মোতাবেক ৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ বছর বয়সে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেন।

আল্লামা আবু যাহু রহ. লিখেছেন,

وارتحل لكتابة الحديث وتحصيله إلى الري، والبصرة، والكوفة وبغداد، والى الشام ومصر والحجاز، وأخذ الحديث عن كثير من شيوخ الأمصار

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদীস লিপিবদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্জনের জন্য রায়, বসরা, কূফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, হিযায প্রভৃতি দেশ ও জনপদে ভ্রমণ করেন এবং বহু মনীষীর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[৫৫৬]

---

[৫৫৬] আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন (১/৩৬১)

হাফেয মিয্যি রহ. বলেন,

سمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، وغيرهما من البلاد

তিনি খোরাসান, ইরাক, হিযায, মিসর, সিরিয়া এছাড়া প্রভৃতি দেশের মুহাদ্দিসগণের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৫৫৭]

ارْتَحَلَ إِلَى العِرَاقَيْنِ، وَمَكَّةَ وَالشَّامِ، وَمِصْرَ وَالرَّيِّ لَكَتْبِ الحَدِيْثِ

তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য ইরাক, মক্কা, শাম, মিসর ও রায় ভ্রমণ করেন।[৫৫৮]

উস্তাদগণঃ ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. দেশ বিদেশের অনেক মনীষীর নিকট হাদীসের শিক্ষা ও সংগ্রহণ করেছেন। তাঁর অসংখ্য উস্তাদের সংখ্যা অগণিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাফেয আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত তানাফিসী, জুবারাহ ইবনে আল মুগাল্লিস, মুসয়াব ইবনে আব্দুল্লাহ আয যুবায়রী, সুওয়াইদি ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া আল জুমাহী, মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল হিযামী, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, হিশাম ইবনে আম্মার, ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইয়ামামী, আবু মুসয়াব আয যুহরী, বিশর ইবনে মুয়ায আল আকাদী, হুমাইদ ইবনে মাসয়াদা, আবু হুযাফা আস সাহমী, দাউদ ইবনে রুশাইদ, আবু খায়সামা, আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান আল মুকরী, আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে বাররাদ, আবু সাঈদ আল আশায্যা, আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম দুহাইম, আবদুস সালাম ইবনে আসেম আল হিসিনযানী, উছমান ইবনে আবী শায়বা প্রমুখ।[৫৫৯]

---

[৫৫৭] তাহযিবুল কামাল (২৭/৪০)

[৫৫৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৯)

[৫৫৯] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৭)

ছাত্রবৃন্দঃ ঐতিহাসিকদের নিকটে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর ছাত্রের সংখ্যা যদিও সংক্ষিপ্ত, তবে তাঁর কাছ থেকে ইলমী ফায়দা অর্জনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবরাহীম ইবনে দীনার আল হাওশাবী, আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল কাযবীনী (তিনি হাফেয আবু ইয়ালা আল খলীলীর দাদা), আবুত তাইয়্যেব আহমাদ ইবনে রাওহ আল বাগদাদী আশ শারানী, আবু আমর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাকীম আল মাদীনী আল ইস্পাহানী, ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ আল কাযবীনী, জাফর ইবনে ইদরীস, হুসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াযদানিয়ার, সুলায়মান ইবনে ইয়াযীদ আল কাযবীনী, আবুল হাসান আলী ইবনে ইবরাহীম ইবনে সালামা আল কাযবীনী আল কাত্তান, আলী ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ আল আসকারী, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আস সাফ্ফার প্রমুখ।[৫৬০]

ইমাম ইবনে মাজাহ সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্যঃ হাদীস, তাফসীর, ইতিহাসশাস্ত্রে অবিস্বরণীয় অবদান রাখার কারণে সমকালীন ও পরবর্তী মনীষীগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। নিচে কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলঃ

(এক) হাফেয আবু ইয়ালা আল খলীল ইবনে আবদুল্লাহ আল খলীল আল কাযবীনী রহ. বলেন,

ثقة كبير، متفق عَلِيّه، محتج بِهِ، له معرفة بالحديث وحفظ، وله مصنفات في السنن، والتفسير، والتأريخ

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. খুবই নির্ভরযোগ্য সর্বসম্মত হাদীসবেত্তা ছিলেন। যাঁর হাদীসগুলো প্রামাণ্য দলীল হিসাবে পেশ করা যায়। হাদীস সঙ্কলক এবং সংরক্ষক হিসাবে তাঁর রয়েছে বিশেষ পরিচিতি। তিনি সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস প্রণেতাও।[৫৬১]

---

[৫৬০] তাহযিবুল কামাল (২৭/৪০)

[৫৬১] তাহযিবুল কামাল (২৭/৪১)

(দুই) আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ ماجة صَاحِبُ كِتَابِ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুনান গ্রন্থ প্রণেতা, যা তাঁর ইলম, আমল এবং সুন্নাতের অনুসরণ এবং এর প্রতিটি মূল ও শাখায় অগাধ পান্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে।[৫৬২]

(তিন) ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

قَدْ كَانَ ابْنُ مَاجَهْ حَافِظاً نَاقِداً صَادِقاً، وَاسِعَ العِلْمِ

ইবনে মাজাহ রহ. ছিলেন হাদীসের হাফেয, রাবী সমালোচক, সত্যবাদী এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী।[৫৬৩]

(চার) আল্লামা জালালুদ্দীন ইউসুফ আল মিয্যি বলেন,

أَبُو عبد الله بْن ماجه القزويني الحافظ، صاحب كتاب "السنن "ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة

হাফেয আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল কাযবীনী ছিলেন কিতাবুস সুনানের সঙ্কলক, কল্যাণকামী গ্রন্থপ্রণেতা এবং গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী।[৫৬৪]

তিনি আরো বলেন, وكان عارفا بهذا الشأن তিনি হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাসের জ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন।[৫৬৫]

(পাঁচ) ইবনে খাল্লিকান রহ. বলেন,

كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به

---

[৫৬২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৫২)

[৫৬৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৮)

[৫৬৪] তাহযিবুল কামাল (২৭/৪০)

[৫৬৫] তাহযিবুল কামাল (২৭/৪১)

তিনি হাদীসের ইমাম এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।[৫৬৬]

(ছয়) ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

أَبُو عَبْدِ اللهِ بنِ مَاجَهْ القَزْوِيْنِيُّ، مُصَنِّفُ السُّنَنِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالتَّفْسِيْرِ، وَحَافِظُ قَزْوِيْنَ فِي عَصْرِهِ

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ সুনান, তারীখ ও তাফসীর প্রণেতা এবং সমকালীন যুগে কাযবীনের হাফেযুল হাদীস ছিলেন।[৫৬৭]

(সাত) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

أبو عبد الله ابن ماجة بتخفيف الجيم صاحب السنن أحد الأئمة حافظ

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ সুনানগ্রন্থ সঙ্কলক এবং একজন বিশিষ্ট হাদীস সংরক্ষক ইমাম ছিলেন।[৫৬৮]

(আট) আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. বলেন,

كَانَ عَاقِلًا، إِمَامًا عَالِمًا

তিনি একজন বুদ্ধিদীপ্ত আলেম ও ইমাম ছিলেন।[৫৬৯]

ফিকহী মসলকঃ ইবনে মাজাহ রহ. নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী রহ. বলেন, তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. বলেন, তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

---

[৫৬৬] ওয়াফইয়াতুল আ'ইয়ান (৪/২৭৯)

[৫৬৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৭)

[৫৬৮] তাকরিবুত তাহযিব (১/৫১৪)

[৫৬৯] আল কামেল ফিত তারীখ (৬/৪৪৩)

তাহির জাযায়েরী বলেন, তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তবে তাঁর ফিকহী মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ., ইসহাক, আবু ওবায়দা প্রমুখ মনীষীর দিকে ধাবিত ছিলেন।

গ্রন্থাবলীঃ ১. سنن ابن ماجه (সুনানে ইবনে মাজাহ)ঃ এটি কুতুবুস সিত্তার একটি গ্রন্থ। মূলতঃ ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. সুনানে ইবনে মাজাহ সঙ্কলনের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

২. تفسير القران الكريم (তাফসীরুল কুরআনিল কারীম)ঃ হাদীসের ভিত্তিতে রচিত এটি তাঁর একটি মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ।

৩. تاريخ مليح (তারীখু মালীহ)ঃ এটি নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর একটি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. লিখেন,

ولابن ماجة تَفْسِيرٌ حَافِلٌ وَتَارِيخٌ كَامِلٌ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إلى عصره

ইবনে মাজাহ রহ. এর রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ, যাতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে তাঁর সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।[৫৭০]

সুনানের বৈশিষ্ট্যঃ (এক) এ গ্রন্থটি দীর্ঘ ভূমিকা দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। যাতে দ্বীনের মূলনীতি, তাওহীদ ও সুন্নাতের মহত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ভূমিকার মধ্যে প্রায় ২৩৭ টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অন্যান্য সুনান গ্রন্থের মধ্যে একে অনন্য বিশেষত্ব দান করেছে।

(দুই) সুনানে ইবনে মাজাহকে অপূর্ব ফিকহী তারতীব অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

(তিন) কুতুবুস সিত্তার অপরাপর গ্রন্থের তুলনায় এ গ্রন্থ থেকে ফিকহী মাসআলা সংগ্রহকরণ খুবই সহজসাধ্য। এ সম্পর্কে ইবনুল আসীর বলেন,

---

[৫৭০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১১/৫২)

كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه

ইমাম ইবনু মাজাহ সঙ্কলিত এ গ্রন্থটি খুবই কল্যাণপ্রদ এবং ফিকহী মাসআলা সঞ্চয়নে অত্যন্ত উপকারী।[৫৭১]

(চার) সুনানে ইবনে মাজাহর অনুচ্ছেদ বিন্যাস শুরু হয়েছে 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্বারা। যাতে ঐ সকল হাদীস সংযোজিত করা হয়েছে, যা দ্বারা সুন্নাতের প্রামাণিকতা, তার অনুসরণ ও সে অনুযায়ী আমল করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

(পাঁচ) ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদীস সন্নিবেশের ক্ষেত্রে পুনরুল্লেখ হাদীস যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ও ক্ষেত্র ছাড়া কোন হাদীস তাকরার বা পুনরাবৃত্তি করেননি।

(ছয়) ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদীস বর্ণনা শেষে অনেক ক্ষেত্রেই রাবীর পরিচয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাবী সম্পৃক্ত শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ এর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। যেমন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْفُ فَأَبَى فَقَالَ خُذْ أَرْشَكَ فَأَبَى. قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ

এ হাদীসটি বর্ণনা শেষে মন্তব্য করেছেন যে,

هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ

এই হাদীসটি ফিলিস্তীনের রামলাবাসী রাবী কর্তৃক বর্ণিত। তাদের ছাড়া অন্য কোন রাবীর নিকট থেকে এ হাদীসটি পাওয়া যায় না।[৫৭২]

---

[৫৭১] মির'আতুল মাফাতিহ (১/১৮)

[৫৭২] সুনানে ইবনে মাজাহ (২/৮৯৭)

সুনানে ইবনে মাজাহ সম্পর্কে আলিমদের বক্তব্যঃ (এক) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. কর্তৃক সঙ্কলিত সুনান গ্রন্থটি ব্যাপক হাদীস সংবলিত ও উত্তম। এতে অনেকগুলো অধ্যায় ও দুষ্প্রাপ্য হাদীস রয়েছে।[৫৭৩]

(দুই) হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

إِنَّهَا كِتَابٌ مُفِيدٌ قَوِيُّ التَّبْوِيبِ فِي الْفِقْهِ

এটি উপকারী গ্রন্থ, ফিকহের দৃষ্টিতে এর অধ্যায়সমূহ সুদৃঢ়ভাবে সজ্জিত।[৫৭৪]

(তিন) শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী সুনানে ইবনে মাজাহ এর প্রশংসা করে বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সুন্দর সন্নিবেশ ও পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীসসমূহ একের পর এক উল্লেখ করা এবং তদুপরি সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি বিশেষত্ব এ কিতাবে যা পাওয়া যায়, অপর কোন কিতাবে তা দুর্লভ।[৫৭৫]

(চার) আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ. বলেন,

وَكَانَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبِعَ مُعَاذًا فِي ذَلِكَ حَيْثُ أَخْرَجَ مِنَ الْمُتُونِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَبْوَابِ مَا لَيْسَ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الْمَشْهُورَةِ

গ্রন্থকার এ গ্রন্থে মু'আয ইবনে জাবালের রীতি অনুসরণ করেছেন। অনেকগুলো অধ্যায়ে তিনি এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা অপর প্রসিদ্ধ পাঁচটি সহীহ গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[৫৭৬]

---

[৫৭৩] তাহযিবুত তাহযিব (৯/৫৩১)

[৫৭৪] নায়লুল আওতার (১/২৪)

[৫৭৫] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (২৪৬ পৃষ্ঠা)

[৫৭৬] হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা সুনানি ইবনে মাজাহ (১/১৩৮)

মু'আযের রীতি অনুসরণ করার অর্থ এই যে, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. প্রায়ই এমন সব হাদীস বর্ণনা করতেন, যা অন্যান্য সাহাবী শুনেননি। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তাঁর সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে অন্যান্য গ্রন্থের মোকাবেলায় এরূপ অনেক হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৫৭৭]

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে জয়ীফ হাদীসঃ ইবনে মাজাহকে 'কুতুবুস সিত্তাহ' এর মধ্যে পরিগণিত করা হলেও এ কথা ধ্রুব সত্য যে, সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে অনেকগুলো যঈফ হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের কিছু নিচে তুলে ধরা হল,

(১) আবু যুর'আ ইবনে মাজাহ সম্পর্কে বলেছেন,

لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثًا مما في إسناده ضعف

এ কিতাবে প্রায় ত্রিশটি হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে।[৫৭৮]

(২) ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থটি ব্যাপক হাদীস সংবলিত এবং উত্তম গ্রন্থ। এতে অনেকগুলো অধ্যায় এবং দুর্লভ হাদীস রয়েছে। এতে অনেক যঈফ হাদীস রয়েছে।[৫৭৯]

(৩) হাফেয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল মিয্যি রহ. বলেন,

كل ما انفرد به بن ماجة فهو ضعيف يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة

যে সকল হাদীস ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এককভাবে স্বীয় কিতাবে সন্নিবেশ করেছেন সেগুলো যঈফ। অর্থাৎ কুতুবুস সিত্তার অপর পাঁচজন

---

[৫৭৭] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (৩৯৭ পৃষ্ঠা)

[৫৭৮] তাহযিবুল কামাল (১/১৭৩)

[৫৭৯] তাহযিবুত তাহযিব (৯/৫৩০)

মুহাদ্দিস যে সকল হাদীস সন্নিবেশ করেননি, কিন্তু ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এককভাবে সন্নিবেশ করেছেন সেগুলো যঈফ।[৫৮০]

(৪) ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ রহ. এর সুনান গ্রন্থটি খুবই সুন্দর যদি না তাকে দুর্বল পর্যায়ের কিছু হাদীস নোংরা না করত, তবে তার সংখ্যা অধিক নয়।[৫৮১]

(৫) ইবনুল আসীর রহ. বলেন,

كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة جداً بل منكرة

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এর এ গ্রন্থটি খুবই উপকারী, ফিকহী মাসআলা সঞ্চয়নে অত্যন্ত কল্যাণকর। কিন্তু এতে এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা খুবই যঈফ; বরং মুনকার।[৫৮২]

ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ সুনানে ইবনে মাজাহ এর অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এর অধিকাংশই বিরল। নিচে কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকা দেয়া হল।

(১) شرح سنن ابن ماجه (শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ) গ্রন্থটি হাফেয আলাউদ্দীন ইবনে কালায়জ ইবনে আবদুল্লাহ মুগলতায়ী রহ. (মৃত্যুঃ ৭৬২ হিজরী) রচনা করেন। এটিই সুনানে ইবনে মাজাহ এর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তবে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সম্পূর্ণ নয়।

(২) شرح سنن ابن ماجه (শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ) গ্রন্থটি আল্লামা ইবনে রজব রহ. রচনা করেন।

---

[৫৮০] তাহযিবুত তাহযিব (৯/৫৩০)

[৫৮১] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (২/১৫৫)

[৫৮২] মির'আতুল মাফাতীহ (১/১৮)

(৩) ماتمس اليه الحاجه (মা তামাস্‌সা ইলাইহিল হাজাহ) এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সিরাজুদ্দীন উমার ইবনে মুলাক্কিন রহ. (মৃত্যুঃ ৮০৪ হিজরী) রচনা করেন।

(৪) الديباجه فى شرح ابن ماجه (আদ দিবাযা ফী শরহে ইবনে মাজাহ) কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুসা রহ. (মৃত্যুঃ ৮০৮ হিজরী) রচনা করেন।

(৫) شرح سنن ابن ماجه (শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ) বাসিত ইবনে মুহাম্মদ আল আযালী রহ. (মৃত্যুঃ ৮৪১ হিজরী) রচনা করেন।

(৬) مصباح الزجاجه (মিসবাহুস যুজাজাহ) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. (মৃত্যুঃ ৯১১ হিজরী) রচনা করেন। এটি ইবনে মাজাহ এর হাশিয়া।

(৭) انجاح الحاجه (ইনজাহুল হাজাহ) গ্রন্থটি আবদুল গণী ইবনে আবী সাঈদ মাজদুরী দেহলবী হানাফী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৯৫ হিজরী) রচনা করেন। এটি সংক্ষিপ্ত আকারে সুনানে ইবনে মাজাহ এর পুর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

(৮) حاشيه ابن ماجه (হাশিয়া, ইবনে মাজাহ) মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. রচনা করেন। এই হাশিয়াটি খুবই প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত।

মৃত্যুঃ ইবনে মাজাহ রহ.এর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর মৃত্যুর তারিখ, জানাযা ও দাফনকার্য সম্পাদন সম্পর্কে বলেন,

كانت وفاة ابن ماجة يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَخُوهُ أَبُو بَكْرٍ وَتَوَلَّى دَفْنَهُ مَعَ أَخِيهِ الْآخَرِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بن يزيد رحمه الله

ইবনে মাজাহ রহ. ২৭৩ হিজরী ২২ রামাযান মোতাবেক ২০ নভেম্বর ৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোমবার ইন্তিকাল করেন। পরের দিন মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। জানাযায় ইমামতি করেন স্বীয় ভাই আবু বকর এবং কবরে লাশ নামান তাঁর ভাই আবু বকর ও অন্য ভাই আবু আবদুল্লাহ এবং স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ।

কারো কারো মতে, তিনি ২৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৫৮৩]

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

مَاتَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ

তিনি ২৭৩ হিজরী রামাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৮৪]

---

[৫৮৩] তাহযিবুত তাহযিব (৯/৫৩১)

[৫৮৪] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৭৯)

ইমাম মালিক ইবনে আনাস

(৯৩ হিজরী থেকে ১৭৯ হিজরী)

নামঃ মালিক, উপনাম আবু আবদুল্লাহ। পিতার নাম আনাস। বংশপরম্পরা হল, মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবু আমির ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে গায়মান খুসাইল আল আসবাহী।[৫৮৫]

তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কাহত্বান গোত্রের উপগোত্র আসবাহ এর অন্তর্ভুক্ত, এ জন্য তাঁকে 'আল আসবাহী' বলা হয়। তাঁর প্রপিতামহ আবু আমির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধ ছাড়া সবগুলো যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক ছিলেন।[৫৮৬]

জন্মঃ ইমাম মালিক রহ. পবিত্র মাদীনা নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষানুরাগী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সন নিয়ে কিছু মতভেত থাকলেও ইমাম যাহাবী রহ. বলেন,

مَوْلِدُ مَالِكٍ عَلَى الأَصَحِّ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ، عَامَ مَوْتِ أَنَسٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বিশুদ্ধ মতে ইমাম মালিক রহ. এর জন্ম সন ৯৩ হিজরী, যে সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদিম আনাস ইবনে মালিক রা. মৃত্যুবরণ করেন।[৫৮৭]

তিনি পিতা আনাস ইবনে মালিক রহ. এর কাছে মদীনায় প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা তাবে-তাবেয়ী ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন, যার বরাত দিয়ে ইমাম যুহরী রহ. সহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম মালিক রহ.ও পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৮৮]

---

[৫৮৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৮)

[৫৮৬] শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্ত (১/৫৩)

[৫৮৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৯)

[৫৮৮] মানহাজু ইমাম মালিক (২২ পৃষ্ঠা)

তাঁর দাদা আবু আনাস মালিক রহ. প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন, তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, আবু হুরায়রা ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৮৯]

ইলম অর্জনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পর থেকে আজ অবধি ইলমে নবুবী চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মাদীনাকেই বিবেচনা করা হয়। মদীনাতে জন্মলাভ করার অর্থ হলো দ্বীন জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্রেই জন্মলাভ করা। বিশেষ করে বংশীয়ভাবে তাঁদের পরিবার ছিল দ্বীনের জ্ঞানচর্চায় অগ্রগামী। এজন্য তিনি শৈশবকাল থেকেই দ্বীনী ইলম চর্চা শুরু করেন। বিশেষ করে তাঁর মমতাময়ী মা তাঁকে শিক্ষার প্রেরণা যোগান।

ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমি একদিন মাকে বললাম, আমি পড়ালেখা করতে যাবো! মা বললেন, আসো! শিক্ষার লেবাস পরিধান করো। অতঃপর আমাকে ভালো পোশাক পরালেন, মাথায় টুপি দিলেন এবং তার ওপর পাগড়ি পরিয়ে দিলেন, এরপর বললেন, এখন পড়ালেখার জন্য যাও।

তিনি আরো বলেন, মা আমাকে ভালোভাবে কাপড় পরিয়ে দিয়ে বলতেন, রাবীয়াহ ইবনে আবু আবদুর রহমান রহ. এর কাছে যাও এবং তাঁর জ্ঞানশিক্ষার আগে তাঁর আদব আখলাক শিক্ষা করো।[৫৯০]

এভাবে তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেন।

উস্তাদগণঃ ইমাম মালিক রহ. অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীসের শিক্ষালাভ করেন। ইমাম যুরকানী রহ. বলেন, ইমাম মালিক রহ. নয়শ'র অধিক শায়েখের কাছে থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।[৫৯১]

---

[৫৮৯] তারতীবুল মাদারিক (১/১১৩)

[৫৯০] তারতীবুল মাদারিক (১/১৩০)

[৫৯১] শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা (১/৫৫)

বিশেষ করে ইমাম মালিক রহ. স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তায় যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদেরই সংখ্যা হলো ১৩৫ জন, যাদের নাম ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেযোগ্য কয়েকজন হলেন,

ইমাম রাবী'আহ ইবনে আবু আব্দুর রহমান রহ., ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আয যুহরী রহ., ইমাম নাফি মাওলা ইবনে উমর রহ., ইবরাহীম ইবনে উকবাহ রহ., ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়াদ রহ., হুমাইদ ইবনে কায়স আল আরয রহ., আইয়ুব ইবনে আবী তামীমাহ আস সাখতিয়ানী রহ. ইত্যাদি।[৫৯২]

ইমাম মালিক রহ. এর নয়শত জন শায়েখের মধ্যে তিনশত জন তাবেয়ী এবং বাকী ছয়শত জন তাবে তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ইলমে হাদীসের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নাফি মাওলা ইবনে উমর এর খিদমতে দীর্ঘ বার বছর ছিলেন। মুয়াত্তর বেশির ভাগ রেওয়ায়েত নাফি রহ. এর সূত্রেই পেয়েছেন।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ الأَسَانِيْدِ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

এই সনদটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদসমূহের অন্যতম।[৫৯৩]

ইমাম মালিক রহ. একবার ঈদের নামাযে ইমাম যুহরী রহ.কে দেখে মনে করলেন, আজ মানুষ ঈদের আনন্দে ব্যস্ত, হয়তো ইমাম যুহরী রহ.এর কাছে একাকী হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে। ঈদের ময়দান থেকে ইমাম যুহরী রহ.এর বাড়ীতে চলে গেলেন, দরজার সামনে বসলেন; ইমাম যুহরী রহ. ভিতর থেকে লোক পাঠালেন যে, গেটে কে দেখার জন্য, ইমামকে জানানো হলো যে, গেটে আপনার ছাত্র মালিক ইবনে আনাস। ইমাম বললেন, ভিতরে আসতে বলো। ইমাম মালিক রহ. বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মনে হয় তুমি নামাযের

---

[৫৯২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৪৯-৫১)

[৫৯৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৫/৯৭)

পর বাড়িতে যাওনি? আমি বললাম, না যাইনি; জিজ্ঞেস করলেন, কিছু খেয়েছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, খাও। আমি বললাম, খাওয়ার চাহিদা নেই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি চাও? আমি বললাম, আমাকে হাদীস শিক্ষা দিন। অতঃপর তিনি আমাকে সতেরটি হাদীস শিক্ষা দিলেন। কোন বর্ণনায় চল্লিশটি হাদীস শিক্ষা দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৫৯৪]

ছাত্রবৃন্দঃ ইমাম মালিক রহ. হলেন ইমামু দারিল হিজরা, অর্থাৎ মদীনার ইমাম। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার খবর সবদিকে ছড়িয়ে পড়লে ইলম পিপাসু ব্যক্তিরা ইমাম মালিক রহ. এর দরসে উপস্থিত হয়ে ইলম অর্জন করেন। এজন্য তাঁর ছাত্রদের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে হাফেয যাহাবী রহ. উল্লেখযোগ্য ১৬৬ জনের নাম বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন,

حدث عنه أمم لا يكادون يحصون

তাঁর থেকে এ পরিমাণ ব্যক্তি রেওয়ায়েত করেন। যাঁদের গনণা প্রায় অসম্ভব।[৫৯৫]

আর খতীবে বাগদাদী রহ. একটি রিসালায় ইমাম মালিক রহ. এর ৯৯৩ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।[৫৯৬]

ইমাম মালিক রহ. এর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী রহ., ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ রহ., ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ., ইমাম আবু দাউদ আত তায়ালিসী রহ., হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ., ইসমাঈল ইবনে জাফর রহ., ইবনে আবী আয যিনাদ রহ. প্রমুখ।[৫৯৭]

---

৫৯৪ তারতীবুল মাদারিক (১/১৩৪)

৫৯৫ তাযকিরাতুল হুফ্ফায (১/১৫৪)

৫৯৬ তারতীবুল মাদারিক (১/২৫৪)

৫৯৭ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৮/৫২-৫৪)

ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্যঃ (এক) ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন,

وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته

আলিমকুল শিরোমণি ইমাম মালিক রহ. ইলমের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কেউ ইমাম মালিক রহ. এর স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়তা, সংরক্ষণশীলতা ও জ্ঞানের গভীরতার সমপর্যায়ে পৌঁছেনি।[৫৯৮]

তিনি আরো বলেন,

ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك

আর যে ব্যক্তি সহীহ হাদীসের সন্ধান করে, সে যেন ইমাম মালিক রহ. এর কাছে যায়।[৫৯৯]

(দুই) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

وهو مام فى الحديث والفقه ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى، مع عقل وأدب

হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের উপর বিরল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইমাম মালিক রহ. জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আদাব আখলাকসহ হাদীসের প্রকৃত অনুসারী ইমাম মালিক রহ. এর মতো আর কে আছে?[৬০০]

গ্রন্থাবলীঃ ইমাম মালিক রহ. রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেকযোগ্য হলো-

(এক) الموطا (আল মুওয়াত্ত্বা) এ গ্রন্থটি ইমাম মালিক রহ. এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে ইমাম মালিক রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[৫৯৮] তারতীবুল মাদারিক (১/৭৬)

[৫৯৯] তারতীবুল মাদারিক (১/১৪৯)

[৬০০] তারতীবুল মাদারিক (১/১৪৯)

সাল্লামের হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের হাদীস এবং মদীনাবাসীর ইজমাসহ অনেক ফিকহী মাসআলা বিশুদ্ধ সনদের আলোকে সঙ্কলন করেন। দীর্ঘ সময় সাধনার পর, তিনি এ মূল্যবান গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সে সময় বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে হাদীসের গ্রন্থ মুয়াত্তা মালিক খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, কিতাবুল্লাহর পরই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো ইমাম মালিক রহ. এর মুয়াত্তা।[৬০১]

(দুই) رِسَالَةُ آدَابٍ إِلَى الرَّشِيْدِ (রিসালাতু আদাব ইলার রাশীদ)।

(তিন) المدونة الكبرى (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা)।

(Pvর) احكام القران (আহকামুল কোরআন)।

(পাঁচ) رسالة مالك بن مطرف (রিসালাতু মালিক ইবনে মুতরিফ)।

(ছয়) رسالة مالك بن وهاب (রিসালাতু মালিক ইবনে ওয়াহহাব)।

(সাত) كتاب المناسك (কিতাবুল মানাসিক)

(আট) تفسير غريب القران (তাফসিরু গারীবুল কোরআন)

(নয়) كتاب المجالس عن مالك (কিতাবুল মাজালিস আন মালিক)

(দশ) رِسَالَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى القَدَرِيَّةِ (রিসালাতু ফির রাদ্দি আলাল কাদরিয়া)

মুয়াত্তা মালেকের বৈশিষ্ট্যঃ মদীনাবাসীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিতঃ মুয়াত্তা গ্রন্থটি ইমাম মালিক রহ. কর্তৃক সংকলিত সর্বপ্রথম হাদীস গ্রন্থ। এই হাদীসগ্রন্থটি পুরোপুরিভাবে মদীনাবাসীদের বর্ণনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হাদীসগ্রন্থটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ইমাম মালিক রহ. কে মদীনা শরীফের বাহিরে গমন করতে হয়নি। মদীনার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর সাহাবাদের সবচেয়ে সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন। তাই তাঁদের কাছে থেকে অতি সহজে হাদীস গ্রহণ করা যায়।

---

[৬০১] তারতীবুল মাদরিক (১/১৯১-১৯৬)

ক্রমানুসারে হাদীস বিন্যাসঃ মুয়াত্তা মালিকের আরেকটি বিশেষত্ব হল, প্রথমে গ্রন্থটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ এবং এরপর সাহাবা রাযি. দের কথা এবং এরপর তাবেয়ীদের কুরআন ও হাদীসভিত্তিক ফাতওয়াকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

সনদের বিশুদ্ধতাঃ শাহ্ উলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেলবী রহ. এর নিকটে বিশুদ্ধতার দিক থেকে মুয়াত্তা মালেকই সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করতেন।

বিরল হাদীসঃ মুয়াত্তয় এমন চারটি হাদীস রয়েছে, যার মতন অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

মদীনাবাসীর ইজমা ও মতবিরোধের প্রতি ইশারাঃ যদি কোন মাসআলায় মদীনাবাসীর ইজমা উল্লেখ করেন, তাহলে তিনি এ ধরণের বাক্য ব্যবহার করেছেন,

السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا كذا وكذا

যে সুন্নাতের ব্যাপারে আমাদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই, তা হল এরূপ। আর যে মাসআলায় মদীনাবাসীর মতবিরোধ রয়েছে, সেখানে তিনি

هذا احسن ماسمعنا (আমি যা শুনেছি, তার মাঝে এটা হল উত্তম) বাক্য বলে ইশারা করেছেন।

ইমামের নিজ হাতে সংকলিতঃ এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা তৎকালীন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কিতাবুল আসার, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহ. এর মুসনাদ থেকে অধিক জনপ্রিয় ছিল। কারণ এই গ্রন্থটি ইমাম মালিক রহ. ব্যতীত আর কেউ সহস্তে লিখেননি।

বর্ণনারীদের আধিক্যঃ এই গ্রন্থের কথা প্রায় ১০০০ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেই সময় ইলমে হাদীস চর্চায় মুয়াত্তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। কেবল তা বর্ণনাকারীদের আধ্যিকের কারণে এই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা বেশী।

ব্যাখ্যাগ্রন্থের আধিক্যঃ মুয়াত্তা মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। গণনা করলে প্রায় ৩০০ এর অধিক হবে। ইমাম হাবীব মালেকি সর্বপ্রথম

এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেন, অতঃপর আব্দুল বার, ইমাম যুরকানী এবং আবু বকর ইবনুল আরাবী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলন করেন।

ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ (১) আল মুনতাকা, গ্রন্থটি আবুল ওয়ালিদ রাযী রহ. রচনা করেন।

(২) কিতাবুত তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মায়ানী ওয়াল আসানিদ, এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হাফিয ইবনে আবদুল বার মালেকী রহ. রচনা করেন।

(৩) আল মাওয়িব, এ গ্রন্থটি আবুল ওয়ালিদ ইবনে সাকাফী রহ. রচনা করেন।

(৪) শরহুল মুয়াত্তা, ইমাম খাত্তাবী রহ. রচনা করেন।

(৫) আল মুকতাবাস ফী শরহে মুয়াত্তা মালিক, কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন।

(৬) কাশফুল মুগাত্তা আনিল মুয়াত্তা গ্রন্থটি হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. রচনা করেন।

(৭) শরহুল মুয়াত্তা, এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী যুরকানী মালেকী রহ. রচনা করেন।

(৮) আল মুসাফ্ফা গ্রন্থটি শাহ্ উলিউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহ. ফার্সি ভাষায় রচনা করেন।

(৯) আওজাযুল মাসালেক ইলা মুয়াত্তা মালেক গ্রন্থটি শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া রহ. রচনা করেন।

(১০) আল মুহালা বি আসরারিল মুয়াত্তা এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আল্লামা সলিমুল্লাহ দেহলবী হানাফী রহ. রচনা করেন।

মৃত্যুঃ ইমাম মালিক রহ. ১৭৯ হিজরী সনে রবিউল আউয়াল মাসে ৮৬ বছর বয়সে মাদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মাদীনার কবরস্থান 'বাকী আল গারকাদে" দাফন করা হয়।[৬০২]

---

[৬০২] তারতীবুল মাদারিক (২/২৪১)

মুহাম্মদ ইবনে হাসান
(১৩২ হিজরী থেকে ১৮৯ হিজরী)

নামঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফারকাদ আশ শায়বানী। তাঁর উপনামঃ আবু আবদুল্লাহ, পিতার নামঃ হাসান, দাদার নামঃ ফারকাদ আশ শায়বানী। তাঁর বংশ জাজিরাতুল আরবে বসবাস করতেন। তাঁর সম্মানিত পিতা দেশ ত্যাগ করে সিরিয়ার সেনা বাহিনীতে যোগদান করেন এবং দামেশকের হারিসতা গ্রামে বসবাস শুরু করেন।[৬০৩]

জন্মঃ ইমাম মুহাম্মদ রহ. ১৩২ হিজরী সনে ইরাকের ওয়াসিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে কূফায় চলে আসেন এবং এখানেই তিনি লালিত-পালিত হন।[৬০৪]

ইলম অর্জনঃ ইমাম মুহাম্মাদ রহ. চৌদ্দ বছর বয়সে ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. এর খিদমতে হাযির হন। চার বছরকাল সেখানে থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ইলম হাসিল করেন। তাছাড়া তিনি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নিকট থেকেও ইলম অর্জন করেন।

এছাড়াও তিনি কূফা, মক্কা, বসরা, ওয়াসিত, সিরিয়া, ইয়ামামা ইত্যাদি স্থানের বহু সংখ্যক বরেণ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ থেকে ইলম হাসিল করেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইলমে ফিকহসহ তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ের উপরও অধিক পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন। তিনি সে যুগের একজন প্রজ্ঞাবান আলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুহাম্মাদ রহ. পৈতৃক সূত্রে ত্রিশ হাজার দিরহাম পেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমার পিতা আমার জন্য ত্রিশ হাজার দিরহাম রেখে মারা যান। আমি এর অর্ধেক পনের হাজার দিরহাম আরবী ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষায় এবং অবশিষ্ট পনের হাজার দিরহাম হাদীস ও ফিকহ জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করি।[৬০৫]

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইলম অন্বেষণে প্রায়ই সারারাত ব্যয় করে দিতেন। এক বিষয়ে অধ্যয়ন করতে করতে বিরক্তি এসে গেলে অন্য বিষয় গবেষণা

---

[৬০৩] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

[৬০৪] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

[৬০৫] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

আরম্ভ করে দিতেন। এভাবেই তিনি সারাটি জীবন নিজেকে ইলমের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন।

উস্তাদগণঃ ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইলম অর্জনের জন্য সে সময়ের ইলমের প্রাণকেন্দ্রগুলি সফর করেন এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহদের থেকে ইলম অর্জন করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উস্তাদগণের তালিকা অনেক লম্বা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ইমাম আযম আবু হানীফা রহ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ., মিসয়ার ইবনে কিদাম রহ., উমর ইবনে যার রহ., সুফয়ান সাওরী রহ., মালিক বিন মিগওয়াল রহ., ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ., আবু আমর আওযায়ী রহ., জাময়াহ ইবনে সালেহ রহ., বুকাইর ইবনে আমের রহ.সহ আরো অনেকে।[৬০৬]

ছাত্রবৃন্দঃ ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর ইলমের খ্যাতি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন দূর-দূরান্ত হতে ইলম পিপাষু ছাত্ররা তাঁর দরসে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেন। তাঁর থেকে ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করে যারা ধন্য হন তাঁদের সংখ্যা অগনিত। প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন, ইমাম শাফেয়ী রহ., আবু সুলাইমান জুযাজানী রহ., হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ আর রাযী রহ., আবু উবাইদুল কাসেম ইবনে সালাম রহ., ইসমাঈল ইবনে তাওবাহ রহ., আলী ইবনে মুসলিম আত তুসী রহ. প্রমূখ।[৬০৭]

এছাড়াও আহমদ ইবনে হাফস রহ., আমর ইবনে আবী আমর আল হার্‌রানী রহ. তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৬০৮]

ইমাম মুহাম্মদ রহ. সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্যঃ (এক) ইমাম শাফেয়ী রহ, আরো বলেন,

كان محمد بن الحسن الشيباني إذا أخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل عليه

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যখন কোন মাসআলা বর্ণনা করতেন তখন মনে হত যেন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।[৬০৯]

---

[৬০৬] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

[৬০৭] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

[৬০৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/১৩৫)

তিনি আরো বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে উটের বোঝা পরিমাণ ইলম অর্জন করেছি। আল্লাহ আমাকে দুজন লোক দ্বারা সাহায্য করেছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. দ্বারা হাদীস, আর ইমাম মুহাম্মাদ রহ., দ্বারা ফিকহ শিক্ষায় সাহায্য করেছেন। আমি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. অপেক্ষা এতো বড় মেধাবী ও বুদ্ধিমান লোক আর দেখিনি এবং তার মত ফসীহ তথা বিশুদ্ধভাষী লোকও আর দেখিনি।[৬১০]

(দুই) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কে ইবরাহীম হারবী রহ. জিজ্ঞেস করলেন,

قلت هذه المسائل الدقائق من أين لك، قَالَ من كتب محمد بن الحسن

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলায় এতো জ্ঞান আপনি কোথায় থেকে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে।[৬১১]

(তিন) ইবনে মুঈন রহ. বলেন,

كَتَبْتُ عَنْهُ الجَامِعَ الصَّغَيْرَ

আমি ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে জামেউস সাগীর লিখেছি।[৬১২]

গ্রন্থাবলীঃ ইমাম মুহাম্মদ রহ. রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯৯৯টি। আবার কারো মতে তিনি ৯৯০টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিচে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল।

١. الموطا (আল মুয়াত্তা)।

٢. المبسوط (আল মাবসূত)।

٣. الجامع الكبير (আল জামিউল কাবীর)।

٤. الجامع الصغير (আল জামিউস সাগীর)।

---

[৬০৯] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

[৬১০] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬১)

[৬১১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/১৩৬)

[৬১২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৯/১৩৫)

৫. السيرالكبير (আস সিয়ারুল কাবীর)।

৬. السيرالصغير (আস সিয়ারুস সাগীর)।

৭. الجرجنيات (আল জুরজানিয়্যাত)।

৮. الزيادات (আয যিয়াদাত)।

৯. الكيسانيات (আল কায়সানিয়্যাত)।

১০. الرقيات (আর রুকায়্যাত)।

মুয়াত্তা মুহাম্মাদের বৈশিষ্ট্যঃ (এক) এখানে কোন মাওযু (জাল) হাদীস নেই।

(দুই) প্রত্যেক পরিচ্ছেদে হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম মুহাম্মদ নিজের মতামত বর্ণনা করেন। কোন কোন জায়গায় ইমাম নখয়ী রহ. এর মতামতও বর্ণনা করেছেন।

(তিন) তাকরারে হাদীস নেই।

(চার) কোথাও কোথাও তিনি ইমাম মালিক রহ. এর মাযহাবও উল্লেখ করেছেন।

(পাঁচ) هذا حسن (এটা উত্তম) এবং لايجب (জরুরী নয়) বলে তিনি বিশেষ অর্থ বুঝিয়েছেন।

ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ মোল্লা আলী কারী রহ. 'ফতহুল মুগতিসা শারহিত মুয়াত্ত' নামক একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। যার হস্তলিপি ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন পাঠাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। ইবরাহীম বীরীযাদা রহ.ও মুয়াত্তা মুহাম্মদের একটি শরাহ লিখেন। যা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও মাওলানা আব্দুল হাই লখনবী রহ. আত তালিকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ নামক একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

মৃত্যুঃ ইমাম মুহাম্মদ রহ. ১৮৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যু সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।[৬১৩]

---

[৬১৩] তারিখে বাগদাদ (২/৫৬২)

ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী

(২৩৯ হিজরী থেকে ৩৩১ হিজরী)

নামঃ ইমাম হাফেয আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে আবদুল মালিক আল আযদী, আল হাজারী আল মিসরী আত ত্বহাবী আল হানাফী।[৬১৪]

জন্মঃ তিনি মিসরের 'ত্বহা' নামক প্রাচীন গ্রামে ২৩৯ হিজরীর ১২/১০ রবিউল আউয়াল রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ আযদ এবং এর শাখা হাজার গোত্রভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মিসর বিজয়ের পর তারা মিসরে এসে বসবাস শুরু করেন। যেহেতু তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামানের আযদ ও হাজার গোত্রের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য ইমাম ত্বহাবী রহ. কে আযদী ও হাজারী বলা হয়। আর তিনি যেহেতু মিসরের 'ত্বহা' নামক প্রাচীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ জন্য তাঁকে মিসরী ও ত্বহাবী বলা হয়।

ইলম অর্জনঃ তাঁর শৈশবকাল ছিল অত্যন্ত পূতঃপবিত্র ও নির্মল। তিনি কখনো পাপাচার বা গর্হিত কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না। শৈশবকাল হতেই শিক্ষার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় তাঁর মামা আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী রহ. এর নিকট। মুযানী শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। মুযানী রহ. তখন মিশরে অবস্থান করতেন। ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. জ্ঞান পিপাসা নিবৃত করার মানসে স্বীয় আবাসস্থল থেকে মিসরে আসেন।

উস্তাদগণঃ ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অনেক জায়গা সফর করেছেন। যেখানেই কোন মুহাদ্দিস ও ফকীহের সন্ধান পেতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং জ্ঞান অর্জন করতেন।

---

[৬১৪] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/২৭)

২৬৮ হিজরিতে তিনি সিরিয়া ভ্রমণ করেন। তা ছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাস, আসকালান, ইয়ামান, হিযায, খোরাসান, শাম, কূফাসহ ইত্যাদি স্থানের মনীষীদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। দামেশকের আবু আযেম আব্দুল হামীদ রহ. থেকে ইলমে ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। নিচে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল, আব্দুল গণী ইবনে রিফায়াহ রহ., হারুন ইবনে সাঈদ আল আয়লী রহ., ইউনুস ইবনে আবদিল আলা রহ., বাহর ইবনে নাসর আল খাওলানী রহ., মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল হাকাম রহ., ঈসা ইবনে মাসরুদ রহ., ইবরাহীম ইবনে মুনকিয রহ., রবী ইবনে সুলাইমান আল মুরাদী রহ., বাক্কার ইবনে কুতায়বা রহ., মিকদাম ইবনে দাউদ আর রুওয়াইনী রহ., আহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আল বারকী রহ., আহমদ ইবনে আবু ইমরান হানাফী রহ.সহ প্রমূখ শায়েখদের থেকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন।[৬১৫]

ছাত্রবৃন্দঃ ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. এর উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলেন, ইউসুফ ইবনে কাসেম আল মায়ানাযী রহ., আবুল কাসেম আত তাবরানী রহ., মুহাম্মদ ইবনে বকর ইবনে মাতারুহ রহ., আহমদ ইবনে কাসেম আল খাশ্‌শাব রহ., আবু বকর ইবনে মুকরী রহ., আহমদ ইবনে আবদিল ওয়ারেস আল জায্‌যাজ রহ., আবদুল আযিয ইবনে মুহাম্মাদ আল জাওহারী রহ., আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল ইখমিমী রহ. প্রমূখ।

মাযহাবঃ ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. জীবনের ক্রমোন্নতির সূচনাতে স্বীয় মামা আবু ইবরাহীম মুযানী শাফেয়ী রহ. এর কাছে ইলমে ফিক্‌হ শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রথমত তিনি ইমাম মুযানী রহ. থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরই মাযহাব 'শাফেয়ী মাযহাব' গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তারপর বোধ শক্তি যত বাড়তে থাকে পরিবর্তনের দ্বার তত উন্মুক্ত হতে থাকে।

---

[৬১৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৫/২৮)

শেষ পর্যন্ত তিনি শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন। যখন ইমাম আহমদ ইবনে আবী ইমরান হানাফী রহ. মিসরের কাযী (বিচারক) হিসেবে আগমন করেন তখন তিনি মামার দরস ও মাযহাব ত্যাগ করে ইমাম আহমদ ইবনে আবী ইমরান হানাফী রহ. এর দরস ও মাযহাব গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে হাফেয যাহাবী রহ. বলেন,

وكان أولا شافعيًا يقرأ على المزني فقال له يومًا والله لا جاء منك شيء فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران

প্রথম দিকে ইমাম ত্বহাবী রহ. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একটি দরসে তাঁর উপর তাঁর মামা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। এতে ইমাম ত্বহাবী রহ. অসন্তুষ্ট হয়ে আবু ইমরান হানাফী রহ. এর দরসে গিয়ে বসলেন।[৬১৬]

ইমাম ত্বহাবী রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কেন শাফেয়ী মাযহাব ছেড়ে দিলেন, উত্তরে ইমাম ত্বহাবী রহ. বললেন, আমার মামা ইমাম মুযানী রহ. হানাফী মাযহাবের কিতাবও অধিক পরিমাণ অধ্যয়ন করতেন। আমি হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলো প্রচুর পরিমাণ অধ্যয়ন শুরু করি। কিন্তু আমার নিকট হানাফী মাযহাবের দলিলগুলো অধিক মযবুত ও যুক্তিযুক্ত মনে হলো। যার কারণে আমি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করে নিলাম।

ইমাম ত্বহাবী রহ. অসাধারণ ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা শক্তি বলেই তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের পন্ডিত হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

ইমাম ত্বহাবী রহ. মর্যাদা ও মহা সম্মানের অধিকারী ছিলেন। নির্ভরযোগ্যতা, আমানতদারী, মর্যাদার পূর্ণতা, হাদীসের দক্ষতা, নাসেখ ও

---

[৬১৬] তাযকিরাতুল হুফ্ফায (৩/২১)

মানসুখ হাদীসের পার্থক্যের দক্ষতার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গিয়েছে। তাঁর পরে কেউ তাঁর স্থান পূরণ করতে পারেনি।

মাসলামা ইবনে কামে কুরতুবী আস সিলাহ নামক গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাবী রহ. নির্ভরশীল মহা মর্যাদার অধিকারী, ফিক্হবিদ এবং আলেমদের মতভেদপূর্ণ মাসয়ালায় অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

ইবনে জুযী 'মুনতাযিম' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, ইমাম ত্বহাবী রহ. নির্ভরশীল, সুদৃঢ়, বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত ফিক্হবিশারদ ছিলেন।

হাফেয যাহাবী তারিখে কবির গ্রন্থে বলেছেন, তিনি ফিক্হবিদ, মুহাদ্দিস, হাফিয, বিশিষ্ট ইমাম, নির্ভরশীল, ধীশক্তি সম্পন্ন ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।

গ্রন্থাবলীঃ ইমাম ত্বহাবী রহ. অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হল,

(১) شرح معانى الاثار (শরহু মায়ানিল আসার)।

(২) مشكل الاثار (মুশকিলুল আসার)।

(৩) المختصر فى الفقة (আল মুখতাসারু ফিল ফিকহ)।

(৪) شرح الجامع الكبير (শরহু জামেউল কাবীর)।

(৫) شرح الجامع الصغير (শরহু জামেউস সাগীর)।

(৬) المختصر الكبير (মুখতাসারুল কাবীর)।

(৭) المختصر الصغير (মুখতাসারুস সাগীর)।

(৮) تاريخ كبير (তারিখে কাবীর)।

(৯) مختصر الطحاور (মুখতাসারুত ত্বহাবী)।

(১০) عقيدة الطحاوى (আকিদাতুত ত্বহাবী)।

শরহু মায়ানিল আসার (ত্বহাবী শরীফ) এর বৈশিষ্ট্যঃ যুগশ্রেষ্ঠ ফিকহবীদ ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. কর্তৃক রচিত জগতবিখ্যাত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ শরহে মায়ানিল আসার এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন,

(এক) এ গ্রন্থে হাদীসের আলোকে ফিক্হী মাসয়ালার বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

(দুই) এ গ্রন্থে এরূপ অনেক হাদীস রয়েছে যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

(তিন) এ গ্রন্থে বর্ণিত দুর্বল সনদের কোন হাদীস নেই।

(চার) এ গ্রন্থের মূল ভাষ্যে অনেক ফায়দা রয়েছে। যেমন, এ গ্রন্থটিতে মাসয়ালা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা অন্যান্য কিতাবে সংক্ষেপ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

(পাঁচ) এ গ্রন্থে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য ইমামদের এমন কিছু বাণী রয়েছে যা সমসাময়িক অন্যান্য ইমামদের গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

(ছয়) এ গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের অসংখ্য উক্তি পেশ করেছেন।

(সাত) গ্রন্থকার এ কিতাবে ফিকহী মাসয়ালাসমূহ বর্ণনা করার সাথে সাথে হাদীসের আলোকে পক্ষের ও বিপক্ষের অভিমত পেশ করেছেন। যা গ্রন্থটিকে অনন্য করে তুলেছে।

(আট) গ্রন্থকার এ গ্রন্থকে ফিক্হ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলি অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছেন। তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমামদের মতভেদসহ তাদের পক্ষের হাদীসমূহ বর্ণনা করেছে। অতঃপর হাদীসের আলোকে প্রতিপক্ষের উত্তর দিয়েছেন। সর্বশেষে স্বীয় সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত উপস্থাপন করেছেন, যা সর্বজন সবীকৃত ও গৃহীত। এ ধরনের কিতাব সত্যিই বিরল।

(নয়) গ্রন্থকার এ গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য দিয়ে আহনাফের দলিলসমূহ বর্ণনা করার সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীদের দলিলসমূহও বর্ণনা করেছেন। তাই কেউ যদি শারহে মায়ানিল আসারের প্রতি গভীর চিন্তা

ভাবনা করে, তাহলে তার আমাদের হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্যান্য মাযহাবের জ্ঞানও অর্জিত হবে।

(দশ) এ গ্রন্থে একই সনদের অসংখ্য হাদীস আনা হয়েছে। যা অপর কোন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না।

(এগারো) এ গ্রন্থে একই সনদের অসংখ্য হাদীস, ফিক্হবিদদের উক্তি এবং ইমামদের جرح ও تعديل এর বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাগ্রন্থের তালিকাঃ গ্রন্থের গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধতার ভিত্তিতে শরহে মায়ানিল আসার গ্রন্থেরও যুগে যুগে আলিমরা এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় মনোনিবোশ করেছেন। নিচে কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম তুলে ধরা হল,

(এক) الحاوى فى تخريج احاديث الطحاوى (আল হাবী ফি তাখরিজে আহাদিসে মায়ানিল আসার) এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হাফেয আব্দুল কাদের কুরশী রহ. রচনা করেন।

(দুই) امانى الاخبار (আমানিল আখবার) গ্রন্থটি আল্লামা আইনী রহ. রচনা করেন।

(তিন) نخبة الاخبار (নুখবাতুর আখবার) এই গ্রন্থটিও আল্লামা আইনী রচনা করেন।

মৃত্যুঃ ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ. ৩৩১ হিজরী সনে যিলকদ মাসে বৃহস্পতিবার দিনে ৯২ বছর বয়সে মিসরে ইন্তিকাল করেন। এ ব্যাপারে আল্লামা আইনী রহ., আল্লামা ইবনে কাসীর রহ., আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ও আল্লামা সুয়ূতী রহ. প্রমূখ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ইমাম বুখারী রহ.এর ঈমানদীপ্ত জীবনী ।
- ঐতিহাসিক বুখারা ও সমরকান্দের ইতিহাস ।
- সহীহ বুখারী শরীফের মাহাত্ম্য ।
- খতমে বুখারীর ফজিলত ।
- ইমাম বুখারী রহ.এর বুখারী শরীফ রচনার হেতু ।
- বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য ।
- ইমাম বুখারী রহ.এর ফিকহী মাযহাব ।
- ইমাম বুখারী রহ.এর তারাবীর নামায ।
- গাইরে মুকাল্লিদ আলিমদের ইমাম বুখারী রহ. এবং সহীহ বুখারীর প্রতি অশোভন আচরণ ।
- বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়ের তাহকীক অনুবাদকের পক্ষ থেকে টিকা আকারে সংযোজন ।
- সহীহ বুখারী শরীফের একশত (১০০) এর বেশি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম ও পরিচিতি ।
- সিহাহ সিত্তাহ ইমামদের জীবনী ।
- ইমাম মালেক রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ, ও ইমাম ত্বহাবী রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ইমাম বুখারী রহ.এর ঈমানদীপ্ত জীবনী।
- ঐতিহাসিক বুখারা ও সমরকান্দের ইতিহাস।
- সহীহ বুখারী শরীফের মাহাত্ম্য।
- খতমে বুখারীর ফজিলত।
- ইমাম বুখারী রহ.এর বুখারী শরীফ রচনার হেতু।
- বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য।
- ইমাম বুখারী রহ.এর ফিকহী মাযহাব।
- ইমাম বুখারী রহ.এর তারাবীর নামায।
- গাইরে মুকাল্লিদ আলিমদের ইমাম বুখারী রহ. এবং সহীহ বুখারীর প্রতি অশোভন আচরণ।
- বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়ের তাহকীক অনুবাদকের পক্ষ থেকে টিকা আকারে সংযোজন।
- সহীহ বুখারী শরীফের একশত (১০০) এর বেশি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম ও পরিচিতি।
- সিহাহ সিত্তাহ ইমামদের জীবনী।
- ইমাম মালেক রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ, ও ইমাম ত্বহাবী রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

যাকারিয়া লাইব্রেরী
০১৯৩৩-০৮২৬৩৬ সৃজনশীলতায় মুক্ততায় অনন্য
জাহাঙ্গীর মার্কেট, ডাকবাংলো রোড, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

Covar • Muhareb Mohammad • 01600187761